Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/148	Place(s) of Publication:	
		Year of Publication	
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	
Editor(s)		Size:	28x42 Cm.
		Condition:	Brittle.
Title:	মোহম্মদী MOHAMMADI	Volumes in record:	Archive has: Special IDD Number, 1345 B.S. Incomplete. Title-page Wanting.

ছেলে ধরা

এম. নাসির আলী বি-কম

লেখক

প্রায় এক পুরুষ গত হইতে চলিল কাশিমপুরের জমিদাররা গ্রামের বাড়ী ছাড়িয়া শহরবাসী হইয়াছেন। আর আজ কিনা হঠাৎ মহালে মহালে খবর টল, জমিদারের একমাত্র বংশধর এনা-য়ত চৌধুরী সাহেব নাকি এবার কিছু-দিনের জন্য গ্রামে ফিরিয়া আসিতে-ছেন।

গঙ্গানদীর পারে অবস্থি... পূর্ণ চৌধুরীদের... এক... উঠ...

করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল কিন্তু তাঁর অলক্ষ্যে মনের কোণে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল একটি নতুন সঙ্কল্প। —এরই একটী শিশুকে আপন করিয়া লইবার সঙ্কল্প।

ইহার পর হইতে তিনি মনে মনে প্রায়ই এই সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় চিন্তা ক...

...টনা ঘটিল। সেদিন ...নর একটা

না। তিনি হাত বাড়াতেই একটি শিশু একগা ধুলামাটিসহ কোলে আসিয়া উঠিল। শিশুটীর কাণ্ড দেখিয়া গৃহের মেয়েরা অবাক হইয়া গেল।

এমনিভাবে বহুক্ষণ আলাপ আলো-চনার পরে তিনি উঠিলেন কিন্তু শিশুটীকে কোল হইতে নামাইতে তাঁর যেন আর ইচ্ছা হইতেছিল না। কি যেন একটা কথা বলি বলি করিয়াও তিনি বলিতে পারিলেন না।

তাই দিন কয়েক পরেই তিনি আবার একদিন এ বাড়ীতে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন চৌধুরী সাহেব। স্ত্রীর অনু-রোধে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া তিনি গৃহস্থের একটি শিশুপুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন। শিশুটীর মা বাপ কিন্তু কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিল না। টাকার প্রলোভনে পিতা গেন্দুকে হয়ত রাজী করান যাইত কিন্তু মাতা কিছুতেই রাজী হইল না। আড়াল হইতে সে বলিয়া উঠিল—আমরা পোলা বেইচ্যা খাইতে চাই না। ব্যাচনের কতা যে কয় তার পোলা গিয়া বেচুক। এমুন অলইক্যা কতা জনমে কোনদিন হুনি নাই।

শুনিয়া চৌধুরী সাহেব থ' হইয়া রহিলেন। চৌধুরী গৃহিণীর মুখেও আর রা ফুটিল না।

বাড়ীর অপর অংশে থাকিত গেন্দুর ... চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে ...গৃহ সম্মত না হইলেও ...জী হইয়া গেল। ...। ...রেই

ছোটছেলে 'ফ্যাপার' প্রতি স্নেহ যেন তার সহসা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। গেন্দুর স্ত্রীকে দেখিলেই সে ফ্যাপাকে কোলে লইয়া অবথা আদরে তাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। বলে,—আমার ...সোনা... ক্যাপ্‌, তারেকি আমি ব্যাচ... বার প্যাটের জ্বালা বেশী হে... কপালীর ঝি পোড়াকপালী ... তার পোলা।

ঝগড়া এই দুইটী পরিব... লাগিয়া থাকিত। এখন ... বাড়িয়া গেল। ঝগড়ার স... পাইলেই গেন্দুর স্ত্রী বলিত,—প্য... পোলা বেইচ্যা খায় তারা আবার বে... শরমে কতা কইতে আহে? শরমও নাই বেহাইয়া লোকে?

নিরুপায় গেন্দুর স্ত্রী চুপ করিয়া থাকে। বলিবার তার যেন কি নাই।

গঙ্গার উপরে তখন সাড়ার পুল তৈরী হইতেছিল। গ্রামে গ্রামে রটিয়া গিয়াছে—একশত একটী শিশুবলি না দিতে পারিলে মা গঙ্গা কিছুতেই তার বুকের উপর এই পুল রাখিতে দিবে না বলিয়া বড় ইঞ্জি-নীয়ার সাহেবকে স্বপ্ন দেখাইয়াছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কে না এই খবর জানে? এই সুযোগে গ্রামের একশ্রেণীর লোক গোপনে রটাইল; গেন্দুর ছেলেকে নিশ্চয়ই 'ছেলেধরা'য় নিয়াছে সাড়ার পুলে বলি দিতে। নতুবা একবারে অতগুলি টাকা দিয়া আবার মাসে মাসে টাকা দিবে কেন? যতদিন সাড়ার পুল থাকিবে ততদিন টাকা আসিবে। গ্রামের অধি-কাংশ লোক তাহাই বিশ্বাস করি...ল।

...ন সময় জিনি...

...র আজ ...লিল: পোলা ধইর্যা নেং-...াহিদই ক্যাবল হুনছিলাম, ...। সঙ্গে সঙ্গে ...আমরা আগে ...সুকম

সেই অবধি ক্যাপা লাঠী খেলার ভাঁজ শিখিতে প্রত্যহ কাছারী বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। পর্য্যাপ্ত তৈল-সিক্ত বাবরী চুলে তেড়ী কাটিয়া লাল শালুর ফতুয়া গায়ে ক্যাপা যখন প্রকাণ্ড লাঠীটা লইয়া শিশ দিতে দিতে গ্রামের ...রাত করে তখন অনেকেই ...বার চাহিয়া দেখে। দেখিয়া ...ব, নেত্রর এ ছেলেটা বাপের ...ম করিবে। এই বয়সেই চাকরী পাইয়াছে। এদিকে নিজকে নায়েববাবুর প্রায় ...ই মনে করে।

এমনি দিনে এই বিশ বছর পরে নায়েববাবু হঠাৎ একখানা পত্র পাইলেন, বউবিবি এবার আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন। বলাবাহুল্য এই সুদীর্ঘ বিশ বছরের ব্যবধানে অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। চৌধুরী সাহেব ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন চৌধুরী-গৃহিণী নিজে। তিনি হয়ত বহু পূর্ব্বেই গ্রামে ফিরিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিতেন কিন্তু বিশ বছর আগে পোষ্যপুত্র-রূপে গৃহিত ছেলেটার উপযুক্ত শিক্ষা বিধানের জন্য তিনি তা পারেন নাই।

পূর্ব্বের মতই সকলকে সচকিত করিয়া আবার একদিন জমিদারের বজরা আসিয়া কাচারী বাড়ীর ঘাটে ভিড়িল। শুভ্রবেশ-ধারিণী জমিদার গৃহিণী সলজ্জ পাদক্ষেপে নামিয়া আসিয়া অন্দরে প্রবেশ ক...

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল হ্যাটকোট পরিহিত একটা সুন্দর যুবক। ঘাটের দুই পাশে যারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তারা সকলেই হাত তুলিয়া ইহাকে অভি-বাদন করিল এবং সকলের দেখাদেখি ক্যাপাও তাকে হাত তুলিয়া ছালাম জানাইল। যুবকটী সাহেবী কায়দায় হ্যাট উঠাইয়া মৃদু হাসিয়া সকলের অভিবাদনই গ্রহণ করিলেন।

পরের দিন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। নায়েববাবু ক্যাপাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওরে ক্ষেপা, বউবিবি আর ছোটসাহেব তোদের ওখানে যাবেন। তুই বজরার সঙ্গে যা।

হঠাৎ এ সম্মানের কারণ ক্যাপা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অতি আনন্দের সহিত সে গিয়া বজরায় উঠিল। দেখিতে দেখিতে বজরা গিয়া তাহাদেরই ঘাটে ভিড়িল। অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটি-য়াছে। কিন্তু বউবিবি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, এই ঘাটটার যেন কোনই পরি-বর্ত্তন হয় নাই। বিশ বছর আগে ঘাটের দুই পাশের কাশফুলগুলি যেমনি করিয়া চামর দুলাইয়া তাঁকে অভিনন্দন করিয়াছিল আজিও যেন তাহাদের সেই চামর দুলানী থামে নাই। এই স্মৃতির সহিত বিজড়িত আরও অনেক কথা মনে পড়িয়া বউবিবির চক্ষু দুইটী সহসা যেন অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া নামি... পড়িলেন। যুবক তাঁর অনুস... ক্যাপা অবাক হইয়া আগাগোড়া ... কাছে ...

বউবিবি কোনদিকে না চাহিয়া নেত্রর গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া উঠিলেন। নেত্রর স্ত্রী তখন উঠান ঝাঁট দিতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা একটা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এবং সেই সঙ্গে এক যুবককে উঠানে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্ষণকাল অবাক হইয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। বউবিবির ইঙ্গিতে যুবক তাহার কদমবুছি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এতক্ষণে নেত্রর স্ত্রী তাঁদের চিনিতে পারিল। কিন্তু ইহা কি সত্য না সে উঠানে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে? হাতের ছাটা ফেলিয়া সে যুবককে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্যাপা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছিল, তার পিতামাতা বহুটাকার বিনিময়েও তাহাকে বিক্রয় করে নাই কিন্তু নেত্রর ছেলেকে সে টাকার লোভে বিক্রয় করিয়াছিল। মনে মনে এজন্য সে ছিল বেশ গর্ব্বিত। কিন্তু আজ সমস্ত ব্যাপারটা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া তাদের প্রতি মন তার সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে তাদের বলিল,—তোমরা আমার দুষমন। আমার রুজি খাইবার লাইগ্যা আমারে আটকাই... কলিজা কেমনে খাই... আজ কি...

আমরা অইলাম দুষমুন। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

"তোমাগ মত শয়তান মা বাপেরে দুষমন কইমু না তো কারে কইমু দুষমুন। ওই শয়তানীর আক্কল আমি তোমাগ দিমুই দিমু। রুজি খাওনের লাইগ্যা আমারে যেমন আটকাইছ আমিও আর তোমাগ মোক দেখমু না।"

ক্যাপা সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ পিতা সম্ভব অসম্ভব বহু জায়গায় বৃথাই তাকে খুঁজিয়া বেড়াইল। অবশেষে হতাশ হইয়া একদিন বাড়ী ফিরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—হায় হায় রে নছিব, করমুল্লার পোনারে তো সারাঘাটের পোলে নেয় নাই, নিল আমার ক্যাপারে। বহুক্ষণ তাহার কান্না কেহ থামাইতে পারিল না। শবিতুল্লার কথাটা কত বড় সত্য এতদিনে তাহারা তা বুঝিতে পারিল।

ASTHMA

যাঁহারা হাপানী রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা এই জগদ্বিখ্যাত ঔষধ হিমরড্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহা শ্বাসনলী ও শিরা প্রভৃতি সহজ অবস্থায় আনয়ন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত ... ও শ্বাসকষ্ট উপশম করে। দীর্ঘ ৬৫ বৎসর ... ধরিয়া রোগ আরোগ্য ...রিয়া আসিতেছে।

... বলেছেন :—

আমাদের ভাষা-বিভ্রাট

মাহ্‌বুব-উল্ আলম

লেখক

গোটা বাংলা দেশের রূপ কি তাহা আমার জানা নাই। আমি অনুমান করিতে পারি যে এ-রূপ বড়ই অদ্ভুত। স্থান ভেদে ইহার রং-ঢং এরূপ বদলাইয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গালীদের গোড়ায় আদৌ কোন ঐক্য ...কিনা তাহা বুঝিবার জন্য গবেষণার ...ন হয়।

...না সম্বন্ধে আমাদের পরিস্থিতি নানা ...দিয়াই সমস্যাপূর্ণ... ...ক এত ...

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে বাংলার নিম্ন-শ্রেণীর ভাষা হইতে উচ্চশ্রেণীর ভাষার গতি-বেগ ও শক্তি অনেক কম। নিম্ন-শ্রেণীর ভাষার এই গতি-বেগ ও শক্তি—যাহা মুক্ত আবহাওয়ার সন্ধান দেয়—যে ভাষায় আমরা লিখি তাহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই।

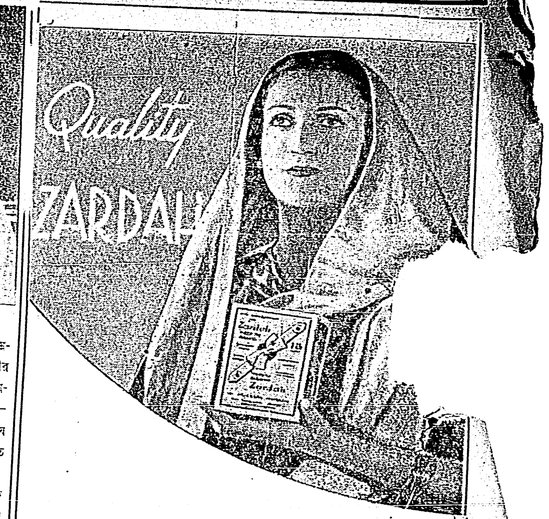

যে সমাজের কথা বলিতেছি সহরকে ...বলম্বন করিয়া উহার বৃদ্ধি হওয়ায় ... সহর-প্রধান—এমন কি ... ইহার

উৎসবের দিনে——

...ট্রী ব্রাণ্ড' দ্রব্য সম্ভার অপরিহার্য্য

...ন সমস্ত জিনিসই তৈরী হয়। বাদশা ওমর, রাজা ...র আজ ত্রিশ বৎসর যাবত জিনিষগুলি ...চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

...নায়

সর্ব্ব ভয়-ভাবনা-বিহীন

[মহীউদ্দীন]

হে গতি !
হে শ্রান্তিহীন !
কবে তুমি থামিবে কোথায় ?
কোন্ খানে
কোথা গিয়ে
পার চলার হবে শেষ ?
যে দেহের মাঝে
রক্তে রক্তে
তোমার ঝঙ্কার—
ঝলকি' ঝলকি চলে
কি পুলক কলরোলে—
বাসনা-তরঙ্গ-ভঙ্গে
চঞ্চল উদ্দাম,
তারি চল-চরণের
ছন্দ মোর হৃদয়ের
স্পন্দনেতে বাজে।
ক্লান্তিহীন
জীব-কণাগুলি
তোমার গতির তালে
নাচে।

ইথার-সমুদ্র-জলে বিদ্যুতের ঢেউ···
আলোর কল্লোল-গানে
চিত উতরোল...
হে দুর্দ্দাম অনন্ত ব্যাকুল !
তোমার গতির পথে
কি ব্যথা উ...
লক্ষ ...

প্রবীণ ও নবীন

কেশবচন্দ্র সেন

লেখক

(১)

কিনিকনারি গ্রামের সেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ ওরফে সিরাজ মিঞা—প্রবীণ।

তাঁর পুত্র মিষ্টার এস্ লতীফ-উর রহীম বি, এ—নবীন।

সিরাজ মিঞা পৈত্রিক জমি-জমার উপসত্ত্ব-ভোগী। ভাগে চাল, পাট, সোনা-মুগ জন্মে। পুষ্করিণীতে মাছ বাড়ে, শালুক ফুল ফোটে। গোয়ালে গরু আছে, মহিষ আছে। গোলায় ধান আছে, আঙ্গিনায় স্তূপাকারে খড় আছে। তার আশে-পাশে ফুল ফোটে অনাদরে, অযত্নে।

সিরাজ মিঞা প্রেসিডেন্ট ... ঐ গাল-ভরা নামের পদ ... দায়িত্ব সম্বন্ধে সিরাজ ... কোনো মিঞার ... ছিল না। ... হা...

পুত্র হেসে বল্লে—সে সব দিন গেছে বাবা। মান-ইজ্জত আগে। পয়সা তো হাতের ময়লা।

পুত্রকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে পিতা বল্লে—আল্লা চিরজীবী করুন তোমায়। আমরা গরীব চাষা লোক—কিন্তু ইমানদার'

ইজ্জত আর ইমানদারী ! বেচারা পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার, ... র দরিদ্র হয়ে ... অনশনের মধ্যে ... হয়েছিল ...

লতীফ গাড়োয়ানকে বল্লে—কাদু ভাই তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। আমি মাঠের পথে হেঁটে বাড়ি যাব।

কি সর্বনাশের কথা ! কাদের বল্লে—তা কি হয় ছোট মিঞা ? এ আমাদের ভর-জোয়ান নাংলা মহিষ নিমিষে ঘর পৌঁছে দেবে।

কিন্তু ছোট মিঞা শুনলে না। সে মাঠের মাঝে আবার পড়ন্ত রোদের খেলা দেখলে। গাছের ঝোঁপে বসে পরিচিত পাখীরা গান গেয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলে। রাখাল বালকের বেণুর সুর কোন্ সুদূর থেকে ভেসে এলো তার পিপাসিত চিত্তে। একটা বাছুরের কাতর হাম্বারব তার লুকানো আনন্দের ভাণ্ডার-গৃহের কবাট খুলে দিলে।

মাঠ ছেড়ে লতীফ আবার সড়কে উঠলো। এক বৎসর পূর্ব্বে যে সব ঢিবি-ঢাবা, গর্ত্ত, খাল দেখে গিয়েছিল লতীফ—তাদের প্রত্যেকটি তদবস্থ। বরং তারা সঙ্গী জুটিয়েছে—জেলার স্বায়ত্ত শাসনের শুভাশীর্বাদে।

গ্রামের প্রান্তে হারান মণ্ডলের ঘর। বেচারা হারান দেনার দায়ে অনশনে ... ত্যাগ করেছিল। তার বংশে ... জীর্ণ ঘরের ধ্বংসাবশেষ ... নিচ্ছিল নীরবে। ... চারিদিকে ...

... র করে ... ানের

আবশ্যকমত তারা এসে তহবিল থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

কাসিম বল্লে—কেহ তো আবার চোরাই করবে না ?

আবদুল্লা বল্লে—এ গাঁয়ে কার কাঁধের ওপর দুটো মাথা আছে ? তা হলে গা জ্বালিয়ে দেব—আমাদের হকের ধনের বদ্‌লা নেব।

(৩)

রাত্রে নবীন ও প্রবীণ আনন্দে কালাতিপাত করলে। লতীফের জননী তাকে ভূরি-ভোজন করিয়েও তৃপ্তি পেলে না। ছেলেটা সহরে গিয়ে একেবারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা হারিয়েছে।

লতিফ হাসলে। বল্লে—কি বলছ মা ? আমার খোরাক যে দু'গুণ বেড়ে গেছে।

জননী বল্লে—থাম্। সহরে গেলে ছেলেরা ফাজিল হয়।

তার সওগাদ বাপ মার চোখে জল আন্‌লে। আহা ! কি দিব্য ধুতি, সাড়ী, পিরহান। সারা মুর্শিদাবাদ জেলা খুঁজলে এমন কাপড় মেলে না।

পুত্র মনে মনে দিল্লীর রাজসভার কথা স্মরণ করলে—আগর ফেরদৌস বারুয়ে জমিনস্ত ইত্যাদি।

পিতা ফারসী জানলে ... পৃথিবীতে ... তারা ...

... তীক্ষ্ণ দক্ষতার বলে—সিদ্ধান্ত কল্লে লতিফ।

সে হেসে একবার নিজের শির-স্পর্শ করলে—জোড়া মাথার সন্ধান পেলে না।

(৪)

সন্ধ্যায় খবর হ'ল চাঁদের। গ্রামে হুলস্থূল ব্যাপার, সকলেই উত্তেজিত। নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে সকলে উৎকৃষ্ট পান-ভোজনে ব্যাপৃত হ'ল। যাদের অবস্থা দীন সিরাজ মিঞা তাদের ঘরে গোপনে খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিলে।

পরদিন বিলাসপুরে দারোগা আসবে। এ আনন্দ ছেড়ে লতীফ যেতে পারলে না রাত্রে দুই ক্রোশ পথ ভেঙ্গে থানায়।

পর্ব্বের দিন নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিলাসপুর যাবার পথে হরিশ সাহার সাক্ষাৎ পেলে লতীফ।

হরিশ সাহা ঐ অঞ্চলের কুশীদজীবী, মহাজন—নবীন ভাষায় ব্যাঙ্কার।

সে আনন্দ প্রকাশ কল্লে লতীফের গৃহাগমনে।

... পিঁপড়ের সারির মত লোকের জনতা যাচ্ছিল বিলাসপুরের দিকে।

এবার হরিশ কাজের কথা কহিল। বল্লে—লতীফ বাবাজী বলছিলাম কি—অনেক দিন হ'ল আর ভগবানের কৃপায় তুমিও তো এখন দু'পয়সা রোজগার করছ।

সিরাজ মিঞা যখন প্রেসিডেন্ট হয়, মিঞা বদরুদ্দীন বিধিমতে চেষ্টা করেছিল ঐ পদটি পাবার জন্য। সে পিছন থেকে এসে বল্লে—সাহা মশায় ! আর আপনাকে ডিক্রী ক'রে সিরাজ মিঞার গরু-মহিষ ক্রোক্ করতে হবে না—দু'শো পাঁচশ' টাকা বাবাজীর দিনের রোজগার।

অপমানে লতীফের বাক্-রোধ হ'য়ে আসছিল। সে বল্লে—কী বল্‌ছেন ?

—না বাবা সাহা মশায়ের অন্যায় ! আজ ঈদের দিনে তাগাদা। ফেলে দাওনা ওর টাকা।

ইত্যবসরে তরুণ সংযত হ'য়েছিল। সে বল্লে—বাবার দেনা আছে তা আমি জানি না—কত টাকা তাও জানি না।

সাহা ভাবলে পুলিশের চাল—একটা কিছু কু-চক্র করছে যুবক। সে বল্লে—না এমন কিছু না—মাত্র দু'শো টাকা—সুদে আসলে হবে তিন শত।

লতীফ বল্লে—বদর মিঞা আপনাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু যে ছোট কথা আপনি বল্লেন—

—ছোট কথা ? ঐটাই তো বড় কথা। অপরের লোকসান না ক'রে দু'পয়সা উপার্জ্জন করার তো অর্থ নাই।

ও গ্রামের বদ্দিনাথ বাবু বল্লে ... ক'রে—

হরিশ বল্লে—নগদ ... বদ্দিনাথের।

লতীফ বল্লে—অন... আমার সম্বন্ধে বল্লে—

—ফেলে দেত।—উ... দেখলে—মনি মিঞা। মনি মি... বল্লে—ফেলে দেত।

প্রায় ভিড় হয় দেখে লতীফ হরিশকে

২০০,টাকা প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন
... হইবে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইহা চলিবে
...গুলি এখন হইতে সংগ্রহ করিতে
আরম্ভ করুন!

অন্তরালে ডেকে বল্লে—কাল সকালে আসবেন আপনার দলিলপত্র নিয়ে।

বদরুদ্দীন ভয়ে মনি মিঞাকে কিছু বল্তে পারলে না কারণ সে তুষ্ট। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর পণ্ডিত পুত্র যে মনের মাঝে চোট খেয়েছে—এ উপলব্ধি তাকে প্রফুল্ল কর্লে।

(৫)

কলের পুতুলের মত সকল দৃশ্য দেখলে লতীফ মেলা-প্রাঙ্গণে। কিন্তু প্রভাতের ... রতার ব্যথা তার তরুণ চিত্তকে পরি- ... না। সে গুমরে উঠলো তার ... রই শিক্ষার জন্য মহাপ্রাণ ... গ্রস্ত হ'য়েছেন এবং তারই ... জনের বিদ্বেষভাজন হয়েছেন ... মনে শিক্ষিত। শুভ দিনের ... য, সকল পবিত্রতা তাকে ... র্দিচ্ছিল। সত্যই তো সে পিতার ... বোঝবার বা উপশম কর্বার চেষ্টা করেনি। গরু-বাছুর ক্রোক! তার ... ণিত তপ্ত হ'য়ে দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগলো। হীন হিংস্রক!

সে দারোগা বাবুকে দেখতে পেলে। কোটের ভিতরে বুক-পকেটে পাঁচ টাকার নোটের তাড়া ছিল। ধনী লোকের ...। প্রাণহীন, ধর্ম্ম-বুদ্ধিহীন পিশাচ ... অর্থ চুরি রেছিল সমাজ ... —পকেটমার চোর।

... র পরোপকার! গরু বাছুর ক্রোক ... বাপের—যিনি পাঁচবার নমাজ ... ন—দিবারাত্র খোদার এবাদত করেন, ... দমত করেন। আর তার সরল-চিত্ত স্নেহময়ী জননী!

—কি মিঃ লতিফ কবে এলেন?—বল্লে দারোগা নগেন দত্ত।—কলক'... পুলিসের লোক গরীবের ... উর পথে যাবেন কেন? ... থা উ-

লতীফ বল্... আপনা... লক ...

সে গৃহস্থালীর কথা শিখেছে। বল্লে—ভাল না বাপ আমার। এ কাজ আর চলবে না। জিনিষের দাম নাই—জমিদারের খাজনা—সরকারী ট্যাক্স—জন-মজুরের মজুরী—

—তবে কি ক'রে দেনা শুধবে বাবা?

—দেনা? কে বল্লে তোমার দেনার কথা বাবা। আমি তো কোনোদিন বলিনি। গিন্নি বুঝি—

—না বাবা! মা আমার ওসব তুচ্ছ কথা জানে না। আমি হরিশ সাহার মুখে শুনলাম।

কি শয়তানি! কি অশিষ্টতা! দু'দিনের জন্য পুত্র ঘরে এসেছে আনন্দ করতে আর এই সুদখোর বে-ইমান শয়তান তার কাণে তুলে দিয়েছে তার সংসারের গোপন কথা।

—বদরু মিঞা—বলে চেপে গেল সন্তান।

পিতা বল্লে—বদরু মিঞা কি বল্ছিলে বাবা!

পুত্র একটু ইতস্ততঃ করে বল্লে—বদরু মিয়া টিটকিরি মারছিল।

—হুঁ! বল্লে পিতা। শেষে বল্লে—খোদা বলবার মৌকা দিয়েছেন কেন বলবে না বাবা! কথাটা তো সত্য।

পিতার ক্লিষ্ট মুখ দেখে পুত্রের বুক ফেটে যাচ্ছিল। বুঝলে এ অবস্থায় সহজে ... সে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে ... এদিকে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়বে।

সে বল্লে—বাবা এই ... করে আমি ৩০০৲ টাকা ... নিন টাকা। আমির ... বলেছি।... না। ...

হা...

লতীফ অতি ধীরে বল্লে—না।

পিতার অন্তরাত্মা আবার তার বেদনা জানালে দুই কথায় ও একটি দীর্ঘশ্বাসে।

—হাঃ আল্লা!—

এবার সাহস পেলে পুত্র। সে পিতার চরণে লুটায়ে পড়লো। বল্লে—ক্ষমা কর বাপজান—ক্ষমা কর। জীবনে এমন কাজ আর করব না। আমি তিন মাসের মধ্যে মাহিনার টাকা থেকে দেনা শুধব। বাপজান মাফ কর লতুকে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত পিতা তাকে টেনে তুললে। তার নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য জগদীশ্বর তো নিত্য তাকে ক্ষমা করেন। সেও তো খোদার গোনাগার সন্তান।

সে ঘরের ভিতর থেকে দিয়াশলাই এনে তিন শত টাকার নোট পোড়ালে পুকুর ধারে। ধোঁয়া পাক খেয়ে উপর দিকে উড়ে খোদার আরসে গেল তার ইমানদারীর সাক্ষ্য দিতে।

এক ঘণ্টা পরে হরিশ সাহা এলো। উত্তেজিত তার লোভ-লোলুপ চক্ষু। সে বল্লে—বাবাজী শুনেছ নিশ্চয়। কলিকাতার দুটা জালিয়াত ধরা পড়েছে বিলাসপুরের মেলায়।

জালিয়াত! কি বা... ... হয়ে

—চাল ... হবে ...

প্রবীণ নিজের খেয়ালে ছিল। নবীন অতি আগ্রহে শুন্লে। বুঝলে আবদুল্লা-কাশীম। তারা সাহাকে দু'খানা জাল নোট দিয়েছিল। পরীক্ষা করে সে সন্দেহে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে।

পোড়া জাল নোটের একটুকরা ছাই লতীফের চোখে পড়লো। তার বুক কেঁপে উঠলো। চক্ষু কাতর হল, পিতার ইমানদারী তাকে রক্ষা করেছে ইহকাল পরকালের নিষ্ঠুর দুর্গতির বেদনা হ'তে। হাঃ আল্লা!—

সাহা গল্প শেষ করলে। লোকগুলা হাজতে।

লতীফ বল্লে—সাহা মশায়। আজ বাবার হাতে টাকা নাই। আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে আমরা আপনার দেনা শোধ করব।

প্রভাত-মলয় জাল-নোটের ভস্ম নিয়ে ছেলেমানুষী খেলা করছিল—তাদের উড়িয়ে, ঘুরিয়ে, দুলিয়ে।

ছেলে:—টাকে আবার কি গো!

টাকাদার:—এতবড় ছেলে হয়েছ এখনও টাকে কাকে বলে শুননি?

পিতা:—ওর ঠাকুরদাদা মরে যাবার পর এ বাটীতে কেও তামাক খাইয়ে নেই ... ন্না!

... দেখিনি ... ন্যাছি! ... হয়েছে

জলের ঘাটে

---:•:---

[জসীমউদ্দীন]

(গ্রাম্যগানের অনুকরণে)

(১)

দীশা:—আজিকে যেনো কেউ জলের ঘাটে
বুঝি বাতাস হয়েছে উতলা।

"গাঙের ঘাটে যাওরে কন্যা কান্ধে কলস লয়ে
আমার পরাণ দোলে কলসীর জল হয়ে।"

"কলসীর জল যদি হৈতা নাগর তুমি,
কলসীতে ভইরা তোমায় কান্ধে লইতাম আমি।

বেগান নারী দেইখা তুমি কেন অমন করে চাও
লাজে মইরা যাইরে বন্ধু পন্থ ছাইড়া দাও।"

"তুমি ত সুন্দর কন্যা তোমার নীলা শাড়ী,
কি করবে এমন সাঁঝে যদি বাতাসে নেয় কাড়ি?"

"বাতাসে উড়াইলে শাড়ী আমি বাতাসে উড়িব
তবু ত বেগান... কথা না কহিব।"

"দে... ...ল

তোমার ...

মোগল যুগের উদ্যান-কলা

আবদুল মওদুদ
এম. এ. বি. এল. বি. সি. এস.
(বিচার বিভাগ)

লেখক

ভারতীয় শিল্পকলায় মোগল বংশের ইহা এক উৎকৃষ্ট অবদান। মোগলেরা মধ্য এশিয়া হইতে পারস্য-দেশবাসীর মধ্য দিয়া উদ্যানকলা শিক্ষা করেন। ভারতে আগমনের সময়েও তাঁহাদের উদ্যান-প্রীতি অত্যন্ত বলবতী ছিল। মোগলদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও মুসলমান শাসকগণ উদ্যানসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক ফিরোজশাহ তোগলকই দিল্লীতে অন্যূন বারশত উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যান নির্ম্মাণ প্রণালী হিন্দু-প্রভাব-সম্পন্ন ...। তায়মুরী বাদশাহদের সুরম্য অভিনব ...র সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। ... তাহার "তুজুকে" উষ্ণ-দেশীয় ...দ্ভিদ জন্য কতই আক্ষেপ ...

...দের

পর সমাধিক্ষেত্রে বাদশাহগ... আমীরগণ উদ্যান নির্ম্মাণ ক... আমীরগণের নির্ম্মিত উদ্যানগুলির কে... "বারদারী" তাঁহাদের জীবদ্দশায় গ্রীষ্মকালীন আবাসরূপে ব্যবহৃত হইত। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের দেহাবশেষ এইস্থানেই সমাহিত হইত এবং সমগ্র উদ্যানটী পরার্থে নিয়োজিত হইত। উদ্যানের ফুল ও ফল রক্ষকেরা ও ফকির এবং পথিকেরাই নির্ব্বিচারে ভোগ করিত। কিন্তু উদ্যানের শ্রী ও সম্পদ কখনও নষ্ট হইত না। সে... প্রাস্থিত আকবর বাদশাহের সমাধির উপ... উদ্যানটি এইরূপে নির্ম্মিত হয়। এই উদ্যানটী বাবর অনুসৃত প্রণালী অনুসারে চারিটী চত্বরে (চার-বাগ্) বিভক্ত। ইহার মধ্যস্থলে আকবর শাহের সমাধি অবস্থিত। প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ফোয়ারাগুলি অবিরাম জলসিঞ্চন ... জলনালিগুলি সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া ...নালিগুলিও অনেক ক্ষেত্রে ...প্রস্তরের ইষ্টকদ্বারা ...রের 'শাল্-

প্রমোদগৃহের অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কালের নির্ম্মম অত্যাচারে সে প্রমোদগৃহটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল-মাত্র কৃষ্ণ-মর্ম্মর-নির্ম্মিত স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের সে গৌরবময় দিনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে

বাবরের 'তুজুক' পাঠ করিলে তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতি ও পুষ্পময়ী উদ্যানের প্রতি গভীর অনুরাগের বেশ নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি কাবুলে অসংখ্য উদ্যান নি... করেন। তন্মধ্যে বাগ্-ই কিলান্ ...-ওফা সমধিক প্রসিদ্ধ।—শেষো- ...তুনি-ইয়ারী-ফোয়ারা'র নিকট ...পেক্ষা প্রিয় বিশ্রামাগার ছিল। ...রাজধানী স্থাপন করিয়া যমুনার ...াগ নামক উদ্যান নির্ম্মাণ ... পরবর্ত্তীকালে নূরজাহানের ...শ্রামাগার ছিল এবং অদ্যাপিও ...উদ্যান রহিয়াছে। বাবর রাম-বাগে ...্য ফোয়ারা, চৌবাচ্চা, গোসলখানা করেন এবং চতুর্দ্দিকে গোলাপগাছ করিয়া স্থানটীর শোভাসম্পদ বর্দ্ধিত করেন। বাবরের সবজী- ...ন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। জাহানগীর ...র 'তুজুকে' লিখিয়াছেন যে বাবর ...তৃক রোপিত কোন কোন সুপারী বৃক্ষ ...ভ্রামূলে নব্বুই ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ...নি বাবর কর্ত্তৃক রোপিত ...রিস গাছ হইতে ফল লাভ ...নি এবং "অষ্টোদ্যান" হইতে ...পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। জোহরা- ...বাবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটা উৎকৃষ্ট ...ন। ইহার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ...হল এবং অন্যূন বাটটী বৃহৎ ইন্দারা হইতে জল উত্তোলন করিয়া সমগ্র উদ্যানটা সেচ... করা হইত। কথিত আছে... তাঁহার কোন কথার ... করেন। তাঁহা... অসংখ্য...

বাদশাহ বংশগত উদ্যান প্রীতি বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবুল ফজল বলেন "শাহান্‌শাহ্ বাদশাহ্ পুষ্প বৃক্ষাদিতে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য সৃজন-চাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং এগুলি তাঁহার উৎকৃষ্ট দানস্বরূপ মনে করিয়া এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সবিশেষ যত্ন লইতেন। ইরাণ্ ও তুরাণ্ দেশ হইতে বহু সব্জী চাষ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্যের মধ্যে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বৃক্ষাদির রোপন ও পালন কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইত।" আকবর সেকেন্দ্রাতে ও ফতেপুরসিক্রীতে বহু উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। কাশ্মীরের দাল নদীর তীরস্থ 'নিসিম বাগ' আকবর কর্ত্তৃক মোগলবংশের স্থাপিত সর্ব্বপ্রথম উদ্যান।

জাহানগীর একজন প্রকৃত প্রকৃতি-প্রিয় ছিলেন এবং ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বহু বার গমন করেন। বাদশাহ্ হইবার পূর্ব্বে তিনি উদয়পুরে কয়েকটী মনোরম উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। নানাবর্ণরঞ্জিত পুষ্পস্তবকসম পারস্য দেশীয় কার্পেটের পরিকল্পনা উদয়-পুরস্থ উদ্যানসমূহের পুষ্পস্তর ও কেয়ারী হইতেই গৃহীত হয় বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। জাহানগীর এই উদ্যান-গুলির কেয়ারী ইষ্টক-নির্ম্মিত করিয়া উত্তমরূপে পালিশ করিয়া দেন। তাঁহার নির্ম্মিত সিরহিন্দের একটা উদ্... চত্বরগুলির চতুঃপার্শ্বে গোলাপ... পথগুলির উভয়পার্শ্বে চির... ও সাইপ্রেস গাছ রোপি... আহমদাবাদ নগরে... বাতারী...

গাত্রে একদা লিখিয়াছিলেন "বাদশাহ ইহার প্রাসাদ আকাশচুম্বীরূপে নির্ম্মাণ করেন, আর দেবদূত জিব্রাইল্ ইহার তারিফ দান করেন।"

শাহজাহানের সময় লাহোরস্থ "শাল্-মার" উদ্যানই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আলি মর্দান্ খাঁন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার তিনটী "চার-বাগ" (চত্বর) আছে এবং মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড উচ্চ চৌবাচ্চা আছে। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর বিশ্রামকক্ষ আছে এবং সমগ্র উদ্যানটী ফুলের কেয়ারীতে পরিপূর্ণ। আজুন্নেসা কর্ত্তৃক দিল্লীতেও আর একটা মনোরম "শ.ল্‌মার" উদ্যান নির্ম্মিত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেব্ এখানেই সর্ব্বপ্রথম বাদশাহের মুকুট ধারণ করেন। দিল্লী ও আগ্রাস্থ প্রত্যেক প্রাসাদেই উদ্যান ছিল। হারেম অভ্যন্তরেও সুন্দর সুন্দর উদ্যান থাকিত। আগ্রার খাস্-মহলের সম্মুখস্থ উদ্যানের নাম "আন্‌জুনি বাগ্"। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বড় নয়নাভিরাম ছিল।

বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব্ একজন আড়ম্বরহীন পার্থিব রূপ-রসে অনাসক্ত নিষ্কাম তাপস ছিলেন। ... রাজকার্য্য এবং গভীর ... প্রত্যেক ...

রহিয়াছে। লাহোরের 'শালমার-বাগের সিংহদ্বারের উপর লিখিত এই বাণী আজিও ঘোষণা করিতেছে:

"এই উদ্যানটী অপূর্ব্ব; ইহার সৌন্দর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া গোলাপ-বালা লাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সূর্য্য ও চন্দ্র ইহার পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া ধরায় আলোক দান করিতেছে।"

হনুমান-রাজ

আবু জাফর শামস্‌উদ্দিন

দীর্ঘ দশ বৎসরের মৌন সাধনায় মোক্ষলাভ করে শ্রীমৎ অভেদানন্দ স্বামী হিমালয়ের হিম গিরিশৃঙ্গ হ'তে এক প্রত্যূষে জরা-মৃত্যুময় জগতে পুনরাগমন করলেন।

শ্রীমৎ অভেদানন্দ-গিন্নি তখন তাঁর চারিটি পুত্র সন্তানের এবং নিজের প্রাত-র্ভোজনের জন্যে রাতে ভিজানো আলোচাল ও মর্তমান কলা চটকাচ্ছিলেন। স্বামীর দীর্ঘ নিরুদ্দেশে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে তিনি নির্ঘাত বৈধব্য-লাভ করেছেন—তাই আলোচাল ও কলার সদ্ব্যবহার।

প্রতিবেশী নিত্যানন্দ গোপ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল: মা! বাবা ফিরে এলেন!

গিন্নি ত, অবাক! দশ বৎসর পর "মিনষে" আবার ফিরে আসবে কোত্থেকে! তিনি খেতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ গোয়ালা আবার বললে:—মা' কর্ত্তা বাইরে চণ্ডিমণ্ডপের উপর বসেছেন। সমুখে দীর্ঘ ত্রিশূল, সঙ্গে সঙ্গোপাঙ্গ।

—বলিস কি? গিন্নি নিদারুণ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞেস করলেন।

—হাঁ, হাঁ। মা, আমি কি মিথ্যে বলছি না কি! আর কেউ চিনতে পারুক আর না পারুক আমি ঠিক ধরেছি। কি বলবো মা! কর্ত্তার চেহারা দেখলে প্রাণ জুড়ায়। সাক্ষাৎ ভগবান আর কি! সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্মের প্রলেপ; পরনে গৈরিক কৌপিন। দীর্ঘশ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডল! আহা! চমৎকার আর কি! আর তাঁর চেহারা! তারাও কি সুন্দর! মনে হয় কর্ত্তা সাক্ষাৎ ইন্দ্র আর বাকী সব স্বর্গের দেবযোনিগণ। ত্র্যহস্পর্শ যোগ আর কি!

—ওটা কি বললি, বেটা অলক্ষুণে কোথাকার! ত্র্যহস্পর্শ! বেটা গর্দ্দভ!

—আহা মা, আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ অতসব কি বুঝি! কথায় বলে: গাধা পিটুলে ঘোড়া হয় না, বড় জোর খচ্চর হ'তে পারে। ইতর কলে আর মানুষ হয়। সে যাক, তুমি কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না?

গিন্নির ততক্ষণে খাওয়া হয়েছে। ছেলেরাও যার যার মতো আঁচানো সেরে "বাবা এসেছে" "বাবা এসেছে" বলে কলরব করতে করতে বেরিয়ে গেছে। তিনি মুখ মেড়ে কাপড়ের ঘোমটা মাথায় তুলে বললেন—দীর্ঘ দশবৎসর! হঠাৎ বেরুতে "লজ্জা" করে যে নিত্যানন্দ!

—লজ্জা কি মা? স্বামী-প্রভু আর এখন ত' সাক্ষাৎ ইন্দ্র। নিত্যানন্দ উত্তর দেয়। শুনলুম হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে ছিলেন এই দশ বৎসর। হিমে চেহারাও বরফের মতো শাদা হয়ে গেছে মা। চলো চলো!

যে লোয়া তিনি খুলে রেখেছিলেন, পেটারা হতে বের ক'রে আবার হাতে দিলেন। পরে বললেন—চল্ বাবা নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ আগে আর গিন্নি গজগমনে পিছু পিছু চণ্ডিমণ্ডপের দিকে চললেন।

শ্রীমৎ বাবা অভেদানন্দজি তখন সঙ্গী-জনে এবং ইতিমধ্যে মোক্ষলাভাতুর জনগণ যারা এসে চারি পাশে জমেছিল, তাদের গীতার ভাষ্য করে শুনাচ্ছিলেন।

হেনকালে নিত্যানন্দ করজোড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো,—বাবা!

সভাস্থ সকলেই মুখ তুলে চাইলে—বাবাজিও!

বাস্, তাকে যেন হঠাৎ চেলায় কামড়ালো। সুদীর্ঘ ত্রিশূল হস্তে তিনি এক লম্ফে দাঁড়িয়ে বললেন। চিৎকার করে বললেন—নারী! নারী! আর্য্য-স্থান ব্রহ্মচর্য্যের দেশ। এখানে নারী কেন? বাড়ীর ভিতরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, যাও।

ভীত নিত্যানন্দ ভয়ে ভয়ে বললো—বাবাজি, এ যে মা!

তা' হোক, তোমার মায়ের সাথে আমার

"এখানে নারী কেন?"........"যাও।"

আর কোনও সম্পর্ক নেই গিন্নি। আমি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী।

—ছেলেগুলোকে পথে বসাবে না? গিন্নি লজ্জা সরম ত্যাগ করে বললেন।

আহা, সে পরে দেখা যাবে। যাওনা এখন। কেবল তর্ক। সাধে কি পণ্ডিতগণ বলে গেছেন—নারী সর্ব্বত্র পরিত্যাজ্য।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে গিন্নি ভিতরবাড়ী চলে গেলেন।

বাবাজী পুনরায় গীতার ভাষ্যে মনো-নিবেশ করলেন।

প্রতিবেশীগণ সকলেই এখন চিনতে সমর্থ হলো' এ যে তাদেরই কর্মযোগী রায়, এম, এ, বি, এল। গিন্নির সঙ্গে ঝগড়া করে সেই যে দশ বৎসর পূর্ব্বে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

—কী পরিবর্ত্তন; সকলেই একবাক্যে বললে।

সাধু! সাধু! প্রশংসায় চতুর্দ্দিক গুঞ্জরিত হ'তে লাগল।

একজন বললে—দেখলে কেমন করে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে! আমরা হলে এত দীর্ঘ দিনের পর সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতুম।

—তাই যদি না হবে তবে আর সাধনা কিসের। পার্শ্বের ব্যক্তি উত্তর দিলে।

বেলা বাড়তে লাগলো। জনতা ক্রমে অন্তর্দ্ধান করলো।

সত্যি সাধুবাবা তার "পরিবারের" সম্পর্ক ছেড়ে দিলেন। তবে ছেলেগুলো নেহাত নিজের ঔরসের তাই তাদের একটা বিহিত চিন্তা করতে হলো। তবে সে হলো নেহাত অবসর সময়ের চিন্তা। আসলে মন তার সর্ব্বদাই গীতার ভাষ্যে নিবদ্ধ।

ক্রমে কিছু লোক মারফত আর বাকী খবরের কাগজ মারফত খ্যাতি তাঁর দেশ বিদেশে রটে গেলো। তার অসাধারণ সাধনা দেশময় আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। গীতার ভাষ্যের সহিত আবার তিনি রাজনীতিও কিছু কিছু মিশিয়ে দিলেন। ফলে সোনায় সোহাগা যোগ হলো। লোকে বলাবলি করতে লাগলো এমন লোক আর জন্মায় না।

হেনকালে দক্ষিণ-ভারত হতে একদিন এক ভদ্রলোক এলেন তার শিষ্য হতে। হাইকোর্টের নামজাদা এড্‌ভোকেট। একদিনেই অভেদানন্দজীর গীতার ভাষ্যে এবং তাঁর সঙ্গে রাজনীতি আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং শিষ্য হলেন।

তিনি বললেন—এখানে ত আপনার থাকা ভালো হচ্ছে না। আপনার উচিত কোথাও কোনও আশ্রম করা। অবশ্য এখানেও হতে পারে। কিন্তু জনসাধা-রণের জন্যে এ জায়গাটা বড় অসুবিধাজনক। রাস্তাঘাটের মোটে সুবন্দোবস্ত নেই।

বাবাজী চোখ কপালে তুলে বললেন—আমার ত বাবা প্রশংসা বা স্তুতিতে প্রয়োজন নেই। এখানেই ত আছি বেশ।

—তা' কি হয়! আপনার প্রতি সকল দেশ চেয়ে আছে। আমরা খুঁজ-ছিলুম আমাদের নেতা। আপনাকে পেয়ে সে অভাব দূর হলো। জানেন, দেশ হতে আর্য্যধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে—ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানের দর্শন-জ্ঞান সব কিছু। আমরা নিরাশ মনে কালাতিপাত করছিলুম আর ভাবছিলুম, যুগে যুগে যেমন অবতার এসে এই ভারতকে বিপ্লবের গ্রাস হতে রক্ষা করেছেন, তেমনি এ যুগের ধর্ম্মহীনতা, এবং সাম্যবাদমূলক বিপ্লব হ'তে রক্ষা করবার জন্যে অবতার কবে অবতীর্ণ হবেন! ধন্যবাদ সেই সর্ব্বশক্তিমান পর-মেশ্বরকে যিনি আপনাকে সেই অবতার রূপেই কৈলাশ শিখর হ'তে প্রেরণ করেছেন।

—বড্ড বাড়িয়ে বলছ বাবা। আমি নগণ্য......

—ও কথা বলবেন না বাবা, আপনার অপ্রশংসা শুনলেও যে মহাপাপ। চলুন বাবা একটা আশ্রমে। সেখান হ'তে সারা ভারত জুড়ে আপনার আদর্শ তথা ভারতের চিরদিনের আদর্শ প্রচার করবেন—দেশ বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাক!

অগত্যা সাধুবাবা স্বীকৃত হলেন।

পূণ্যতোয়া ভাগিরথীর দক্ষিণতীরে

একটা বিস্তীর্ণ মাঠ অমনি পড়েছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কৃষকগণ বহুদিন ধরেই যেখান থেকে পলায়ন করেছিল। বিশেষ সুবিধা এই যে জায়গাটা ছিল অতি নির্জ্জন এবং অনতিদূরে একটা সুবৃহৎ বটগাছও ছিল।

এই জায়গাটা মনোনীত করা হলো।

দক্ষিণ ভারতের এড্‌ভোকেট নবীন শিষ্য স্বামী মদিরানন্দ গৈরিক পরে একদিন স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

জমিদার অক্ষয় বাবু তখন তার বিরাট ভুঁড়িটি—তাকিয়ার উপর রেখে নিশ্চিন্ত মনে আলবোলা সেবন করছিলেন।

মদিরানন্দ বর্ণিত উদ্দেশ্যের কথা শুনে তিনি ঐ বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে একেবারে ব্যাঙের মত লাফিয়ে উঠলেন এবং সামনের হাত-টেবিলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন—আলবৎ

তারপর একটু শ্বাস নিয়ে বললেন—একাজে খয়রাত করবোনা বাবাজী তবে করবো কিসে? হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতের বৈশিষ্ট্য সনাতন সভ্যতা প্রভৃতি সব উচ্ছন্নে যেতে বসেছে—এই যত সব মডার্ণ পড়ুয়াদের জন্যে।

একটু বিশ্রাম নিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—জানেন বাবাজি হিন্দুদের অনেকে আজকাল নিষিদ্ধ মাংসও খায়! কী স্বেচ্ছাচার! তারপর বক্তৃতার ঢঙে বললেন আবার যদি সে সুদিন আসে; ভারত ফিরে পেতে পারে মহাভারত বর্ণিত সেই রামরাজত্ব, তবে এই একশো বিঘা কেন, পাঁচশো বিঘা দেবো বাবাজী। কাল হতেই ও জায়গা আমি ছেড়ে দিলুম। আর এই নিন পাঁচহাজার টাকা, বলে ক্যাশ

এরপর শ্রীমৎ মদিরানন্দজির চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো। স্বামী অভেদানন্দজির ধ্যানাগার নির্ম্মিত হলো সেই বিশাল বটগাছ তলায়।

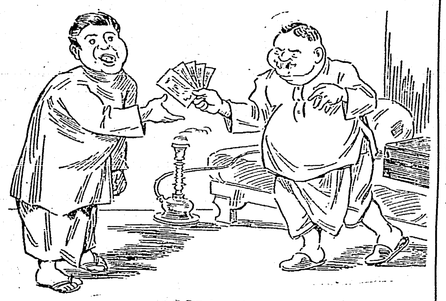

উদ্বোধন উপলক্ষে দেশের বহুলোক উপস্থিত হলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমৎ অভেদানন্দজী আশ্রমের নীতি ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করলেন।

১। অন্ততঃ আশ্রমবাসীদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। কারণ এ-দেশের আদর্শই হলো এই ব্রহ্মচর্য্য। সেকালের মুনিঋষিগণ এই ব্রহ্মচর্য্যের জন্য কত তপস্যা করে গেছেন।

২। সত্য ও অহিংসা হ'বে এর নীতি—

৩। উদ্দেশ্য:—সত্য ও অহিংসানীতি বজায় রেখে হিন্দুস্থানে হনুমান-রাজত্ব পুনঃ স্থাপিত করা, আর্য্যস্থানের চিন্তা ও দর্শনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা—এক কথায় দেশকে সর্ব্ববিধ কলুষ হতে মুক্ত করা।

৪। উপরোক্ত নীতি বজায় রেখে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

৫। বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্য অপেক্ষা উদ্দেশ্য-লাভের উপায় বড়!

উদ্বোধন-সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্য শ্রীমৎ বাবা মদিরানন্দজি বক্তৃতায় বললেন:—হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জ্ঞানী সাধক, সাধু ও সন্ন্যাসীগণ যা ভেবে গেছেন, যে রাষ্ট্রনীতি গড়ে গেছেন—এদেশের পক্ষে আজও তা অপরিহার্য। কারণ হিন্দুস্থানে দু'তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে সভ্যতা বর্তমান ছিল,

এসেছেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন আর্য্যস্থানের অতীত গৌরবের কথা। তাঁর নীতি প্রচারের জন্যই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। বাবা আমাদের সর্ব্বগুণ সম্পন্ন—আমাদের সব কাজই তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হউক। বলো বন্দেমাতরম!

সমবেত জনতা সাধু সাধু ব'লে চীৎকার করতে লাগলো।

তারপর তারা সমবেত উদাত্ত কণ্ঠে গাইলো:

বন্দেমাতরম!
তুমি মা দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
শ্বেত-শতদল বাসিনী
বাণী বিদ্যাদায়িনী—
নমামি মিদং ……ইত্যাদি।

মনে হলো হনুমান রাজত্ব বুঝিবা লাভ হয়ে গেছে।

উপার্জ্জনের ভাবনা নেই, ক্ষুন্নিবারণেরও ভাবনা নেই। কারণ ভারতবর্ষীয়দের স্বভাবজাত প্রিয়তার দরুণ প্রত্যহই আশ্রমে চালটা, কলাটা, ছাগলটা ভেটরূপে আসতে লাগলো।

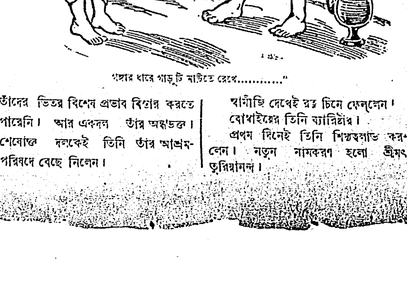

বাবাজী ত মোক্ষই লাভ করেছেন। কাজেই অতিরিক্ত ভোজন তাঁর জন্যে নয়। তিনি ভেটের হাজার হাজার ছাগল হ'তে বেছে নিলেন একটা বড় দাড়ী-ওয়ালা ধাড়ী।

সেইটাই দোহন করে দু'বেলা তিনি পান করেন।

ভগবৎ-কৃপায় ছাগিটি বারোমাসই দু' সের ক'রে দুধ দেয়।

কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বামিজী এতদ্দেশীয় রাজনীতি পুরোপুরি স্বীয় দখলে আনতে সমর্থ হননি; তবে নিখিল-ভারতীয় হনুমান-

"তিনি ভেটের হাজার হাজার ছাগল হ'তে বেছে নিলেন একটা বড় দাড়ীওয়ালা ধাড়ী………"

"জয় হিন্দুস্থানের জয়", "সাধু অভেদানন্দজি কি জয়" চীৎকারে গগন-পবন মুখরিত হবার পর সভাভঙ্গ হ'লো।

দেখতে দেখতে অভেদানন্দজির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশময় বিস্তৃতিলাভ করলো। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত জুড়ে আশ্রম প্রসিদ্ধিলাভ করলো।

শিষ্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কাজেই বাবাজী শিষ্যদের শ্রেণীভেদ করতে বাধ্য হলেন। কারণ তিনি তাঁর স্বভাবজাত দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন বহু শিষ্য আছে যারা আকৃষ্ট হয়েছে আশ্রমের রাজনৈতিক নীতি ঘোষণার জন্যে—তাঁর নাম বা দর্শন

দর্শন সভায় তাঁর দর্শনকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করে নে'য়া হয়েছে।

স্বামিজীর অন্তরে শান্তি নেই; কবে তার দর্শনানুযায়ী এ-দেশের রাজনীতিও পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে সেই ভাবনাই তিনি ভাবেন।

তিনি গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি অনাহারে থাকতে মনস্থ করলেন।

চতুর্থদিন সকালে মাত্র তিনি গঙ্গার ঘাট হ'তে ফিরে হস্তস্থিত গাড়ুটা মাটিতে রেখে হা ঈশ্বর! বলে হাই তুলেছেন—অমনি পশ্চিম-ভারত হতে আগমন করলেন শ্রীযুক্ত লাটেন!

"এই নিন পাঁচ হাজার……"

বাক্স হতে পাঁচখানা হাজার টাকার নোট বের করে মদিরানন্দজির হাতে দিলেন। বললেন—এ টাকা দিয়ে আশ্রমের বাড়ী তৈরি করবেন।

শ্রীমৎ মদিরানন্দজি পদধূলি দিয়ে জমিদার বাবুকে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন—আপনার এই দান চিরদিন আশ্রমের ইতিহাসে লিখিত থাকবে।

—দান! দান কি বলছেন বাবা' ও-যে কর্ত্তব্য। এমন একটা মহৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবো না, দেবো কি তবে যত সব ছোট লোক বেটাদের। বলেন কেন বাবা, সাহায্যপ্রার্থীর আর ভিক্ষুকের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেছি, বেটারা খাজনা দেবার বেলায় চার আব-ওয়াব বাপ, আর সাহায্যের বেলায়—ঐ অক্ষয় জমিদার! যতসব

বর্তমান জগৎ আজও সেখানে পৌঁছাতে পারে নি—পারবেও না কখনো—কাজেই আমাদের আদর্শ অতীতে—ভবিষ্যতে নয়। এ-দেশ রক্তবিপ্লবে বিশ্বাস করে না। বৈধ ও ক্রমিক পরিবর্তনে এদেশ আস্থাশীল। সত্য ও অহিংসা এদেশেরই বৈশিষ্ট্য এবং একমাত্র এই নীতিই আমাদের গ্রহণযোগ্য।

আমরা চাই না রক্তবিপ্লব—চাই না—গণবিপ্লব, চাই হনুমান-রাজত্ব—চাই আর্য্যধর্ম্ম বজায় থাক, রীতি নীতি বজায় থাক—এতদসঙ্গে যদি স্বাধীনতা আসে—আসুক, কারণ স্বাধীনতাও আমাদের কাম্য।

আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন এক মহাপুরুষ। কৈলাশ-শিখর হ'তে এতদ্দেশীয় মানব-সমাজের মুক্তির জন্যই তিনি নেবে

"গঙ্গার ধারে গাড়ুটি মাটিতে রেখে…………"

তাঁদের ভিতর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর একদল তাঁর অন্ধভক্ত। শেষোক্ত দলকেই তিনি তাঁর আশ্রম-পরিষদে বেছে নিলেন।

স্বামীজি দেখেই মন্ত্র চিনে ফেললেন। বোম্বাইয়ের তিনি ব্যারিষ্টার।

প্রথম দিনেই তিনি শিষ্যত্বলাভ করলেন। নতুন নামকরণ হলো শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দ।

পরদিন সন্ধ্যায়ই আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতির সভা বসলো। স্বয়ং অভেদানন্দজী সম্মুখে ত্রিশূল পুঁতে সভাপতিত্ব করলেন।

বহু বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হলো:—

১। আমাদের এই আশ্রমকে এমন প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে যা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব করতে সমর্থ হবে; কারণ তা না হলে স্বামীজীর নেতৃত্ব দেশময় একাধিপত্য লাভ করতে সমর্থ হবে না।

২। এ-দেশের জনসাধারণ হনুমান যুগে বিশ্বাসী ব'লে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ হবে "হনুমান-রাজ"।

ব্যাখ্যা: আদিযুগে হনুমানগণ যে অসাধারণ সৌর্য্যবীর্য্য, রাজনৈতিক জ্ঞান, ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে তা' জগতে দুর্লভ। কাজেই এ-দেশবাসীর পক্ষে "হনুমান-রাজ" পুনঃ লাভের কামনা করাই একমাত্র রাজনৈতিক দাবী হ'তে বাধ্য।

৩। আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হবে সম্পূর্ণ স্বামীজির নীতি ও আদেশানুযায়ী—সত্য ও অহিংসার উপর।

উহ্য ব্যাখ্যা:—কাজেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার কোনওরূপ আমূল পরিবর্তন এই আশ্রম পরিচালিত আন্দোলনের কাম্য নহে।

আজ হ'তে আশ্রমের নাম রাখা হ'লো "নিখিল ভারত হনুমান সভা"।

নিয়ম: বাৎসরিক দু'আনা চাঁদা দিলে যে কেহ ইহার সভ্য হ'তে পারবে। তবে প্রত্যেক সভ্যেরই বৎসরে অন্ততঃ একডজন দিয়াশলাই হাতে তৈরি করতে হবে।

উহ্য: সুবিধা: (যারা একান্তই নিজ হাতে একডজন দিয়াশলাই তৈরি করতে অসমর্থ তারা নিদেনপক্ষে বাজার হতেও কিনতে পারেন, এইরূপ সুবিধার কথা অত্যন্ত গোপনীয় থাকা চাই;)

আমাদের সংগ্রাম চলবে একই সাথে ইংরেজের ও বর্তমান সভ্যতা ও দর্শনের বিরুদ্ধে—ভারতীয় বৈদিক দর্শন যে-করেই হউক পুনর্জীবিত করতেই হবে।

"ভারতীয় বৈদিক দর্শন যে কোরেই হোক পুনর্জ্জীবিত কর্তেই হবে।"

সভাশেষে এও ঘোষণা করা হলো যে স্বামীজি যা বলেন তা ভগবান-লব্ধ বাণী। স্বামীজির মোক্ষলাভ এতটা অগ্রসর হয়েছে যে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাত্র। যতক্ষণ না তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের

নিকট হ'তে বাণী লাভ করেন ততক্ষণ তিনি কোনও উপদেশই দেন না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে গঠনতন্ত্রের চতুর্থ ধারায় যথেষ্ট ফাঁক আছে। সুতরাং এই ফাঁক দিয়ে এমন সব লোক হনুমান-সভাতে ঢুকলো যারা বাবাজির দর্শনে ষোল-আনা বিশ্বাস করে না। ঢুকলো মিল-মালীক আর চিংড়িওয়ালা, সমাজতান্ত্রিক বাহুপেশী, ঢুকলো মামাবাদীগণ, ঢুকলো শ্রমিক ও কৃষকের দল।

পশ্চিম-ভারতীয় বশংবদ শিষ্য তুরিয়ানন্দজি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বাবা! এ-সব ত ভালো হচ্ছে না; সাংঘাতিক দাঙ্গাবাজ ব্যক্তিগণ যে ঢুকছে আমাদের স্বয়ংসৃষ্ট হনুমান-সভাতে। এর একটা বিহিত……।

দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্য মদিরানন্দ ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন—তাই ত! কি করা যায়। এরা পরিষ্কার হিপক্রিট্—বর্ণচোরা মুখোসধারী। এরা হনুমান-সভার নীতিতে শুধুমাত্র স্বাক্ষরই করে কিন্তু পালন করে না মোটেও—আর করতে ইচ্ছেও নেই। বিশেষ ক'রে এরা জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করতে চেষ্টা করছে।

স্বামীজি সেদিন কোন অজ্ঞানিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৌনাবলম্বন করেছিলেন। কাজেই লিখে জানালেন—আহা, একটু সহ্য করতে হবে আমাদের, কারণ ওরা কী যে করছে তা ওরা নিজেরাই বুঝে না। আসতে দাও ওদের সংস্পর্শে—ওদের হৃদয়ের পরিবর্তন অনিবার্য্য।

শিষ্যরা কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না, তবে প্রতিবাদও আর করলেন না।

ইতিমধ্যে বহু যবন, ম্লেচ্ছ এবং অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকও হনুমান-সভাতে যোগ দিলে—এর ভিতর দিয়ে দেশের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে।

নতুনতম বেনারসী ব্যারিষ্টার শিষ্য একলব্যজি—যিনি মাসাধিক পূর্ব্বে শিষ্য হয়েছেন—আপত্তি তুললেন। বললেন:

বাবাজি! আমাদের পূজার বেদী যে অপবিত্র হচ্ছে ম্লেচ্ছ ও যবনদের ছোঁওয়া ছোঁওয়ীতে। ওদের এখনি বহিষ্কৃত করা উচিৎ।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতীয় শিষ্যদ্বয়

উত্তর দিলেন—আসতে দাও, আসতে দাও ওদের। আর্য্য-সভ্যতা ও কৃষ্টির আস্বাদন একবার পে'লে ওরা আমাদের মধ্যে মিশে যাবেই; তখন ওদের শূদ্রের পর্য্যায়ে ফেলে রাখলেই চলবে! আর এতে আমাদের লাভ বই ক্ষতি হবে না।

বেনারসী পণ্ডিত শিষ্য স্বীয় স্বভাবজাত পবিত্রতার দরুণ মনের অসোয়াস্তি কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। কেবলই মনে মনে ফুঁস ফুঁস করতে লাগলেন। যবন ও ম্লেচ্ছরাও কিনা শেষে আর্য্য-সভায় যোগ দিচ্ছে। বিরক্তির বিরাট হাই তুলে বললেন—রামঃ!

দেখতে দেখতে হনুমান-সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসর চলে গেলো কিন্তু আর্য্যস্থানের মোক্ষলাভ হলো না। তবু দেশদেশান্তর হ'তে আর্য্য নরনারী এই সভার সভাপতি বাবাকে দেখতে আসতেই লাগলো।

এমনি দিনের এক প্রত্যুষে গঙ্গা হ'তে নে'য়ে আসবার পর প্রথম সোণালী রোদের ভিতর দাঁড়িয়ে সেই বাবা সমবেত শিষ্যদের নিকট ঘোষণা করলেন—আর ত বসে থাকা যায় না! ভগবৎ আজ্ঞা পেয়েছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এখনিই কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য ও অহিংস উপায়ে।

—সে কেমন! একটু ব্যাখ্যা চাই যে বাবাজী। শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দজি জিজ্ঞেস করলেন।

—সোজা কথায়, বিপক্ষদল চড় মারলেও তা' নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করবে—এটা স্বামীজি উত্তর করলেন।

প্রতিবাদ চলতে পারে না, করলও না কেউ; কারণ বাবাজি যা কিছু বলেন ভগবৎ প্রেরণা হতেই বলেন।

কিন্তু আন্দোলন চালাতে হলে একটা কার্য্যসূচী চাই ত। সকলেই বাবাজিকে ধরলেন।

দু'দিন দু'রাত্র বাবাজি গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। পরদিন সকালেই তিনি শিষ্যগণকে আশ্রমের উন্মুক্ত মাঠে ডেকে পাঠালেন।

সবাই এসে অনতিবিলম্বে হাজির হলো। বাবাজি সজোরে বললেন—পেয়েছি কর্ম্মসূচী। ভগবান দয়া করে আমাকে দিয়েছেন। আমরা অহিংস ধর্ম্মঘট করে ইংরেজ তাড়াবো। অর্থাৎ ওদের সঙ্গে উঠা-বসা ওদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই করবো না। সর্ব্বোপরি দেবো না খাজনা। জনসাধারণকে এই বার্ত্তা জানিয়ে দাও।

অন্যমনস্ক ভাবে শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দজি জিজ্ঞেস করলেন: কি শ্লোগান দিতে হবে তাদের—বাবাজী?

—সে ত হনুমান সভার গঠনতন্ত্রেই আছে—"স্বরাজ বা হনুমান-রাজ"।

দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্য মদিরানন্দজি বললে—শ্লোগান যে অস্পষ্ট থেকে যায়। এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা যদি জনসাধারণ জানতে চায়?

তুরিয়ানন্দ হাতে তুড়ি বাজিয়ে বললেন—আরে ছোঃ! সাধারণ লোক চাইবে আবার ব্যাখ্যা! সাধু বাবা যা বলেন তাই যে ওদের কাছে বেদবাক্য। ব্যাখ্যা করলেই যে বিপদ বুঝ না? তবে একটু মুশকিল রয়েছে ঐ শ্রেণী-বিদ্বেষ-প্রচারকারী সভ্যগুলোকে নিয়ে

স্বয়ং বাবাজি এবার তর্কের মীমাংসা করে দিলেন। বললেন—ওরা যদি কখনও নাছোড়বান্দা হয়ে ব্যাখ্যা চায়, বলো—ব্যাখ্যা এর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বাধীনতা অর্জ্জন। ব্যস্!

কিন্তু এই ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন হলো না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত আর্য্য জনসাধারণ হনুমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে শুনেই চমৎকৃত হলো—তাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের হনুমান-সভ্যতার কথা—তাদের সুবিচার ও উৎকৃষ্ট রাজনীতি প্রভৃতির কথা। যে শুনলো সে-ই বললো—আহা, বাবার কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! আমাদের মনোভাবটি ঠিক ধরেছেন।

শ্রেণী-বিদ্বেষীরাও নানা কারণে কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না।

হনুমান-সভার নেতৃবর্গ পরের বছর এপ্রিল ফুল-ডে'তে জনসাধারণকে ব্যাপক আইন অমান্যের জন্য আদেশ জারি করলেন; কিন্তু ধারা রইলো কেউ যেন হিংস না হয়ে উঠে। আরও বলে দে'য়া হলো—মুক্তি হলো বৈরাগ্যে, কাজেই কেউ যেন পারত-পক্ষে হাটুর নীচে কাপড় না পরে এবং গায়ে জামা পরা যেন সকলেই একযোগে ত্যাগ করে।

জনসাধারণ আদেশ শিরোধার্য্য করে নিলে।

সরকার নিরুদ্বিগ্নভাবে প্রতি বৎসরের ন্যায় কর আদায়ে মনোনিবেশ করলেন। জনসাধারণ পুলিশের টিকি দেখবার পূর্ব্বেই জঙ্গলে পালাতে লাগলো। ঘরবাড়ী শূন্য খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

এমন সময় যবন এবং ম্লেচ্ছদের জনৈক নেতা বাবাজির কাছে নিবেদন করলেন—না তা' হতে পারে না। নিষ্ক্রিয় বাধাদানে ফল কি? আর স্বরাজ শব্দের ব্যাখ্যা চাই

সুযোগ বুঝে সমাজতন্ত্রী নেতা অভয় ঘোষও স্বরাজ শব্দের ব্যাখ্যা চাইলে।

বেগতিক দেখে স্বামীজির প্রধান চেলা ও সচিব তুরিয়ানন্দজি সংবাদপত্রের মারফত এক বিবৃতি প্রচার করে এর ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন: এর মানে হলো ভারতীয়দের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর দেশ শাসন করবে কোন শ্রেণী তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন।

যবন ও সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ আপাততঃ সন্তুষ্ট হ'লো। কিন্তু অহিংসনীতি ঠিকই রয়ে গেলো।

সংগ্রাম চললো পুরোপুরি দু'টি বছর। একে একে হনুমান-সভার নেতৃবৃন্দ সকলেই সরকারী খানাখানায় স্থান গ্রহণ করলেন। বাকী রইলেন শুধু স্বয়ং স্বামী অভেদানন্দজি। সরকার নাকি তাঁকে আটকাতে ভয় পান।

এমন সময় কলিঙ্গ দেশ হঠাৎ স্বামীজির নীতিবর্জ্জন ক'রে ভয়ানক হিংস হ'য়ে উঠলো। শোনা গেলো তিন তিনটা লোক ওরা একেবারেই মেরে ফেলেছে।

খবর শুনে স্বামীজি কাণে আঙুল দিলেন আর দাঁতে জিব কাটলেন।

—উঃ! ভারতীয় আদর্শ ত এ নয়—বলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

ব্যাপার আরও সঙীন হয়ে উঠলো শ্রেণীবিদ্বেষ প্রবলাকার ধারণ ক'রে।

সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী বদমাশগণ এই গোলযোগের পূর্ণ সুযোগ নিতে কসুর করলে না।

সাংঘাতিক রকমের রক্তবিপ্লবের ভয়ে নেতৃবৃন্দের তালু শুকিয়ে গেলো।

স্বামীজি ভাবলেন, তাঁর অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব চ'লে যায় বা! এমতবস্থায় কী করা যায়? আপোষ!

ভগবৎ নির্দ্দেশপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি ১৫ দিন উপবাস ও রাত্রি জাগতে মনস্থ করলেন।

ইতিমধ্যে ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী এতদ্দেশীয় প্রধান প্রতিনিধিকে তারযোগে বল্লেন—অবস্থা যে দেখছি বড্ড খারাপ হচ্ছে হে দিন দিন! শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারকারী বদমাশদের হাতে জননেতৃত্ব চ'লে যায় বা! তুমি বরং স্বামী অভেদানন্দের সাথে আপোষ করো। কারণ এর নেতৃত্ব যতদিন ওদেশে অপ্রতিহত থাকবে ততদিন আমাদের প্রভুত্বও কোনও না কোনওরূপে টিকে থাকবেই কারণ এর দর্শনই স্বামীজিকে তাড়াবার বিরোধী।

—কী আশ্বাস তাকে দেবো? প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলেন।

—কেন তার ইচ্ছামতোই আশ্বাস দাও। হনুমান রাজত্বই ত চায় ওরা, তাই দেয়া হবে বলো না কেন।

যেদিন স্বামীজির উপবাস শেষ হলো তার পরদিন প্রত্যুষেই প্রতিনিধির দূত এসে হাজির।

স্বামীজি দূতকে দেখেই উষাকালীন সূর্য্যকে যুক্তকরে নমস্কার করলেন। মুখে বল্লেন—হা! ঈশ্বর এতদিনে দয়া হলো।

দূতকে দেখেই..........."হা ঈশ্বর এতদিনে দয়া হলো"

দূত জানালো যে প্রতিনিধি তাঁর দর্শনাভিলাষী!

তথাস্তু! তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন, এবং তারিখও নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন—তিনদিন পর।

দেশময় টি টি পড়ে গেলো—স্বয়ং প্রতিনিধি স্বামীজির দর্শনপ্রার্থী! ভবিষ্যত হনুমান সাম্রাজ্যের প্রজাগণ একবাক্যে স্বামীজিকে কলির কল্কি-অবতার বলে আরাধনা করতে লাগলো।

তিনদিন পর যখন স্বামীজি রাজপ্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করে বেরিয়ে এলেন, তখন দেশময় সে কি উল্লাস! সত্যিকার স্বাধীনতা না হোক তার সার বস্তু (substanec) নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে।

কাগজগুলোও এই মর্ম্মেই লিখতে লাগলো।

স্বয়ং স্বামীজি কিন্তু চুপচাপই রয়ে গেলেন।

এর প্রায় একবৎসর পর বিলাতী সরকার বাহাদুর এদেশের জন্য এক শাসনতন্ত্র তৈরি করে প্রকাশ করলেন।

দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদ চল্লো। কারণ যবন ও ম্লেচ্ছদের নাকি এতে বড্ড বেশী সুবিধা দেয়া হয়েছে। আর হনুমান সভা আপত্তি জানালো এই বলে যে এতে স্বাধীনতার সার বস্তু কিছুই দেয়া হয়নি—কেবলমাত্র ভোটদানের ক্ষমতা ছাড়া।

স্বয়ং স্বামীজিও প্রতিবাদে যোগ দিলেন। হনুমান সভার অভ্যন্তরস্থ সমাজতন্ত্রী নেতা কমরেড যোগেলকর ঘোষণা করলেন—এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও সংগ্রাম চালাতে হবে।

আবার ব্যাপক আন্দোলনের ভয় দেখানো হলো।

ব্যাপার দেখে ইংরেজ বাহাদুর ভড়কে গেলেন। ব'লে পাঠালেন—আহা, তোমরা একবার শাসনতন্ত্রটা চালু করেই দেখ না ছাই! আগবাড়তেই গোলমাল করছ কেন? অত টাকা পয়সা ও মস্তিষ্ক খরচ করে তৈরি করে শুধু মুখের কথায়ই কি আর তা' বদলানো যায়! চালু করো, দেখবে এতেই স্বাধীনতার সারবস্তু নিহিত আছে।

শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দ স্বামীজির কানে কানে বল্লেন—বাবা, একবার দেখাই যাউক না এই শাসনতন্ত্রের ভিতর কাজ করে। ভালো না লাগে ছেড়ে দেয়া যাবে। ওত হাতের পাঁচ! নইলে দেখতে পাচ্ছেনত এই যোগেল করের দল হনুমান সভা অধিকার করে বসতে পারে! ওদের শক্তিও ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছে! শুনেছেন কি, এই সেদিন জেল হ'তে ছাড়া পেয়ে বিশ্ববিশ্রুত সাম্যবাদী বদমাশ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরিও ও'দলে যোগদান করেছে।

সাপ দেখলে বেঙ যেমন আত্‌কে উঠে, কিংবা বাঘ দেখলে পথিক যেমন ভীত হয়, ঠিক তেমনি আত্‌কে উঠ্‌লেন স্বামীজি। মুখে বল্লেন—তাই নাকি! বলো কি হে? তবেত সত্যি বড্ড ভাব্‌নার কথা! এই ইন্দ্রজিৎ চৌধুরিটা—জানো—যখন বিলাতে ছিল তখনি আমার প্রচারিত দর্শন তথা ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কি প্রচারটাই না করেছে—কি লেখাটাই না লিখেছে আমার বিরুদ্ধে! উঃ মনে হলেও গায় কাঁটা দেয়। কিন্তু কথা হলো এই যে দেশজুড়ে এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলেছে—কি যুক্তি দেখিয়ে এ গ্রহণ করা যায়!

শ্রীমৎ মদিরানন্দজি বল্লেন—যুক্তি! আপনার কথাই যুক্তি—এর বাড়া যুক্তি আবার কি আছে!

—কিন্তু একটা কিছু লোক-দেখানো করতেই হ'বে নইলে নেতৃত্ব অটুট থাক্‌বে না। আর তা না থাক্‌লে আর্য্যস্থানের সর্ব্বনাশ হবে। শ্রীমৎ তুরিয়ানন্দ উত্তর দিলেন।

ক্রমে নতুন শাসনতন্ত্রানুযায়ী নির্ব্বাচন আরম্ভ হলো। হনুমান-সভা স্থির করলে তারা এই নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করবে এবং যদি অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হ'তে পারে তবে আইনসভার ভিতরে এমন সংগ্রাম চালাবে যে এই শাসনতন্ত্র চালু হওয়াত দূরের কথা এর ধূলিকণাও খুঁজে পাওয়া যাবে না দেশজুড়ে—এমনিভাবে নস্যাৎ হ'বে এ।

তুরিয়ানন্দ বল্লে—এই সময়ে বেয়াড়া সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের হাত করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এরা যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে হনুমান সভা কথঞ্চিৎ হলেও দুর্ব্বল হবে এতে আর সন্দেহ কি!

স্বামীজি বল্লেন—ওদের মধ্য হ'তে বড় একটাকে এক বৎসরের জন্যে হনুমান-সভার সভাপতি করে দাও—দেখবে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ওরাই আমাদের হয়ে বেশী কাজ করবে।

হলোও তাই। যোগলকরকে সভাপতি করা হলো—এক বৎসরের জন্য।

অসামান্য প্রচার ও তদুপরি বাবার আশীর্ব্বাদের ফলে হনুমান-সভাই নির্ব্বাচনে অধিকাংশ সভ্যপদ লাভে সমর্থ হলো।

এই সময়ে দেখা দিল মস্তবড় সমস্যা: শাসনতন্ত্র বিনষ্ট করা হবে না চালু করা হবে। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা চালু করার একান্ত বিরোধী। বিপদ আর কি!

যাক্! যুক্তি ও উপায় বের হলো তুরিয়ানন্দ ও মদিরানন্দের মস্তিষ্ক হ'তেই। বাবাজির সাথে সলা করে এইরূপ ঘোষণা করা হলো যে, সরকার যদি এই নিশ্চয়তা দেন যে, প্রতিনিধি সাধারণভাবে উজীরদের কার্য্যে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না; তবেই শুধু উজিরি মসনদ গ্রহণ করা যায়, নতুবা নয়।

এ নিয়ে বড় বড় বিবৃতি কাগজে কাগজে প্রচার করা হলো। বাইরের লোক জান্‌লো: হনুমান-সভা বড় শক্ত—কী অপরিসীম তার ধৈর্য্য ও ত্যাগ! হাতের মুঠোয় উজিরি পেয়েও যারা ছেড়ে দিতে পারে!

বিলেতী সরকারের প্রধান উজির আর্য্যস্থান সচিবকে টেলিফোনে বল্লেন—'ওহে, তোমার রাজ্যের হনুমান-সভা ও তার একচ্ছত্রাধিপতি, শ্রীমৎ অভেদানন্দজি যে দেখছি অভিমান করেছেন। ব্যাপার কি বলো ত?

—আর ব্যাপার! ওরা চায় প্রতিনিধি এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করুন যে রক্ষাকবচগুলি তিনি কাজে লাগাবেন না। বলুন ত এও কি সম্ভব!

—তোমাদের আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না দেখছি। সামান্য ব্যাপার নিয়ে একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করবে না কি? এ সময়ে কি অত সব গোলমাল ভালো?

—কি করতে বলুন তাহলে? আর্য্যস্থান-সচিব পুছলে।

—আহ্‌রে গোপালগণ একটা আব্দার করেছে, আমাদের একটা-কিছু বলে ওদের সন্তুষ্ট করতে হবে ত নইলে হনুমান-সভা তথা এর নেতাদের কানকাটা যায় যে। আর তাহলে ক্ষতি সবচাইতে বেশী আমাদেরই; কারণ তাহলে হনুমান-সভা এমন সব লোক দ্বারা অধিকৃত হবে যারা সমস্ত সভ্যতার শত্রু, যারা ধর্ম্মকর্ম্ম মানে না, রাজার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ব্যক্তিগত সম্পত্তি। উঃ! কি সাংঘাতিক বলো দেখি! তাই বলি, আমাদেরও বাস্তবিক কিছু ছাড়তে না হয়, ওদেরও কাণকাটা না যায় অমনি একটা-কিছু ঘোষণা করতে বলো না কেন একবার ঢোঁপ গিলতে পারলে হয়, তাহলে দেখবে একদম আটকা পড়ে গেছেন বাছাধনেরা।

তথাস্তু বলে আর্য্যস্থান সচিব রিসিভারটা রেখে দিলেন।

তাই হলো। প্রধান রাজপুরুষ ঘোষণা করলেন যে হনুমান-সভা উজিরি গ্রহণ করলে তাদের সাধারণ ক্রীয়াকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

এই ঘোষণা বের হতেই কাগজে কাগজে হনুমান সভার বিজয়বার্ত্তা প্রচারিত হতে লাগলো আর ওদিকে আর্য্যস্থান সচিব মুখে রুমাল দিয়ে হাস্য সম্বরণ করলেন।

আদেরে ছেলে হনুমান-সভা উজিরি গ্রহণ করলো!

* * * *

যায় এক বৎসর। হনুমান সভার উজিরগণ আদেশ জারি করলেন—এদেশের যাবতীয় লোককে হনুমান সাজতে হবে। যদিও হনুমানের মতো হাঁটা সম্ভব নয় তবু প্রত্যেকের কোঁচার পেছনে হাতে-বোনা একগজ মোটা কাপড় লেজের মতো ঝাঙ্‌ করে আটকে দিতে হবে। কারণ বর্ণনায় বলা হলো: এইরূপ করলে জনসাধারন আর্য্যস্থানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আদর্শ হতে আর কখনও বিচ্যুত হবে না।

শ্রীমৎ মদিরানন্দ হলেন দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উজিরে-আজম। তিনি আদেশ জারি করলেন যে ওদেশে একমাত্র দেবভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কোনও কাজ করা চলবে না।

এ-আদেশের বিরোধিতা যারা করবে তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হলো শ্বশুর ঘর।

কিছুদিন যাবৎ একদল সাম্যবাদী ও-অঞ্চলে গোলমাল করছিল—শ্রমিক ও মালিকে রেষারেষি গড়ে তুলছিল। মদিরানন্দজি স্পষ্ট বলে দিলেন—ওসব চলবে না তাঁর রাজ্যে। ঈশ্বরই মানুষকে ছোট ও বড় করে সৃষ্টি করেছেন—অতি মানব প্রতি যুগে যুগে প্রয়োজন। কলওয়ালারা ও জমিদারেরা অতিমানবের পর্য্যায়ের—ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা—তথা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কর্ম্মদোষেই শ্রমিক ও চাষীরা গরীব—ওর আবার প্রতিকার কি?

পুলিশকে আদেশ দিলেন এই সব বদমাশদের রেগুলেশান যষ্টিদ্বারা মৃদু—প্রহার করতে।

হনুমান-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর......

সমস্ত দেশে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। আর্য্যগণ তাঁ'দের পূর্ব্ব সভ্যতা ফিরে পেয়েছেন। যেচ্ছের আগুনে রাবণের সোনার লঙ্কা ভস্মীভূত হওয়ার মতো বর্ত্তমান সভ্যতা ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন আর দেশের লোকের কাপড় পরতে হয় না। খালি গা, খড়ম পায় এবং কৌপিন পরিহিত অবস্থায় উন্নত শিরে নরনারীগণ সদম্ভে চলাচল করে। দেশ হতে যথাসম্ভব যন্ত্রশিল্প অন্তর্দ্ধান করেছে। কারণ ওগুলো হনুমান-সভ্যতা বিরোধী। তবে বড় বড় পুঁজিবাদীগণ আজও কলকারখানা চালাচ্ছেন কারণ ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হনুমান-সভার অহিংস নীতির বিরোধী, বিশেষতঃ ওরা যখন সভার আসল খোরাক যোগান দেয়। এইসব কলকারখানা বা রাষ্ট্রীয় কোনও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক বিরোধ আর দেখা যায় না। দেশ হতে কৃষক অশান্তিও দূর হয়েছে।

কারণ, ধর্ম্মঘট ও কৃষক-আন্দোলন বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানেই ধর্ম্মঘট বা কৃষক বিরোধের সূচনা হয় সেখানেই রেগুলেশন লাঠি বা রাইফেল হস্তে নেংটি পরিহিত হনুমান বাহিনী হাজির হয় এবং ওদের চোটে শায়েস্তা করে।

হনুমান সভা হ'তে যবন, ম্লেচ্ছ, অনুন্নত সম্প্রদায় সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী বদমাশগণকে বহিস্কৃত ক'রে, ওতে আর্য্যস্থানও সভ্যতা-সুলভ পবিত্রতা আনা হয়েছে। শ্রীমৎ বাবা অভেদানন্দজির দর্শন সমালোচনার অপরাধে বিখ্যাত সাম্যবাদী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ফাঁসীকাষ্ঠে আজও ঝুলছেন।

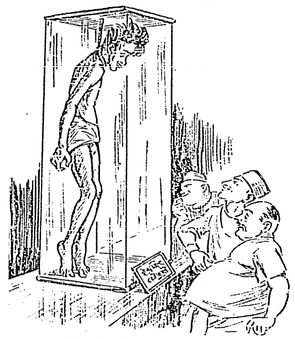

সাম্যবাদী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ফাঁসিকাষ্ঠে আজও ঝুলছেন।

তার দেহকে আরক দিয়ে শক্ত করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই জন্যে যাতে ভবিষ্যতে এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে জনসাধারণ শাস্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। বাকী যাঁরা ছিলেন তাঁরা বাধ্য হয়ে নীরব হয়েছেন।

দেশের সমস্ত টোলে (কারণ স্কুল আর নেই। সব উঠিয়ে দেয়া হয়েছে) একমাত্র দেবভাষায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছে কারণ বিজ্ঞান শিখলে মানুষের ভিতর যুক্তিবাদ জন্মে বলে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয় সুতরাং অভেদানন্দ-দর্শনের বিরুদ্ধ সমালোচনার আশংকা আছে।

এখনকার শিক্ষনীয় বিষয় একমাত্র অভেদানন্দ দর্শন!

সমস্ত আর্য্যজাতি হনুমান-সভ্যতা ফিরে পাওয়ায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে—শুধু মাঝে মাঝে যবনদের ভিতর বিদ্রোহ দেখা যায় সঙ্গে সাম্যবাদী বদমাশেরা যোগ দেয়।

কিন্তু এগুলি কিছুই নয় কারণ সত্য ও অহিংস নীতির রক্ষক নেংটি পরিহিত হনুমান সেনা রাইফেল হস্তে এ সব বিদ্রোহ যত্র তত্র দমন করে।

হনুমান সভার কর্ত্তাদের এখন আর ইংরেজদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই। ইংরেজদেরও ঔপনিবেশিক শোষণ নূতন রূপ ধরেছে। তাঁরা বুঝেছেন যে এখন শোষণ করতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে ও উপায়ে। তাই এখন তাঁরা যা করেন, হনুমান সভার সাথে একযোগেই করেন! ইংরেজ ও হনুমান সভা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই উদ্দেশ্যে দুই সহোদর ভাইয়ের মত অগ্রসর হচ্ছে। পূর্ণ স্বাধীনতার কথাও এখন আর শোনা যায় না—বরং যে শোনে সে-ই কানে আঙ্গুল দিয়ে বলে—আরে রাম!

একটা কথা ভুলে গেছি। স্বামী অভেদানন্দজির চারটি ছেলেই এখন চারটি বিরাট কাপড়ের কলের মালীক বং শান্তিতে দু'পয়সা করে খাচ্ছেন। কারন হনুমান বাহিনীর লাঠি এবং সত্য, অহিংসা ও ত্যাগ এই ত্রিবিধ গুণের প্রচারণার ফলে এখন শ্রমিক অশান্তি আর নাই।

শ্রমিকগন নেংটি পরে এবং আধপেটা খেয়ে কাজ করতেই নাকি বেশী ভালোবাসে কারণ তাতে মোক্ষলাভ হয় শিগ্‌গির।

যেহেতু দেশে শান্তি ও সভ্যতা ফিরে এসেছে সেই হেতু যোগবলে দৈব-প্রেরণা লাভ করে স্বামী অভেদানন্দজি ঘোষণা করেছেন যে, আগামী বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় তিনি পরলোক গমন করবেন।

এ বিষয়ে সত্য ও অহিংসার প্রতীক অভেদানন্দজি মস্ত এক বিবৃতি দিলেন। লিখলেন: যারা ছোটবড় সমান করতে চায় তারা সত্য ও অহিংসায় অবিশ্বাসী যারা ধনিক, তাদের ধন কেড়ে আনা মানে বলপ্রয়োগ করা সে যে প্রকারেই হউক—কাজেই তা' হিংসার আওতায় প...।

আর কল-মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করা কিংবা এমনভাবে সত্যাগ্রহ করা যাতে নব-নিযুক্ত কর্ম্মিগণ কারখানার ভিতরে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়—এ-রকম সমস্তই হিংসার সামিল কারন এতে মালীকদের ক্ষতি ও মনোকষ্ট হয়।

কাজেই এ-সব হ'তে জনসাধারণের দূরে থাকা একান্ত উচিৎ।

তবু যদি কেউ শ্রমিকদিগকে এ-সব করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তবে তাকে রেগুলেশান লাঠি দ্বারা ঠিক করাই, শ্রীমদিরানন্দজির উচিৎ—এতে কোনও অন্যায় নেই—কারন শাসনকার্য্য চালিয়ে যাওয়া এবং বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম রাখা উজিরদের কর্ত্তব্য।

পুলিশ দিয়ে লাঠি চালানো হিংসার অন্তর্গত নয়!

কিন্তু এ সব সত্বেও হনুমান-সভার কেন্দ্রীয় সংসদের বাৎসরিক বৈঠকে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী বদমাশগণ স্বয়ং অভেদানন্দজিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করতে ছাড়লো না।

ব্যাপার দেখে তুরিয়ানন্দ ভয়ানক ক্ষেপে উঠলেন—লাফিয়ে সভাপতির মঞ্চে উঠে সমস্ত সভাকে তর্জ্জনি দেখিয়ে বল্লেন—I the Superman!

মদিরানন্দ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারদের টেবিলে লাফিয়ে উঠে দাঁত খিঁচিয়ে বল্লেন—চুপরও! আমরাই হনুমান-সভা গড়েছি—আমরাই চালাবো; সবুর! তোমাদের নস্যাৎ না করি ত আমি......

বাৎসরিক সভা ভেঙ্গে যাবার অব্যবহিত পরেই তুরিয়ানন্দ, মদিরানন্দ ও স্বয়ং অভেদানন্দজি একযোগে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন এই অবাঞ্ছিত বদমাশগুলোকে হনুমান-সভা হ'তে তাড়াতেই হ'বে। এজন্য হনুমান সেনাবাহিনী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন বলে তারা ঠিক করলেন।

স্বয়ং অভেদানন্দজি স্বাক্ষর করে ঘোষণা করলেন—তিন মাসের ভিতর তিন লাখ হনুমান সেনা চাই। ওরা হবে অহিংসার প্রতীক। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ বা শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করবে, কিংবা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাবে তাদের রেগুলেশান লাঠি হস্তে দমন করবে এই হনুমান-সেনা দল। এই বাহিনীর মালকোচার পিছু আঁটা থাকবে স্বস্তিক-চিহ্ন-সমন্বিত মোটা কাপড়ের হনুমান লেজ। ওরা যখন লাঠি হস্তে শত্রুর নিধন করতে দৌড়াবে তখন এই লেজ হাওয়ায় উড়ে যে অপরিসীম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করবে তা' বর্ণনাতীত। এই লেজ ও স্বস্তিক হ'বে ওদের অহিংসার চিহ্ন। আর এই দমন ব্যাপারে লাঠি বা বন্দুকের ব্যবহার হিংসার পর্য্যায়ে পড়বে না।

* * * *

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা ও কলিকাতায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জিনিষ সমূহ যথা—বৃন্দাবনী হুক্কা, ফরাসী, পানদান, ওগলদান, ও বদনা, গেলাস, বাটী পিকদান, গোলাপ দানী, আতরদানী, ট্রে, থালা, চামচ, হাঁড়ী, লোটা, রেকাবী, জগ, কটোরা, টিফিন বক্স, সেলাইয়ের মেসিন প্রভৃতি এবং কাঠের নলিচা, নল, শটকা, (তারের ও কাপড়ের) রবারের নল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে মজুদ রাখিয়া খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করিতেছি। আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে মাল বিক্রয় করি, কারণ আমাদের দোকানই একমাত্র মোরাদাবাদের ব্রাঞ্চ। আমাদের দোকানে আসিলে যে আপনাকে ঠকিতে হইবে না ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি কারণ, আমরা একদরে মাল বিক্রয় করিয়া থাকি। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে তাঁহাদের অর্ডার মত মাল প্যাকিং করিয়া পাঠাইয়া থাকি। যাহারা মোরাদাবাদ হইতে মাল আনাইতে চান, তাঁহারাও আমাদের নিকট অর্ডার পাঠাইয়া দেখিতে পারেন, যে আমাদের নিকট মাল লওয়া কত সুবিধাজনক।

২। আমাদের মোরাদাবাদ কারখানার তৈরী পিতল মার্কা কাঁটা চামচ দশ বৎসরের গ্যারান্টি দিয়া বিক্রয় হইতেছে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

দি মোরাদাবাদী হুক্কা সপ

৯৮-নং মোহাম্মদ আলী রোড, কলিকাতা

(সিন্দুরিয়াপট্টী, হাফেজ জামালুদ্দীন মছজীদের নীচে)

অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে

ইস্‌লামিয়া আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দরিদ্র হিন্দু মুসলমান স্ব স্ব রোগ বিবরণ সহ মাশুলের বাবদ ।৵০ আনা অগ্রিম পাঠাইলে, অগ্রিম মূল্য না লইয়া স্থলবিশেষে অর্দ্ধমূল্য ও বিনামূল্যে পেইড পার্শ্বেলে ব্যবস্থা সহ ঔষধ পাঠান হয়। চ্যাবনপ্রাশ ৩৲ টাকা সের মকরধ্বজ ৪৲ টাকা তোলা নিয়ামত বটিকা (সর্ব্বরোগহর টনিক রসায়ন) একমাস সডাক ২৲ টাকা, সম্ভোগ রত্নাকর (অফুরন্ত রতিশক্তি বর্দ্ধক) একমাস সডাক ২৲ টাকা সেমারী পিল (স্বপ্নদোষহর ও স্মরণ-শক্তি বর্দ্ধক) একমাস সডাক ১৷৹ টাকা, ঋতুনিরামক বটিকা (সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ নাশক) একমাস সডাক ১৷৷৹ টাকা।

কবিরাজ—সৈয়দ আহম্মাদ ইব্রাহিম, জেলা ও পোঃ দিনাজপুর।

GOVERNMENT PRODUCTS

জীবন্ত কঙ্কাল!

দেশের লক্ষ লক্ষ
নরনারী ম্যালেরিয়া রোগে
এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া
দুর্ব্বহ জীবন বহন
করিতেছে

ম্যালেরিয়ার
অব্যর্থ মহৌষধ
বাংলা গবর্ণমেণ্টের
কুইনাইন
বিশুদ্ধ ও টাট্‌কা

সহর ও মফঃস্বলের সমস্ত
ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

জয়েন্ট এজেণ্টস্—
সা, ওয়ালেস এণ্ড কোং
পোঃ বক্স নং ৭০, কলিকাতা

চৌধুরী এণ্ড কোং
৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদোৎসব

জনৈক প্রবাসী

লেখক

মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু মুসলিম যুবক উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া থাকেন। চীন, যাভা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, ইরাণ, মিছর, সুদান, তুর্কী প্রভৃতি সকল দেশের লোকই দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে সংহতিস্থাপন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বভাব জাগরূক রাখিবার জন্য লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি Islamic Society স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের মিঃ এ, এফ, মুহম্মদ আবদুল হক, এম-এ গত বৎসর লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের ছাত্র ছিলেন; এবং তাঁহাকে উক্ত সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তাঁহারই প্রচেষ্টায় গত বৎসর লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম ঈদের নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল ঈদের নামাজের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। রীতিমত নামাজ ও খোৎবার পরে পরস্পরের গলাগলি ও কোলাকুলি-মিলন সকলেরই মনে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব মূর্ত্তরূপে পরিস্ফুটিত করিয়া দিয়াছিল। একমাত্র পবিত্র হজ্জের ময়দানেই বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের এরূপ অপূর্ব্ব মধুর মিলন পরিলক্ষিত হয়।

ঈদের জামাতে সমবেত মুসলিম বৃন্দ

ঈদুল্-ফিতর—ডিসেম্বরের এক শীত-কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাত। রাত্রে তুষার পড়িয়া বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, মাঠ, বৃক্ষলতা সব শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাস্তায় প্রায় অর্দ্ধফুট বরফ জমিয়াছে। বেলা দশটা বাজিয়াছে। তখনও সূর্য্যের মুখ দেখিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পুরু পশমী কাপড় ও ওভারকোট আঁটিয়া একজন দুইজন করিয়া কেউ হাঁটিয়া, কেউ মোটরে—লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট ঘরের সম্মুখে হাজির হইতেছে। জেনিটর ঘর খুলিয়া বয়লারে আগুন জ্বালাইয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুদূর ইংলণ্ডের এই স্থানটি বিভিন্ন দেশের মুসলিম যুবকদের 'আল্লাহ আক্‌বর' ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। নিয়মিত নামাজ ও খোৎবার পরে সকলের গলাগলি-মিলন কি মধুর ও মনোরম!

মস্জিদের দ্বারদেশে মুসলিম বৃন্দ

নামাজের পর সকলেই নিকটস্থ এক রেস্তোরাতে গিয়া একত্রে আহার করিলেন। এই ভোজনে কয়েকজন অমুসলমানও যোগ দিয়াছিলেন ভোজনের পর ঈদোৎসবের মাহাত্ম্য ও ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে মিঃ হক এবং আরও কয়েকজন মিছরী, পাঞ্জাবী ও হায়দ্রাবাদী ছাত্র বক্তৃতা করেন। এইভাবে ঈদুলফিতর উৎসব সম্পন্ন হয়।

ঈদুজ্জোহা—পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে গত ফেব্রুয়ারী মাসে কোরবানীর ঈদ আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। এইবার ছাত্র-সমাজের বাহিরেরও কতিপয় প্রবাসী ব্যবসায়ী মুসলমান ঈদোৎসবে যোগদান করেন। স্থানীয় দুই তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও উহাতে উপস্থিত ছিলেন এবং ঈদের নামাজের বিবরণ ও ছবি অনেক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (এরূপ একটি ছবি এখানে প্রকাশিত হইল)। Woking মসজিদের ইমাম ও বিলাতের Muslim Societyর সেক্রেটারী আমাদের ঈদোৎসবের বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদিগকে অভিনন্দন জানান। কোরবাণির জন্য একটি দুম্বা ক্রয় করা হইয়াছিল। নমাজের পর উহা কোরবাণী করা হয়। এবং উহার গোশ্‌ত দ্বারা মিছরী ইরাণী ও হিন্দুস্থানী প্রথায় পোলাও কোরমা কাবাব কুফ্‌তা প্রভৃতি পাক করিয়া এক মহাভোজের বন্দোবস্ত করা হয়। এই ভোজে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে আমাদের উৎসবের প্রশংসা করেন। আশাকরি, পরবর্ত্তী ছাত্রগণ এই সাধু প্রচেষ্টাকে বাঁচাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

চূর্ণপ্রাশ অধ্যক্ষ মথুর বাবুর মকরধ্বজ ৪ তোলা
শক্তি-ঔষধালয়-ঢাকা

Marquess of Zetland Secretary of state for India graciously remarked while Governor of Bengal :—
"I visited the SAKTI OUSADHALAYA on July 17th, 1920. I was astonished to find a Factory at which the production of medicine was carried out on so great a scale. Mathur Babu seems to have brought the production of medicines in accordance with the prescriptions of the ancient Shastras to a high pitch of efficiency.
Sd. Ronaldshay."

মৃতসঞ্জীবনী-সুরা
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অম্বল, বাত বেদনানাশক, প্রসবান্তে ও কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগান্তে মহোপকারী অগ্নি ও বল বৃদ্ধিকারক অমৃতোপম মহৌষধ। পাঁইট ২৷৹ টাকা, কোয়ার্ট বোতল ৪৷৹ টাকা

অনারেবল নবাব স্যর সামসুল হুদা কে, সি, আই, ই মহোদয় বলেন:—"আমি শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়াছি। এই কারখানার ঔষধগুলি অধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া ঔষধগুলি সর্ব্বাংশে অকৃত্রিম। * * * আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে * * * এবং আমি সাহসে অভিনন্দন করি।"

মালিকগণ:—শ্রীমথুরামোহন, লালমোহন ফণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী।

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর:—
শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী বি-এ
—হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান—

মাঙ্গলস্, এডলার ও মাউজার সেলাই কল

শাখা

১। চাঁদনীচোক
২। ভবানীপুর
৩। হাওড়া
৪। বাঁকুড়া
৫। ধানবাদ
৬। জামসেদপুর
৭। পুরুলিয়া
৮। আসানসোল
৯। ঝরিয়া
১০। গিরিডি
১১। ঢাকা
১২। লক্ষ্ণৌ
১৩। বারাকপুর
১৪। রাণাঘাট
১৫। পাবনা
১৬। আগ্রা
১৭। নারায়ণগঞ্জ

সাব এজেন্সী

১। বেনারস
২। পাটনা
৩। বালিয়া
৪। আজমগড়
৫। দার্জিলিং
৬। শ্রীহট্ট
৭। কাশীপুর
৮। শ্রীরামপুর
৯। বনগ্রাম
১০। বসিরহাট
১১। গাজীপুর
১২। গয়া

১। একমাত্র মাঙলস সেমি অটোমেটিক সেলাই কলেই অন্যূন চল্লিশ প্রকারের সেলাই কার্য্য ও এমব্রয়ডারী হয়।

২। দেশের বেকার যুবক, নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক ও দরজীরা কিংবা যে কেহ এই মাঙলস মেশিনে কাজ শিখিলে স্বাধীনভাবে ও সুন্দররূপে জীবিকার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়। ভাল কাজ শিখিলে মাসিক ৫০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকাপর্য্যন্ত উপার্জ্জন সহজসাধ্য। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় শিক্ষার্থীগণের এই কাজ শিক্ষা দেওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

৩। গৃহ কার্য্যের উপযুক্ত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ও আধুনিক প্রণালীর হাতকল, পা কল ও (সুটকেসে হাতকল) এই স্থানেই পাওয়া যায়।

৪। হোসিয়ারী ব্যবসার যেমন প্রসার লাভ করিতেছে তেমনি মাউজার কোম্পানির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অল্প দামের ওভারলক ও অন্যান্য হোসিয়ারী মেশিনের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে।

৫। ইহা ব্যতীত চামড়া সেলাই, বিডিং, এমব্রয়ডারী ও নানা রকম সহজ চালিত সেলাইয়ের কল সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে।

৬। সমস্ত কলই মাসিক কিস্তিতে বিক্রয় হয়।

—ঃ সোল এজেন্টস্ ঃ—

কে, সি, মল্লিক এণ্ড সন্স, লিমিটেড

১০৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

Phone—B, B, 3476

টেলি :—সেবেনরস

অবিকল প্রতিচ্ছবি

ম্যানেজার মোহাম্মদী বলেন ঃ—

নিউহাফটোন কোম্পানার কাজ নিখুঁৎ দ্রুত ও সুলভ। তাঁহাদের নিকট অমরা কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের যাবতীয় ব্লক তৈয়ারী করিয়া আসিতেছি এবং তাঁহাদের কাজে আমি প্রীত হইয়াছি। তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আমরা যে প্রত্যেকটি অতি-যত্নের সহিত করিয়া থাকি তাহার জন্য উপরোক্ত উক্তিই কি যথেষ্ট নহে। আপনি যদি আমাদের নিকট কাজ করান তাহা হইলে আপনিও অনুরূপ উক্তি করিতে বাধ্য হইবেন।

নিউ হাফটোন কোং

১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

TRADE

Needs Advertising,
which needs
print
which needs
Blocks
And for blocks
you need

NEW
HALFTONE CO.
"MAKERS OF
BETTER
BLOCKS"
1, British Indian Street,
Calcutta.

* بہتـــرین تیاری *

ہمارے کارخانہ میں ہر طرح کا
ایک رنگا، دو رنگا و سہ رنگا
زنک، کوپر، ھافٹون اور لائن بلاک
بالکل تصاویر کے مطابق
ماھرین فن کے ذریعہ تیار کیا جاتے ھیں
ھفتہ وار و ماھوار محمدی
اور
آزاد کے تمام بلاک کے کام
ہمارے ھی یہاں سے تیار ھوکر جاتا ھے
دوسرے اخبارون کا کام بھی
بہت ھی اطمینان بخش طور پر
انجام دیا جاتا ھے
کام بہترین — اُجرت کم
اور
وقت کی پابندی

نیو ھافٹون کمپنی
نمبر ۱ برٹش انڈین اسٹریٹ
کلکتہ

বিশ্ব ইস্‌লামের চিত্রকলা

যামিনীকান্ত সেন

বিশ্ব ইসলামের চিত্রশিল্পের ইতিহাস অতি বিচিত্র। সৌন্দর্য্য সাধনার অফুরন্ত প্রেরণা এক সময় ইস্‌লামিক জাতিগণের ভিতর বাধা পায়। কোরাণের অনুশাসনে জগতের নরনারী ও পশুপক্ষীদের প্রতিচিত্র আঁকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই চিত্রশিল্পের আদিম ধারার ভিতর ইসলামের দান পাওয়া কঠিন।

শিকার চিত্র (প্রাচীনতম পারস্য-শিল্প)

অনেকের বিশ্বাস মুসলিম চিত্রকলার কোন আরব্য অধ্যায় নেই। যা কিছু চিত্র পাওয়া গেছে—সবই পারস্য ও ভারতের সৃষ্টি। এ কথা ঠিক নয়। আরব্য গ্রন্থাদিতে সুনিপুণ চিত্রপর্য্যায় পাওয়া গেছে। আরব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হচ্ছে জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি। একখানি একাদশ শতাব্দীর হস্তলিখিত পুঁথিতে মুসলমান শিল্পীর আঁকা বৃশ্চিক প্রভৃতি রাশির ছবি আছে। ছবিগুলি খুব নিপুণ হাতের আঁকা। তা'তে রেখার সুনিপুণ ভঙ্গী বিস্ময় উৎপন্ন করে। আরব্য সভ্যতা স্থাপত্যে শীর্ষস্থান গ্রহণ করেছে—চিত্রকলা ও অঙ্কনবিদ্যায় এই সভ্যতার কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়।

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় পুঁথি হচ্ছে Quazineএর Cosmography। পুঁথিখানি সচিত্র। এ পুঁথিখানির সচিত্র পাতাগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার যাদুঘরে খণ্ডখণ্ডভাবে রক্ষিত আছে। এই পুঁথি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা।

ওমর খৈয়াম শিল্পী : বিহ্‌জাদ ও সুলতান আলী

[পারস্য-চিত্র—ষোড়শ শতাব্দী]

Dioscorides এর চিকিৎসা বিষয়ক সচিত্র পুঁথি আরব্য ভাষায় লিখিত। এ পুঁথিখানি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসলিম চিত্রকলার আরব্য অধ্যায় সামান্য নয়। জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির ভিতরে চিত্রাঙ্কনের বলিষ্ঠ সাধনা আরবদেশে জাগ্রত হয়েছিল।

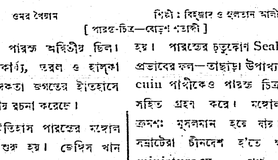

জগতের চিত্রকলার ইতিহাসে পারস্যের দান অতি মূল্যবান। পারস্য সভ্যতা অতি প্রাচীন। পারস্য স্থাপত্য জগতের রম্যকলার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব দান। পারস্য চিত্রকলার মহার্ঘ সম্ভার সকলকে মুগ্ধ করে। সেকালের সচিত্র চীনেমাটির আসবাব রচনায় পারস্য অদ্বিতীয় ছিল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, তরল ও হাল্কা বর্ণহিল্লোলের মাদকতা জগতের ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায় রচনা করেছে।

চিত্রকলার ইতিহাস পারস্যের মঙ্গোল প্রভাব হ'তেই শুরু হয়। জেঙ্গিস খান তৈমুরলঙ্গের পারস্য আক্রমণে রক্তাক্ত অভিনয়ের চরম যবনিকা পতন হয়। তাতে করে' প্রাচীন পারস্যের সুকুমার ইতিহাস লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যায়। অপর দিকে এ সব সম্রাট কলাবিলাসী ছিল। এরা চিত্রকলার একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। তৈমুরের আক্রমণের কাল হচ্ছে ১৩৩৫—১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই সম্রাট পারস্যে চৈনিক প্রভাব আনয়ন করে। এই প্রসঙ্গে পারস্যে "পট" রচনার সূত্রপাত হয়। পারস্যের চতুষ্কোণ Seabও চৈনিক প্রভাবের ফল—তাছাড়া উপাখ্যানের Phoenix পাখীকেও পারস্য চিত্র উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে। মঙ্গোল সম্রাটেরা ক্রমশঃ মুসলমান হয়ে যায়। এই সব সম্রাটেরা চীনদেশ হ'তে ক্ষুদ্র ছবি বা miniatureএর প্রথা আনয়ন করেন।

মুসলমান ধর্ম্মে নিষিদ্ধ হ'লে এক সময় মধ্যএশিয়ার ধনী বণিকরা চীনে কারিগরের সাহায্যে ছবি আঁকাত। এদের নক্‌কস-ই-

শাহনামার একখানা চিত্র শিল্পী : ইয়ার মাহ্‌মুদ হারবী

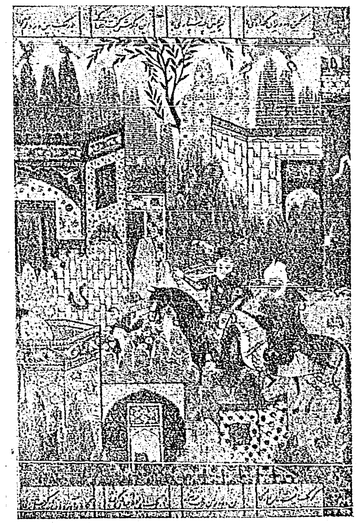

[পারস্য-শিল্প—৯২৮ হিজরী]

"আসহাব-কাহাব" (পর্ব্বত-গুহায় ছয় রাজপুত্র, এক চাকর ও এক কুকুরের আজব ঘুমের কাহিনী)

[পারস্য-চিত্র—পঞ্চদশ শতাব্দী]

চিনি বলা হ'ত। এই নাম পারস্য সাহিত্যে অনেকটা প্রবাদে পরিণত হয়।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পারস্যের মুসলমান চিত্রকলা একটা পরিস্ফুট আকার গ্রহণ করে। পারস্যের সুকুমার অনুভূতি, লঘু ও সূক্ষ্ম বর্ণের হিল্লোল ও রেখার বায়বীয় গতির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। জটিল অলঙ্করণের প্রাচুর্য্য, রেখার অফুরন্ত বিন্যাস, রূপদীপ্ত দৃশ্যসংগ্রহ পারস্যের চিত্রে অপূর্ব্ব মাদকতা সঞ্চার করে। চৈনিক আবহাওয়া ক্রমশঃ পারস্য চিত্তের উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নে মজ্জিত হয়ে এক নূতন রূপলোক সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ পারস্য চিত্রকলায় মানুষকেই বিশেষভাবে প্রতিপাদ্য করে' কোন চিত্রিতব্য ঘটনা পরম্পরার আশ্রয় গ্রহণ করে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা দৃশ্য নিয়ে পারস্য চিত্রকর মশগুল হয়ে উঠে না। পারস্যে কবি হাফেজের মদিরা ও গোলাপ রূপক স্থানীয় হয়ে পড়ে মানবিকতার সম্মোহন

যুদ্ধ—"তারিখ-ই-আল্‌ফি" [মোগল চিত্রকলা]

ভাগবত-পুরাণ [মোগল শিল্প—১৭৩০ খৃঃ]

আবর্তে। পারস্য চিত্রকরও পার্থিব প্রসঙ্গে অপার্থিব রূপপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত করে' আত্মহারা হয়। সোনালি আকাশ, রূপোর জলধারা, সমদৃশ সাইপ্রেস গাছ, শরতের পত্রপুঞ্জ, রঙের বুটি আঁকা ঘোড়া, উজ্জল উদ্যান প্রভৃতি পারস্য কল্পনার প্রিয় সম্পদ। পারস্য চিত্রকলা রাজকীয় সৃষ্টি—তা' উচ্চস্তরের ধনবানদের বিলাস-ব্যাপার—গরীবের সম্পদ নয়।

সম্রাট শাহ্ আব্বাসের কাল পারস্য চিত্রকলায় একটা সমুত্থানের যুগ। এ-সময়কার ওস্তাদ আগা রেজা ও রেজা আব্বাসী বিখ্যাত চিত্রকর। এ-যুগের

গোয়ার ক্যাথলিক পাদ্রী [মোগল-শিল্প—সপ্তদশ শতক]

সম্রাট শাহজাহান [মোগল শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দী

পরে আসে ঘনীভূত বিস্মৃতির ও বিলুপ্তির কুজ্ঝটিকা। পারস্যের প্রদীপ দান এর পর হ'তেই মলিন হয়ে যায়।

পারস্য চিত্রকলার একখানি প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। তাতে ঘোড়ায় চড়ে' ধনু হাতে খোকার ছবি আঁকা হয়েছে; অপরদিকে হরিণ ছুটে' যাচ্ছে—এ-রকম চিত্রও আছে। চিত্রখানির গতিবেগ লক্ষ্য করবার বিষয়—সব মিলে যেন একটা গালিচা। ইস্‌রার মোহাম্মদ হারুইর সামসা নিজামির চিত্রের অট্টালিকা ও বৃক্ষাদির শাখাপ্রশাখা এবং অশ্বারোহী অতি চমৎকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্য চিত্র Seven sleepers অতি মনোহর। এ-সব চিত্রের অলঙ্করণ, রেখা-বিন্যাস ও মানবিকতা জগতের চিত্তহরণ করে। বস্তুতঃ পারস্য চিত্র স্বপ্নের ন্যায় মধুর এবং ইন্দ্রজালের মত নেশায় ভরপুর।

মুসলিম চিত্রকলার ভারতীয় অধ্যায় আরও মনোহর ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। তৈমুরের বংশধরদের আনুকূল্যে চিত্রকলার সমৃদ্ধিই হয়। খোরাসানের সুলতান হোসেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁরই অধীনে বিখ্যাত চিত্রকর বিহ্‌জাদ কাজ করত। এই শিল্পী সমসাময়িক সকল শিল্পীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ ছিল। সম্রাট বাবর বিহ্‌জাদের খুব সুখ্যাতি করেন। এমনি করে' ইন্দো-পারস্য কলার ধারা মোগল চিত্রকলাকে অনুরঞ্জিত করে।

ফারুক, আবদুল-সমদ ও মির সৈয়দ আলীর নাম মোগল চিত্রকলায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। আ'ন-ই-আকবরীতে মোগল চিত্রকলার বিখ্যাত শিল্পীদের নাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিস্তৃত ঐশ্বর্য্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য ও গভীর অধ্যাত্মবোধে অঙ্কিত হয়ে মুসলমান চিত্রকলা অভাবনীয় গৌরবের উত্তরাধিকারী হয়েছে। মোগল কলার ক্ষুদ্র চিত্র (miniature) অতি চমৎকার। পুঁথির ছবি হিসেবে মোগল চিত্রের সমৃদ্ধিও সামান্য নয়। ভারতবর্ষে পারস্য কলার চৈনিক সম্পর্ক ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। ভারতের মুসলিম চিত্রকলার যুগ, হচ্ছে ১৫৫০ খ্রীঃ হ'তে ১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। বিখ্যাত তারিখ-ই-আল্‌ফি গ্রন্থ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের। এই গ্রন্থের চিত্র হ'তে একখানি উদ্ধৃত করা হ'ল। অতি নিপুণ তুলিকাপাতের চিহ্নে এ-সব ছবি ভরপুর।

পশু-চিত্র [মোগল শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দী]

এদেশের হিন্দু সাধনার সহিত মুসলিম সাধনা চিত্রকলাক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়। খুদাবখ্‌শ লাইব্রেরীতে রক্ষিত তারিখ-ই-খন্দন-ই-তাইমুরিয়া, South Kensington Merjeum-এর হামজানামা গ্রন্থ প্রভৃতির চিত্রাদিতে ভারতের মুসলিম চিত্রকলার ধারা লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট আকবর শাহ্ রামায়ণ ও মহাভারতের পারস্য অনুবাদ সচিত্রিত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহজাহানের সময় প্রতিরূপ অঙ্কন বিদ্যা চরম উন্নতিলাভ করে। শাহজাহানের চিত্রে একথা প্রমাণিত হবে।

মুসলিম চিত্রকলা হিন্দু বিষয় নিয়ে কিরূপ সফলতা লাভ করেছে উর্দ্দু-ভাগবত পুরাণের (১৭৩০ খ্রীঃ) রাসলীলা ছবি হ'তে তা প্রমাণিত। এ চিত্রের মধ্যস্থিত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি অতি চমৎকার হয়েছে। অপর দিকে জাহাঙ্গীরের যুগে খ্রীষ্টীয় বিষয় নিয়েও মুসলমান চিত্রকলা মশগুল হয়েছে। গোয়ার ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের একখানি ছবি হ'তে তা প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুতঃ ভারতের মুসলিম চিত্রকলা বিশ্বজনীন প্রসঙ্গ উত্থাপিত ক'রে জয়যুক্ত হয়েছে—কোন সঙ্কীর্ণ অনুভূতি বা সামান্য রসবিশ্লেষণে আত্মহারা হয়নি।

হাতীর দাঁতের উপর আঁকা জীবজন্তুর চিত্র পর্য্যায়ে মোগল শিল্পের প্রাকৃতবাদ সুস্পষ্ট হয়েছে। বস্তুতঃ মোগল চিত্রকলা কল্পনাকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি—বাস্তবকে নিয়ে লীলা করেছে। বস্তুতঃ পারস্য মহাকাব্য শাহ্‌নামার চিত্রাদি, মানুষের প্রতিরূপ, ফকির ও দরবেশের কাল্পনিক চিত্র, ঐতিহাসিক দৃশ্য, ফুলচিত্র, মৃগয়ার চিত্র, পারস্য দেশের কবিতার উপাখ্যান ও রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনাদি মোগল চিত্রকলার প্রতিপাদ্য বিষয়। এ-রকম বৈচিত্র্যকে উপস্থাপিত করে' মুসলিম চিত্রকলা অভিনন্দনের ব্যাপার হয়েছে।

আধুনিক ভারতও এই ধারা বজায় রেখেছে লক্ষ্ণৌ, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের নব্য ইতিহাসে। অপর দিকে নবীনতম সাধনা ইংরাজ যুগেও মুসলিম চিত্রকলাকে সফলতামণ্ডিত করেছে। নব্য প্রাচ্য চিত্রকলার শিল্পী আবদুর রহমান চাগতাই মুসলমান চিত্রকলার মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। শিল্পীর "ঈদের চাঁদ" নামক ছবিতে একটা পরম সৌন্দর্য্য স্বপ্নের বার্তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। চাগতাই অন্তঃপুরচারিণীর কমনীয়তা ও মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার ভাবে বিকশিত করেছে। ভারতীয় নারীর সমস্ত শ্রী ও সংযত আবেগকে তুলিকাঙ্কিত করার অসাধারণ ক্ষমতা এই শিল্পীর আছে। চাগতাইর চিত্রকলায় হিন্দু বিষয় প্রচুর আছে। রাধাকৃষ্ণ ও রামায়ণ মহাভারতের বহু চিত্র এঁকে এই শিল্পী ভারতের বিশ্বজনীন অনুভূতি সপ্রমাণ করেছে। বস্তুতঃ ভারতের মুসলমান কলা শিল্প রাজ্যের চরম পুরস্কার লাভ করেছে। *

* এই প্রবন্ধকে সচিত্রিত করবার জন্য অধিকাংশ চিত্রই বিশ্বভারতী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় দিয়েছেন—সম্পাদক।

মোগল রাজশ্রী [মোগল শিল্প—অষ্টাদশ শতাব্দী]

মা শিল্পী: আবদুর রহমান চাগতাই

মুক্তি

খালেক্‌দাদ্ চৌধুরী

লেখক

প্র্যাসকোভিয়ার পিতা কেপ্‌টেন লোপোলফ্‌ রুশ সেনাবাহিনীর একজন নায়ক। রুশীয়ার বিপ্লবীদলের গুপ্তসমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে জার তাকে চিরজীবনের জন্য সাইবেরিয়ার চির-তুষারমণ্ডিত সুদূর প্রান্তে নির্ব্বাসিত করেন। সামান্যমাত্র সন্দেহে এই ভীষণ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা.জারের আমলে একটা মামুলী ব্যাপার ছিলো।

সাইবেরিয়ার রাজধানী টোবলস্ক শহর থেকে বহুদূর উত্তরে ইচিম্ নামক এক নিভৃত পল্লীতে ক্যাপটেন লোপোলফ্‌কে নির্ব্বাসিত করা হয়। দৈনিক তাকে তার ভরণপোষণের জন্য মাত্র দশ কপেক দেওয়া হয়। তাতেই তার নিজের ও তার স্ত্রী আর একমাত্র কন্যা প্র্যাসকোভিয়ার সংসার চালাতে হয়।

তিন বছরের শিশুকন্যা প্র্যাসকোভিয়াকে নিয়ে তার পিতা নির্ব্বাসিত জীবনযাপনের জন্য ইচিম পল্লীতে আসেন।

যে সামান্যমাত্র ভাতা রাজসরকার থেকে দেওয়া হয় তাতে কোনো রকমেই তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারে না। তাই তাদের গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ীতে খেটে উপরি উপার্জ্জন করতে হয়। প্র্যাসকোভিয়ার বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার বাপ-মার সঙ্গে গাঁয়ে গিয়ে কাজ করে সামান্য যা কিছু পায় তা পিতার হাতে এনে দেয়! কোনোদিন পায় পয়সা কোনো দিন বা তরি তরকারি,—শাক-সব্জী!

প্র্যাসকোভিয়ার বাল্য ও কৈশোর এই চিরতুষারাবৃত বহুকালব্যাপী অন্ধকারাচ্ছন্ন মেরু প্রদেশেও বেশ সুখে কাটছিলো; কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নির্ব্বাসিত পিতার দুঃখ-কষ্ট দেখে তার কোমল প্রাণে অত্যন্ত দুঃখের উদ্রেক হলো। রাত দিন শুধু এই চিন্তা যে কি করে দুঃখী পিতা মাতার দুঃখ দূর করা যায়!······

তার পিতা বহুবার সাইবেরিয়ার গভর্ণরের নিকট তার মুক্তির জন্য আবেদন করেছে! কিন্তু প্রতিবারই বহুদিন অপেক্ষার পর কোনো উত্তর না পেয়ে তাকে নিরাশ হতে হয়েছে।

একবার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তার বিবরণটী বিবেচনা করবার জন্য গভর্ণরের নিকট বিশেষভাবে সুপারিশ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সেবারও তাকে নিরাশ হতে হয়।

তার এ দুঃখ, কষ্ট প্র্যাসকোভিয়ার কাছ থেকে যথাসম্ভব গোপন করবার চেষ্টা করতে সে, কিন্তু মেয়ের রূপ-যৌবনের দিকে চেয়ে ও তার ভবিষ্যৎ ভেবে তাকে নীরবে অশ্রুরোধ করতে হয়। রুশীয়ার এক অভিজাত বংশের এক সেনানায়কের রূপসী কন্যাকে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আজ সামান্য ভৃত্যের মতো দিন মুজুরী করে দিনপাত করতে হয় এ দৃশ্য দেখে কোন্ পিতার না বুক ফেটে যায়।······

তাদের এই নির্ব্বাসিত জীবনের একমাত্র সঙ্গী রুশীয়ার বিপ্লবী দলের এক তরুণ! তিন বছর আগে তাকে নির্ব্বাসিত করা হয় এই ইচিম গ্রামে। তার উৎসাহে ও সাহচর্য্যে এই সমাজচ্যুত নিঃসঙ্গ পরিবারটীর দুঃখ অনেকটা হাল্কা হলো।

এরই সাহচর্য্যে ও অনুপ্রেরণায় প্র্যাসকোভিয়ার প্রাণে নব আশার আলোকপাত হয়। এতোদিন যে একটা গোপন বাসনা তার প্রাণে জেগেছিলো তাই সে আজ কাজে পরিণত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হলো।······

সে চায় মুক্তি! তার বৃদ্ধ পিতার মুক্তি! তার······। যে করেই হোক তাকে এ মুক্তি আনতে হবে! তার মনের নিভৃত কন্দরে সে যেনো স্পষ্ট দেখতে পায় তাদের মুক্ত জীবনের আনন্দের ছবি!······

কিন্তু তার সে সঙ্কল্প মুখ খুলে কারো কাছে বলতে পারে না সে। বহুদিন সে মনে মনে ভেবেছে যে আজই সে তার সঙ্কল্পের কথা সে তার পিতাকে বলবে! কিন্তু বলা আর হয় না;

এক সন্ধ্যায় আহারান্তে ক্যাপটেন লোপোলফ্‌ ও তার স্ত্রী বসে আছেন। প্র্যাসকোভিয়া এক কোনে চুপ করে কী ভাবছে। খানিকক্ষণ পর প্র্যাসকোভিয়া তার পিতাকে বললে:—

"বাবা, এ নির্ব্বাসিত জীবন আর কতো কাল ভোগ করতে হবে।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তার বাপ বললে:

"যতোদিন এ অভাগার দেহে প্রাণ আছে।"

"তোমার মুক্তির কি কোন উপায় নেই বাবা?"

"চেষ্টা তো আর কম করা হয়নি। সুদীর্ঘ পনরটী বছর কতোবার কতো আবেদন নিবেদনই না করলাম। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তো তা কাণেই তুললো না।"

"আবেদন নিবেদন সব সময় কাজে আসে না।" আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না বাবা?

"কি কাজ মা?"

অনেকক্ষণ মৌন থেকে পরে প্র্যাসকোভিয়া বললে: "আমি নিজে গিয়ে জারের কাছে তোমার মুক্তি ভিক্ষা করতে চাই বাবা!"

প্র্যাসকোভিয়ার কথায় তার বাপ স্তম্ভিত হলো। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললে: "শুনো পাগলী মেয়ের কথা। কোথায় পিটার্সবার্গ আর কোথায় সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থিত এই ইচিম পল্লী, কমসে কম তিন চার হাজার মাইল পথ। একটু খানি কচি মেয়ে যাবে এতোদূর জারের কাছে তার নির্ব্বাসিত পিতার মুক্তি ভিক্ষা করতে? তাছাড়া জারের সঙ্গে দেখা করা যে কতো কঠিন অবোধ বালিকা তা হয়তো ধারণাই করতে পারে না।"

সর্ব্ব প্রকার সুবিধা
এবং
নিরাপত্তার জন্য

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

সর্ব্বপ্রকার বীমার

বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

অধিকৃত মূলধন	৬,০০,০০,০০০ টাকা
গৃহীত মূলধন	৩,৫৬,০৫,২৭৫ টাকা
আদায়ী মূলধন	৭১,২১,০৫৫ টাকা
মোট তহবিল	২,২৮,০৭,৬০২ টাকা

দাবা মিটান হইয়াছে ৭,৮৬,০০,০০০ টাকার অধিক

হেড অফিস
বোম্বাই

কলিকাতা শাখা ঃ
৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

অর্শ রোগের ধন্বন্তরী

আংটি

ঔষধ সংমিশ্রণে তৈয়ারী

অর্শ যত বড়, যত পুরাতন এবং যত রক্তই পড়ুক না কেন, এই আংটি ব্যবহারে অর্শরোগ সমূলে ধ্বংস হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ। হাতে লইলে দাম মাত্র ১৵০, মফঃস্বলে মাশুল সহ ১৷৵০ মাত্র।

ব্যবহার বিধি—এই আংটী সকল অবস্থাতেই বাম হাতে ধারণ করিতে হইবে। এই আংটী বাম হাতের এমন কোন অঙ্গুলীতে ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে পায়খানা ফিরিবার পর পানি খরচ করিবার (সৌচকার্য্যের) সময় উক্ত আংটী গুহ্যদ্বারে কিংবা অর্শ বড় হইলে তাহাতে ঘসা লাগাইতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেন না হয়।

খাওয়া দাওয়ার কোনরূপ বিচার নাই।

প্রাপ্তিস্থান—এ, মান্নান খান

২২১৬, বৃক্ষু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা।

অর্শ ও ভগন্দর

ও অন্যান্য ক্ষত রোগ বিনা অস্ত্রে গ্যারান্টি দিয়া আরোগ্য করা হয়।

সাফল্য ঘৃত

ব্রণ, ফোড়া, বিস্ফোটকা, বাগী সিফিলিস, কর্ণমূল, উরুস্তম্ভ, একজিমা, নালী ঘা, ভগন্দর, পোড়া ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, আঙ্গুল হাড়া, বিষর্প ও যাবতীয় ক্ষতরোগে অমোঘ মহৌষধ। শিশি ১৲ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

চাঁদসীর ডাঃ—

শ্রী রমণীরঞ্জন সমাদ্দার

৩০নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড
জানবাজার, কলিকাতা।

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে "আসতে পারি কি?" বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকলো তাদের নির্ব্বাসিত জীবনের একমাত্র সঙ্গী নির্ব্বাসিত তরুণ ইভানোভিচ্!

ইভানোভিচ্‌কে দেখতে পেয়েই ক্যাপটেন লোপোলফ্‌ বলে উঠলেন "শুনেছো ইভানোভিচ্, প্র্যাসকোভিয়া আমাদের মুক্তি ভিক্ষা করতে জারের নিকট যেতে চায়! এমন পাগলী মেয়ে দুনিয়ার কোথাও আছে নাকি?"

"জানি" বলে ইভানোভিচ পাশের আসনটীতে বসলো।

"তাহলে তোমাদের মধ্যে এসম্বন্ধে আলাপ আলোচনা আগেই হয়ে গেছে!"

"হাঁ হয়েছে! এবং এসম্বন্ধে আমিও ওর সঙ্গে একমত!"

"ও বুঝেছি তাহলে তুমিই তাকে এ অসম্ভব কাজে উৎসাহিত করেছো!"

"না, তা নয়! বরং ওর প্রাণের বেদনা ও চিত্তের দৃঢ়তা দেখে আমি ওকে বাধা দিতে সাহস করিনি!"

খানিকক্ষণ কি ভেবে ক্যাপটেন লোপোলফ বললেন: "তা যেনো বুঝলাম। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পথ ও কি করে যাবে? এতো খরচই বা ও পাবে কোথায়?"

সোজা হয়ে বসে ইভানোভিচ বললে: "মুক্তির স্পৃহা যাকে উন্মত্ত করে তুলেছে পিটার্সবার্গ ও সাইবেরিয়ার দূরত্ব, পথের দুঃখ, কষ্ট এমন কি মৃত্যুও পর্য্যন্ত তার অগ্রগতির পথে সামান্য মাত্র বাধারও সৃষ্টি করতে পারে না!" সব তার কাছে তুচ্ছ,—নগণ্য।"

"বুঝলাম তা হলে আর ওকে ধরে রাখা গেলো না! তারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

"এই তো হলো উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কথা!" বলে ইভানোভিচ্ প্র্যাসকোভিয়ার দিকে চাইলো। প্র্যাসকোভিয়া এতোক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিলো। ইভানোভিচের দৃষ্টি তার চোখের উপর পড়তেই চোখ দুটী তার নত হয়ে এলো।

ইভানোভিচের চেষ্টায় ছ মাসের মধ্যেই প্র্যাসকোভিয়ার পাশপোর্ট পাওয়া গেলো! সে নিজে নির্ব্বাসিত নয়। তাই পাসপোর্ট পেতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

একদিন ভোরে পিতা মাতার কাছে বিদায় নিয়ে প্র্যাসকোভিয়া বেরিয়ে পড়লো পিটার্সবার্গের পথে। তার পিতা বহুকষ্টে সঞ্চিত এক রুবেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তার সঙ্গে দিতে চাইলেন কিন্তু প্র্যাসকোভিয়া তা নিতে রাজী হলো না। বললে:

"এ দিয়ে পিটার্সবার্গ যাবার খরচ হবে না। তার চাইতে সংসারের খরচ কিছুদিনের চলে যাবে এ দিয়ে।"

বাপ মা তাকে চোখের জলে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দিলো।

ইভানোভিচ তার নির্ব্বাসনের নির্দ্দিষ্ট সীমার শেষ-প্রান্ত-অবধি তার সঙ্গে গেল। বিদায়-মুহূর্ত্তে ইভানোভিচ জলভরা চোখে তাকে সম্বোধন করে বললে:

"বিদায় বেলায় এই বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি যে তোমার সঙ্কল্প যেনো সফল হয়। তারপর যদি জীবনে কোনো দিন আবার দেখা হয় তখন যেনো তোমার পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত মানবতার নিপীড়িত আত্মার মুক্তির জন্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। সে মুক্তি ভিক্ষা করে পাওয়া যাবে না। তার ভিত্তি গড়ে উঠবে অত্যাচার উৎপীড়নের ধ্বংসস্তুপের উপর। মহাপ্রলয়ের ভীষণ অন্ধকার ভেদ করে ফুটে ওঠবে সে মুক্তির প্রথম আলোর রেখা। সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম।···"

কারো মুখে আর কথা ফুটলো না। ইভানোভিচের হাতে হাত রেখে প্র্যাসকোভিয়া নতদৃষ্টিতে চেয়েছিলো এতোক্ষণ। সহসা দুফোঁটা অশ্রু তার রাঙা গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো।

একদল মেয়েলোক সে পথ দিয়ে দূরবর্ত্তী কোনো গ্রামে যাচ্ছিলো। প্র্যাসকোভিয়া তাদের সঙ্গ নিলো।

এক পরিচিত পল্লীতে প্র্যাসকোভিয়া সে রাত্রের মতো আশ্রয় নিলো। পরদিন ভোরে আবার সে রওনা হলো। কিন্তু পথ হারিয়ে সে সারাদিন ঘুরে ফিরে সন্ধ্যায় সেই গ্রামেই এসে হাজির।

এমনি করে বহুবার সে পথ হারিয়েছে। একদিন পথ হারিয়ে সে তিনটী রাস্তা যেখানে মিলেছে সেখানে এসে বিমূঢ় হয়ে রাস্তার ধারে বসে আছে। এমন সময় একদল পথিক সেই পথ দিয়ে আসছিলো। প্র্যাসকোভিয়া তাদের সম্বোধন করে বললে:

"খিবা যাওয়ার পথ কোনটী?"

নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানের নাম সে জানতো না তাই তাকে খিবার পথ জিজ্ঞেস করতে হলো। কারণ সে জানতো যে পিটার্সবার্গ যেতে হলে খিবা হয়ে যেতে হয়।

রসিকতা করে একজন উত্তর দিলো: "যেদি তোমার খুশী! সবকটা দিয়েই প্যারি, লণ্ডন বা রোমে যাওয়া যায়।"

মাঝের রাস্তাটী ধরে সে চলতে লাগলো। সেইটাই খিবার পথ।

প্রতিরাত্রেই তাকে কোনো না কোনো পল্লীতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। দরিদ্রের ঝুপড়ি বরাবরই তাকে সযত্নে স্থান দিয়েছে। অবস্থাশালীর বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করলেই তারা তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছে।

'কামেচেক্' পল্লী থেকে রওনা হবার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে ঘনঘটার সৃষ্টি হয়ে ঝড় আরম্ভ হলো। নিকটস্থ কোনো বাড়ীতে আশ্রয় নেবার জন্য সে দ্রুত চলতে লাগলো। হঠাৎ সামনে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ পড়ে তার পথরোধ করলো। কাজেই একটা ঝোপের আড়ালে তাকে আশ্রয় নিতে হলো। ঝড়বৃষ্টি থামবার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে রাত্রের মতো তাকে সে অবস্থায়ই সেখানে কাটাতে হলো!

পরদিন ভোরে এক কৃষক সেপথ দিয়ে গরুর গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলো। প্র্যাসকোভিয়াকে এ অবস্থায় দেখে তাকে তার গাড়ীতে উঠিয়ে আটটার সময় এক গ্রামে তাকে পৌছে দিলো!

কর্দ্দমাক্ত শরীরে ও ভিজা কাপড়ে একটা বড় বাড়ীর দ্বারে গিয়ে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় চাইলো। গৃহকর্ত্রী দ্বারপ্রান্তে এসে বললেন:

"চোর বা ভবঘুরের আস্তানা নয় এটা। 'দূরহ' এখান থেকে। জলদি!"···

রমজানের ওই রোজার শেষে
এল খুশীর ঈদ

যাঁহাদের সহানুভূতি ও অনুকম্পায় আজ এই প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে এই শুভদিনের পুণ্য প্রভাতে তাঁহাদিগকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রোপ্রাইটর:—
খান ছাহেব মৌলবী অছেল মোল্লা

দেশের এই দারুণ অর্থ-সঙ্কটে আমরা দেশবাসীর ক্রয়শক্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেকটি জিনিষ আমদানী করি ও তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ কার বলিয়া সকলেই বলে

অছেল মোল্লায় দাম কম

আধুনিক রুচি-সম্মত পোষাক	মনোরঞ্জক হোসিয়ারী	আরাম দায়ক শয্যাদ্রব্য

পদশ্রী বর্দ্ধক পাদুকা	প্রাণ মাতানো পারফিউমারী

ঈদ উপলক্ষে বিরাট আয়োজন

একস্থানে বসিয়া সবই পাইবেন

শিশুদের খেলনা পুতুল টফি লজেন্স	হালফ্যাসনের সাড়ী ও ধুতি

প্রয়োজনানুরূপ ষ্টেশনারী	প্রসাধনের স্নো ক্রীম	বিলাসে ও ব্যসনে ছাতা ছড়ি

অছেল মোল্লা & কোং

প্র্যাসকোভিয়া মনে মনে ভাবলো, গীর্জ্জায় গেলে একটু আশ্রয় হয়তো মিলবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে যে গীর্জ্জার দরজা বন্ধ। ক্লান্তদেহে গীর্জ্জার সামনের সিঁড়িতে গিয়ে বসলো। গ্রামের ছেলের দল ইতোমধ্যে তাকে পাগলা বলে ক্ষ্যাপাতে লাগলো। কোনো কোনো দুই ছেলে ঢিল মারতেও কসুর করেনি। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় প্রায় দু'ঘন্টা সেখানে তাকে বসে থাকতে হলো।

এমন সময় এক বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে তার সামনে এসে তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। প্র্যাসকোভিয়া গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা বললো। বললো: "ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে আমার দেহ অবশ হয়ে আসছে।"

বৃদ্ধা তাকে ধরে তার বাড়ী নিয়ে যাওয়াবার চেষ্টা করতেই প্র্যাসকোভিয়ার মূর্চ্ছিত দেহ তার কোলের উপর লুটিয়ে পড়লো।

বৃদ্ধার শুশ্রূষায় একমাসের মধ্যেই প্র্যাসকোভিয়া সেরে উঠলো বটে কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাকে এর জের টানতে হয়েছে।...

একদিন এক বাড়ীতে আশ্রয় চেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছে এমন সময় এক বৃদ্ধ তাকে ডেকে নিজবাড়ীতে নিয়ে গেলো। একটা জীর্ণ কুটিরীতে স্বামী আর স্ত্রী বাস করে। প্র্যাসকোভিয়াকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকেই দরজা খুব শক্ত করে বেঁধে দিলো।

তারপর শুরু হলো প্রশ্নের পালা!

"কোথা থেকে আসছো?"

"ইচিম থেকে।"

"যাবে কোথায়?"

"পিটার্সবার্গ।"

"রাস্তার খরচের জন্য তোমার কাছে খুব টাকা-পয়সা আছে, না?"

"আমার আটটা কপেক মাত্র।"

বেশী না থাকার জন্য প্র্যাসকোভিয়া মনে মনে খুশী হলো।

"মিথ্যে কথা। অনেক টাকা-পয়সা ছাড়া লোক এতদূর কখনো যেতে পারে না।"

রাত্রে তাকে যৎসামান্য খাবার দিয়ে শুতে বললো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো যে হয়তো টাকা-পয়সার লোভে ওরা তাকে খুন করতে পারে। তাই গায়ের পোষাক ও কাপড়ের পুটুলীটা একপাশে রেখে দিলো। ঘুম সে রাত্রে তার এলো না। মাঝ রাতে তাকে ঘুমন্ত মনে করে স্বামী স্ত্রীতে বলাবলি করতে লাগলো:

স্বামী: "ওর কাছে আরো অনেক টাকা নিশ্চয়ই আছে। হয়তো অনেক নোট আছে ওর কাছে।"

স্ত্রী: "ওর গলায় সুতা দিয়ে কি একটা ঝুলানো দেখেছি। হয়তো নোট-পূর্ণ ব্যাগও হতে পারে।"

বলে চুপে চুপে স্ত্রীলোকটা প্র্যাসকোভিয়ার পাশে এলো। প্র্যাসকোভিয়া জেগেই ছিল। বললো:

"আমি সত্যি করে বলছি আর টাকা পয়সা আমার কাছে নেই। আমায় হত্যা করে কোনো লাভ নেই।

স্ত্রীলোকটা কোন কথা না বলে তার গলা থেকে ব্যাগটা টেনে বের করলো। সেখানে কিছুই না পেয়ে তার কাপড়-চোপড় এমন কি তার জুতা পর্য্যন্ত খুলে দেখলে। শেষটায় নিরাশ হয়ে নিজ কক্ষে যেয়ে শুয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরে তারা তাকে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালো এবং বললো:

"গত রাত আমরা যা করেছি তা শুধু এই ভেবে যে অনেক চোরচোট্টা মেয়েলোক টাকা পয়সা চুরি করে এমনিভাবে এসে থাকে। তা তুমি কিছু মনে করো না।"

শীত এসে গেছে তার ভীষণ প্রচণ্ডতা নিয়ে। আটদিন অবিশ্রান্ত তুষারপাতের জন্য প্র্যাসকোভিয়াকে এক জায়গায় এই কয়দিন অপেক্ষা করতে হলো। এরপর যেতে চাইলে তার আশ্রয়দাতা কৃষক তাকে এই বলে নিরস্ত করলো যে এই ভীষণ বরফের উপর দিয়ে হেঁটে এতদূর যাওয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ মাত্র। কাজেই তাকে আরো কয়দিন সেখানে অবস্থান করতে হলো।

একদিন একাথেরিনেনবার্গ-যাত্রী একদল স্লেজ গাড়ী এসে সে গ্রামে উপস্থিত হলো। একটা গাড়ীর চালক প্র্যাসকোভিয়ার কাহিনী শুনে তার স্লেজে করে তাকে নিতে সম্মত হলো। কিন্তু রাস্তা চলবার মতো পোষাক তার ছিলো না। তবু চালক তার আসবাবপত্র ঢাকবার একটা আবরণ খুলে তাকে দিলো। তাতেও কিছু হলো না। শীতের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমন কি প্র্যাসকোভিয়ার নাকে মুখে ঘা হয়ে গেলো। ভেড়ির লোমের পোষাক ছাড়া এই শীতে আর কিছুদূর গেলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ পথে এই জনমানবহীন প্রান্তরে তাকে ত্যাগ করে যাওয়াও মানুষের কাজ নয়। ভেড়ির লোমের পোষাকও এখানে কোথাও কিনতে পাওয়া যাবে না। শেষটায় চালক এবং অন্যান্য আরোহীরা পালা করে তাদের নিজ নিজ "পেলিসেস" প্র্যাসকোভিয়াকে দিতে সম্মত হলো। কিন্তু চালক বললে:

"তার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত হবে যদি প্র্যাসকোভিয়া আমার পেলিসেস খানা বরাবর পরে থাকে। আর আমরা পালা করে নিজেদের পেলিসেস ব্যবহার করি। সকলেই এতে সম্মত হলো।

একাথেরিনেনবার্গে এসে প্র্যাসকোভিয়া ম্যাদাম মিলিন নাম্নী এক দয়াবতী মহিলার সন্ধান পেলো।

সেদিন রবিবার। প্র্যাসকোভিয়া গীর্জ্জায় প্রার্থনা শেষ করে ম্যাদাম মিলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছে। এমন সময় এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে তার পথে দেখা হলো। মহিলা তাকে নবাগতা বুঝতে পেরে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এখন তুমি কোথা যাচ্ছ?"

"ম্যাদাম মিলিনের কাছে। তাঁর দয়ার কথা শুনে এসেছি।"

মহিলা বললেন: "ম্যাদাম মিলিনের দয়ার কথা যতটুকু শুনেছো বাস্তবিক তা ততটুকু নয়। যাহোক, তুমি আমার সঙ্গে এসো! যতটুকু সম্ভব আমি তোমার সাহায্য করবো।"

এ ধরণের অযাচিত প্রসঙ্গ প্র্যাসকোভিয়ার মনঃপূত হয়নি। মহিলা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে ম্যাদাম মিলিনের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বললেন:

"সেখানে যদি সাহায্য না পাও তবে

ঈদের সাধনা—

দশে মিলি করি কাজ

ঈদের মহামিলন ক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের যোগসূত্র স্থাপিত তাহাতে উত্থিত সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি একসূত্রে বাঁধা থাকে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূলে যদি অন্যের মঙ্গল সঞ্চারিত না হয় তাহা হইলে সমস্ত প্রয়াসই হয় বিফল। সমবায় প্রথা হইতেছে এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বৃহৎ সাধারণের মঙ্গল সাধন করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সেজন্য সমবায় প্রথার এত সমাদর।

আপনিও

সমবায় জীবন বীমা সমিতির সাহায্য করিয়া নিজের ও দশের উপকার করুন।

দি বেঙ্গল

কো অপারেটিভ ইনসিওরেন্স

সোসাইটি লিমিটেডই

জীবন-বীমা করিবার সুবিধা কি?

ইহার কোনও অংশীদার নাই। সমস্ত লাভই পলিসীহোল্ডারগণ পাইবেন। ইহাকে ষ্ট্যাম্প ডিউটী ও ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না।

—দাদনা দি—

সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ

দি বেঙ্গল

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স

সোসাইটি লিমিটেড

রায় বাহাদুর এস, এন, মল্লিক ও, বি, ই,—চেয়ারম্যান

মিঃ বি, এন, সেন, এম-এ, বি-এল- এ-সি আই-আই,—সেক্রেটারী

হেড অফিস

১০২-১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন:— রিজেন্ট ৪৬৭

যেনো আমার কাছে ফিরে এসো। আমি এই দ্বারেই অপেক্ষা করছি।"

প্র্যাসকোভিয়া কোনো কথা না বলে ম্যাদাম মিলিনের বাড়ীর দরওয়ানকে জিজ্ঞেস করলো:

"ম্যাদাম মিলিন বাড়ী আছেন কি?"

দারওয়ান তার কথা শুনে মহিলার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্র্যাসকোভিয়া জানতে পারলো যে এতক্ষণ সে যার সঙ্গে কথা বলেছে তিনিই ম্যাদাম মিলিন।

সমস্তটা শীতকাল প্র্যাসকোভিয়া ম্যাদাম মিলিনের বাড়ীতে সুখশান্তিতে কাটালো। ম্যাদাম মিলিন যখন জানতে পারলেন যে প্র্যাসকোভিয়া নির্ব্বাসিত সেনানায়ক ক্যাপটেন লোপোলফের মেয়ে এবং বড় হয়ে মেয়ে যাতে তার নির্ব্বাসিত পিতার দুঃখ-দুর্দ্দশা ও লুপ্ত বংশগৌরব সম্বন্ধে সচেতন না হতে পারে সেইজন্য তিনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখাননি, সেদিন থেকে তিনি নিজে তাকে লেখাপড়া এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় আদাব-কায়দা শিক্ষা দিতে লাগলেন। তার এচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

বসন্তের এক শুভদিন প্রভাতে ম্যাদাম মিলিন নিজনিনভগোভরগামী এক বার্জ্জে তাকে উঠিয়ে দিলেন, এবং সঙ্গে একজন লোক দিলেন।

ভল্‌গার শাখানদী খামাধরে বার্জ্জ চলেছে নিজ্‌নিনভগোভরের দিকে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে প্র্যাসকোভিয়ার মন। প্রতিমুহূর্ত্তে তার মনে জাগতে লাগলো ম্যাদাম মিলিনের দয়ার কথা!

পথে সঙ্গের লোকটা রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাকে খামার তীরে একটা গ্রামে নামিয়ে দেওয়া হয়।

খামা ছাড়িয়ে ভল্‌গায় এসে তাদিগকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ভীষণ ঝড়ে বার্জ্জ নিমজ্জিত হয়

একটা দাড় ধরে প্র্যাসকোভিয়া ভেসে ভেসে এসে একটা কূলের কাছে লাগে। ঝড় থামবার পর ক্লান্ত ও অবশ দেহে ভিজা কাপড়ে চললো অজানা পথ ধরে। আবার তার কষ্টের যাত্রা শুরু হলো।

সাতদিন চলার পর কাস্তুনেতে এসে পৌঁছলো প্রায় একটা ছোট শহরে। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অবশদেহে গিয়ে ঢুকলো নিকটস্থ একটা গীর্জ্জায়! কিছুক্ষণ পরে একজন নান এসে তাকে বললে:

"গীর্জ্জার দ্বার বন্ধ করতে হবে। এবার যেতে হবে।"

প্র্যাসকোভিয়া তার দুরবস্থার কথা জানিয়ে সে রাত্রির মতো গীর্জ্জায় অবস্থান করবার মতো আশ্রয় প্রার্থনা করলে।

"গীর্জ্জায় থাকবার নিয়ম নেই। তবে চলো এবেসের কাছে। তিনি হয়তো তোমার সাহায্য করতে পারেন।"

প্র্যাসকোভিয়া ম্যাদাম মিলিনের দেওয়া টাকাপয়সা ও চিঠি দেখিয়ে বললে:

"এসব কিছুই আমি চাইনে। শুধু আজ রাতের মতো একটু আশ্রয় চাই।"

নান তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে এবেসের কাছে নিয়ে গেলেন।

এবেস তার অবস্থা দেখে তাকে নিজ কক্ষে শুয়ায়ে শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

মাঝরাত্রি রাতেই প্র্যাসকোভিয়ার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লো। ভোরে এবেস ডাক্তার ডাকলেন। নার্স এলো। রীতিমতো চিকিৎসা চললো। সাত আট দিন চিকিৎসার পর ডাক্তার নিরাশ হয়ে হালছেড়ে দিয়ে এবেসকে বললেন:

"রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।"

ক্ষীণ জড়িত-কণ্ঠে প্র্যাসকোভিয়া বললে: "না আমি মরবো না। আমার কাজ শেষ না হলে আমি মরবো না।"

প্র্যাসকোভিয়া বেঁচে উঠলো বটে, কিন্তু সারাটা গ্রীষ্মকাল তাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে। তারপরও তার শরীর এতো দুর্ব্বল হয়েছিলো যে স্লেজগাড়ী চলাচলের সময় না আসা পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করা তারপক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

একদিন একটা স্লেজে করে উপযুক্ত পোষাক দিয়ে আবৃত করে একজন ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে এবেস প্র্যাসকোভিয়াকে পিটার্সবার্গে পাঠালেন। সেই সঙ্গে প্রিন্সেস "টী"-র কাছে একখানা চিঠিও দিলেন।

ইচিম থেকে রওনা হবার ঠিক দেড় বছর পর প্র্যাসকোভিয়া পিটার্সবার্গে এসে পৌঁছলো।

ব্যবসায়ী তাকে তার নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলো। এবং কাজের ব্যস্ততা হেতু সেদিনই প্রিন্সেস "টী"-র সঙ্গে দেখা না করেই তাকে রিগা চলে যেতে হয়!

ব্যবসায়ীর স্ত্রীর এক আত্মীয় বল্লে: সিনেটরদের কাছে ওর বাবার পুনর্বিচারের জন্য একটা দরখাস্ত করা উচিত।"

বলে নিজেই একটা দরখাস্ত লিখে দিলো:

এক মাস ধরে প্রতিদিন যে সেনেট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে যাকে দেখেছে সেনেটের মনে করে দরখাস্তখানা দিতে চেয়েছে। পরিবর্ত্তে সে শুধু পেয়েছে তাচ্ছিল্য বা ধমক। লাভ কিছুই হয়নি।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে ব্যবসায়ীর স্ত্রী পিটারের লৌহমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বল্লে:

"এই লোহার মূর্ত্তির কাছে প্রার্থনা করা যা সেনেটারদের কাছে প্রার্থনা করাও তাই। এসব আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না।"

"ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে লোহার মূর্ত্তিও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।" দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে প্র্যাসকোভিয়া বললে:

ব্যবসায়ীর স্ত্রী শুধু একটু হাসলে। কিছু বললে না।

চলতে চলতে নেভা নদীর উপরস্থ নৌ-সেতু দিয়ে তারা অপর তীরে গেলো। নেভার অপর তীরেই ম্যাদাম ড-"এল"-এর বাড়ী। ম্যাদাম বাড়ীতেই ছিলেন। তাদেরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। প্র্যাসকোভিয়ার আবেদনপত্রখানি দেখে বললেন:

"এর রচনা এতো কাঁচা ও হালকা ধরণের যে কোনো লোকের দৃষ্টিই এতে আকৃষ্ট হবে না।"

তারপর বললেন: "আমার একজন আত্মীয় সেনেটর! তা দ্বারা প্র্যাসকোভিয়ার অনেক সাহায্য হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সঙ্গে তার বনিবনাও নেই।"

উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

মুস্কিল কোশা

বিষাক্ত দ্রব্য বর্জ্জিত।

দেশীয় ভেষজ দ্রব্য সংযোগে বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত।

বালক, বৃদ্ধ, শিশু সকলেই নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন।

মুস্কিল কোশা—[illegible] /০ আনা মাত্র [illegible] আরোগ্য হইবে।

মুস্কিল কোশা—অম্লপিত্ত, পিত্তশূল ইত্যাদি যাবতীয় পেটের বেদনার মহৌষধ। [illegible] পুনঃ আক্রমণের ভয় থাকিবে না।

মুস্কিল কোশা—বাধক-বেদনা ও রক্ত কৃচ্ছতা এবং বন্ধ্যা দোষ নিবারণে অদ্বিতীয়।

মুস্কিল কোশা—[illegible] করুন।

মুস্কিল কোশা—আমাশয়, রক্তামাশয়ে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে। [illegible] আরোগ্য হয়।

মুস্কিল কোশা—অজীর্ণ জনিত যেরূপ ভীষণ বাহ্যেই হউক না কেন, এক মাত্রা সেবনেই বন্ধ হয় এবং পেটের ডাক, ফাঁপা কমিয়া যায়। ইহা অজীর্ণ বদহজমীর মহৌষধ। [illegible] পর ১ মাত্রা ঔষধ সেবনে জীর্ণ হয়।

মুস্কিল কোশা—শিশুদের উদরাময়ে ও ক্রিমি বিকারে অতি আশ্চর্য্য কাজ করে।

মুস্কিল কোশা—[illegible] একমাত্র সহায়। [illegible] প্রতি শিশি ॥০ আনা, তিন শিশি ১।৵১০ আনা, [illegible] এজেন্ট আবশ্যক, এজেন্টদিগকে উচ্চ কমিশন দেওয়া হয়।

রহমানী সুধা

কুইনাইন ও বিষাক্ত দ্রব্য বর্জ্জিত দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত

জ্বরে নির্ভয়ে বালক বৃদ্ধ সকলেই সেবন করিতে পারেন।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, [illegible] যাবতীয় পুরাতন বিষম জ্বর এবং [illegible] মহা ঔষধ। [illegible]

কবিরাজ—আব্বাছউদ্দিন আহম্মদ

ভূতবাড়ী মুস্কিল কোশা ঔষধালয়।

পোঃ গোঁসাই বাড়ী, (বগুড়া)

বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র কে, টি, লিখিয়াছেন—"এই ঔষধে দুইটী রোগী নিরাময় হইতে আমি নিজে দেখিয়াছি।"

৬০ বৎসরাধিক কাল যাবৎ আবিষ্কৃত

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায়ের

ডাঃ শ্রীনাথ ঘোষ এম-বি, লিখিতেছেন—"এই ঔষধ মন্ত্রশক্তিবৎ কাজ করিয়াছে। মাত্র ৫০ বটিকাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।"

পাগলের মহৌষধ

উন্মাদ রোগ, নিদ্রাহীনতা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি সকল প্রকার মানসিক ব্যাধির উৎকৃষ্টতম ফলপ্রদ মহৌষধ।

নিস্ময়কর কার্য্যকারিতার জন্য বহু নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনী হইতে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—প্রতি শিশি ৫৲ টাকা—বিনামূল্যে বিস্তৃত বিবরণী পুস্তিকা প্রাপ্তব্য।

মহাকবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"আমি ডাঃ ডাব্লিউ, সি, রায়ের পাগলের মহৌষধের কথা অবগত আছি এবং উহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া জানি।"

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস

১৬৭-৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৫৭-বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি—DAUPHIN, Cal ফোন—B. B. 708.

ইষ্টারের দিন নিমন্ত্রণ-ভোজে বণিক-পত্নী, প্র্যাসকোভিয়া ও ম্যাদাম দ্য-"এল" উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই পূর্ব্বোক্ত সেনেটরও সেই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। দ্য-"এল" প্র্যাসকোভিয়ার কথা তাকে খুলে বললেন।

সিনেটর বললেন : "আমার যতদূর সম্ভব সাহায্য করবো। কিন্তু সিনেটে আবেদন কোরে কোনো ফল হবে না। পুনর্বিচার হলেও সুফল তো কিছু হবেই না তার উপর কতদিন যে তা চলে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার চাইতে স্বয়ং জারের কাছে দয়া ভিক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।"

তারপর ব্যবসায়ী একদিন ফিরে এলেন। এসেই তিনি প্র্যাসকোভিয়াকে নিয়ে প্রিন্সেস"ট্রী"র কাছে গেলেন। অশীতিপর বৃদ্ধা এই প্রিন্সেস তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। প্রিন্সেস তখন সঙ্গীদের সঙ্গে হুইষ্ট খেলছিলেন। খেলায় এতো তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে এই নবাগতা অতিথিটীর কথা যেনো তার মনেই ছিলো না। এঁর এই উদাসীন ভাব দেখে প্র্যাসকোভিয়া মনে মনে ভাবলো যে বড়লোকেরা শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয়, কাজ কিছুই করে না।

খেলা শেষ হওয়ার পর প্রিন্সেস জারের মাতা সম্রাজ্ঞী মেরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মঁসিয়ে ভি—র কাছে একখানা চিঠি দিয়ে প্র্যাসকোভিয়াকে বিদায় দিলেন। প্র্যাসকোভিয়া চিঠিখানা নিয়ে মঁসিয়ে ভি—র কাছে গেলো। মঁসিয়ে ভি—, তখন বাড়ী ছিলেন না। তার স্ত্রী প্র্যাসকোভিয়াকে বসিয়ে তার সমস্ত ঘটনা শুনলেন। এবং তার স্বামী বাড়ী এলে আদ্যোপান্ত তাকে খুলে বললেন :—

মঁসিয়ে ভি—তখন গেলেন রাজ-মাতার কাছে। দয়াবতী রাজ-মাতা প্র্যাসকোভিয়ার বৃত্তান্ত শুনে তখনই তাকে তার কাছে হাজির করতে বললেন।

আনন্দে প্র্যাসকোভিয়ার চোখে অশ্রু দেখা দিলো। তার পিতার আশু মুক্তির আশায় সে এতো আনন্দিত হলো যে মঁসিয়ে ভি—কে ধন্যবাদ দিতে সে ভুলে গেলো।

বিদায়ের পূর্ব্বে ম্যাদাম ভি—র হাত চুম্বন করে বললে : "আপনার সদাশয় স্বামীকে আমার তরফ থেকে আপনিই আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। তাঁর এ দয়ার জন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।"

ম্যাদাম ভি—তার বেশভূষা বেশ পরিপাটী করে দিলেন। অল্পক্ষণ পর সে মঁসিয়ে ভি—র সঙ্গে সম্রাট-জননীর কাছে রওনা হলো। রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তার মন আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। মনে মনে সে বললে :

বাবা যদি এ সময় আমায় এখানে দেখতেন কতো খুশীই না হতেন তিনি তাহলে। আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো ভগবান।

জার-জননী প্র্যাসকোভিয়াকে সযত্নে অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রাইভেট রুমে বসিয়ে তার কাহিনী আগাগোড়া মন দিয়ে শুনলেন।

প্র্যাসকোভিয়ার পিতৃভক্তি ও তার অসীম সাহস দেখে আশ্চর্য্য হলেন। তিনি বললেন :—

"জারের কাছে আমি নিজে গিয়ে তোমার পিতার মুক্তি চাইবো। এই নাও তোমার বর্ত্তমান খরচ বাবদ পাঁচশত রুবল।"

সাম্রাজ্ঞী মেরীর দয়ায় প্র্যাসকোভিয়া এতো আনন্দ-বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে ম্যাদাম ভি—যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন "রাজপ্রসাদে তুমি কি করেছিলে?" তখন সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি। দুচোখ বেয়ে তার শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিলো।

দুদিন পর সম্রাট-জননী প্র্যাসকোভিয়াকে সঙ্গে করে জার এবং জারিনা এলিজাবেথের কাছে নিয়ে গেলেন।

জার দম্পতী সন্তুষ্ট হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই তার পিতার মুক্তির আদেশ দিলেন। এবং পুরস্কার স্বরূপ প্র্যাসকোভিয়াকে পাঁচহাজার রুবল দিলেন।

দেখতে দেখতে প্র্যাসকোভিয়ার কাহিনী পিটার্সবার্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ে পড়লো। সেখানকার অভিজাত দল, যারা একদিন তার কাতর নিবেদন ঘৃণাভরে পদদলিত করেছে তারাই আজ তাকে দেখবার জন্য দলে দলে ভীড় করতে লাগলো। এমনকি প্রতিদিন প্র্যাসকোভিয়ার ডাক পড়তে লাগলো অভিজাত সোসাইটীতে।

একদিন, সন্ধ্যায় প্র্যাসকোভিয়ার ডাক পড়লো জারের কাছে।

জার বললেন : তোমার পিতৃভক্তি ও জীবনপণ অধ্যবসায়ে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। তোমার আরো কিছু কোনো প্রার্থনা আছে কি?"

নতজানু হয়ে প্র্যাসকোভিয়া বললে : "ইচিম পল্লীতে ঈভানোভিচ নামে আর একজন তরুণ নির্ব্বাসিত আছে দয়া করে তাকেও মুক্ত করে দিন।"

জার এই অদ্ভুত বালিকার পরার্থপরতা দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন "তোমার নিস্বার্থপরতায় ও পরদুঃখকাতরতায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো।"

পরদিন ভোরে ঈভানোভিচের মুক্তির আদেশ বাহির হলো।...

রাস্তায় পরিশ্রম, দুঃখকষ্ট ও রোগ ভোগের দরুণ পূর্ব্বেই প্র্যাসকোভিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিলো। দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। ক্রমে তাকে শয্যার আশ্রয় নিতে হলো। বহু যত্নে ও চিকিৎসায়ও কোনো ফল হলো না। মৃত্যু তার অনিবার্য্য। এতে তার কোনো দুঃখ নেই। তার কার্য্য শেষ হয়েছে। এবার শান্তিতে মরতে পেলেই তার পরম সৌভাগ্য। তবে মরবার আগে তার বাপ মাকে অ র...।

একদিন ভোরে তার বাপ মা এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ঈভানোভিচ!

মরণ-পথের যাত্রী প্র্যাসকোভিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার বাপ মা ডুকরে কেঁদে উঠলো। প্র্যাসকোভিয়ার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। দুচোখ বেয়ে অশ্রু নীরবে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ঈভানোভিচের দিকে শেষবারের মতো চেয়ে চিরদিনের মতো তার দুচোখ বন্ধ হলো!

ঈভানোভিচ এতোক্ষণ প্র্যাসকোভিয়ার ডানহাতখানা নিজ হাতের মধ্যে রেখে একদৃষ্টে চেয়েছিলো তার মৃত্যু-মলিন মুখের দিকে। দুফোঁটা অশ্রু তার দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। মনে মনে বললো :

"বড় আশা ছিলো প্র্যাসকোভিয়া!, যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের নিপীড়িত মানবের মুক্তির জন্য নিজকে বিলিয়ে দেবো। তা পূর্ণ হবার আগেই তুমি নিজকে মুক্ত করে নিলে! নিজকে বলি দিয়ে যে মুক্তির সন্ধান দিয়ে গেলে তারই আদর্শ প্রতিমুহূর্ত্তে অনুপ্রেরণা যোগাবে আমার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে।"

তার সে চিন্তাস্রোত বাধা পেলো প্র্যাসকোভিয়ার মায়ের কাতর ক্রন্দনে।

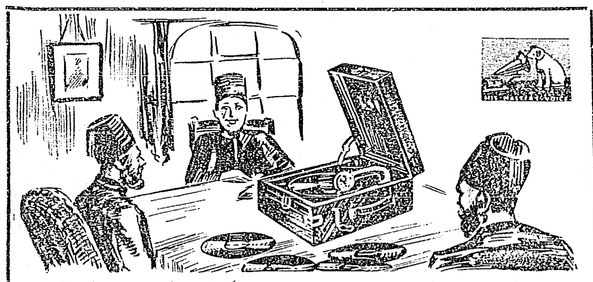

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ঈদের দিনে

আনন্দ দান করিবে

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

N 4111 { ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে / ইসলামের ঐ সওদা ল'য়ে

N 7445 { খাবার বেলা সালাম লহ / এলো আবার ঈদ্

রাবেয়া খাতুন

মদিনাতে এসেছে সই (ইসলামী) / ও কি ঈদের চাঁদ } N 9...

এল রমজানেরই চাঁদ / আজ রোজায় } N 9...

মহম্মদ কাশেম

ঈদোজ্জোহার তকবীর শোন্ ঈদগাহে / আজ এল খুশীর ঈদ্ } N 17046

মুসলিম বন্ধুবর্গ

N 9823 / N 9824 { ঈদল ফেতর (চারি খণ্ডে সমাপ্ত)

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডগুলি বাজাইবার জন্য গ্রামোফোন, রেডিও এবং রেডিওগ্রামগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এ সকল আপনার ঈদের উৎসব পরিপূর্ণ করুক। এই যন্ত্র আপনারা অনায়াসেই কিনিতে পারেন। আর এইগুলির মূল্যও খুব বেশী নহে। আপনার গ্রামোফোন ব্যবসায়ীদের দোকানে যাইয়া আধুনিক রেকর্ডগুলি শ্রবণ করুন।

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ, দমদম

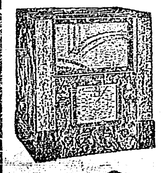

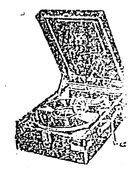

লাইব্রেরী

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

আমাদের হাতে আর যা কিছুর অভাব থাক, সময়ের অভাব নেই। কিন্তু সেই সময়কে উপযুক্ত ব্যবহারে লাগাবার মতো কাজের অভাব যথেষ্ট। আফিস-আদালত থেকে ফিরে এসে হুকো টানতে টানতে আমরা সাধারণতঃ যে ধরণের আলাপে মশগুল হয়ে যাই, তাকে কিছুতেই সুরুচির পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে তখন অন্তরের যে বিষবাষ্প (ঘৃণা, বিদ্বেষ ও নোংরামিপূর্ণ কথা) প্রকাশিত হতে থাকে, সুরুচিসম্পন্ন শ্রোতার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা সত্যই হানিকর।

তবু আফিস-আদালতগামীদের অবস্থা কিছুটা ভালো। ভালো কাজ করে না হোক্, মন্দ কাজ অপেক্ষাকৃত কম ক'রে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দেয় ব'লে তারা নোংরামি থেকে কিছুটা মুক্ত কিন্তু যাদের অফিস-আদালতের বালাই নেই—যারা ঘরে ব'সে কাল কাটায়—তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। অলস তাস-পাশায় রত হ'য়ে, পাড়াপ্রতিবেশীর কলঙ্ক-পূর্ণ কেচ্ছা-কাহিনী ক'য়ে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে দেয় ব'লে তাদের চিত্ত বিকৃত হ'য়ে পড়ে, বুদ্ধি-সৃজনী-শক্তি হীন অসাড় হ'য়ে যায়। অবশ্য পরনিন্দা পরচর্চ্চাই যে তাদের আলাপের একমাত্র বিষয় তা নয়; অধুনা রাজনীতিও তাদের আলাপের বিষয়বস্তু হয়েছে। সত্য স্বদেশ অথবা সম্প্রদায়প্রেমের দখল তাদের চিত্তের উপরও কম নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেই প্রেমে প্রেমের চাইতে বিদ্বেষের ভাগই বেশী। প্রেমের আবরণে বিদ্বেষকে ঢেকে ভালোমানুষ সাজবার সুযোগলাভ করে ব'লে ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতি তাদের কাছে পরম প্রিয় হ'য়ে উঠে। কোন্ উচ্চ হিন্দু-কর্ম্মচারী কোন্ মুসলমান কেরাণীকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছে, কোন্ মুসলমান কর্ম্মচারী উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুকে না দিয়ে অর্দ্ধশিক্ষিত মুসলমানকে কাজ দিয়েছে, ইত্যাকার বিদ্বেষসঞ্জাত ও ঘৃণাপ্রকাশক আলোচনায় তাদের সময় নষ্ট হয় ব'লে তারা চিত্তের প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে এবং তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বুদ্ধি বিকৃত হ'য়ে পড়ে। অবশ্য এ-ধরণের অন্যায় যে না হয় তা নয়। তবে অন্যায়কে বাড়িয়ে দেখবার প্রবণতা এবং তা নিয়ে মাতামাতি করার স্পৃহা জীবনে গ্লানি আনয়ন করে বলে তা থেকে যতখানি সম্ভব দূরে থাকাই ভালো। বাস্তবিক ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ আলোচনা আজ আমাদের এতখানি পেয়ে বসেছে যে, ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়, নির্দ্দোষ হাস্যপরিহাস ও গানগল্পের সময়টুকুও আজ আমাদের নেই। প্রেমের সুমিষ্ট পানীয়ের চাইতে ঘৃণা বিদ্বেষের খেলো মদই আজ আমাদের প্রিয়।

উদ্‌বৃত্ত সময়টুকু বিশ্রী আলাপে অতিবাহিত না ক'রে উপযুক্ত কাজে লাগালে জীবনে সোণা ফলত—সময়ের সুব্যবহার ক'রে আমরা জীবনকে মহান করতে ও ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হতুম। উপযুক্ত কাজের অভাবেই আমরা নিষ্প্রভ ও শ্রীহীন থেকে যাচ্ছি—আমাদের আত্মা নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজের শক্তিকে উপভোগ করার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

জানি, এখানে প্রশ্ন হ'বে : কী সেই কাজ যা করলে জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়; যার দৌলতে জগত ও জীবন অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে?—উত্তরে বলা যেতে পারে : পীড়িতের সেবা, উৎপীড়িতের পক্ষসমর্থন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, স্বদেশের স্বাধীনতা-অর্জ্জন ইত্যাদি কত কিছু কাজইতো রয়েছে; কিন্তু সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ বোধ হয় আত্মোন্নার—আত্মপ্রেম যেজন্য সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়। (আত্মপ্রেম সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা নয়—আত্মাকে অটুট রাখা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করে বিকশিত করার চেষ্টা। আত্মপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম বা সম্প্রদায়প্রেমের কোন বিরোধ নেই। বরং তাদের সীমানির্দ্দেশকারী হিসাবে তার দান মহামূল্য। অনেক সময় উক্ত প্রেমদ্বয় ব্যক্তির মানসিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে exploit করতে চায়। আত্মপ্রেমিক কিছুতেই নিজেকে exploited হ'তে দিতে পারে না। ও-কারণই তার অসহ্য।) আত্মপ্রেমিক অর্থাৎ আত্মাকে নিষ্কলুষ ও আবর্জ্জনামুক্ত রাখতে উৎসুক ব্যক্তিদের অভাবে পৃথিবী আজ কলুষিত। রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির প্রভাবে মূর্চ্ছাগ্রস্ত ও মৃতপ্রায় পৃথিবীকে বাঁচাবার জিয়ন-কাঠি কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিরই হাতে। আত্মপ্রেমিকরা ধর্ম্মবুদ্ধির সাধক ব'লে তাঁরাই নিতে পারেন তার জাগরণের ভার।

আত্মপ্রেমের ব্যাপারে আমাদের সব চাইতে বেশী সহায়তা করতে পারে পুস্তক। কারণ, পুস্তক যাঁরা রচনা করেন তাঁরাও আত্মপ্রেমিক—সাময়িক উত্তেজনা ও বিক্ষোভের উর্দ্ধে রাখতে চান আত্মার অম্লান শিখাটি, হট্টগোলের মাঝেও শুনতে চান অন্তরের শাশ্বত বাণী। তাই তাঁরা মানুষের পরম নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। তাঁদের স্থলে তাঁদের রচনাকে গ্রহণ ক'রে আমরা প্রভূত লাভবান হতে পারি। কেননা, কোন ভালো গ্রন্থ পাঠ করা আর সেই গ্রন্থের রচয়িতার সঙ্গে তাঁর শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত্তে আলাপ করা এক কথা।

২

পুস্তকের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার বলা হয়। লাইব্রেরী কখন, কোথায় এবং কারদ্বারা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ঐতিহাসিকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করা ব্যতীত সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তবে লাইব্রেরীসৃষ্টির কারণ কি তথা লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা কি সে-সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা না করলে অন্যায় হ'বে।

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে একত্রিত ক'রে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরীর সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে-ব্যক্তি যে-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোন উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ের একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরীর সৃষ্টি।

লাইব্রেরী তিন প্রকার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যক্তির মনের খেয়াল মতো গ'ড়ে উঠে—তা হ'য়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে-ধরণের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য্য, আর যে-ধরণের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হ'য়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট—খেয়াল মতো গ'ড়ে তুলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হ'লে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথা-সাহিত্যপ্রেমিক হ'লে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হ'লে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তুলে তার টেবিল, আলমারী, শেল্‌ফ, সবকিছু। কারো বাধা দেবার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবী নেই, উপদেশ দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরী যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরীও তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। ওখানে যেমন একের রুচির উপর বহুর অত্যাচার অশোভন, এখানেও তেমনি বহুর রুচির উপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশজনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরী সাজাতে হয়। তবে কতকগুলি পুস্তক পারিবারিক পাঠাগারে না থাকলেই নয়। যেমন : গৃহচিকিৎসা, শিশুপালন, প্রসূতিশুশ্রূষা, যৌনবিজ্ঞান, পশুপালন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাই-

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ

ইনসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

মোট সংস্থান	৬৭,০০,০০০৲	টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১১,০০,০০০৲	" "
দাবী শোধ	৬১,০০,০০০৲	" "
নূতন বীমা (১৯৩৭)	৫৫,০০,০০০৲	" "

পঞ্চম বার্ষিক বোনাস

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪

প্রতি হাজারে ৬২৷৷০ টাকা

৩২ বৎসর যাবত উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া এই কোম্পানী সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

মার্টিন এণ্ড কোং

ম্যানেজিং এজেন্টস্

১২, মিশন রো, কলিকাতা

ঢাকা অফিস :—৫৮, পটুয়াটুলি, ঢাকা।

ব্রেরী সম্বন্ধে বেশী আলোচনায় বিশেষ লাভ আছে ব'লে মনে হয় না। কেননা সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জ্জিমাফিক তা গ'ড়ে উঠে ব'লে সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। তবে ধনী ব্যক্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরিবারের কাছে আমরা এই ব'লে অনুরোধ জানাতে পারি যে, গ্রন্থাগার যখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এনে দিতে সক্ষম, তখন লাইব্রেরীসৃজনে তাঁরা যত তৎপর হন ততই মঙ্গল। লাইব্রেরীসম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হ'তে হ'লে লাইব্রেরীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, লাইব্রেরী বা শ্রেণীবদ্ধ পুস্তকসংগ্রহ ধনী ব্যক্তির গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। এই ধরণের গৃহসজ্জার লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্য্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরীসৃজনে তৎপর হ'য়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক-কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হ'বে এই যে, গরীব সাহিত্যিকসম্প্রদায় তাতে বেশ একটু উৎসাহ লাভ করবে, আর তাদের নিজেদের লাভ হ'বে এই যে, অনবরত পুস্তকগুলি হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চমড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে-সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হ'য়ে উঠবেন। লাইব্রেরীসৃজনের দরুণ তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হ'লেও তাঁদের পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হবার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরী থাকার দরুণই পরিণত বয়সে তাঁরা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্যসমঝদার হ'য়ে উঠবেন। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড় বড় সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বহু তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরী থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

৩

এখন সাধারণ পাঠাগারের কথা। সাধারণ পাঠাগার গণতন্ত্রের মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কি বলবেন জানিনে, যে জ্ঞানার্জন স্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপক ভাবে তার জাগরণ অপেক্ষাকৃত হালের ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু সাধারণের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা সহজে মেটান সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে কী রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ধারণা করা সহজ। পনের টাকার কাপড়ে আমাদের বৎসরের বস্ত্র সংস্থান হ'য়ে যায়; পনের টাকার বই কিন্তু কিছুই নয়;—পনের দিনের মধ্যেই তা প'ড়ে শেষ করা যায়। সুতরাং পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায় নীতির প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরী বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরী ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হ'তে বাধ্য। যদি না হয়, তবে তাকে সাধারণ পাঠাগার না ব'লে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হ'লেও, পুস্তক নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় ব'লে মনে হয় না। কারণ গীতোদর গণদেবতার পেটে (আমাদের দেশের গল্পের কথা মনে করুন) বিশিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে অনেক বাজে জিনিষেরও স্থান হবার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের ক্ষুধা যার মিটাতে হয়, বৈশিষ্ট্যের দাবী করলে তার চলে না। আর বৈশিষ্ট্যের দাবী যার নেই, নির্ব্বাচনের চিন্তার বালাইও তার নেই। সাধারণ লাইব্রেরীতে সর্ব্বপ্রকার পুস্তক সাদরে গৃহীত হওয়া উচিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব, মনোসমীক্ষণ পুরাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, অর্থনীতি সমস্ত-কিছুর সমাবেশ সাধারণ পাঠাগারে হওয়া উচিত। (এই জন্য সাধারণ পাঠাগারের কর্ম্মকর্তা বা লাইব্রেরীয়ানের উপভোগ ক্ষমতা বিচিত্র হওয়া দরকার। নইলে তার রুচির একঘেয়েমি পাঠকের রুচির উপর জবরদস্তি করতে পারে।) কিন্তু কথা-সাহিত্য, কাব্য ও রসরচনার আধিক্য যত বেশী হয়, ততই মঙ্গল। কারণ, মানুষের হৃদয়-দুয়ারের চাবি তাদের হাতে। অবশ্য এমন এক-ধরণের লোক আছেন, যাঁরা কথাসাহিত্যের নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন—চরিত্রহানির সম্ভাবনা দেখে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হন। কিন্তু যতদূর মনে হয়, এই রূপার পাত্রদের কথা আমলে না আনাই ভালো। কারণ, যাঁরা সর্ব্বব্যাপারে বিকৃতিকে বড় ক'রে দেখেন, তাঁরা মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন, তাঁদের কথায় মনোযোগ দেওয়া আর দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা। যাঁরা উপন্যাসের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাঁরা নিজেরাও যে উপন্যাস কম পড়েন, তা নয়। দেখা গেছে, এই মাত্র উপন্যাস থেকে মুখ তুলে এসেছেন এমন ব্যক্তি কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে প্রস্তুত! তার কারণ এইযে, মিথ্যা হ'লেও ধরতাই বুলি আওড়াতে আমরা ভালোবাসি, আর মনের সহজ প্রবণতাকে ভীরুর মতো লুকিয়ে রাখা আমাদের স্বভাব। বলা বাহুল্য, তাঁদের উপদেশানুযায়ী লাইব্রেরিকে উপন্যাস-বর্জ্জিত করলে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের বহর দেখে তার তারিফ করবার লোকের অভাব না হ'লেও, সত্যিকার পাঠকের সংখ্যা প্রায় শূন্যে এসে ঠেক্‌বে।

৪

এখানে কথা-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। প্রথমতঃ কথা-সাহিত্য সাধারণের প্রিয়পাঠ্য ব'লে reading habit বা পঠন অভ্যাস সৃষ্টি করতে সক্ষম; দ্বিতীয়তঃ cult of sympathy বা সহানুভূতির কর্ষণায় সহায়তা করতে পারগ; তৃতীয়তঃ বাস্তব-বোধ বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সহায়; চতুর্থতঃ কথা-সাহিত্য cosmopolitan culture বা সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির বাহন।

প্রথম দিকটার বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ, কথা-সাহিত্য মানবজীবনের বিবাদ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের কাহিনী ব'লে সহজেই মানুষের হৃদয়াকর্ষক। কথা-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে তাই সন্দেহ প্রকাশের অবসর থাকে না।

এখন সহানুভূতির কথা। সহানুভূতির ভিত্তিভূমি দুর্ব্বলতা ও অসহায়তা বোধ। উপন্যাস যত প্রচুর পরিমাণে তা সরবরাহ করতে পারে, আর কিছুই ততটা করতে পারে কিনা সন্দেহ। এখানে প্রশ্ন হ'তে পা'রে: বেন উপন্যাস যেখান থেকে কাঁচা মাল সরবরাহ করে সেই বাস্তবের পানে তাকালেই তো পারা যায়:—পারা যায় বটে; কিন্তু বাস্তবকে দেখবার ক্ষমতা সকলের নেই, আর কাঁচা মাল থেকে সাধারণতঃ যে প্রকার দুর্গন্ধ বের হয়, সকলের পক্ষে তা সহনীয় নয়; ঔপন্যাসিকরা পাকা করে দিলে তবে তা আমরা সহ্য করতে পারি। মানুষের চরিত্রের উপর তার পরিবেষ্টন, নিয়তির নিষ্ঠুর কারসাজি, রক্তের-ধারা ও কুশিক্ষা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, উপন্যাস-রসিক ব্যতীত অন্যের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তাই সাধারণ লোক যেখানে বহুক্ষেত্রে বিচারসম্পন্ন হতে পা'রে, বিবেচনাশীল হ'তে পারে না, কথা-সাহিত্য রসজ্ঞদের পক্ষে সেখানে বিবেচনাশীল হওয়া সহজ। কারণ, বিবেচনাশীলতা যে দুর্ব্বলতাবোধ ও সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল, সাধারণের চাইতে কথা-সাহিত্য রসিকের তা বেশী থাকার সম্ভাবনা। অবশ্য উপন্যাসার্জ্জিত সহানুভূতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সরলভাবেই সন্দিহান হ'তে পারে। কিন্তু প্রথমে ধারকরা জিনিস থাকলেও, পরে তা চিত্তের স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে' যায়

আকছিরে বওয়াসির
এই ঔষধ ব্যবহার করিলে
রক্ত, অর্শ, তিন সপ্তাহে
এবং শূল অর্শ ছয় সপ্তাহে
আরোগ্য হয়।
দাওয়া খান হোসানী।
চুলিয়া মছজেদ, কলিকাতা।
এইচ আবদুল গফুর

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
১৯৩৭—৩৮ সনে
৭৫২৩৬২৫৲ টাকার নূতন বীমা
সংগ্রহ করিয়াছে।
ক্রমোন্নতির আর এক বৎসর।
ব্রাঞ্চ—
মাদ্রাজ, বোম্বে, লাহোর, দিল্লী ও হাওড়া।
সাব অফিস—
বাঙ্গালোর, ঢাকা, রেঙ্গুন ও পাটনা।
অর্গানাইজিং অফিস—
ভারত ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র।
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মেসার্স ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড কোং
হেড অফিস—
২৮নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বলে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করাই ভালো।

কথা-সাহিত্য যে শুধু মানুষের প্রতি সহানুভূতি সৃজনে পটু তা নয়; মূক প্রকৃতি ও পশুজগতের প্রতি দরদ সৃজনের ক্ষমতাও তার আয়ত্তাধীনে। কালিদাসের শকুন্তলা (শকুন্তলার নাম উল্লেখ করা গেল এই জন্য যে, নাটকীয় ভঙ্গী বাদ দিলে তার অবশিষ্ট যা বাকি থাকে, তাকে অনায়াসে কথা-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়।) টমাস মানের বাশান (Ba-han) আর আমাদের আধুনিক লেখক জগত'মত্রের "কুড়ি বিড়ালীর জীবন কথা"র পাঠকমাত্রেই কথা-সাহিত্যের এই অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। অবশ্য এই ক্ষমতা কেবল কথা-সাহিত্যেরই একচেটে নয়, কাব্যেরও রয়েছে। তবে কাব্য সম্বন্ধে অল্প পরেই আলোচনা হ'বে ব'লে এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু এখানে কেউ যদি সরলান্তঃকরণে সহানুভূতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, তবে তাকে কী উত্তর দেওয়া যায়? 'দরদে দিল্‌কিলিয়ে পয়দাকিয়া এন্‌ছানকো,' সহানুভূতি ব্যতীত মানুষের মনুষ্যত্বের ইজ্জত রক্ষা হয় না, ইত্যাদি বড় বড় কথা না আউড়িয়ে যদি সোজা বলা হয়, সহানুভূতি ব্যতীত জীবনের সত্যিকার উপভোগ সম্ভব নয়, তা হ'লেই বেন যথার্থ জবাব দেওয়া হয়। কারণ, তা হলেই স্বার্থের গন্ধ পেয়ে মানুষ তাকে সহজে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত হয়। নইলে প্রায়ই দেখা যায়, আওড়াতে ভালোবাসলেও বড় বড় কথাকে মনের গোপনে ভয় করা যেন মানুষের স্বভাব। তাই দরদের অভাবে মানুষ পশু হয়ে যাবে বলে নয়; পরিবেষ্টন অর্থশূন্য, অতএব নিরানন্দ হ'য়ে যাবে ব'লেই সহানুভূতিচর্চ্চার প্রয়োজন। সহানুভূতির সোনার কাঠির স্পর্শে বাঙ্ময় হ'য়ে উঠে মানুষকে আনন্দবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ের প্রেম তার মতকে ডিঙিয়ে চলে ব'লে নোংরামি ও বিশ্রীতাপূর্ণ সংসার তার অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে কারুণ্যের সৃষ্টি করে। তাই বাঁচা তার পক্ষে এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার না হ'য়ে হয় আনন্দের ব্যাপার। সহানুভূতির অভাবে মানুষ মানুষের কড়া সমালোচক হয়ে ওঠে, আর কড়া সমালোচনা পরিণামে উন্নাসিকতায় পরিণত হয়। উন্নাসিক হওয়া আর আকাশ, আলোর মতো সহজ জীবনানন্দকে বিদায় অভিনন্দন জানান একই কথা। অবশ্য সহানুভূতি যে ঘৃণা বিদ্বেষ দূর ক'রে কৈবল্য এনে দিতে সক্ষম তা নয়, তবে ঘৃণা-বিদ্বেষ যাতে একচ্ছত্র রাজা হ'য়ে জীবনের উপর প্রভুত্ব করতে না পারে, সেদিকে যথেষ্ট সহায়তা করে।

যে কারণে কথা-সাহিত্যকে সহানুভূতি-সৃজনের সহায়ক বলা হয়েছে, ঠিক সেই কারণেই বাস্তববোধ বা অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের সহায়ক বলা যায়। কেননা, যে ঘটনাবস্তু থেকে আমাদের অন্তরে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, সেই ঘটনাবস্তুই আমাদের অভিজ্ঞতা বা বাস্তববোধ প্রদানের ক্ষমতা রাখে। (কথা-রস থেকে সহানুভূতি আর কথাবস্তু থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।) পৃথিবীতে অনেক-কিছু আমরা দেখি, কিন্তু তা মাত্র চর্ম্মচক্ষু দিয়ে দেখি ব'লে তাদের সম্যক উপলব্ধি আমাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। উপন্যাস বুঝতে মনশ্চক্ষুর প্রয়োজন হয় ব'লে তা ঘটনার মর্ম্মোদ্ঘাটনে পটু অতএব মানবচরিত্রপ্রবেশের কুঞ্জিকা রূপে উপন্যাসের সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজন। উপন্যাস-রসিকের যতখানি মনস্তত্ত্বজ্ঞান থাকার সম্ভাবনা সাধারণের ততখানি নেই। তাই সাধারণতঃ কখন, কোন্ অবস্থায় মানুষ কোন্ কাজ করে, উপন্যাস-পাঠক সে সম্বন্ধে যে-রকম অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে সক্ষম, সাধারণের পক্ষে সে-রকম অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মুশকিল। এই বাস্তববোধ বা অভিজ্ঞতাকে মূলধন ক'রে মানুষ তার জীবনকে নানা দিকদিয়ে লাভবান ক'রে তুলতে পারে। এই লাভ যে শুধু শত্রুর অভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষায় পরিলক্ষিত হয়, তা নয়, নিজের শত্রুতা থেকে নিজেকে রক্ষার কাজেও তা লক্ষ্যযোগ্য। অর্থাৎ বাস্তববোধজনিত মনস্তত্ত্বজ্ঞান শুধু অপরের মনের পাপ সম্বন্ধেই আমাদের সচেতন করে না, নিজের মনের গোপন পাপসম্বন্ধেও সাবধান করে। যেমন ঘৃণা-বিদ্বেষ। ঘৃণা-বিদ্বেষের মারাত্মকতা সত্যিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, সাধারণ লোকের পক্ষে তত সহজ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। (বলা হয়েছে উপন্যাস মানুষকে অভিজ্ঞতা দান করে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, উপন্যাস না দেখে শিখে, বাস্তবে তা ঠেকে শিখা যায়। তবে ঠেকে শিখার চাইতে দেখে শিখা বুদ্ধিমানের কাজ বলে উপন্যাস পাঠের প্রয়োজন।)

তারপর cosmopolitan culture বা সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির কথা। প্রথমতঃ কথা-সাহিত্য সহানুভূতি ও দৃষ্টির প্রসারতা দান ক'রে মানুষকে সঙ্কীর্ণতামুক্ত করে বলে, দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসে দর্শন-বিজ্ঞান সমস্ত কিছুর সমাবেশ হয় ব'লে কথা-সাহিত্যকে সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির বাহন বলা হ'য়ে থাকে। অধুনা উপন্যাস আর রসসাহিত্য মাত্র নয়, জ্ঞান-সাহিত্যও বটে। উপন্যাসের মধ্যস্থতায় মানুষের হৃদয়ে সহজে সাড়া জাগাতে পারা যায় ব'লে তাতে পৃথিবীর বড় বড় সমস্যাগুলি আলোচিত হচ্ছে। টমাসম্যান ও H. G. Wells-এর উপন্যাসাবলী আর শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন কী ক'রে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি ক'রে উপন্যাস মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখে। পাই, আধুনিক উপন্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে দর্শন-বিজ্ঞানের নব নব তত্ত্বের প্রয়োজন হয় ব'লে উপন্যাস serious studyর দিকেও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৫

উপন্যাসের পরেই কবিতার কথা মনে পড়ে। কারণ কবিতাও উপন্যাসের মতো বহুনিন্দিত অথচ বহু প্রয়োজনীয়। কবিতার প্রয়োজনীয়তা এইখানে যে, তা মানুষকে মার্জ্জিত ও রুচিসম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের মতো কবিতাও সহানুভূতি সৃজনে সক্ষম। কবিতা পাঠে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন হই, মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করি, আর বিশ্বের প্রাণপ্রাচুর্য্যে নিজের চিত্তকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করার সুযোগ লাভ করি। কবিতা পাঠের সঙ্গে জগৎজন অতীত সমস্ত কিছু আমাদের চেতনায় সজীব হ'য়ে উঠে, আর আমরা আনন্দে নৃত্য করে উঠি। এই 'সজীব হ'য়ে উঠা'র আনন্দ যে কি, কবি ও কবিতা পাঠক ব্যতীত অন্যে তা বুঝতে অপারগ। সত্যি বলতে কি, কবিতা ব্যতীত জীবনকে ভোগ করা গেলেও, উপভোগ করা যায় না, আর কাব্যের অভাবে জীবনের অবসর মুহূর্ত্তগুলি নিরানন্দ ও অর্থহীন। অথচ এমন যে কবিতা এর প্রতিও অধুনা আমরা বীতশ্রদ্ধ ও অনুরাগহীন। কেন এমন হল? বৈজ্ঞযুগের প্রভাবে অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকৃত হ'য়ে গেছে ব'লেই না আমাদের এই দুর্দ্দশা! অর্থ ও সম্মান সৃষ্টির জাঁতাকলে নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দিচ্ছি বলেই না আমরা দিন দিন সৌন্দর্য্যবোধহীন কিম্ভুতকিমাকারে পরিণত হচ্ছি।

জানি, এখানে প্রশ্ন হ'বে: কবিতা বুঝবার ক্ষমতা যখন সকলের নেই, স্বল্প কতিপয়ের আছে, তখন সাধারণ পাঠাগারের আলোচনায় সে সম্বন্ধে বেশি কথা বলার প্রয়োজন আছে কি? প্রশ্নটা সত্যি ধাঁধা লাগিয়ে দেবার মতো। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে, তার ভিত্তিমূল খুব দৃঢ় নয়। কবিতা লিখবার ক্ষমতা সকলের না থাকলেও বুঝবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। নইলে বিদ্যালয়ে কবিতাকে বিশেষ পাঠ্য না ক'রে অবশ্য পাঠ্য করবার হেতু কি? শুধু কি গদ্য আর ভাবার্থ করার জন্যই তা করা হয়েছে? আর কবিতা বুঝবার ক্ষমতার অর্থ যখন সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষমতা, তখন সাধারণের কবিত্ববোধের অভাব, এ ধরণের উক্তি করা আর তাদের সৌন্দর্য্যবোধহীন বলে গালি দেওয়া একই কথা নয় কি? সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষমতা কমবেশী সকলেরই আছে। তবে উপযুক্ত ট্রেনিং বা শিক্ষার অভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বর্দ্ধিত না হ'লে, তা অনেক সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সাধারণ জিনিস অবহেলা স'য়েও টিকে থাকতে পা'রে কিন্তু মূল্যবান জিনিসের জন্য যত্নের প্রয়োজন। কাব্যবোধ তথা সৌন্দর্য্যবোধ বহুমূল্য জিনিস ব'লে অযত্নে নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশের জন্য 'ট্রেনিং' বা শিক্ষার প্রয়োজন। কাব্যের সে উপযুক্ততা আছে ব'লে তাকে বিদ্যালয়ে সৌন্দর্য্যবোধের 'ট্রেণার' হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

কাব্য মানুষকে কামলোক থেকে রূপলোকে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে। তাই কাব্যচর্চ্চায় মানুষের অবনতি না হ'য়ে উন্নতি হবারই কথা। কাব্যচর্চ্চার আরেকটা লাভ এই যে, তা মানুষকে ambition বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার অত্যাচার থেকে মুক্ত করে aspiration বা উন্নত-আকাঙ্ক্ষার অনুরক্ত করে। অর্থাৎ আমি বড় হব, ধনী হব, প্রভু হব, এই ধরণের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আমি ধ্যানী হব, সুন্দর হব, প্রেমিক হব ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষায় কাব্য-প্রেমিকের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে। কবি ও কাব্য-প্রেমিকরা যে সাধারণতঃ কাড়াকাড়ির মেলায় যেতে অনিচ্ছুক, তার হেতুও এইখানে যে, জীবনের গভীরতম স্বাদ লাভ করেছেন বলে চারদিকে ঔদাস্যের বেড়া দিয়ে তাঁরা আত্মরক্ষা করেন। তাই জীবনে কাব্যের প্রাপ্য স্থানটি না দিলে জীবনকেই বিড়ম্বিত হতে হয়, কাব্যকে নয়।

৬

লাইব্রেরি-সংক্রান্ত আলোচনায় কথা-সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধে যে এত কথা বল'

অতুলনীয়!
ল্যাড়বোর
সুবাসিত নারিকেল তৈল
যেহেতু ইহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশোধিত এবং কেশের পক্ষে হানিকর উগ্র গন্ধযুক্ত নহে।
ভাল দোকানে পাওয়া যায়

হ'ল, তার হেতু এই যে, একশ্রেণীর লোক এদের বিরুদ্ধে সংস্কার পোষণ করে। অথচ এদের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের অতীত। কথা-সাহিত্য ও কাব্য ব্যতীত অন্যান্য ধরণের পুস্তকও সাধারণ লাইব্রেরীতে থাকা দরকার। বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের ক্ষুধা মিটাবার ক্ষমতা না থাকলে সাধারণ লাইব্রেরীর পূর্ণতা সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার স্থানও সাধারণ লাইব্রেরীতে থাকা সঙ্গত। তবে গ্রন্থাগার যাতে দৈনিক পত্রিকা-পাঠের আড্ডায় পরিণত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা কর্ত্তব্য। কারণ দৈনিক পত্রিকা, বিশেষ করে, আমাদের দেশে প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা সাধারণতঃ যে ধরণের নোংরামি ও রুচিহীনতার পরিচয় দেয়, তা মানসিক স্বাস্থ্যের নিতান্তই হানিকর। তাছাড়া দৈনিকপত্রিকা যখন আজকাল ঘরে ঘরে প্রচারিত, আর দৈনিক পত্রিকা পাঠ যখন চা-খাওয়ার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে, তখন লাইব্রেরীতে তার ছড়াছড়ি না হওয়াই ভালো। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যে মুক্তপরিমণ্ডল প্রয়োজন, দৈনিকপত্রিকা তা বিষাক্ত আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ করে। তাই লাইব্রেরীতে দৈনিকপত্রিকার একচ্ছত্র প্রভুত্ব অশোভন। (আমাদের দেশের দৈনিকপত্রিকা-সম্পাদকগণ হয় মনস্তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত, নয় দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই দুটি অপবাদের একটি তাদের নিতেই হ'বে। হয়, কড়া ও খোঁচানোর কথা যে মানুষের, বিশেষ ক'রে ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মনে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সক্ষম, এ ধারণা তাঁদের নেই, নয়, থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা করেই তারা চ্যাংড়ামি করেন। এই চ্যাংড়ামি যদি আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত হ'ত, তো কথা ছিল না, কিন্তু তা হয় নিতান্ত বিশ্রী রকমে ভাল-গার—বেহায়াপনা ও পরশ্রীকাতরতা তার ভিতরে দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকে ব'লে।

বলা বাহুল্য লাইব্রেরী রাজনৈতিক মাতামাতির স্থান নয়, মন্দির। মন্দিরে পূতচরিত্র ও নিষ্কলুষচিত্ত হ'য়ে প্রবেশ না করলে যেমন সত্যিকার কল্যাণ লাভ হয় না, দেবতা মূক ও বধির থেকে যান, গ্রন্থাগারেও তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশ না করলে গ্রন্থের মূক অচেতবৃন্দ নির্ব্বাক থেকে যান্। এইজন্য চিত্তহানিকর সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা লাইব্রেরীতে স্থানলাভের অনুপযুক্ত। (লাইব্রেরীর সঙ্গে রাজনীতির বিরোধ অবহেলিত হ'বার মতো নয়। লাইব্রেরী তথা পুস্তক যেখানে বলে: সুন্দর হও, উদার হও, বিবেচনাশীল হও, অপরের সমালোচনা করার আগে নিজের সমালোচনা কর; রাজনীতি সেখানে বলে: চুপ, চুপ, ওকথা বলো না; সুন্দর হওয়া মানে দুর্ব্বল হওয়া, উদার হওয়া মানে নিজের স্বার্থ নষ্ট করা, বিবেচনাশীল হওয়া মানে অপরকে সুবিধা দেওয়া, আর নিজের সমালোচনা করা মানে নিজের শক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া। অতএব ও পথ মাড়ান আর জাতির সর্ব্বনাশসাধন এককথা। ও-সব বড় বড় কথা জাতির জন্য নয়, ব্যক্তির জন্য। আর ব্যক্তির জন্য যা ভালো, জাতির জন্য তা মন্দ, ব্যক্তির জন্য যা পুণ্য জাতির জন্য তা পাপ। ব্যক্তিগত ভাবে মিথ্যাকথা বলা অন্যায়, জাতিগত ভাবে না বলা অন্যায়। ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্কীর্ণতা পোষণ করা পাপ, জাতিগত ভাবে পোষণ না করা পাপ। ব্যক্তিগত ভাবে চুরি করা শাস্তির যোগ্য অপরাধ, জাতিগতভাবে পুরস্কৃত হ'বার মতো কাজ—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রহ্‌মানুররহিম আল্লাহ অথবা যেহোভা সেজন্য পুরস্কার দিতে উৎসুক—তাঁর নির্ব্বাচিত জাতির মঙ্গলের জন্য তা করা হয়েছে ব'লে। তাই রাজনীতি ও লাইব্রেরীর বৈরিতা যখন সহজে দূরীভূত হবার মতো নয়, তখন লাইব্রেরিকে রাজনীতির অত্যাচার থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখাই ভালো।)

কিন্তু বাস্তব রাজনীতিচর্চ্চার স্থান না হ'লেও লাইব্রেরী রাজনৈতিক চিন্তাচর্চ্চার স্থান বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিজের দেশের তুলনামূলক সমালোচনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রত্যেক দেশহিতকামীর কর্ত্তব্য। উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ করে পাঠাগার সেদিকে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। তা হ'লে অচিরেই আমাদের চিন্তা বৈরাগী মুক্তি ও দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতা লাভ হবে এবং আমরা হুজুগপ্রিয় না হয়ে সত্যিকার দেশহিতকর কাজের উপযুক্ত হ'ব।

৭

সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তকসংগ্রহ সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তকনির্ব্বাচন কালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যতো কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তক লেখক যখন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তকনির্ব্বাচনকালে সঙ্কীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন না হওয়াই ভালো। দেশী বলে মোটা কাপড় ও মোটা নুন গ্রহণ করা যায়; কিন্তু তাই ব'লে যে মোটা চিন্তার পুস্তকও পড়তে হবে, এমন কথা কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। তবে Protection to the infant industry বা শিশুশিল্পের সংরক্ষণনীতি অনুযায়ী যদি কোন নবসাহিত্যব্রতী জাতি বা সম্প্রদায় তাদের নিজের রচিত পুস্তকের বেশি কদর ক'রে, তবে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায় হ'বে। কারণ, কদর করা অর্থ এখানে valuation বা মূল্য-নির্দ্ধারণ নয়, সহানুভূতি দান ও উৎসাহ-বর্দ্ধন।

কিন্তু নবসাহিত্যব্রতী সম্প্রদায়ের মনে রাখা উচিত, যে-সব লেখক বার বার জুজুর ভয় দেখিয়ে জাতির দুর্ব্বলতা ও অসহায়তা লালন করে, তাদের চাইতে যাঁরা সাহস ও আশার বাণী শোনান তাঁরাই তার বন্ধু। জাতির সহানুভূতি তাঁদেরই প্রাপ্য। কারণ, সৃষ্টির জন্য কিছুটা আত্মভোলা হওয়া প্রয়োজন; নইলে সৃষ্টিব্যাপারের জন্য সবচাইতে যে বড় জিনিস 'তন্ময়তা' তা আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। যে-লেখকসম্প্রদায় বার বার জাতির কানে শত্রুর পদধ্বনি শোনায়, তারা বড়জোর জাতিকে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত রাখ্‌তে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যের প্রেরণা দান তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। তা একথা নির্ব্বিবাদে বলা যেতে পারে যে, possessive instinct এর লেখকদের চাইতে creative instinct এর লেখকরাই জাতির সত্যকার কল্যাণকামী। অতএব তাঁদের কথা মনোযোগ দেওয়া জাতির পক্ষে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়।

৮

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ-প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরমার্থ-মুক্তি। এক দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা, ফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য্য দিক, অপর দিকে সাহিত্য শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিক্‌টির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সেজাতি কখনো উঁচু জীবনের অধিকারী হ'তে পারে না। কোন প্রকারে টিকে থাক্‌তে পারলেও, নব নব বৈভবসৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে উঠে, তা থেকে তাকে একরকম বঞ্চিত থাক্‌তেই হয়। জীবনে শ্রী ফুটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরী এক অমূল্য অবদান। তাই যথার্থ কল্যাণকামী জাতীয় কর্ম্মীদের পক্ষে লাইব্রেরী সৃজনের ব্যাপারে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, তা জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। লাইব্রেরীর সংখ্যার দিকে নজর রেখে, জাতীয় উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাপ করলে অন্যায় হয় না। কারণ উন্নতি মানে মনের উন্নতি, পুস্তক মনের উন্নতির সহায়, আর লাইব্রেরী পুস্তকের সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব বলা যেতে পারে, লাইব্রেরী সৃষ্টির ব্যাপারে যে জাতি যত অগ্রসর, জাতীয় কল্যাণ সৃষ্টির কাজে সে জাতি তত অগ্রগামী। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে লাইব্রেরী-আন্দোলন সমান তালে না চললে জাতীয় আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয়। কারণ, বুদ্ধির জাগরণ ভিন্ন জাতীয়-আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

লাইব্রেরীর শ্রেষ্ঠতা এইখানে যে, তা আমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা না করতে পারলেও সভ্যতার আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের আলোকাভিসারী করে তুলতে পারে। কারণ, সভ্যতার আদর্শ, তথা একটি সনেট যে একটি roasted egg এর চেয়ে বেশি মূল্যবান, এই বোধ পাঠাগারের দৌলতে যতটা পাওয়া যায়, অন্য কিছুর দৌলতে ততটা পাওয়া দুষ্কর। এই জন্যই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সহায় বলে লাইব্রেরীর আশ্রয়গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ

১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন কলিঃ ৬১০৮

কলিকাতা গুদাম—২৮-নং টাউন সেণ্ড রোড।

ডিরেক্টরগণ—

আচার্য্য স্যার পি, সি, রায়
শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী বার-এট-ল
„ সত্যানন্দ বসু
„ নরেন্দ্রকুমার বসু এড্‌ভোকেট
ডাঃ শ্রী গোপচন্দ্র বাগচী

কলিকাতায় ঘরে ঘরে বেঙ্গল সল্টের করকচ ও মিহি লবণ সাদরে /১-/১০ আনায় /২॥-৶০ আনায় বিক্রীত হইয়া লাভাংশ বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে—

এখনও কিছু শেয়ার বিক্রয়ার্থ অবশিষ্ট আছে—এজেণ্ট চাই

রুবাইয়াৎ-ই-সাইফ-উদ্‌দীন বাখারজী

আজহারুল ইসলাম বি, এ,

(মূল ফার্সী হইতে অনূদিত)

ওগো তোমার গোপন-বাণী জানে সকল জ্ঞানীজন,
সবার তরে তোমার প্রেমই অবারিত অনুক্ষণ,
বিনয় নিয়ে যেজন আসে তোমার মহান দরগাতে,
ফেরে না আর কোন দিনই ব্যর্থতাতে হায় সে-জন।

তোমার বিশ্বপ্রেমের ধারা ঢেকে ফেলে সবার পাপ,
সবার কানে আঁটি তব দাসত্বেরি মোহন ছাপ,
দুখের দিনে ওগো খোদা। সকল জনের কাঁধ থেকে
সরিয়ে দাও পাপের বোঝা লাগিয়ে অনুগ্রহের তাপ।

রহম তোমার একই রকম অতীতে ও বর্ত্তমান।
তোমার বাগে কাঁটার পাশে কত গোলাপ ফুটমান।
কাজেই বলি, দাও গো খুলি সবার তরে দোর তোমার
ঢুকতে পারে যেন সবাই মাতাল এবং বুদ্ধিমান।

তাঁহার দানের এলাকাতে আছে যে-সব সৃষ্ট জীব
সে-সব তাঁরি করুণাতে রূপ নিয়ে হয় সত্য-শিব,
প্রতি অণুর হৃদয়টুকুর কোণ যদি গো যায় খুলে
জানাই যাবে তাঁর দয়াতে ভরছে কত সাগর-দ্বীপ।

তোমার দ্বারে আমরা শুধুই মুষ্টিমেয় ফকীরগণ
নিমজ্জিত পাপে, কিন্তু সামনে তোমার আশীষ-ধন।
শিখাও মোদের সেই কথাটি উচ্চারিলে যেই সময়
ওজর নেবে কতই তুমি দিতে তোমার আশীষ-ধন।

পাপ যে আমার আরো বেশী, কি ছার ফোঁটা বৃষ্টিজল।
সেই পাপেরই তাপ লেগে গো ঘায়েল আমার মর্ম্মস্থল।
তাঁর করুণা সাবধানিয়া বলছে মোরে: 'এয় ফকির'।
যোগ্য যাহা করছ তাহা শোভন মত মোদের দল।

বিস্ময়কর কতই কিছু জন্মে তোমার শোক-জ্বালায়,
ঋণী আছে শোকের নিকট ঘায়েল আমার হৃদয়, হায়।
বললে তুমি: আমার শোকে তুমি কি হও মোর পাগল'
তোমায় বিনে দেখছি বটে চতুর্দ্দিকে শোকের ছায়।

পাথর-নয়ন হতে বেরোয় তোমার শোকের শোনিত-সার,
আজানা ও জানা লোকে বুঝবে সে-শোক কি আবার?
কারুর তরে দুখ না থাকে যেন আমার মরণ পর,
চেপে রাখি তাইতো আমায় গিলেই ফেলি শোক তোমার।

চৌকিদারের মতন ঘুরি সেই গলিরই চারিধার—
প্রতিদিনের প্রতি রাতে যেইখানেতে বাস তোমার,
কারণ কিনা থাকতে পারে হিসাবেরই শেষের দিন,
তোমার গলির কুকুরগুলির নামের খাতায় নাম আমার।

কুকাজ এবং দুষ্টামী যে আমাদেরই নিত্য কাজ,
হারাম জিনিষ পূর্ণ হয়ে পান-পেয়ালায় করছে সাজ
খিলখিলিয়ে হাসছে সময়, জীবন শুধু কাঁদেই আর,
যেই দোষছে আমাদেরই ভক্তি রোজা আর নামাজ।

সকল প্রাণীর পায়ের তলায় উড়িতেছে যেই ধূলি
মিশিয়ে আছে সেথায় প্রিয়ার বেণী কিম্বা গালগুলি,
ইটকগুলি স্থাপিত যা প্রাসাদেরই কোন-চূড়ায়
হয়ত তাহা মন্ত্রী-রাজার আঙুল কিম্বা শিরগুলি।

সবার ভালো মুখে মুখে খোদার নামের উচ্চারণ,
গোপনে যে নামাজ পরা উৎকৃষ্ট তা নৈশক্ষণ।
যদিই তুমি পার হতে চাও পুলসেরাতটি আরামেই
দাও গো রুটী ধরার লোকে রুটীই ভালো তার কারণ।

ঈদ উপলক্ষে অপূর্ব্ব উপহার

রেশমী চন্দ্রপ্রভা শাড়ী

লম্বা ৫ গজ চওড়া ৪৫ ইঞ্চি (5 Yds. × 45 Inches)
মূল্য ৪৲ টাকা ডাক মাশুল ॥৶০

এই শাড়ী দেখিতে অতি সুন্দর, নয়নানন্দদায়ক, মজবুত, রং পাকা এবং আধুনিক রুচিসম্মত। ইহা সৌন্দর্য্যে, রঙে এবং মজবুতীতে মূল্যবান বেনারসী শাড়ী অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। আমরা এই কাপড় প্রচুর পরিমাণে অর্ডার দিয়া প্রস্তুত করাই এবং একমাত্র এই কারণেই আমরা ইহা এত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে সক্ষম হই। এই মূল্যে বাজারে পাওয়া দুর্লভ। ইহা ভারতের সর্ব্বত্র আদরণীয়। বিশেষতঃ ইউ-পি এবং বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ ভদ্র মহিলা ইহা অত্যন্ত পছন্দ করেন। আমরা যেখানে একখানি নমুনা শাড়ী পাঠাইয়াছি সেখান হইতে কম পক্ষে এক ডজনের অধিক অর্ডার পাইতে সক্ষম হইয়াছি। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ইহা আপনাদের প্রিয়জনকে উপহার দিয়া আনন্দ উপভোগ করুন; ইহা দেখিতে এত সুন্দর যে কুড়ি টাকার অধিক মূল্য বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা সমস্ত রঙের কাপড় সরবরাহ করি। আপনারা রং পছন্দ করিয়া পত্র লিখিলেই আমরা ভিঃ, পিঃ, যোগে কাপড় পাঠাই। কিম্বা আমাদের উপর বিশ্বাস করিলে আমরা আমাদের পছন্দমত রঙের কাপড় প্রেরণ করি। প্রত্যেক শাড়ীর মূল্য ৪৲ টাকা; ডাক ব্যয় এবং প্যাকিং ॥৶০ আনা। দুইএর অধিক কাপড় লইলে ডাক ব্যয় এবং প্যাকিং লাগে না।

ব্যবসায়ীদের অর্ডার সরবরাহ করা হয় না, অপছন্দ হইলে ৩ দিনের মধ্যে ফেরৎ লওয়া হয়।

Rs. 4/-

(ANY OTHER SIZE AVAILABLE)
Apply to (In English Only,
Swadeshi Silk Sari Stores,
Dep (A Z) BALDEO BUILDINGS
JHANSI, U. P.

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা *

মোহাম্মদ কে চাঁদ

১। ইতিহাসের সাক্ষ্য।—ইছলাম শিক্ষা'র যে মূল্য নিরূপিত করিয়াছে তাহা কতকগুলি 'হাদিস' উক্তিতেই দৃষ্ট হয় এবং ঐ হাদিস-উক্তিগুলিতেই যথার্থই ইছলামের প্রাকৃকালীন শিক্ষাদর্শের আভাস পাওয়া যায় এবং সেই সকল উক্তিকেই প্রাথমিক যুগের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রচলিত মত-প্রদর্শনকারী [উক্তি] বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) একটি উক্তিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "কোন পিতা তাঁহার সন্তানকে সুশিক্ষা (দেওয়া) ছাড়া আর কোন মূল্যবান বস্তু দান করিতে পারে না।" তাঁহার আর একটি উক্তি এইরূপঃ "ইহাই অধিকতর উত্তম যে, কোন লোকেরই তাহার কল্যাণের জন্য সদ্কাতে একদা দান করা অপেক্ষা শিক্ষালাভ করা উচিত (১)" এইরূপ প্রশংসিত মঙ্গল ক্রীতদাসদাসী পর্য্যন্তও প্রসারিত হয় (অর্থাৎ ক্রীতদাস দাসীগণকেও আপন সন্তানের ন্যায় শিক্ষাদান করিলে মঙ্গল লাভ করা যায়) হজরত রসুলে করিম বলিয়াছেন যে, "একজন ক্রীতদাসীকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিয়া অতঃপর তাহাকে মুক্তি দিয়া তাহাকে বিবাহ দেওয়াও একটি অতীব পুণ্যজনক কার্য্য। (২) ইহা বলা বাহুল্য যে ইসলামই মূর্খ আরবদিগকে সভ্যতার একটী উচ্চতর সোপানে উত্তোলন করিয়া যুগপৎ তাহাদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছিল, যাহাতে তাহারা প্রত্যুতঃই এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কাঁচা ছিল। (৩) স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে—কতক পরিমাণে হিতজনক কারণ হউক—অতীব প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানার্জ্জনকে বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বদরে যুদ্ধ জয়লাভের পর যে যে সর্ত্তের উপর বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন সেই সেই সর্তগুলি হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি মদিনার বালকগণকে লিখিতে শিখাইতে কতিপয় কোরেশ বন্দীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং সেই কাজকেই তাহাদের উদ্ধার মূল্য (নিষ্ক্রয়) স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছিল। বারজন বালককে মক্কার বন্দীদিগের মধ্যে এমন আর একজনের কাছে সমর্পণ করা হইয়াছিল, যাহারা আবশ্যকীয় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ছিল এবং ছাত্রবৃন্দ চুক্তিকৃত পরিমাণে শিক্ষালাভ করিবার পর তাহাদের শিক্ষকগণকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল (৪)। কোরেশরা বহুল-পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রিয় জাতি বলিয়া মদিনার খর্জ্জুর আবাদকারী এবং কৃষিজীবিদের চাইতে তাহাদের 'লিখন' অভ্যাস করিবার স্বভাবতঃ খুব বেশী সুযোগ ছিল (৫) এবং এই হেতুই ইয়াসরেবের (পরে মদিনার) লোকদিগের চাইতে তাহাদিগের মধ্যে বহু লেখক পাওয়া অতি সহজ ছিল। মক্কার এরূপ সমসাময়িক স্ত্রীলোকদিগের একটি তালিকার উল্লেখ আছে, যাঁহারা লিপিকলায় পারদর্শিনী ছিলেন। হজরত আয়েশা কিন্তু এই দলের মধ্যে ছিলেন না। যদিও তাঁহার সঙ্গিনীদের চাইতে তাহার লিখন-পঠন অভ্যাস করিবার খুব বেশী সুযোগ ছিল তাহা হইলেও তিনি মোটেই লিখিতে শিখেন নাই (৬)। এই হেতু আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি যে, মক্কার লোকদিগের মধ্যে লিখন-ক্ষমতা সাধারণের সীমার বহির্ভূত জিনিষ নহে (৭)। মো'আবিয়া হজরত রসুলের "কাতিব" (সেক্রেটারী) বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। লিপিপদ্ধতিটা কিন্তু মদিনার আরবদের মধ্যে এত সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। খযরাজীয়া-বংশীয় যে উবায়েদ্ বিন্ কা'ব হজরত রসুলে করিমের প্রত্যাদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের পূর্ব্বে লিপি কৌশলে পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আরোপ করা হয় (৮)। মদিনায় যাঁহারা কতকগুলি অন্যান্য অভ্যাসলব্ধ গুণ ছাড়া লিপিকলাও জানিতেন, তাঁহাদিগকে 'কামাল' ('বিশারদ') উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত (৯)।

এরূপ বোধ হয় যে তরুণ মোছলেম সম্প্রদায় গঠিত হওয়ামাত্র অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞানশিক্ষামূলক আদিম (বা সাবেকধরণের) শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুনতি বিলম্বেই আমরা "কোত্তাব" ('প্রাথমিক-বিদ্যালয়') এর উল্লেখ দেখিতে পাই। মিরদাস (১০) নামে অভিহিত এবং আল-মো-আল্লিম ('শিক্ষক') (১০ক) উপনামযুক্ত যে একজন 'সহচর' (সাহাবা) এর উল্লেখ আছে তৎসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিতভাবে জোর করিয়া বলিতে পারি না। কারণ এরূপ একজন লোক যে কখন বিদ্যমান ছিলেন তাহা দেখাইবার খুব কমই প্রমাণ পাওয়া যায় (১১)। যাহাহউক এমন কি আমরা প্রাথমিক যুগের 'কোত্তাব'-গুলির এবং মো'আল্লিমগণ যাঁহারা উহাতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে অধিকতর পরিমাণে প্রমাণিত উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রেরিত-পুরুষের পরিচারিকা আনাস বিন মালেকের মাতা ওম্ম সলিম (বা অন্যান্য আখ্যানানুযায়ী হজরত রসুলের স্ত্রী ওম্ম সলমা) একজন 'মো'আল্লিম কোত্তাব'কে পশম ধোনাই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার নিকটে কয়েকজন (দাস শ্রেণীরই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া) বিদ্যালয়ের ছাত্রকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন (১২)। আমর বিন মইমুন অলআউদী (হিঃ ৭৫-৭৭ খৃঃ অঃ, ৬৯৪-৬) এরূপ একটী শিক্ষাসূত্রের মূল (text) প্রচার করিয়াছিলেন যাহা সা'দ বিন ওয়াক্কাস নামে ছাহাবা ('সহচর') 'শিক্ষক যেরূপ ছাত্রবৃন্দকে লিখিতে শিক্ষা দেয়' তদ্রূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন (১৩)। তার একটী প্রমাণলিপি হইতে জানা যায় যে কিরূপে আবু হোরায়রা, ইবন ওমর এবং আবু ওমবদ (যিনি বদরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন) কোনও একটা উপলক্ষে একটী 'কোত্তব' এর পাশ দিয়া যাইবার সময় বালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন (১৪)। অতি পূর্ব্বতন সময়েও যে 'লাউহ্' (লিখনপট্ট—লিখন-পঠন অভ্যাসার্থ কাষ্ঠফলক) ব্যবহৃত হইত তাহা দেখাইবারও প্রমাণ আছে। খ্রী 'সহচর' ওমবদী এরূপ একটি লিখন পট্টোপরি আস ববিবহী বিন সোলায়মান বিন ওমর নামে একটী বালকের জন্য কতকগুলি জ্ঞানগর্ভ নীতিবাক্য লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন (১৫)।

'ওম্মীয়দিগের শাসনকালের প্রারম্ভেই ইছলামী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় (১৬)। ইহা সত্য যে, কিরূপে পরিহাস-রসিক বৈয়াকরণ সা'দ বিন সদার তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বয়ংভাবে ক্রীতদাস স্বরূপ ইরাকের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন যেয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন এরূপ একটী আখ্যায়িকা হইতে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ বাহির করিতে পারা যায় কি না তাহা আমরা স্থির মীমাংসা করিতে পারি না (১৭)। তবে আমরা নিশ্চিত হই যখন আমরা এরূপ পাঠ করিয়া থাকি যে কবি কোমেইত এবং দুর্দ্দান্ত প্রতিনিধি-কর্ম্মচারী ও সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার অদ্ভুত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। আবার হাজ্জাজের ঠিক পূর্ব্বেই জোবয়র বিন হায়য়া তায়েফের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং তিনিও পরে ঐরূপ ইরাকের উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। একজন কেরাণির পদ থেকে তাঁহাকে যেয়াদ কর্ত্তৃক ইসাস্থানের শাসনকর্তার পদে উন্নীত করা হইয়াছিল (১৮)। দহ্হাক বিন মোযাহিম (হিঃ ১০৫ খৃঃ অঃ ৭২৩) শিক্ষাবিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া একটি 'কোত্তাব' চালাইয়াছিলেন (১৯)। হিজরীর ২য় শতকে তারিখটা খুব নিশ্চিতভাবে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে না, এমন কি, আমরা বিশাচ বংশীয় একজন বদবী সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি যিনি বস্রাতে একজন 'মো-আল্লিম' এর চার বৎসর করিয়া নির্দ্ধারিত অর্থ 'বিল-উজরা' বিনিময়ে একটি বিদ্যালয় চালাইয়াছিলেন (২০)। সুতরাং ইছলাম বিজিত দেশগুলিতে (যেমন ইরাকে) যে মোসলেম শিক্ষা প্রণালী নূতন হইয়া একটি পুরাতন সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এরূপ কথিত বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

এমন কি ওম্মীয়দিগের শাসনকালের প্রথমেই রাজ-প্রাসাদে তরুণ রাজকুমারগণের শিক্ষাটাও একটী উচ্চ প্রতিমান বা আদর্শে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবার আবশ্যক মনে করি না। Lemmens ইহার সমস্ত বিভাগ (বা অবস্থা) গুলি আলোচনা করিয়া এবং মূলবিষয়ে বহুল প্রমাণপঞ্জী দিয়া ইহার একটি জমজ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহার সেই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি (২১)। ওম্মীয়দিগের প্রাসাদে 'মো' আদ্দিব' (উপাধ্যায় বা উপদেষ্টা) ছিলেন একজন পদস্থ ব্যক্তি এবং তাঁহার কাজে রাজকুমারগণের পিতারা তাঁহাকে চমৎকারভাবে সাহায্য করিতেন।

২য় ওমর তাঁহার সন্তানগণকে তিরস্কার করিতেন, যখন তাহারা ব্যাকরণের নিয়মগুলি ভঙ্গ করিত (২২)। তাঁহারও নিজ যৌবনকালে তাঁহার একজন অতীব বিষাদাচ্ছন্ন 'মো 'আদ্দিব' ছিলেন এবং এই শিক্ষক যে বাহ্যানুষ্ঠান অগ্রাহ্যকারী লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—এই ঘটনা হইতে সম্ভবতঃ ভবিষ্যত খলিফার কঠোর বৈরাগ্য ভাবটার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে পারে। কারণ তিনি আজানুলম্বিত একটি জামা (কোট) পরিধান করিতেন এবং তাঁহার গুম্ফ তাঁহার ওষ্ঠোপরি ঝুলিয়া থাকিত (২৩)। ইহা এরূপ একটি অনুভাব যাহা আরব্য-ভাবের বেশভূষার বিপরীত। কারণ একটি আদি 'মোল্লা' অনুযায়ী আরব্য বেশভূষায় গোঁফ ছাটা (কসস অল-শারিফ)র আদেশ আছে (২৪)।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে আব্বাস বংশীয় খলিফাদিগের শাসনকালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুরূপ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছিল। এরূপ ঘটনারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে জনসাধারণের পরিচয়ের প্রত্যাশায় তরুণের দলকে প্রাথমিক বিদ্যা অর্জ্জন করিতে মনে-প্রাণে নিয়োজিত হইতে প্রোৎসাহিত করা হইয়াছিল। এরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, এই অমাদের উৎসবকালে বোগদাদস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযুক্ত ছাত্রগণকে রাজপথগুলি দিয়া উষ্ট্রোপরি বহন এবং তাহাদিগের দিকে বাদাম নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইত। এই রকমের এক ঘটনোপলক্ষেই কবি অকয়ক তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিলেন। মেধাবী ছাত্রগণের উদ্দেশ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত বাদামগুলি দ্বারা তাঁহার চক্ষুদ্বয় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারই ফলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। অধিকন্তু এই যুগেই আমরা বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মজলিশ অল আদব শিক্ষাসভার (২৫) উল্লেখ দেখিতে পাই। এই একই সময় মিশরে ফতেমিয় শাসককর্তা কায়রোতে 'দার-অল-হিকমা' বা 'দার অল ইলম' (উচ্চ বিদ্যালয়) গুলি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল 'দার অল হিকম বা 'দার অল ইলম'-গুলি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতত্ত্বমূলক মতগুলি—এবং সর্ব্বদর্শন সার সংগ্রাহক ধরণে গ্রীক ও পারসিকদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রদত্ত মূল্যবান বিবিধ বিদ্যার বিষয়ও পঠিত হইত। ফতেমিয় রাজবংশের উচ্ছেদ হইলে তাহাদের পরে আয়ুবিয়েরা সুন্নি-ধর্ম্ম-মতাবলম্বী পরিচালিত উক্ত বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করিয়া ফতেমিয় বিদ্যামন্দিরগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন এবং শিক্ষোদ্দেশ্যে মসজিদের বিস্তৃত জায়গাগুলিকে ব্যবহারে আনা হইয়াছিল। এই মসজিদ মাদ্রাসা-স্বরূপ ব্যবহার হওয়ায় মসজিদেরও স্থাপত্যরীতির উপরও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। (২৬)

আব্বাছ বংশীয়দিগের শাসনকালে রাজন্যবর্গ উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে এবং উপযোগী মাদ্রাছাগুলির নির্ম্মাণকার্য্যেও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, এই উচ্চ শিক্ষা বহুলপরিমাণে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইহার আনুসঙ্গিক শাস্ত্রগুলিতেই আবদ্ধ ছিল এবং এই সমস্ত মাদ্রাছার চতুর্থ হিজরী শতকেই উল্লেখ দেখা যায়। হিজরীর পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে (১১শ খৃঃ অঃ) জ্ঞানালোক প্রাপ্ত সেলজুক মন্ত্রী (উজীর) কর্ত্তৃক উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্ণ বিকাশেই একটী যুগান্তরকর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহা দ্বারা স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ নেজামিয়া মাদ্রাছাগুলি প্রধানতঃ উচ্চতর ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক বিশেষ বিশেষ শাখাগুলির অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল (২৭)। এই একই যুগে কিন্তু আমরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পক্ষপাতিত্ব হইতে মাদ্রাছার পাঠ্যবিষয়গুলিকে মুক্ত করিবার বাধকতা সেঁকটাও লক্ষ্য করিয়া থাকি। বহু স্বতন্ত্র বিদ্যামন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্র বহু পর্য্যবেক্ষনিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সেগুলি জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। পক্ষান্তরে এই সময় বহুসংখ্যক আরোগ্যশালা 'বিমারীস্থান' (হাসপাতাল) স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেগুলিও অতীব খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক হাসপাতালের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থিগণের যে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল তাহার বিস্তর প্রমাণপঞ্জী দিয়া ইবন আবী ওসয়বীয় চিকিৎসকবৃন্দের চরিতমালায় দেখান হইয়াছে। তবে এস্থলে বেশীরভাগই প্রাথমিক শিক্ষা ... আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য বলি... উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ক্ষান্ত হওয়া গেল।

* এই প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর পর লিখিত হইবে। কারণ প্রবন্ধটি খুব দীর্ঘ। ১। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে শিক্ষার উল্লেখ, যাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইল। ২। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবিষয়। ৩। প্রাথমিক শিক্ষকের পদমর্য্যাদা। ৪। শিক্ষকের বেতন। ৫। বিদ্যালয় পরিচালন নীতি। ৬। মেয়েদের শিক্ষা। ৭। নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রস্থাবলীতে শিক্ষা। এই প্রবন্ধটি একজন গভীর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল। অতএব তাঁহার নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

(১) বাঙ্গালাভাষী মোছলেম পাঠকবর্গের অবগতির জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল। Tirmidhi, Sahih, cairo, A H. 1292, 354. (2) Bukhari, Kitabal-atq No. 16; Jahiz, Kitab al hayawan cairo AH 1323 i. 28 mentions a slave girl who was conversant with Euclid. In the Alf laila wa laila, ii, 493 mention is made of a singing girl who was versed in syntax, poetry, jurisprudence, exegeses, philosophy, musical science, Arithmetic, geodesy, geometry, fables or the oncimty the Qur'an hadich, medicine, logic, rhetoric, compos tion, and art of playing the ud (lute). See vol i, 210; vol iv, 163. Iqd al-farid ii 1·8 quotion on the authority of Dr. Henry George Fermer, M-A, ph. D, M, R, AS. (3) C.F. Huh. Studien i (Halle 1880) 112 by I. Goldziher.

(4) Sprenger. Munammad. Berlin, 1861-9 iii, 131, Dr. Margoliouth, Mohammad, the rise of Islam, London 1905, p. 807 at foot.

(5) C.F. Caetani, Annali dell' Islam Milan 1907, ii, 702 ff.

(6) Batadhori, ed-degoeje, Leyden 1870, 472.

(7) Lemmans, 'La Republique merchande de la Micque', p. 24 (Bull. de l' inst. egyp, 1910 pub note 7).

(8) Ibn Sh'd III, ii, 59; cactani op, cit. IV. 201.

(৯) বলাজরী এরূপ অনুমান করিয়াছেন যে তাঁহারা মদিনাবাসী এহুদীদের নিকট হইতেই এই লিপিকলা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। [তাঁহার গ্রন্থের ৪৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

C. F the passage quoted by Lemmens, Etudes sur be reguadu calife Mo'awiya Beirut 1906 p 630; also Aghani, ii, 169 at foot; Tabari annales (ed. Leyden 1879, ff i, 1207 where the ref rence is not to Arabs in general but to natives of Medina, (for the full connotation of komil, see Ibn Sa'd V. 309 line 7 ff. (10) Ibn Hajar, Isaba, No, 2008 iii 818 (Calcutta ed).

(১০ক) This title might, also, as in Ibn sa'd III, ii, to lines 7-9 signify one who instructed the people in the recitation of the Quran.

(11) The doubtful traditions referring to him are given by Suyeeti, Al La'ala atnausn'a-fi-e-abadith al mandua AH 317, l. 107.

(12) Bukhari, Diyat No 27. (13) Bukhari, Diyat No 24

(14) Ibn S'a'd, IV, i. 133' line 4; I Goldziher's Vorlesungen uber d. Islam Heildelberg 1910 p. 148 at top.

(15) Nawawi, Tahdhib ed. Wustenfeld gottengen 1842-47 p. 860 line 6 from foot.

(16) Kremer, cultur ii. (17) Idn Suyuti, Bughial al-wu'at cairo 1326, p. 213.

(18) Ibn Hajar, Isaba, i. 360.

(19) Ibn Sa'd VI, 210 line 12. (20) Yakut, Dictionary of Learned men (ed. Margo liouth).

(21) গ্রন্থের নাম Etudes sur le regue du calife Mo'awiya, p. 391 ff.

(22) Yakuti

(23) Ibn Qutaiba Uyun al-akhbar, Brockel Berlin 1900 ff.

(24) Bukhari, Libas No. 63. মেশকাত-শরিফ মসাবিহের পরিচ্ছদ পরিধান প্রকরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ প্রথম অধ্যায়ে এইরূপ দুই একটী হাদিস-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে গোঁফ ছাটার আদেশ রহিয়াছে:—

আবু হোরায়রার উক্তি—"পাঁচটি বিষয় (যেমন) প্রকৃত নিক। খতনা নাভীর নিম্নভাগের লোমাবলী ছেদন গোঁফ খর্ব্ব করিয়া ছেদন নখছেদন, কক্ষের লোমের উচ্ছেদ সাধন।" [উভয়]।

শ্মশ্রু ছেদন সম্বন্ধেও আদেশ দেখিতে পাওয়া যায় জোহরের পুত্র ... পিতামহ হইতে ... বলিয়াছেন, হজরত দৈব ও বিশ্রামদিনে ... করিতেন। [তিঃ] ঐ ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়।

(25) Aghani, XVIII, 101. (26) See Max V. Berchem art.

(26) 'Architecture' in specimen d une encycloPedia Mussalman. Leyden 1899 cal. 16.

(27) For Muslim higher education in the periods referred to c. f. Heneberg uber d. sheul Lehrwesen d. Muhammedanes in withilatten, Munich 1056; Kremer, ii 479 ff. and others.

আপনি যদি মূত্রাশয় ও মূত্রকোষের পীড়ায় কষ্ট পান
স্যাণ্টাল মিডি
আপনার একমাত্র শক্তিদায়ক ও নিরাময়ক হইবে। এই অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ মাত্র তিন দিন সেবনে আপনাকে চিরতরে আরোগ্য করিবে।
সর্ব্বদা আসল জিনিষ পাইতে চেষ্টা করিবেন।
GRIMAULT'S
SANTAL MIDY

খুশ্যাহ ঈদ উপলক্ষে=
পোষাক পরিচ্ছদের অভাবনীয় আয়োজন
সস্তায় নূতন ডিজাইনের পোষাক পরিচ্ছদ খরিদ ক'রে আপনি নিজে ও আপনার প্রিয়জনকে পরিতুষ্ট করুন।
ঈদ উপলক্ষে এই আয়োজন আপনাদের জন্যই, আপনাদের দয়ায় এই আয়োজন স্বার্থক করুন।
মফস্বল অর্ডার—অতি যত্নের সহিত সাপ্লাই করা হয়।
শ্যামবাজার ষ্টোরস
১৪০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নিউ রোল্ড-গোল্ডের গহনা
বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার দিনে এবং সোনার দাম ক্রমেই চড়িতেছে দেখিয়া আমাদের নিউ রোল্ড গোল্ড দ্বারা তৈয়ারী—যাহা খাঁটি গিনি সোনা দ্বারা আধুনিক প্রণালীতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে গোল্ড প্লেটিং করিয়া থাকি তাহাব—গহনার চাহিদা বাড়িতেছে।

গহনাগুলি দেখিতে গিনি সোনার রং এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী। সমস্ত রকম গহনাই আমাদের নিকট পাওয়া যায়। নকচেন প্রতিফুট ৩৲, ভাটিয়া চুড়ি ২ গাছা ২৷৷•
ডাকখরচা পৃথক দিতে হইবে।
কানবালা ১ জোড়া ৯৲
ভাটিয়া চুরি ২ গাছা ২৷৷•

"ষ্টারে" বিরাট আয়োজন
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ ও কোর্টের, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও গ্রাম্য সমিতির, উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং পাঠশালার যাবতীয় খাতাপত্র, ফরম, রবার ষ্টাম্প ও ষ্টেশনারী সুলভে বিক্রয় হয়। বোর্ডের নূতন তালিকায় আশাতীত মূল্য হ্রাস। ১৯৩৯ সনের জন-প্রিয় ষ্টার ডাইরী ও কেলেণ্ডার প্রকাশিত হইতেছে।
ষ্টার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে হার্নিয়া আরোগ্য
অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্নিয়া রোগে কেন আপনি কষ্টভোগ করিতেছেন আমাদের নিকট আসুন, আপনার রোগ আমরা চুক্তি করিয়া বিনা অস্ত্রে আরোগ্য করিয়া দিব যদি না আসিতে পারেন, রোগের অবস্থা লিখিয়া—হার্নিয়ার আরোগ্য সংবাদ ও নিয়মাবলী গ্রহণ করুন। বিদেশে থাকিয়াও আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। চিকিৎসকঃ—এইচ, সি, রায়, দৈব চিকিৎসা আশ্রম, ১১৮নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা (মানিক তলার নিকট) ফোন ৩১৬ বি, বি।

আজো মুস্‌লিম মরে নাই জেনো

[কাদের নওয়াজ]

১

আজো মুস্‌লিম মরে নাই জেনো
বেঁচে আছে সারা বিশ্ব-মাঝ,
তাদের মাঝারে হামজা খালেদ
সালাহুদ্দীন করে বিরাজ,
দেখ্ চেয়ে, আজি স্ববে-সাদেক,
উমর ফারুক আর তারেক—
আস্‌মানে নীল ঝাণ্ডা উড়ায়ে
হেলাল আঁকিয়া তারি পরে,
উল্লাসে যেন ডম্বরুনাদে
জোর্‌সে হাঁকিছে অম্বরে—
"মুস্‌লিম এই ধরা পরে
কাহারেও কভু নাহি ডরে।
খোদা ছাড়া কভু কারো তরে,
মাথা নত সে যে নাহি করে।
খোদা তার চির মেহেরবান,
রসুল তাহার প্রাণের প্রাণ।
বীরদল তারা যবে চলে,
ঝলমল করি অসি ঝলে।
টলমল ক্ষিতি পদ-ভরে,
মরণেরে তারা নাহি ডরে।
নাহি পরাজয় শুধু বরাভয়
লভিয়াছে যারা খোদ্ খোদার—
মুস্‌লিম তারা মুস্‌লিমই শুধু
আর কেহ কভু নহে ধরার।

২

কাননে কাননে "নওমেজ" যেন
দেখা দেয় আজি চৌদিকে,
"সিপা"-"সন্তরি" লস্করে লয়ে
গিরি-দরী যেন ধরণীকে,—
হর্দম আজি সাজাইছে,
মেয়েরা তুর্য্য বাজাইছে,
বিজয়ের সোর্থ্ তাজ পরি যেন,
সূর্য্য উঠিছে দূর নভে,
মুস্‌লিম তোরা ছুটে চল্ আজি
স্মরি অতীতের গৌরবে।

৩

তুর্ক আরব এখনও রয়েছে
লুপ্ত আজিও হয়নি এরা,
চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন রবে
ততদিন রবে মুস্‌লিমেরা।
বীরকেশরী সে আলমগীর,
আকবর আর জাহাঙ্গীর,
জনম লভিল যাদের বংশে,
চিরকাল যারা বীর জাতি,
তারা কি ঘুমায় ? "স্ববে উম্মিদ"
হতেছে যখন নেই রাতি।

৪

মুস্‌লিম ! ওরে ভাইরা মোদের !
চেয়ে দেখ্ আজি মেলি নয়ন,
তোরা কিরে সেই বীর জাতি,
যারা জয় করেছিল সারা ভুবন ?
তোরা উম্মৎ শেষ নবীর ?
বংশ কি হজরত আলির ?
হায়দারী হাঁক ছিল কি কখনও ?
"তাজি বোর্‌রাক" ছিল তোদের ?
তখ্‌তে কি কভু বসেছিলি তোরা
পরিয়া মুকুট বাদ্‌শাহের ?

৫

স্বপ্নের সম মনে হয় সবি,
তাই বিজাতিরা বাণ হানে,
আপনারে তোরা চিন্‌লিনে আজো
স্মরিলেও ব্যথা পাই প্রাণে।
সইফুল্লার মত তবে আজ,
জোর্‌সে হাঁকিয়া, পরি নব-সাজ,
ত্বরিতগতিতে তড়িৎ হানিয়া
বলনা তুলিয়া উচ্চে-শির :
মুস্‌লিম মোরা শ্রেষ্ঠ সবার
জাতির শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠবীর।"

সতীশ-কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি কাশির যম

হাঁপানি, কাশি, শ্বাসনালী প্রদাহ বা ক্রমিক ব্রঙ্কাইটিশ ও শ্লেষ্মার মহৌষধ।

সতীশ কবিরাজের "শ্বাসারি" ১ বার মাত্র ব্যবহারেই হাঁপানির অসহ্য যন্ত্রণা দূর হয়। শ্লেষ্মা ও বুকের জমাট কফ তরল হইয়া উঠিয়া যায়, এবং রোগী স্থায়ী শান্তি লাভ করে।

অর্দ্ধ কোটির উপর রোগমুক্ত নরনারীরাই বলেন—

হাঁপানি, কাশির জন্য "শ্বাসারি" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দোষ মহৌষধ।

শ্বাসারির প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী উপকারের জন্য চিকিৎসকগণ শ্বাসারির প্রশংসা করেন ও রোগীকে শ্বাসারি ব্যবহারে উপদেশ দেন।

রেজিষ্টারী করা

ঔষধ ক্রয় কালীন বিশেষ সাবধান হইয়া সতীশ কবিরাজের "শ্বাসারি" ও রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক" দেখিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে ও ষ্টোরে পাওয়া যায়।

আপনার নিকটস্থ দোকানে না পাইলে আমাদের পত্র লিখুন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি ঔষধের মূল্য ১।০, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

৩ শিশি ৪।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ১৲ টাকা।

অবলাবল

বাধক, প্রদর, অনিয়মিত ঋতুস্রাব প্রভৃতি স্ত্রীরোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

জরায়ুর সুস্থতার উপর রমণীর নীরোগ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

"অবলাবল" সেবনে জরায়ুর উত্তেজিত বা দূষিত সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি সুস্থ ও সবল হয় বলিয়াই শ্বেত বা রক্তপ্রদর, যন্ত্রণাপ্রদ অধিক বা অল্পস্রাব প্রভৃতি রোগগুলি আরাম হয়।

জরায়ুর দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণ গঠন ও তজ্জনিত বাধকে "অবলাবল" আশ্চর্য্য রকম জরায়ু গঠন ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া বাধক প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ রোগগুলি দূর করে।

তিন শিশি সেবনেই যন্ত্রণা এবং উপসর্গগুলি দূর হইয়া নিয়মিত ও স্বাভাবিক স্রাব হইয়া থাকে। অবলাবল নারীকে জরায়ু সংক্রান্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া স্বাস্থ্যবতী ও সৌন্দর্য্য সম্পন্না করে।

১ শিশি ১৲, ডাঃ মাঃ ।৵০, ৩ শিশি ২৸০, মাঃ ১৲।

সতীশ

আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা

ব্যবহার করুন

দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিতে, উপদংশ, প্রমেহ, সিফিলিস বা পারদ, চর্ম্মরোগ বাতব্যাধি নাশ করিতে স্নায়বিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া আয়ু, বল, মেধা ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করিতে সতীশ আয়ুর্ব্বেদীয় "সালসার" সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও ঔষধ নাই। **সতীশ আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা** নিয়মিত ১ মাস ব্যবহার করিলে রোগের বীজাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে ভবিষ্যতে সিফিলিস জনিত পক্ষাঘাত অর্ব্বুদ ও উন্মাদ রোগ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবে। শারীরিক গ্লানি ও দুর্ব্বলতা দূর হইবে এবং আপনাকে নীরোগ, স্বাস্থ্যবান ও শক্তিসম্পন্ন করিবে।

৮ দিন সেবনোপযোগী ৮ আঃ ১ শিশি ঔষধের মূল্য ১।০, ডাঃ মাঃ ৮০ আনা। ৩ শিশি ৩।০, ডাঃ মাঃ ১।০ টাকা, ৬ শিশি ৬।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ২৸০ আনা। অধিক পরিমাণ ঔষধ রেলে বা ষ্টীমারে লইলে মাশুল খরচ অনেক কম পড়ে।

কবিরাজ—

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা-কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

হেড অফিস সন্তোষপুর, পোঃ বেহালা ; দক্ষিণ-কলিকাতা

ব্রাঞ্চ :—৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্য

বজলুর রহমান বি এ.

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মেলনে প্রয়াগ হিন্দু-তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নব্য-বাঙলা কাব্য-সাধনার ত্রিধারা বাঙলা কাব্যসাহিত্যকে চিরসমৃদ্ধ করেছে, এ অস্বীকার করা যায় না। এ কাব্য-ধারার প্রথম দুজন প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রশ্নবাদ নেই। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁরা মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ। একজন খৃষ্টান, অপর জন হিন্দু। এঁদের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আর একজন মুছলমান কবি যে আর এক নব্য কাব্যধারা প্রবর্ত্তন ক'রে আধুনিক বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে এখনও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে সকলে যুগ-প্রবর্ত্তক প্রতিভা ব'লে স্বীকার ক'রে না নিলেও কালের অমোঘ নিয়মে একদিন এ-সত্য স্বীকার করতেই হ'বে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যত বিরুদ্ধ সমালোচনাই হোক্ না কেন নজরুল যে বাঙলা সাহিত্যে নূতন কিছু দান করেছেন, এ অস্বীকার করা যায় না। তাঁর কাব্য চিরকাল বেঁচে থাকবার যোগ্য কি না, না সাময়িক হুজুগের দাবী মিটানই এর সীমাসরহদ্দ, এ নিয়ে কথা কাটাকাটি অনেক হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নিরপেক্ষ সমালোচনায় সার্ব্বজনীন চিরন্তন রস-সমৃদ্ধি তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ধরা পড়বে। তাহ'লে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, তাঁর কাব্যের মৃত্যু নাই। পেচক আলো দেখলে চেঁচামেঁচি করে। নূতন প্রতিভার জাজ্বল্যমান ছটায় পুরাতনপন্থীদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় ; তাঁরা বুঝতে ভুল করেন। সুতরাং তাঁদের স্বীকার ক'রে নিতে দেরী হয়। কিন্তু স্বীকার একদিন করতেই হবে, এ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

নজরুল আজকাল বড় একটা কবিতা লিখছেন না, এ সত্য। সঙ্গীত ও সুর-আলাপের রাজ্যেই কবি আজকাল মশগুল। তাহ'লেও তিনি যা' দান করছেন, তারই বা মূল্য কম কিসে ? ততটুকু দান একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে আর কেই-বা করেছে ? বেশী কতকগুলো গ্রন্থ লিখলেই যে বড় কবি হওয়া যায়, তাও ত' নয়। শেলী, কিট্‌স্ক'খানা বই লিখে আজ বিশিষ্ট প্রতিভাবান কবি ব'লে জগদ্বিখ্যাত।

মাইকেলের দান ত' অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁর ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা কাব্য ও শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী নাটকাদি একটা নব আদর্শ সৃষ্টির প্রেরণায় লেখা হ'লেও ওতে এমন কিছু উচ্চ চিন্তা নেই যা চিরন্তন রসের আবেদন পূর্ণ করতে পারে। এ-দিক দিয়ে এ-সব রচনা ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। তাঁর যা-কিছু সাহিত্যিক শক্তি-সামর্থ্য একমাত্র "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনায় নিঃশেষিত। বাস্তবিক এই একখানি বই চিরকাল বাঙলায় তাঁর অমর অবদানরূপে আদৃত হ'বে ; এ কবির স্মৃতি চিরকাল বাঙালীর মানস-পটে অঙ্কিত ক'রে রাখবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্ত্তীকালে কলাকুশলতা ও কল্পনা-গৌরবের দিক দিয়ে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রচনাও বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে সৃষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু হৃদ-বৃত্তি বা সাধারণ অনুভূতি-প্রধান কাব্য হিসাবে এর সমকক্ষ কাব্য বাঙলা সাহিত্যে খুব অল্পই জন্মলাভ করেছে। বিশেষ বা বুদ্ধি-দীপ্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রধান (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-প্রধান) কবিতা হৃদয়ের সহজাত রসের আবেদন পূর্ণ করতে অনেকটা অপারগ। প্রধানতঃ বুদ্ধি দ্বারা, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিযোগে এরূপ কাব্যের রস উপভোগ করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? এজন্যই এ-ধরণের কাব্য দেশের সার্ব্বজনীন জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হ'তে পারে না। এতদ্বারা উপকৃত দু'চারজন সমঝদারই এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে, এর সূক্ষ্ম রসোপলব্ধিতে মুগ্ধ। জাতীয় কল্যাণ এরূপ ধরণের সাহিত্য দ্বারা কোন দেশে কোনদিন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই এই শ্রেণীর। এর ব্যর্থ আবেদনই বাঙালীর দ্বারে দ্বারে ফিরে গেছে। অতি উচ্চশিক্ষিত দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশই ঘুম হ'তে জেগে' একে সাদরে বরণ ক'রে নিতে পারেনি, সাড়া দেয়নি। সেই দু'চারজনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা হিসাবে এগুলি জনসমাজে পরিচিত, এর কবি চিরকালের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হ'য়ে পড়েছেন।

কিন্তু 'মেঘনাদ বধ' তেমন নহে। এর প্রত্যেক কথা, ছন্দের প্রতিধ্বনি প্রধানতঃ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। বুদ্ধির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। ফলে, অধিকাংশ পাঠকই এর সহজ ভাব ও সুরে সেই যুগ হ'তে মুগ্ধ হ'য়ে আসছে

বাঙলা ভাষায় শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক বললে মাইকেলকে অতি খাটো করা হয়। বাঙলা ভাষায় যা অসম্ভব ব'লে সকলের জানা ছিল, সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন তিনি করেছেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় বড় দান বাঙালীর ভাবের দৈন্য-মোচন। জাতীয়বোধহীন আড়ষ্ট বাঙালী বৈষ্ণব সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা হ'তে অতি অল্প রসই আহরণ করতে পেরেছিল। অতি দুরূহ আধ্যাত্মিকতা যেন বাঙালীর ধাত-সহ নহে। বাঙালী ভাবপ্রবণ। সেইজন্য চণ্ডিদাস জয়দেব গোস্বামীর কাব্য হ'তেও চণ্ডীদাস-জয়দেবের কাল্পনিক জীবন-কাহিনী তাঁদের নিকট বেশী আদৃত। কারণ, উহা ভাব-প্রবণ কল্পনা-সমৃদ্ধ। মধুসূদন বৈষ্ণব সাহিত্যের আধ্যাত্মিক রস হ'তে বিমুখ বাঙালীর মুখে এক নূতন ভাব-রস-সমৃদ্ধ পান-পেয়ালা তুলে ধরলেন। বাঙালী সে অমৃত পান করে ধন্য হ'ল, নবজীবন ফিরে পেল। ঘরে ঘরে রাম-লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের সৃষ্টি হ'তে লাগল। দৈন্য-দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরাধীন নিস্তেজ বাঙালী জাতি যেন স্বকীয় মানব-সুলভ জীবন-যৌবন ধারণ করার সার্থকতা খুঁজে পেল। চৈতন্য যুগ হ'তে যে উদাস ভাবালুতা একটানা স্রোতে বাঙালীকে ডুবিয়ে মারছিল, বাঙালী তা হ'তে ফিরে দাঁড়াল। 'মেঘনাদ বধে'র প্রাণবান আদর্শ বীর-রসাত্মক নব ভাব-ব্যঞ্জনা বাঙালীর জাতিত্ববোধ জাগরণে কতখানি সহায়তা করেছে, তা আমরা আজকালকার বাঙালী কিছুমাত্র অনুধাবন করতে পারব না। 'মেঘনাদ-বধের সৃষ্টি না হ'লে আমরা 'বৃত্র সংহার', 'বীরবাহু', 'পলাশী', 'মহা-শ্মশান' প্রভৃতি পেতাম না। যে

জার্ম্মাণ চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার

যৌন চিকিৎসায় যুগান্তর ; ভারতবর্ষে এই নূতন

২১ দিনে পুরুষত্বহানি সেক্সটোনা সেবনে আরোগ্য হয়

১৪ দিনে ধাতু-দৌর্ব্বল্য সেক্সটোনা সেবনে আরোগ্য হয়।

ইউরোপের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ, অস্ত্র চিকিৎসাদ্বারা নূতন মাংস গ্রন্থি সংযোগে (Monkey gland injection) আজকাল লুপ্ত যৌবন ফিরাইয়া আনিতেছেন কিন্তু ঐরূপ injection বহু ব্যয় সাধ্য। সেই জন্য কয়েকজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ চিকিৎসক আবিষ্কার করিয়াছেন যে অস্ত্র প্রয়োগের পরিবর্ত্তে, লুপ্ত যৌবন ফিরাইয়া আনিতে একমাত্র গ্ল্যাণ্ড হরমনই (Gland hormon) সক্ষম। এই গ্ল্যাণ্ড হরমন সংযোগে সেক্সটোনা প্রস্তুত। সেই জন্য সেক্সটোনা যৌন-খাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা সেবনে নিম্নলিখিত রোগগুলি, নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়।

মাথা ধরা বা ঘোর—তিন দিনে	অনিদ্রা হিষ্টিরিয়া ও মূর্চ্ছা—সাত দিনে
বুক ধড়ফড় করা—তিন দিনে	রক্তহীনতা—চৌদ্দ দিনে
স্ফূর্ত্তিহীনতা—তিন দিনে	শুক্রতারল্য—চৌদ্দ দিনে
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য—সাত দিনে	ইন্দ্রিয় শৈথিল্য—চৌদ্দ দিনে
স্মৃতিশক্তি হ্রাস—সাত দিনে	স্বপ্নদোষ—চৌদ্দ দিনে
মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা—সাত দিনে	পুরুষত্বহানি—একুশ দিনে

ইহা শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও পুরুষত্বহানি রোগে অব্যর্থ ও মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী। ইহা সেবনে অপরিমিত শুক্র উৎপন্ন হইয়া তরল শুক্র গাঢ় হয় ও ইন্দ্রিয় সুদৃঢ় হয়, যাহা বাজারের সেকেলে ডাক্তারী বা কবিরাজী কোন ঔষধেই হয় না।

সেক্সটোনা স্ত্রীরোগেরও ব্রহ্মাস্ত্র। বাধক, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, মৃতবৎসার পক্ষে ইহা ধন্বন্তরী। ১৫ দিনের ব্যবহারোপযোগী ৪৫ ট্যাবলেট পূর্ণ প্রতি ফাইল মূল্য ২৸৵০, ডাক মাশুল ও প্যাকিং এক হইতে তিন ফাইল ।০ আনা।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। ডাকে ঔষধ পাইবার ঠিকানা

ইণ্ডো জার্ম্মাণিক ড্রাগ কোঃ (ডিপার্ট-M)

পোঃ বক্স ১১৪৫২ কলিকাতা

কলিকাতা ষ্টকিষ্ট—এ, সি, গুপ্ত, ১৬৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঈদের দিনের খোশবু

গোলাপী আতর

নিজ তত্ত্বাবধানে শ্রেষ্ঠ ইরাণী তাজা ফুল হইতে ইরাণী কারিগরের দ্বারা তৈয়ারী। বেলা, চামেলী, হেনা, শিউলী, খস, মুশকে অম্বর নার্গিস, হরসিঙ্গার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের আতর বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিষ, বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাইবেন।

রওগনে হায়াত দেমাগ

সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক রোগে অতি উপকারী। ইহা একাধারে ঔষধ ও তৈল।

শেরে হিন্দ মওলানা শওকৎ আলী কর্ত্তৃক উচ্চ প্রসংশিত।

পাঞ্জা মার্কা গোলাপ জল

যখনই আপনার (খাঁটী গাজীপুরী) গোলাপ জলের আবশ্যক হইবে, রেজেষ্ট্রী করা হাত মার্কা দেখিয়া লইবেন। যাঁহারা এই গাজীপুরী গোলাপ জল ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন যে হাত মার্কা গোলাপ জল বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিনীত আরজ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

কেওড়া জল, আগর বাতি, সর্ব্বপ্রকার জর্দ্দা, চামেলী, চন্দন বেলা আমলা প্রভৃতি তৈল নানাবিধ এসেন্স ভাণ্ডার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

মোহাম্মদীর জনাব ম্যানেজার ছাহেব আমাদের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চাবি মার্কা চুলের কলপ

ব্যবহারে বৃদ্ধকে যুবক করে। একবার ব্যবহার করিলেই বৃদ্ধত্বের সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন দূর হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টদিগকে উচ্চকমিশন দেওয়া হয়

বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

জৌনপুর পারফিউমারী ওয়ার্কস

(শ্রেষ্ঠ আতরের দোকান)

কলুটোলা ষ্ট্রীট, (ফৌজদারী বালাখানা) কলিকাতা।

স্বাদেশিকতা দেশাত্মবোধ আজ বাঙালীর অস্থি-মেদ-মজ্জায় মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, তার কল্পনা অসম্ভব ছিল, একথা আজ অতি-ভাষণ মনে হ'লেও মিথ্যা নহে। 'মেঘনাদ বধে'র অস্তিত্বহীনতা কল্পনা ক'রে রবীন্দ্র-প্রতিভার কল্পনা করাও যে অসম্ভব, একথা কি আমরা বুঝি? বুঝি না।

কাজেই বাঙালীত্ব ফুটিয়ে তুলেছে যে 'মেঘনাদ বধ' তার স্রষ্টিকর্ত্তার স্ব-প্রদত্ত বাঙালী-সুলভ কবি-পরিচয় দেই:

মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

এইরূপ রিয়ালিষ্টিক (বাস্তব) বর্ণনা দ্বারা মধুসূদন বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য বাঙালীর চোখে উন্মুক্ত ক'রে তু'লে ধরলেন, বাঙালী-সুলভ মানসিকতা, মহাপ্রাণতার পরিচয় দিলেন।

মেঘনাদ বধের দুন্দুভি-নিনাদের ভিতরই হিন্দু বাঙলা আবিষ্কার করল সত্যিকার প্রাণধারণের উপাদান, উপকরণ:

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিল লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে

অথবা—

বাজিছে মন্দির বৃন্দে প্রভাতী বাজনা
হায়রে, সুমনোহর বঙ্গগৃহে যথা
দেব দোলোৎসব বাদ্য দেবদল মনে
আবির্ভাবে ভবতলে পূজেন রমেশে

বাঙালী হিন্দু জীবন আলেখ্য এসকল কথায় কী সুন্দর ফুটে উঠেছে! বাঙালী হিন্দু তার একান্ত আপনার ধন এই কাব্যে খুঁজে পেয়ে এর ভিতর প্রেরণা খুঁজতে লাগল। বাঙালী হিন্দু স্বাদেশিকতা, জাতিত্ববোধের জন্ম এভাবেই হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক ভাব-ব্যঞ্জনা কম হলেও তার প্রভাব ত' নয়। কাজেই সমগ্র বাঙলার জাগরণ সূচনা করেছে এই একখানি বই এ না ব'লে উপায় নেই। বঙ্কিম-উপন্যাসও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উপন্যাস তখনকার বাঙ্‌লা ভাষায় প্রথম 'চিজ' বলে উহা 'মেঘনাদ বধের' মত সহজে সর্ব্ব সাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারেনি। ওর থেকে প্রেরণা লাভ করতে বাঙালীর দেরী হয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র-আলাওল বা তারো পূর্ব্ব হ'তে বাঙালী কবিতা চেনে, কবিতা পড়ে।

কিন্তু আর একটা সমাজ—বাঙলায় সংখ্যাধিক্য যার গুরুত্বপূর্ণ—সে কিন্তু মেঘনাদ বধ, বৃত্রসংহার, পলাশী কাব্যাদিতে তার স্বকীয় স্বষ্টিকৃষ্টির কিছুই খুঁজে পায়নি। ওগুলি যেন তাকে উপেক্ষা করেই গাওয়া গান। আর এক ধরণের কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী যে আসরের এক কোণে উহা থেকেই রস উপভোগ করতে সমাগত গীত স্রষ্টিকর্তাদের তা মনে এসেও আসেনি। এদিক দিয়ে এসকল কাব্যের ব্যর্থতা অধিক। ইহা সার্ব্বজনীন বাংলা কাব্য-সাহিত্য-পদ-বাচ্য হ'তে যেন অনেকটা অক্ষম। রাজস্ব সমৃদ্ধি-সম্বিতহারা ঘুমন্ত মুছলমান বহুদিন এসকল শিল্প-কলা-কুশল সৃষ্টি-কৃষ্টির দিকে ফিরে তাকায়নি। যখন ফিরে তাকাল তখন এতে তাদের প্রাণ-ধারণোপযোগী কোন অমৃত লাভ করতে না পারলেও তাদের জাগরণের এতে মোটেই সহায়তা করে নি, তা' জোর ক'রে বলা চলে না। কারণ তারাওত বাঙালী। প্রতিবাসী হিন্দু সৃষ্টিকৃষ্টির প্রভাবে তাদের মধ্যেও এক প্রকার জাগরণ দেখা দিল। তা কখনও হিন্দু-কৃষ্টি-কবলিত নামমাত্র মুসলিম কাল্‌চারের নব জন্ম। 'বিষাদ-সিন্ধু' 'মহাশ্মশান' 'শিবমন্দির' প্রভৃতি তার প্রমাণ। কখনও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু কালচার-বৈরী মোছলেম ঐতিহ্যের উৎকট আত্ম-প্রকাশ। রায়-নন্দিনী, ফিরোজা বেগম, বঙ্কিম দুহিতা প্রভৃতি সাহিত্যের ভিতর তার নজির মিলবে। তখনও প্রকৃত মোছলেম-চেতনা বাঙলায় অসম্ভব ব'লেই অনেকের ধারণা। 'মেঘনাদ-বধ' এরূপে গৌণভাবে বাঙলার মোছলেম জাগরণেরও সহায়তা করেছে।

রবীন্দ্রনাথের অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য-প্রতিভা মাইকেল প্রভাব ক্ষীণ হ'তে ক্রমশঃ ক্ষীণতর ক'রে হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে বাঙলার জাতীয় জাগরণ বিশ্ব-রূপের বিরাট কল্পনার ভিতর সমাহিত করে ক্রমশঃ এগিয়ে চলছিল; বাঙালীত্বের শেষ নিদর্শনটুকুও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অভিনন্দ আনন্দিত বিশ্ব-চিন্তার স্রোতেই যেন দিন দিন ডুবে যাচ্ছিল।

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরবনা আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হ'য়ে রব মরি।
যে-গান কাণে যায়না শোনা সে-গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
(গীতাঞ্জলী)

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলা ঘরে কতই গেলেন খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যারে যায়না করা সকল দেহে দিলেন ধরা
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
(গীতাঞ্জলী)

═ঈদের শুভ উৎসব═

—আপনার প্রিয়জনকে উপহার দিতে—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ষ্টেশনারীর

═প্রস্তুত═

নানাবিধ বিচিত্র ডিজাইনের রাইটিং প্যাড, খাম, সুগন্ধি চিঠির কাগজ প্রভৃতি অতুলনীয়। ছেলে মেয়েদের জন্য হাঁস মার্কা একসার-সাইজ বুকও নিত্য প্রয়োজনীয়

আমাদের প্রদর্শনীতে আসিয়া পরীক্ষা করুন

—ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ—

প্রসিদ্ধ কাগজ ও ষ্টেশনারী বিক্রেতা।

১৭ নং পুরাতন চিনাবাজার ও ৬৪ নং হ্যারিসন রোড—কলিকাতা

—৫৮, পটুয়াটুলী, ঢাকা—

"মোহাম্মদী"—পত্রিকা আমাদের কাগজে ও ষ্ট্যাণ্ডার্ডে মুদ্রিত হয়।

গাজিপুর আতর ডিপো

প্রসিদ্ধ আতর ও জর্দ্দা বিক্রেতা

প্রোঃ :—মোহাম্মদ জানি সাহেব

ই ৮-৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ ও কাশীর জর্দ্দা, আতর, চামেলী, বেলা ও আমলা তৈল মহীশূরের ধুপবাতি, নানাপ্রকার এসেন্স ও কেশের সুগন্ধি তৈলের বিরাট আয়োজন।

মনে রাখিবেন

আমাদের রেজিষ্টারীকৃত "ফোয়ারা মার্কা" গোলাপ ও কেওড়া-জল "সূর্য্য মার্কা" বাদশাহী জর্দ্দা শুধু যে উৎকৃষ্ট তা নয়, ইহা গুণে ও গন্ধে ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মফঃস্বলের গ্রাহকগণকে অতি যত্নের সহিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকি। আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

ফোনঃ— কলিঃ ৩৩৩৮

নিরাপদ ও উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান

দি

ফরোয়ার্ড এসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড্ অফিস: বোম্বাই স্থাপিত: ১৯২৯

সর্ব্বত্র উৎসাহী কর্ম্মী চাই।

আবেদন করুন।

এন, এন, বসু মল্লিক
ডিভিঃ সেক্রেটারী
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া।

অথবা

এম, এ। আনিসুর রহমান।
চীফ্ এজেন্ট
বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম,
১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তার মাঝে মাঝে

এসোহে আর্য্য এসো অনার্য্য হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার
* *
হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান;
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

এ ধরণের কথা একপ্রকার আশার সঞ্চার করলেও জাতীয় জীবনে তার মূল্য কতটুকু। এ-সকল দার্শনিক জাতীয় তত্ত্বকথা শতধা-বিচ্ছিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীকে সুব্যবস্থিত, সুশৃঙ্খল, সম্মিলিত ও সুসংস্কৃত জাতি গঠনের নিমিত্ত তাকিদ দেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সমুদ্রমাঝে শিশির-বিন্দুবৎ বিরাট ব্যাপক বিশ্ব-চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে বলা এসকল কথায় তেমন কোন ফলোদয় হয়নি, হ'তে পারে না।

এই সময়ে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পুনরায় জাতীয়তার মহিমা, গরিমা, ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিতে এক উৎকৃষ্ট নব প্রতিভার আবির্ভাব হল। বাঙালী পুনরায় বাঙালী-সুলভ আশাভরসা ও জাতীয়তার গান শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে তাঁর মুখপানে ফিরে' তাকাল। বাঙলার তথা ভারতের স্বরূপ ভারতবাসীর ব্যথা-বেদনা অভিযোগ আশ্চর্য্যরূপে তাঁর তুলিতে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। তিনিই নজরুল। বিশ্ব-ভারত বা বিশ্ব-বাঙালীত্বের অস্তিত্বহীন ভাবকল্পনার ঐশ্বর্য্যের দায় হ'তে বাঙালীকে তিনি বাস্তব ভারত ও বাঙালীত্বের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের করুণ-কোমল কণ্ঠ ছাপিয়ে এই বাঙালী কবি বজ্রকণ্ঠে গাহিলেন:

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র
* * *
কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।
—কাণ্ডারী হুসিয়ার—সর্ব্বহারা।

হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে এ ধরণের সঙ্গীত সকলের চিত্ত জয় করে জাতীয়তা বোধ এমনি জাগিয়ে তুল্‌ল যে, সকলে শ্রদ্ধায় তাঁকে মানস রাজ্যের অতি উচ্চ আসনে সমাসীন ক'রে দিল। মুসলিম ব'লে, 'যবন' ব'লে ভু'লেও কেউ তাঁর দিকে বক্রদৃষ্টি হান্‌বার অবসর পেলো না! তাঁর কাব্যে মাইকেল-সুলভ বীররস-ব্যঞ্জনা দুন্দুভি-নিনাদ ত' আছেই, অপরন্তু বীর রসাত্মক এক অভূতপূর্ব্ব তুমুল তূর্য্যনিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে, যা কোনদেশের কোন কালের কাব্য-সাহিত্যেই বোধ হয় নেই।

বল বীর
বল চির উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।
বল বীর
বল চির উন্নত মম শির।
—বিদ্রোহী—অগ্নিবীণা

অপর দিকে আবার করুণ-কোমল বেদনা-সুন্দর অনুভূতিতে এ-কাব্য ভরপুর—বিশ্বের সার্ব্বজনীন দুঃখদারিদ্র্য অন্যায় উৎপীড়নের রূপ-প্রকাশ; বাংলা-সাহিত্যে কোনদিন কেউ এ-ধরণের সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেনি। দুস্থ, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত বিশ্ব-মানবতার সর্ব্বহারা মূর্ত্তি এ কবিতায় কিরূপ সুন্দর ফুটে উঠেছে দেখুন:

(১)
ব্যথার সাঁতার পানি ঘেরা চোরা বালির চর
ওরে পাগল কে বেঁধেছিস্ সেই চরে তোর ঘর!
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইসারা হাট তুলে দে সর্ব্বহারা
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা ঝরছে মাথার পর
দাঁড়িয়ে দূরে ডাক্‌ছে মাটি দুলিয়ে তরু কর।
(২)
কন্যারা তোর বন্যা ধারায় কাঁদছে উতরোল
ডাক দিয়েছে তাদের আজি সাগর মায়ের কোল
নায়ের মাঝি নায়ের মাঝি পাল তুলে তুই দেরে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি আর কেন ভাই? মায়ার নোঙর তোল।
(৩)
ভাঙন ভরা আঙনে তোর যায়রে বেলা যায়
মাঝিরে! দেখ্ কুরঙ্গী তোর্ কূলের পানে চায়।
যায় চলে ঐ সাথের সাথী ঘনায় গহন শাওন রাতি
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি ঘুমুসনে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া এতই কিরে দায়?
(৪)
হীরা মাণিক চাসনিক তুই চাসনিক সাত ক্রোর
একটি ক্ষুদ্র মৃৎ পাত্র ভরা অভাব তোর
চাইলিরে ঘুম শ্রান্তি হরা একটি ছিন্ন মাদুর ভরা
একটি প্রদীপ আলো করা একটু কুটীর দোর।
আস্‌ল মৃত্যু, আস্‌ল জরা আস্‌ল সিঁধেল চোর।
(৫)
মাঝিরে তোর নাও ভাসিয়ে মাটির বুকে চল্
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পরতল।
প্রলয় পথিক চল্‌বি ফিরি দল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি, নাচ্‌ছে সিন্ধু জল
চলরে জলের যাত্রী এবার মাটির বুকে চল!
—সর্ব্বহারা

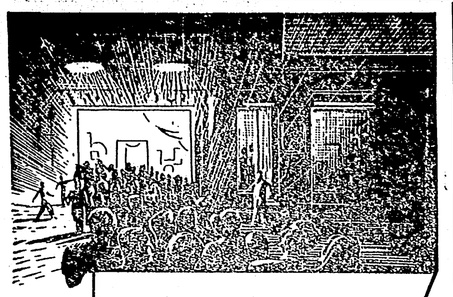

ক্রেতার নজর
আলোর ওপর

লণ্ডন—প্যারিস—নিউইয়র্ক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দোকানদারেরা জানে দোকানকে জমকালো করতে আলোর দরকারই বেশী। কিসের দোকান—কি করে' সাজালে বিক্রী হবে, সে-সব হচ্ছে পরের কথা। আগে দরকার পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—দোকানে লোক ডেকে আনা। আলোর পিছনে মাসিক সামান্য কয়েক আনা বেশী খরচ করে' আলোর শক্তি বৃদ্ধি করুন—সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আপনার ব্যবসায়শ্রী বৃদ্ধি হবে।

CE· 52

জোরালো আলোয় লাভ করুন

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত

পূর্ব্বেই বলেছি মাইকেল-কাব্য-সাহিত্য একদেশদর্শীতায় পূর্ণ এবং না কার কাব্য! রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্য একদেশ-দর্শিতার অনেকটা উর্দ্ধে। তা বিশ্বের সম্পদ সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঙলার হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের কৃষ্টির, সাধনার চিহ্ন ধারণ করে বাঙলার সার্ব্বজনীন জাতীয়-কাব্য এবং বিশ্ব-মানবতার স্বপ্ন-কাব্য হিসাবে এদেশে যা গর্ব্ব করতে পারে, তা' একমাত্র নজরুল-কাব্য। তাঁর মানবতার বাণীতে আছে বস্তুতঃ সকল যুগের সর্ব্বদেশী, সর্ব্বজাতীয় মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব-প্রবুদ্ধ সার্ব্বজনীন দার্শনিক তত্ত্বকথা:

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা কাবা-ভবন।
মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জ্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহাগীতা
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসিয়া শাক্য মুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।
সাম্যবাদী—সর্ব্বহারা।

বাঙলার জাতীয় ও বিশ্ব-মানবতার কবি হিসাবে নজরুলের স্থান মাইকেল-হেম-নবীন-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চেয়ে উর্দ্ধে। দানের দিক দিয়েও বাঙলার একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না, তাঁর দান এম্‌নি উঁচুতে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দও মেঘনাদবধের ভাব-ব্যঞ্জনা দান হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে অভিনব, উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই; কিন্তু অগ্নিবীণা-সর্ব্বহারা-বুলবুল-ঝুলফিকার প্রভৃতির নূতন ছন্দ ভাব-ভাষা-সুর এ সকল হ'তে কোন্ অংশে নিকৃষ্ট? বরং কোন কোন দিক দিয়ে এ সকল হ'তে উৎকৃষ্ট কিনা নিরপেক্ষ পাঠককে তার বিচার করতে বলি। কল্পনা-গৌরবের দিক দিয়ে নজরুল-প্রতিভা মাইকেল হ'তে শ্রেষ্ঠ না হ'লেও নিকৃষ্ট কোন অংশেই নহে। কিন্তু শিল্পকলা-কুশলতা ও স্বচ্ছ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ভাষা-ছন্দ-সুর সর্ব্বোপরি দার্শনিকতার দিক দিয়ে মনে হয়, নজরুল-প্রতিভা মাইকেল-প্রতিভার চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ তাঁর প্রতিভা যে মাইকেলের মত সঙ্কীর্ণ নয়, বিরাট ও বহুমুখী এতে কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দু-মুসলিম মিলন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক পংক্তি-ভোজনে উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণের প্রতিযোগিতার যুগ এটা। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং অনেক অমুসলিম সমজদারই হয়ত তাঁর কাব্যে আমাদের মত শ্রেষ্ঠত্বের, বিশ্বজনীন সমৃদ্ধির ও বাঙলার সার্ব্বজনীন জাতীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন খুঁজে পাবেন না; কিন্তু সেটা উপরোক্ত পংক্তি-ভোজনের প্রতিযোগিতার দরুণ অরুচি প্রাপ্তির হেতু কিনা তা' বিচার্য্য। এ যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলে কালে সাহিত্য বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই হয়ে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, স্থায়িত্ব সম্প্রমাণিত হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শহুরে স্ত্রী।—(স্বামীর নিকট) আচ্ছা, ধানের গাছ দেখিতে কিরূপ?
স্বামী।—যে সমস্ত ধান গভীর পানিতে জন্মে, সেগুলি ২০।৩০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়।
স্ত্রী।—সেই সমস্ত গাছের তক্তা হয় না?
স্বামী।—(হাসিয়া) আরে না, না। তবে বিচালি হয় তা'দ্বারা, গরুর খাদ্য তৈয়ার হয়।
স্ত্রী।—কেন? যে সমস্ত গাছ ২০।৩০ হাত লম্বা হয় তাতে ত' তক্তা তৈরী হতে পারে; বেশ দু'একখানা খাট পালঙ্কও তো হতে পারে।

রোগী।—(ভীষণ অসুখ) আঃ ডাক্তার বাবু! আর বুঝি বাঁচবো না…
ডাক্তার।—এ্যা বলেন কি? তবে বেঁচে থাকতে থাকতে শীঘ্র আমার ঔষধের টাকাগুলো দিয়ে ফেলুন।

নিঃস্বপ্রজারা।—(জমিদারের নিকট) হুজুর, গরীবের পিতা আপনি, আমাদিগকে রক্ষা করুন হুজুর; এবার এই বন্যার প্রকোপে আমাদের একবেলা একমুঠো খাবার জুটছে না, তার ওপর আবার খাজানা। হুজুর যদি দয়া ক'রে এবার আমাদের খাজানাটা মাপ করে দিতেন তাহ'লে আমরা বাঁচতুম। একটু দয়া হোক, গরীবের মা-বাপ আপনারা।
জমিদার।—আরে বেটারা, তোরা খাবার পাচ্ছিস না তো বেশী দামী পোলাও না খেয়ে দুটো করে সাদা পোলাও খেলেই তো সব অভাব চুকে যায়।

পিতা।—(পুত্রকে) এই টুনা শিগগীর করে বই নিয়ে যা পড়্‌গে যা।
পুত্র।—না, আব্বা, কাল একবার পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে যেয়ে পিঠে বড্ড দরদ হ'য়ে আছে, আজ আর পড়ব না।

কেবল হতাশ রোগী চাই
অর্শরোগে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন

মাদুলী

বিফলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ

যাঁহারা অর্শরোগে ভুগিতে ভুগিতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এবং অর্শ যত পুরানো ও যত রক্তই পড়ুক না কেন, তাঁহারাও এই মাদুলী ব্যবহারে ১৫ দিনের মধ্যে খোদার কৃপায় নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারেবেন। মূল্য মাত্র ১৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রশংসা পত্র—জনাব, আমি বহুদিন যাবৎ অর্শরোগে ভুগিতেছিলাম এবং অনেক চিকিৎসকের ঔষধও ফলপ্রদ হয় নাই। অবশেষে আপনার এই মাদুলী ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। আমি সর্ব্বান্তকরণে খোদার কাছে মঙ্গল কামনা করি। ইতি—১০।৯।৩৮ (স্বাঃ)—মকবুল হোছেন বি-এল কাজীপাড়া, ২৪ পরগণা।

ঠিকানা—এম, এস, হোসেন ২৯ বি আহিরীবাগান লেন, কলিকাতা।

রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, আবিস্কৃত
সর্ব্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের সর্ব্বোত্তম প্রতিষেধক।

যক্ষ্মারি

যক্ষ্মারোগের বীজাণুগুলি ধ্বংস করিয়া খাস, কাস, স্বরভঙ্গ, অবিচ্ছিন্ন জ্বর, রক্তবমন, নৈশঘর্ম্ম, ফুসফুসের ক্ষত, রক্তহীনতা দুর্ব্বলতা ও কম্প নিবারণ করিবার এমন ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পত্র লিখিলে বিশেষ বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়। (ফোন—৪০৩৯ বি বি)। প্রাপ্তিস্থান—রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন।
১১২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।
কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণ। ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বেদনা ও বাত নাশক তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাত—গেঁটেবাত, চলন্তিবাত, জ্বালাবাত, পক্ষাঘাত, গর্ম্মী ও পারার দরুন বাত, সন্ধিস্থলের বেদনা যেকোন রকমেরই হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বিফলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ সাত আনা।

মোহিনী

দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকর সুগন্ধি ও
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদায়ক

এই মোহিনী ব্যবহার করিলে মেছেতা, মুখের ব্রণ, মুখের বিশ্রী দাগ বসন্ত প্রভৃতির বিশ্রী দাগ, ছুলি, পারার দরুন ও কুষ্ঠের এবং মুখের বিশ্রী দাগ প্রভৃতি নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মুখের এবং শারীরিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ সাত আনা।

জে, এন, লক্ষ্মণ
১৫।৩নং লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ঈদের দিনেতে আসিও বন্ধু

আবদুর রাজ্জাক

ঈদের দিনেতে আসিও বন্ধু অভাগীরে মনে করে,
তস্তরী ভরে ফিরনী সিমাই রাখিব তোমার তরে।
কাছে বসে মোর খাবে তুমি, আমি হেরিব নয়ন ভরি;
তোমারে খাইয়ে প্রাণের ক্ষুধা সে আমি যাব বিস্মরি।
অভাগীর দান বড় ছোট, তবু তারে দিতে নাহি লাজ,
নিবিড় করিয়া পেনু যারে মোর মরু-হৃদয়ের মাঝ।
খা খা করে মোর ভিতর বাহির উষর মরুভূ সম।
ঈদের দিনেতে তোমারে লভিয়া দূরে যাবে জ্বালা মম।

রমজান গেছে ভাবিয়া কেবল তোমার কথাটী প্রিয়।
মনে মনে কত কহিয়াছি তোমা': বারেক দেখাটি দিয়ো।
শুনো নাই প্রিয় রমজান মাহে, দোষিব না তবু তায়,
রমজানে এলে ক্ষুধা নিয়ে শুধু ক্ষুধাই রহিত হায়।
জগৎ জুড়িয়া ঈদের জলুস রহিবে সবার ঘরে,
গরীবে ছাড়িয়া কভু আসে না সে কেবল ধনীর ভরে।
খড়ো ঘর, নাই বিত্ত-বিভব—তবুও মনের ধনে,
খড়ের কুটিরে প্রাসাদ-স্বপন লুটে এসে ক্ষণে ক্ষণে।
তুমি এলে দেব তোমার হাতেতে যবে এ তৃষিত মন
ধনীর চেয়েও গরীবের ঈদে রচিবে পুষ্পবন
এ মোর খড়ের গেহ ঘিরে প্রিয়! ভুলোনা মিনতি মোর,
ছিন্ন করো না এ মোর প্রাণের গভীর আকুতি ডোর।

ধনের মালিক দিতে জানে ধন, মন ত দিতে সে নারে,
মনের মালিক মন ছাড়া প্রিয় কি-ই বা দিতে সে পারে?
আসিও বন্ধু, ভুলিও না এই ঈদের মিলনটিরে,
অভাগী জানিয়া খুশীর দিনেতে ভাসায়ো না আঁখি নীরে।

শেষ রমজানে পশ্চিম গগনে দেখা দিবে যবে চাঁদ,
তার পানে চেয়ে মোনাজাত করি কহিব মনের সাধ
খোদার কাছেতে মিনতি করিয়া, যেন বা তোমারে পাই।
ঈদের দিনেতে তুমি এসে ঘর করে দেবে রোশনাই!
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া রচিব বাটাতে পান,
ঈদের প্রভাতে আসিয়া বন্ধু রাঙাতে অধর খান।
দীঘল দিবস কাটিয়াছি বুকে দুঃসহ ব্যথা নিয়া,
মরু-হৃদয়েরে জুড়াবে বলিয়া সাগরের ছোঁয়া দিয়া।
এটা-ওটা করি' সারা রাত জাগি, ফজর ঘনালে আসি,
নামাজ পড়িয়া ছুটে যাব দু'টি অধরে ভরিয়া হাসি।
কাজলা-নদীর শানের ঘাটেতে তোমারে চাহিয়া প্রিয়,
ময়ূরপঙ্খী নাওখানি এনে এই ঘাটে ভিড়াইয়ো।
ঘাটে থেকে মোর খড়োঘরখানি কাছে দেখা যায়, তার
চারধারে শোভে প্রহরীর মত সুপারী কলার সার।
পরদেশী তুমি একা এলে পথ হয়ত বা যাবে ভুলে,
তোমার লাগিয়া তাই সে প্রভাতে দাঁড়িয়ে রহিব কূলে।

ঈদের দিনেতে আসিও বন্ধু আমার মাথাটি খাও,
সফল করিব এ-মোর ঈদেরে জড়ায়ে তোমার পাও।

পরিপূর্ণ
জীবনী শক্তির জন্য…

স্বাস্থ্যকে সুদৃঢ় রাখতে বোর্ণ-ভিটা অত্যন্ত উপকারী। বোর্ণ-ভিটা পরিপাককে সহজ করে, এর আশ্চর্য্য পুষ্টিকর ক্ষমতা শরীরকে বীর্য্যবান করে। জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে হ'লে শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান হতেই হবে। নিত্য বোর্ণ-ভিটা খেয়ে শক্তি ও স্বাস্থ্য গড়ে' তুলুন--জীবন উপভোগ্য হবে।

"নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি ক্যাডবারীর বোর্ণ-ভিটা প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্যই অতি আদর্শ পানীয়। ভা'রী চমৎকার খেতে, নিমেষে শক্তি ও সামর্থ্য জোগাবার অতি অদ্ভুত এর গুণ।"

মুস্তাক্ আলী, বিখ্যাত অল্-ইণ্ডিয়া ক্রিকেটার।

BV 16

Cadbury's
BOURN-VITA
ক্যাড-বারীর বোর্ণ-ভিটা
সকলের উপযোগী খাদ্য ও পানীয়

যবনিকার অন্তরালে

(গল্প)

শোএব আহমদ্

লেখক

এক

রম্‌জান্ শেষ হয়েছে। কাল ঈদ্।

হেনা অন্যমনস্কে জানালা-পথে বাইরের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। ঈদের বার্ত্তাবহ স্ববঙ্কিম ক্ষীণ চন্দ্র কিছু-ক্ষণ হোলো অস্তে গ্যাছে। আকাশে একটার পর একটা কোরে তারা ফুটে ওঠে। বাইরের আনন্দ কোলাহল ক্ষীণ হোতে হোতে ক্ষীণতর হোয়ে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হোয়ে আসে। ......

হেনা চেয়ে থাকে দূরে···দূরে···আরো দূরে, বুঝিবা দিক্‌চক্রবালের ওপারেও। তমিস্রাচ্ছন্ন আদিগন্ত-পথের আদিগন্ত—আলোর ভূখারিণী সে, কী-যেনো খুঁজে বেড়ায়। ···

—হেনা!

হেনা চোমকে উঠে মুখ ফেরায়। তাড়াতাড়ি রুগ্নস্বামীর শয্যাপার্শ্বে এসে বসে। বুকের উপর হাত রেখে মুখের কাছে মুখ নিয়ে কোমল-কণ্ঠে বলে—কী, বলো।

—আজ রোজা শেষ হোলো, না? রশীদ বলে। হেনার স্বামী ও।

—হ্যাঁ।

—কাল তা হোলে ঈদ্। চাঁদ দ্যাখা গ্যাছে?

—কী জানি। হয়তো গ্যাছে। বাইরে ছেলেদের চেঁচামেচি শুন্‌ছিলাম।

—কিন্তু তোমার 'রোজা' কবে শেষ হবে, হেনা? বোধ হয় কোনো দিনও না। আমি বেঁচে থাকতে তো নয়ই। অথচ···রশীদ একটুখানি থামে। মুখের উপর তার একটা বক্র কুটিল হাসির রেখা ফুটে ওঠে। হেনার মুখের ওপর স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—ব্যঙ্গোক্তি করে—তবুও তোমার খোদা—মেহেরবান্—'রহ্‌মানুর্‌রহীম্'! উঃ, একবার যদি তাকে আমার আমার সাম্‌নে পেতুম ·········দুরন্ত কাশির বেগে কথাগুলো তার আকস্মাৎ মাঝপথে থেমে যায়

বুকে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে হেনা বলে—ছি; অমোন কথা বলোনা আর। বোল্‌তে নেই যে! আর আমার জন্যই বা এতো মাথা ব্যথা কেনো তোমার। আমি কী ভুলেও কোনোদিন তোমার কাছে কিছু চেয়েছি, না আমার কোনো দুঃখ-কষ্ট জানিয়েছি তোমাকে কিসের দুঃখ আমার। তোমার মতো স্বামী যার তার দুঃখ-কষ্ট বোলে থাক্‌তে পারে কী কিছু? দেহটাই তো—সব নয়। পাওয়ার প্রাচুর্য্যে মন যার ভরে আছে, দেহের দাবী তার কাছে যে একেবারেই—গৌণ। দুঃখ কোরোনা তুমি। কেন সুখেই তো আছি আমি।

হেনার মুখের দিকে রশীদ অপলকে চেয়ে থাকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে,—বেশ সুখেই আছো, বেশ। আর না থাক্‌লেই বা উপায় কী। আমার কাছে কোনোদিন কিছু চাওনি বোলেই তো আমার এতো দুঃখ। যদি বার বার চেয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুল্‌তে—দুঃখ-কষ্টের প্রতিবাদ কোরে বিদ্রোহী হোতে—উঠ্‌তে বোস্‌তে আমার পুরুষত্বকে দিতে ধিক্কার—তাহোলে হয়তো—তোমাকে কিছু না দিতে পারার বা সুখে রাখ্‌তে না পারার ক্ষোভ্ অনেকটা কমে যেতো। কিন্তু তা তো তুমি করোনি কোনো দিন। মুখ বুজে সব সহ্য কোরে এসেছো। কিন্তু আর নয়। এবারে মুক্তির ডাক্ এসেছে বোধ হয়—। জানো হেনা, এই খানিকক্ষণ আগে একটা ভারী সুন্দর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। কী দেখ্‌ছিলাম শুন্‌বে? দেখ্‌ছিলাম—'আব্বা' যেনো আমাকে সঙ্গে কোরে কোথায় নিয়ে চলেছেন। চারিদিক্ অন্ধকার। আকাশে তারাটী পর্য্যন্ত ফোটেনি। 'আব্বা' আলো ধোরে আগে আগে পথ দেখিয়ে চোলেছেন আর আমি যেনো তাঁর পিছনে পিছনে চলেছি। যেতে যেতে দেখলাম, সাম্‌নে এক বিশাল সমুদ্র—তীরে তার ছোট্ট একখানি নৌকো বাঁধা—। 'আব্বা' আমাকে নিয়ে সেই নৌকোয় উঠ্‌লেন। হঠাৎ সেই ঘনো অন্ধকার ভেদ কোরে কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তচীৎকার শুনে ফিরে তাকালাম। মনে হোলো—তুমিই যেনো উন্মাদিনীর মতো—তীরে আছাড় খেয়ে খেয়ে কাঁদছো। ···তারপর···হেনা তাড়াতাড়ি দু'হাতে স্বামীর মুখ চাপা দ্যায়। ব্যাকুল কণ্ঠে বোলে ওঠে ওগো না, না। তারপর কিছু নেই আর সব মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে। দুটি ব্যগ্রবাহুর আবেষ্টন হেনা স্বামীকে তার আরো নিবিড়—আরো গভীর—মনে হয়—কোনো এক নির্ম্মম অদৃশ্য হস্ত যেনে স্বামীকে তার অতি প্রবলভাবে দূরে আকর্ষণ কোরছে। দু'চোখে তার—অবিশ্বাস্য ও অসম্ভাব্য ভয়ের বিভীষিকা—।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়—ভাবী!

এতোক্ষণে হেনা যেনো বুকে বল পায়। স্বামীকে আস্তে আস্তে আলিঙ্গন-মুক্ত কোরে বলে—কে আনু? এই যে আসি ভাই। হেনা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে আনোয়ার (আনু) ভিতরে এসে ঢোকে। হাতে একখানা নতুন লালপাড় কাপড় আর একটা পেটেণ্ট ওষুধের শিশি। শিশিটা হেনার দিকে এগিয়ে দিয়ে আনোয়ার বলে—এই ওষুধটা নিয়ে এলাম ভাবি! জিনিষটা ভাল শুন্‌ছি। ব্যবহার কোরে দ্যাখা যাক্ কী-হয়। আর—কী-বোল্‌তে গিয়ে আনোয়ার একটু ইতস্ততঃ কোরে একবার হেনার দিকে একবার শাড়ীটার দিকে তাকায়—। ম্লান হেসে বলে বুঝেছি তুমি কী বোল্‌তে চাও। কিন্তু ও আবার তুমি আন্‌তে গেলে ক্যানো? ঘরেতো আমার কাপড় আছেই।

—সে তো পুরানো, ভাবী! কাল যে ঈদ। আনোয়ার হেসে বলে

—ঈদ্। ওঃ! হেনা একটী দীর্ঘ

বাদ্‌শারা যেখানে বসে' রাজত্ব করতেন···

বাবর, আকবর, শাহ্‌জাহান—এক একটি নামের সঙ্গে বাদ্‌শাহীয়ানার কত জমকালো স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে! ফতেপুর শিক্‌রি, দিল্লী ও আগ্রাতে মুঘল আমলের স্থাপত্য ও কারু-শিল্পের উৎকর্ষ আজও মনকে বিস্মিত করে। প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকের উচিৎ জাতির এই গৌরবের কীর্ত্তিগুলি নিজের চক্ষে দেখে আসা। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করতে রেলওয়ের মত সুলভ, আরামপ্রদ ও দ্রুত উপায় আর কিছুই নেই।

রেলওয়ে

ভারতের সুলভতম যানবাহন

RBK 7.

নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে তাকায়; পরে কি ভেবে বলে—আচ্ছা, দাও। পয়সা খরচ কোরে এনেছো যখোন হাত বাড়িয়ে হেনা আনোয়ারের কাছ থেকে জিনিষ দু'টো নেয়।

আনোয়ার রশীদের শিয়রে বোসে মাথায় হাত রেখে শুধোয়—কেমোন আছেন, ভাই? ক'দিন আর এদিকে আস্‌তে পারিনি।

—আমার আর থাকাথাকি কী ভাই! এই কোনো রকোম আছি আর কী। এখোন আস্তে আস্তে ঝোরে পোড়তে পারলেই বাঁচি। আর সহ্য হয় না। খুকী কেমোন আছে? ক'দিন আর এখানে আসেনি। কেনো সংবাদই পাইনি। এমোন কেউ নেই যে, তাকে দিয়ে সংবাদটাও নিতে পারি। মুংলীর মাকেও আজ ক'দিন দেখ্‌ছি না। খুকীর সংবাদ দিতে একটুখানি ইতস্ততঃ কোরে হেনার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনোয়ার বলে—বড্ডো পিপাসা পেয়েছে, ভাবী! একগ্লাস পানি খাবো। হেনা জল আন্‌তে রান্নাঘরে চোলে গেলে আনোয়ার মুখ নীচু কোরে বলে—খুকী পরশু রাত্রে মারা গ্যাছে, ভাই! সে যাওয়াতে যে আমি কতো খুশী হোয়েছি, তা আর কী বোল্‌বো। এতোদিনে যেনো আমি ভালভাবে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারছি। এই দীর্ঘকাল একটা কচি জীবন্ত কঙ্কাল আঁকড়ে ধোরে কী মানুষ বাঁচতে পারে! ভাবীকে কিন্তু এ-খবরটা জানাবেন না। একরকোম পেট থেকে বার কোরেই তো উনি তাকে এতকাল ধোরে কোলে-পিঠে কোরে মানুষ কোরেছিলেন। শুন্‌লে কান্না-কাটি কোরে একেবারে অনর্থ ঘটাবেন। রশীদ নিষ্পলকে আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পিতা সে—অথচ কন্যার মৃত্যু সংবাদ দিতে চোখে তার এক ফোটা জল দ্যাখা গ্যালো না—কণ্ঠস্বর পর্য্যন্তও একটু কাঁপলো না। আশ্চর্য্য!

এতোক্ষণে হেনা জল নিয়ে আসে। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ কোরে খালি গ্লাসটা হেনার হাতে দিয়ে আনোয়ার উঠতে উঠতে বলে,—এবার তাহোলে যাই, ভাবি! ওষুধটা ঠিক মতো খাওয়াবেন কিন্তু। ব্যবস্থা ওর গায়ে লেখা আছে। আমি বরং মুংলীর মাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হাতের দু'একটা কাজ কোরে দিলেও অনেক সুবিধে। কাল সকালে আবার আস্‌বো 'খন। আনোয়ার একটু তাড়াতাড়িই যেনো খোলা দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। তার গতিপথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হেনা দরজা বন্ধ কোরে স্বামীর কাছে ফিরে আসে। মুখের দিকে চেয়ে বলে,—খুকী কেমোন আছে, কিছু বোল্লে?

—খুকী? ভালোই আছে। কিন্তু··· রশীদ হেনার চোখের দিকে চায়।

কিন্তু কী? বলো। হেনা ব্যাকুল-কণ্ঠে বোলে উঠে।

—কিন্তু এখানে নয়। ঐ—ওখানে। রশীদ শীর্ণ আঙুল দিয়ে উপরের দিকটা দেখিয়ে দ্যায়।

—এ্যাঁ! খুকী নেই—মারা গ্যাছে? আহা-হা, বাছারে আমার—মানিক আমার। হেনার দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর নির্ঝর ছুটে আসে। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে রশীদ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু তুমি কাঁদ্‌ছো কেনো হেনা? কাঁদ্‌বার তো কিছু নেই এতে। এও তো তোমার খোদার অসীম মেহেরবানীর এক নমুনা। কেঁদো না। আনন্দ করো—আনন্দ। আনোয়ার এ-সংবাদটা তোমায় দিতে নিষেধ কোরেছিলো। কিন্তু তবুও দিলাম। এমোন সুসংবাদটা তোমাকে না দিই তো দেবো কাকে। খুকী তোমায় 'মা' বোলে ডাক্‌তো না হেনা? হেনা কোনো উত্তর দ্যায় না। বিছানার একপাশে উপুড় হোয়ে পোড়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে থাকে।

দুই

শহরতলীর এক প্রান্তে কোনো এক অপরিচ্ছন্ন বস্তী—পল্লীর ক্ষুদ্র একটী কক্ষে এই যে দু'টো নর-নারী তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে এদের একটু পরিচয় এখানে বোধ হয় অবান্তর হবে না। রশীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বোল্‌বার না থাক্‌লেও আর একজনের আছে। সে হেনা—বিখ্যাত ধনী ব্যারিষ্টার আফ্‌জল্ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা।

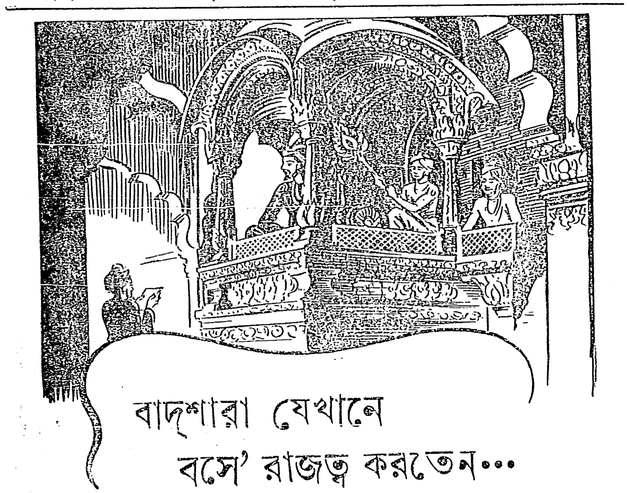

বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকাদের ভেতর দিয়ে এই দু'টী নর-নারীর প্রথম পরিচয় হয়। রশীদ লিখ্‌তো গল্প, কবিতা,—আর হেনা লিখ্‌তো নারী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা নিয়ে প্রবন্ধ। একদিকে কোলকাতার কোনো এক বিশিষ্ট ভদ্র পল্লীতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার কোনো এক সুসজ্জিত কক্ষে বোসে হেনা গভীর মনোযোগের সাথে রশীদের লেখাগুলো পোড়তো। রশীদ চিরদিন দুঃখবাদী। তার লেখার ছত্রে ছত্রে যে-বেদনার সুর বেজে উঠ্‌তো—তার আঘাত হেনার কোমল বুকে অতি নিদারুণভাবেই বাজ্‌তো। অপরিসীম সহানুভূতিতে এই লোকটার প্রতি তার সমস্ত মন-প্রাণ কানায় কানায় উদ্বেলিত

চা খাবার পর যখন মনটা তাজা আর সজীব হয়ে ওঠে, কল্পনা তখন চঞ্চল হয়ে জাগে—মনে চিন্তার প্রবাহ বয়। চায়ের প্রভাবে আপনার মনে বেশী একাগ্রতা আস্‌বে—আপনি বেশী পরিষ্কার ভাবে চিন্তাও করতে পারবেন। এই জন্যেই যাঁরা লেখা-পড়ার চর্চ্চা করেন, তাঁরা চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত রাখ্‌তে চায়ের ওপরই নির্ভর করেন। আপনিও চায়ের থেকেই আপনার চিন্তার ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখুন।

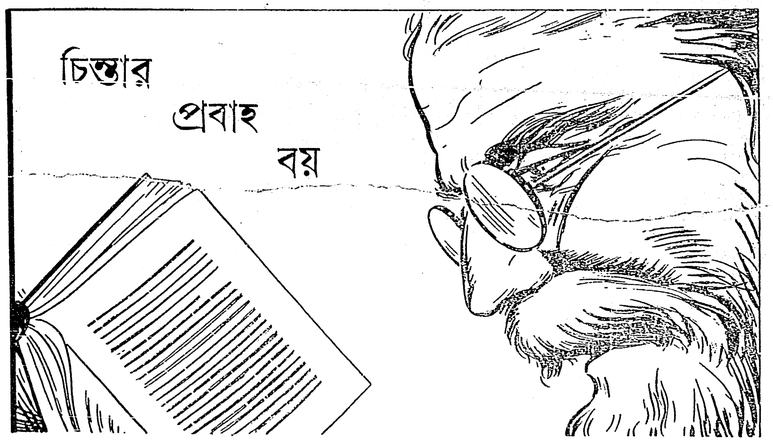

চা প্রস্তুত-প্রণালী: টাট্‌কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে নেবেন। প্রত্যেকের জন্য একচামচ ভাল চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চা'য়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজ্‌তে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা—জীবনীশক্তি ও উৎসাহ দেয়

ইণ্ডিয়ান্ টি মার্কেট এক্সপ্যান্‌সান্ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রচারিত

IK 110

বোসে থাকে। শুধু তাঁর দু' গণ্ড বেয়ে নেমে আসে অশ্রুবাদল। মুখের রক্তটুকু আঁচলে মুখে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে,—এতো-দিন পরে সত্যিই চোল্লে তাহোলে। কিন্তু তুমি গেলে আমার আর রইলো কী ? বেশ চলো। আমিও আসছি তোমার সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে। ......

* * * *

পরদিন সকালে আনোয়ার আসে। দরজায় ঘা দিয়ে ডাকে—ভাবি! মুংণীর মা দাওয়ার উপর বোসেছিলো। উঠে এসে দরজা খুলে দ্যায়। আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়েই কেঁদে ফেলে,—সব খতম্ হোগিয়া, বাবুজি! মারি ভি।

—মারি ভি! প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতে আনোয়ারের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি বা বন্ধ হোয়ে যায়। পরক্ষণেই সে উম্মাদের মতো ঘরের দিকে ছুটে যায়। দুই চোখ বিস্ফারিত কোরে চেয়ে দেখে—মৃত-স্বামীর বুকের উপর সতী উপুড় হোয়ে পোড়ে আছেন। প্রাণের স্পন্দন তাঁর চিরদিনের মতো মহাশূন্যে বিলীন হোয়ে গ্যাছে।...

রাস্তার ওপাশে দোতলা বাড়ীটায় তখোন্ গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে—

রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশীর ঈদ্।

হ্যাঁ, খুশীরই বটে। এ যেনো মৃতের মুখের উপর হাসির আল্পনার মতোনই! বাইরে উৎসব সমারোহে দীপান্বিতা ধরণী—অন্তরালে তার অন্ধকার সমাধি ক্ষেত্রে প্রেতের বিকট অট্টহাসি.........ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদনে নির্ম্মম অকরুণ দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্নতা ......জীবনের পাশে পাশে মৃত্যুর মিছিল!......

তবু খুশীর! হবেও বা।

—ঈদসংখ্যা—

সাপ্তাহিক মোহাম্মদী

উল্লেখে দুইটি ঔষধের একত্র অর্ডার দিলে ভিঃ পিঃ চার্জ্জ ফ্রি দেওয়া হয়।

দৈবপ্রাপ্ত "বিজয়া" বনৌষধি

কোমরে ধারণ করিলে সর্ব্ব প্রকার স্বপ্নদোষ ও ধাতু দৌর্ব্বল্য নিরাময় করিয়া ধারনাশক্তি স্থায়ী করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২৷০ টাকা।

দৈবপ্রাপ্ত "ইচ্ছাময়ী" বনৌষধি

যতক্ষণ কোমরে থাকিবে ততক্ষণ কিছুতেই সন্তান হইবে না! মূল্য ২৷০ টাকা।

বশীকরণ "মোহিনী" বনৌষধি

আপনার স্ত্রী, আপনার স্বামী, আপনার উপরওয়ালা মনিব আপনার বাধ্য নন? "মোহিনীর" আশ্চর্য্য শক্তি আপনার ইচ্ছা-মত তাহাকে চালনা করিবে! উভয়ের নাম লিখিবেন। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

স্বপ্ন প্রাপ্ত "সুন্দরী" বনৌষধি

সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগে অতি শীঘ্র, স্থায়ী ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে! মূল্য ২৷৷০ টাকা।

দৈব প্রাপ্ত "বিমলা" বনৌষধি

সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ রোগে তিনদিনে আশ্চর্য্য ফলদেয় এবং তিন মাসে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করে! এমন কি, "বিমলা" ধারনে প্রমেহও হয় না! মূল্য ২৷৷০ টাকা।

প্রত্যেকটি ঔষধ অঙ্গে ধারনের এবং প্রত্যেকটির গ্যারান্টি দেই !!

এইচ, কে, লাহিড়ী এণ্ড সন্স।

পোঃ উলিপুর, জিলা রংপুর।

দার্শনিক তকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া

মুস্তাফীজুর রহমান

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর যুগ প্রবর্ত্তক মহামনিষী, মুসলিম-জাহানের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত, মহাবীর, শায়খুল-ইসলাম ইমাম তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তাঁহার সমতুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি শুধু মুসলিম-জাহানে নহে—বরং সমগ্র জগতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অনন্য-সাধারণ মেধার অধিকারী স্বাধীন চিন্তাধারা সম্পন্ন, সত্যভাষী, নির্ভীক মহা-পুরুষ, জগতের যে কোন জাতির গৌরবের বস্তু।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা প্রতিভাবান, স্বীয় মস্তিষ্কপ্রসূত গ্রন্থরাজির দ্বারা তাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন; আর একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বীর, স্বীয় বাহুবলে তাঁহারা বিশ্ববাসীর সম্মুখে কীর্ত্তি রাখিয়া যান। এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ খুব অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিত ইবনে তাইমিয়া উভয় গুণেই

বিভূষিত ছিলেন। তিনি মসি-চালনায় যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন; অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে অসি-চালনায় ও তাঁহার সমকক্ষ বীর খুব অল্পই ছিল। এই জন্যই ইসলামের ইতিহাসে তিনি صاحب السيف والقلم অর্থাৎ "কলম ও তরবারীর" পুরুষ" নামে অভিহিত।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম জাহান যখন নানা প্রকার অনৈসলামিক কার্য্য-কলাপ, ও চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; সত্যিকার ইসলামের পূত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া মুসলমানগণ যখন পীরপূজা, কবর-পূজা প্রভৃতি নানাপ্রকার অবৈধ কার্য্য কলাপে লিপ্ত হয়; তখন যুগপ্রবর্ত্তক, মহাপুরুষ, ইবনে তাইমিয়া সকল প্রকার অন্যায় অসত্য ও অনৈসলামিক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করিলেন, তাঁহার আকুল আহ্বানে সমগ্র মুসলিম জগতে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। একদল সত্যান্বেষী, স্বার্থত্যাগী, কর্ম্মী-মুসলমান তাঁহার সহায়করূপে দণ্ডায়মান হইলেন, যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিল, যাহাদের পৌরোহিত্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইল, তাহারা ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল, চিরাচরিত "কুফরী ফতুয়া"র অস্ত্র প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু বীরের মত অচল অটলভাবে ইবনে তাইমিয়া সকল সংগ্রামেরই সম্মুখীন হইতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে অসত্য লোপ পাইল, সত্যের জয় হইল, মুসলমানগণ সত্যিকার একেশ্বরবাদের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

জন্মগ্রহণ

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে সিরিয়া দেশের অন্তর্গত "হিরাণ" নামক স্থানে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন, "তাইমিয়া" উক্ত বংশের উর্দ্ধতনস্তরে একজন বিদুষী রমণী নাম (১) তাঁহার নাম অনুসারে পরবর্ত্তী যুগে উক্ত বংশের অনেকেই "ইবনে তাইমিয়া" অর্থাৎ 'তাইমিয়ার ছেলে' নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আমাদের আলোচ্য আহমদ ইবনে তাইমিয়া ব্যতীত উক্ত বংশে আরও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি 'ইবনে তাইমিয়া' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া আবদুল গনী ইবনে তাইমিয়া, শরফুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া, মোহাম্মদ ইবনে তাইমিয়া প্রভৃতি এক একজন বিচক্ষণ আলেম ছিলেন। শুধু পুরুষ নয়; বরং উক্ত বংশে জয়নাব বিন্তে তাইমিয়া নাম্নী, একজন বিদুষী রমণীও স্বীয় প্রতিভা ও বিচক্ষণতার দরুণ স্ববংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। (২)

এহেন প্রসিদ্ধ বংশে হিজরী ৬৬১ সনের ১০ই রবীউল আউয়ল, রোজ সোমবার বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ইবনে তাইমিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম তকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া। তাঁহার পিতার নাম আবদুল হালীম, ইবনে আবদুস্ সালাম। (৩)

তকীউদ্দীনের জন্মের মাত্র কয়েক মাস পর অত্যাচারী তাতারীগণ তাঁহার জন্মভূমি 'হিরাণ' অঞ্চলে নানাপ্রকার লুঠ, তরাজ আরম্ভ করিল। গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার পিতা হিজরী ৬৬৭ সনে স্বীয় পরিবার-পরিজন সহ দামাস্কনগরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তকীউদ্দীনের শৈশব এইখানেই অতিবাহিত হইল। (৪)

শিক্ষা-জীবন

পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহারা ক্ষণজন্মা, যাঁহারা অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকের মত দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক পাঠে আত্মনিয়োগ করিতে হয় না, বরং তাঁহাদিগকে যদি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যেই স্বভাবদত্ত মেধার বলে স্বীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া যাইতে পারেন।

বালক তকীউদ্দীনের জীবনেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই; তিনি স্বীয় পিতা শায়খ আবদুল হালীম বিন আবদুস্ সালামের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, দামাস্কের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ আলেম শায়খ শামসুদ্দীন, শায়খ জয়নুদ্দীন, আল্ মাজদ্ বিন্ আসাকীর প্রভৃতি বিচক্ষণ জ্ঞানীবর্গের নিকট তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। (৫)

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, দর্শন ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, এই সময় তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অসাধারণ সৃষ্টি শক্তির আভাষ পাইয়া তাঁহার শিক্ষকমণ্ডলী স্তম্ভিত হন।

গ্রন্থ প্রণয়ন

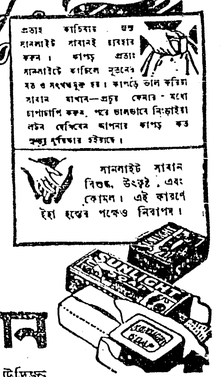

তাঁহার বয়স যখন মাত্র সতর বৎসর তখন হইতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী গতানুগতিকতার ধারা বর্জ্জিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাধারায় লিখিত। তিনি তদানীন্তন পীরপূজা, কবরপূজা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও কোরআন হাদিছের স্বাধীন ব্যাখ্যা ও ইসলামিক দর্শন সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজি পাঁচ শতেও অধিক। তিনি যে সকল বিষয়ে দার্শনিকভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, একেশ্বরবাদ, (توحيد) অনুসরণ (تقليد) কালাম শাস্ত্র (علم كلام) পৌত্তলিকতা, (الوثنيات) সমাধি-দর্শন, (زيارة القبور) আত্মা (روح) আধ্যাত্মিকতা, (تصوف) স্বপ্ন, (رؤيا) স্বর্গ, (جنت) ও নরক (نار) প্রার্থনা, (الاستغاثة) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, এতদ্ব্যতীত তিনি কোরআন (قرآن) ও "নবুয়ৎ" (نبوة) সম্বন্ধেও যথেষ্ট তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। (৬)

(১) جلاء العينين في محاكمة الاحمدين
(২) القول الجلى। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন, ভূপাল।
(৩) جلاء العينين في محاكمة الاحمدين
(৪) فهرست كتب خانه دار العلوم پشاور
(৫) جلاء العينين في محاكمة الاحمدين
(৬) ঐতিহাসিক ইবনুল উলুসী বাগদাদীর...... جلاء العينين এর ভূমিকা।

হিসাব করিলে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায়, দৈনিক গড়ে ত্রিশ পৃষ্ঠারও অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। (৭)

তখনকার দিনে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় তাঁহার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার কোরআন মজিদ সম্বন্ধীয় বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ আজ সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ। পরবর্তী যুগে মিসরে তাঁহার প্রায় ৫০ খানা পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। (৮)

অগ্নি পরীক্ষা

ভণ্ড পীরের দল ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার বস্তু ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম পবিত্র ইসলামের নিখুঁত শিক্ষাঘাতী স্বার্থপর ছুফীদের পৌরোহিত্য প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরিলেন। স্বার্থান্বেষীদল ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিশেষে তাহারা ইব্‌নে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিল। কতিপয় বিবেক পরায়ণ আলেম একত্রিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে "কুফরী ফতুয়া" তৈয়ার করিয়া তদানীন্তন বাদশার দরবারে হাজির করিল

যথাসময়ে ইবনে তাইমিয়ার ডাক পড়িল, কিন্তু স্বাধীনচেতা নির্ভীক ইবনে তাইমিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। তিনি ক্রমে পরিচালিত বাদশার করনার হেলায় অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন।

পরিশেষে বাদশা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কারাগারে থাকিয়াও ইবনে তাইমিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না, মুহূর্ত্তের তরেও স্বীয় অবিচলিত মতের পরিবর্ত্তন করিলেন না। তিনি কাগজ-কলমের পরিবর্ত্তে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বন্দিখানার দেয়ালে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পরবর্ত্তী যুগে তাহাও পুস্তকআকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। (৯)

বিরুদ্ধ দল দেখিল কারারুদ্ধ করিয়াও ইবনে তাইমিয়া স্বীয় সঙ্কল্প হইতে টলিলেন না, অবশেষে তাহারা ভীষণতর ষড়যন্ত্র পাকাইতে আরম্ভ করিল। দামাস্ক হইতে মিসরে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইল। বলাবাহুল্য নির্ব্বাসনে থাকিয়াও তিনি যথাযথরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সমরক্ষেত্রে

মিসরদেশে কিছুদিন নির্ব্বাসন থাকার পর সিরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মতের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় হিজরী ৬৯৯ সনে তাতারীগণ সিরিয়াদেশে অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে; শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা বীর ইবনে তাইমিয়ার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সকলের মধ্যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান জাগাইয়া তুলিলেন। সিরিয়াবাসীগণ স্বদেশবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষার্থে অত্যাচারী তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। দার্শনিক আলেম, ইবনে তাইমিয়াও স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষার্থে সকলের সঙ্গে নগ্ন তরবারী হস্তে লইয়া সমরক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসরের ইস্‌লামের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় একদিকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আলেম, অপরদিকে সমরক্ষেত্রে মহা যোদ্ধা পুরুষের সন্ধান খুব কমই দেখিতে পাই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদের ধন-প্রাণ রক্ষার্থে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জীবন বিপন্ন করিয়া অত্যাচারী তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। (১০)

পরলোকে

তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হন এবং হিজরী ৭২৮ সনে (১২২৭ খৃঃ) ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জানাজায় প্রায় পঞ্চাশ সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিল। সিরিয়া দেশে অন্তর্গত "হামছ" নামক স্থানে তাঁহার সমাধি সৌধ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি আজীবন যে "কবর-পোরস্তি"র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভণ্ডের দল দস্তুরমত তাঁহার সমাধি-সৌধেরও পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। (১১)

আজ প্রায় সাতশত বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইতে চলিল, মুসলিম-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আলেম, শায়খুল ইস্‌লাম, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জাগরণী আহ্বানে প্রতিধ্বনি এখনও মুসলিম জাহান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইবনে কাইউম, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজর, ইবনে কাদামা, ইবনে নাছের, ইবনে বুকী, ইবনে উনুছী, প্রভৃতি সায় বিশ্ববিখ্যাত মনীষি তনয়গণ রাখিয়া গিয়াছেন। (১২)

ইবনে তাইমিয়া ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত সাহ্‌রিনর (Sahriener) বলেন,—'ইহা মোটেই অস্বীকার করা যায় না, যে ইবনে তাইমিয়া যেভাবে মুসলিম-জাহানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং যে-প্রকার অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়া তিনি ইস্‌লামের শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এক অভিনব ব্যাপার। একদিকে তাতারীদের অত্যাচার অপরদিকে ভণ্ড ছুফীদের পৌত্তলিকতাপূর্ণ শিক্ষা প্রভৃতি ইস্‌লামের শিক্ষাকে দুর্ব্বল করিতেছিল, ইবনে তাইমিয়া স্বীয় অনুচর বৃন্দসহ বীরের মত উভয় অনর্থেরই মূলোচ্ছেদ করেন। একান্ত দক্ষতার সহিত তিনি ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ পুনরায় ইস্‌লামের সত্যিকার শিক্ষা প্রচার করেন। (১৩)

আজকালও যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজ নিঃস্বার্থভাবে, নির্ভীকচিত্তে, অতীতের ইবনে তাইমিয়ার আদর্শে সত্য-প্রচারে ব্রতী হন, তবে নিশ্চয়ই মুস্‌লিম-জাহানে পুনরায় নব-জীবনের সঞ্চার হইবে।

(৭) فہرست کتب خانۂ دار العلوم پشاور

(৮) فوات الوفيات । ৩৫

(৯) فہرست کتب خانۂ دار العلوم پشاور

(১০) معجم المطابع العربية (مصر)

(১১) ইবনে তাইমিয়ার [illegible] এর উর্দু অনুবাদের ভূমিকা।

(১২) ভূপালের নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খাঁর القول الجلی

(১৩) বাহিজ্জাত খোদাবক্সের Islamic Civilisation.

গা, গ (গায়ের গন্ধ) হইতে আপনাকে রক্ষা করুন।

গায়ের গন্ধের জন্য অনেকেই তাঁহাদের কর্ম্ম জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন—কারণ ইহাতে অজানিতভাবে অন্যের অসন্তোষ উৎপাদন করা অতি সহজ। আমরা আমাদের নিজের গায়ের গন্ধ টের পাই না। যদিও আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা ইহা টের পান—বিশেষ করিয়া যখন আমরা জনতাবহুল স্থানে চলাফেরা করি—তাঁহারা একথা বলিতে সাহস পান না। কাজে কাজেই নিজের শরীরের সজীবতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা নিশ্চিত থাকিবেন। আপনি ঘাম হওয়া বন্ধ করিতে পারেন না—উহা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। গায়ের ঘাম অবহেলা করিলে ইহা লোমকূপের ছিদ্র বন্ধ করিয়া গায়ে বসিয়া গিয়া গায়ের গন্ধের সৃষ্টি করে। আপনি এবিষয়ে সহজেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন—নিয়মিতভাবে লাইফবয় টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন। ইহার প্রচুর ফেনা যাহাতে রোগবীজাণুনাশক স্বাস্থ্য হিতকর উপাদান বর্ত্তমান আছে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় অপচয় পদার্থ ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে। প্রত্যহ লাইফবয় টয়লেট সাবান দ্বারা গা পরিষ্কার করুন এবং নিজের দেহের সজীবতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন।

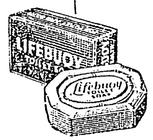

লাইফবয় টয়লেট সাবান

গা, গ (গায়ের গন্ধ) দূর করে

একমাত্র বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তেলে ভারতে প্রস্তুত।

X-LBT 468-288A

LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

BENGALI

কারখানার হুইস্‌ল

অনুবাদক—শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

কারখানা অঞ্চলে সকালের হুইসল বাজে ;
দাসত্বের নয় সে আহ্বান,—
অনাগত জয়স্তোত্রগান।

একদিন ছিল ! ছোট ছোট দোকানের কাজে
যখন যেমন খুশী যার
যোগ দিত কাজে আপনার

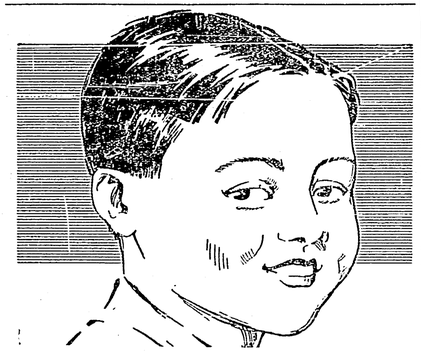

আজ কর্কশ রবে আটটায় হুইস্‌ল্ বাজে—
বাজে লক্ষ জনতার তরে।
একসাথে কাজ সুরু করে।

লক্ষ লোক মুহূর্ত্তেতে হাতুড়ী ওঠায় এক সাথে ঃ
আমাদের প্রথম আঘাত
একসাথে করে আর্ত্তনাদ।

তাই শোন হুইস্‌ল-গান
হুইস্‌ল গায় কোন গান ?
একতার জয়গাথা উচ্চারিত প্রত্যহ প্রভাতে।

—এ্যালেক্সি গাস্তেভ (রাশিয়া)

শরীর দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে

কিন্তু শক্তি অনুরূপ বাড়ছে না

তা একই কারণ… আপনিও দূর করিতে পারেন

যখনি আপনার ছেলেমেয়ের শরীর দ্রুত বেড়ে যায়, কিন্তু তদনুরূপ শক্তি বাড়ে না,—আহারে অরুচি, খিট্‌খিটে মেজাজ এবং একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে, তখনি আপনি নিশ্চিত বুঝবেন যে ইহাদের দেহে কোনও শক্তিদায়ক খনিজ পদার্থের অভাব ঘটে, এবং তাহাই এই ব্যাধির কারণ। যে সকল ছেলেমেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, তাদের দেহের সঞ্চিত শক্তিদায়ক খনিজ পদার্থ দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায় এবং এই ক্ষয় যদি পূরণ না হয়, দুর্ব্বলতা ও ক্রোধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরেরও আর বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যদি আপনার ছেলেমেয়েদিগকে কালজানা সেবন করান তবে খনিজ পদার্থের অভাবজনিত অবস্থার অচিরে এবং সহজেই অবসান হবে।

যখন উহারা তাহাদের আবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ কালজানা হইতে গ্রহণ করেবে, তখন উহাদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করবেন। প্রাণশক্তি এবং রুচি ফিরে আসবে, শরীরের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবল হবে, হাড় দৃঢ় ও দাঁত শক্ত হবে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত শক্তি লাভ করবে। এখন আপনার ছেলেমেয়েদিগকে কালজানা খেতে দিন।

KALZANA

সুস্বাস্থ্যের জন্য খনিজ-খাদ্য

সকল ঔষধালয়ে ও বাজারে পাওয়া যায়

হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে

কালো

—সিরাজুল আক্রম—

আমি বড় কালো, ওগো প্রিয়তমা, তাই মোরে কর' ঘৃণা,
দেখ দেখি চেয়ে ও-কপোল কালো তিল ছাড়া শোভে কিনা।
কৃষ্ণমেঘের স্বপন এনেছে তোমার অলক-রাশি
কালো আঁখিতারা-যুগল ছায়ায় উঠিছে পুলকে হাসি।
তবু কেন তুমি ঘৃণা কর মোরে দাও দূরে পায়ে ঠেলি,
অবগুণ্ঠন খুলে দেখ আজ তাকাও দু'আঁখি মেলি'।

ওগো ও অগ্নি-রশ্মির পরী, কোনদিন দেখিবে না
কত অঙ্গার নিঃস্ব হ'য়েছে শুধিতে আলোর দেনা
কত বুকফাটা নিঃশ্বাস হ'ল তোমার মলয়-বায়ু,
পূরবী বাতাস শিউলি ফোটাতে শেষ ক'রে দিল আয়ু।

শুক্লা-রাতের সুখ-সঙ্গিনী দেখিবে না কভু তুমি
কি বিপুল স্নেহে তোমারে ঘিরিয়া তিমিরের পটভূমি ?
তোমার আকাশে কত তারা হাসে, কত তারা খেলা করে,
দেখিবে না তুমি সে কোন্ আঁধার নিয়াছে বুকের পরে।
কখনো তাদের বুকে টেনে আনে, কখনো বা দেয় দোলা
সে কথা কি তুমি মনে নাহি নেবে, ভুলে যাবে চির-ভোলা।

অগ্নিরশ্মি ও তনু তোমার, হে মোর আলোর পরী।
তুমি ভুলে যাবে যে পাড়াল ঘুম সেই কালো শর্ব্বরী।
পরম স্নেহেতে বুকে টেনে এনে দিল যে শান্তি মেলি'—
ওগো অকরুণা, তারে কি হেলায় যাবে দুই পায়ে ঠেলি ?

হাজার তারার রশ্মি এনেছে চুরি করি' ওই তনু
রামধনুরাঙা সপ্তবর্ণে রেঙেছে অঙ্গ-ধনু
বাঁকা আলখ্যে তোমার নিশীথে ছায়াপথে আলো হাসে।
আলোর কুমারী আলোর কণিকা তোমারেই ভালোবাসে।
তুমি ত জাননা কোন্ কালো মেঘ বরিয়া তোমার তনু
নিজের অশ্রু আড়াল করিয়া রচিল ইন্দ্র-ধনু।
তোমার হাসির সাতশো মাণিক সেই রঙে নিতি জ্বলে ;
যে-মেঘ তোমারে রাঙালো তাহারে ভুলিবে কি পলে পলে ?

আলোকের পরী পতঙ্গ সম অগ্নিতে ঝাপ দাও—
যে শ্যামল কালো তোমারে জুড়াবে তারে আর নাহি চাও।

তবে তাই হোক, বন্ধনহীন মেঘ যাবে উড়ে দূরে।
তোমার হাসির রামধনু গেলে স্মরিও এ-বন্ধুরে।
সেদিন আমার চিহ্ন ত' আর রহিবে না এতটুক
ঊষর মরুতে ঝরিয়া ঝরিয়া নিঃস্ব হ'য়েছে বুক !
সেদিন তো তুমি বিলাসিনী নহ বিরাগিনী তুমি নারী
অগ্নি-রশ্মি ফুরায়ে হ'য়েছ কাজল অশ্রুবারি।
তোমার ওরূপপিপাসু ভ্রমর সেদিন রবে না কাছে।
বিদ্যুৎপ্রভা হারায়ে তখন নিরাশার ঝড় আছে।
সেদিন তোমার মনে প'ড়ে যাবে নিবিড় মেঘের কালো—
সব অশান্তি জ্বালা ঢেকেছিল তোমারে বাসিয়া ভালো।

তবুও তখন নাহি ত' সময় সে কালোরে স্মরিবারে
কোথাকার মেঘ মিশেছে কোথায় ঘুমায়েছে পরপারে।

৩০ বৎসরের কোষ্ঠবদ্ধতা

— —

নারীর সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য দীর্ঘ-দিনের অনুসন্ধান

——

অবশেষে আসল ঔষধ পাওয়া যায় ক্রুশেন সল্ট

কোষ্ঠবদ্ধতার অনেক ঔষধই আছে কিন্তু উহা সাময়িক কার্য্যকরী। স্থায়ী ও আসল ঔষধটিই এই রমণীটি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি লিখেছেন :—৩০ বৎসর ধরিয়া আমি কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পাই। এই সময় আমি নানাবিধ ঔষধ সেবন করি এবং বহু অর্থও ব্যয় করি কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। আমি স্বীকার করিতে পারি রোগটা খুবই পুরাতন হ'য়েছিল, সুতরাং নূতন কোন ঔষধ সেবন করিলেই একদিন দু'দিন বেশ থাকতাম তারপর যে সে-ই। মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে আমি ক্রুশেন সল্ট সেবন করিতে আরম্ভ করি এবং সেবনের প্রথমদিন হ'তেই আমার বেশ কোষ্ঠ সাফ হ'চ্ছে আমি যতদিন বাঁচবো প্রত্যহ সকালে উঠেই ক্রুশেন সল্ট খাবো—উহার পরিবর্ত্তে আর কোন ঔষধ খাব না। এখন আমি সম্পূর্ণ এক নূতন নারী, প্রত্যহ কোষ্ঠ সাফ হ'চ্ছে এবং আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে দেখলে বলেন যে এখন বেশ শ্রী হ'য়েছে দেখছি। আমার কেবলই দুঃখ হয় যে আর কিছুদিন আগে কেন আমি ক্রুশেন সল্ট সেবন করি নাই।" ছয়টি বিশিষ্ট লবনে ক্রুশেন সল্ট প্রস্তুত ব'লে ইহা স্বাভাবিক উপায়ে পেট পরিষ্কার করে,—ইহা বিষাক্ত অম্লরস, যাহা কোষ্ঠবদ্ধতার হেতু নিবারণ ক'রে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার অবসান করে। ক্রুশেন সল্ট সমস্ত কেমিষ্টের নিকট এবং বাজারের সমস্ত ষ্টোরে পাওয়া যায়।

পিতা।—গল্পের বেলা খুব পারিস্—কাজের বেলা কিছু নয়…

পুত্র।—না বাবা—এখন ত' গল্পের বেলা নয় এখন ত' বিকাল বেলা!

কর্ত্তা।—(রান্না ভাল হয় নাই—তাই রেগে বাবুর্চ্চিকে) কচু রেঁধেছ…

বাবুর্চ্চি—না কর্ত্তা, কচু না—আলু, গোল আলু…

শিক্ষক।—'সীতা' কোন্ পুরুষ?

ছাত্র।—সীতা পুরুষ নয় স্যার—সীতা মেয়ে-লোক…

শিক্ষক।—হাঁরে ১০ থেকে ১ বাদ দিলে কত থাকে?

অজিত।—আজ্ঞে (০ থাকে) কিছু থাকে না—

ঘরের শত্রু

(গল্প)

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

লেখক

জ্যৈষ্ঠের বৈকাল।

নাইম্‌স্ থেকে ফিরে আসছি। মাথার উপর কী দারুণ রোদ। পথের আর শেষ নেই। যতোদূর দৃষ্টি যায় দেখি খালি ধূ ধূ করছে পথ আর পথ। রোদে ধূলোগুলো পর্য্যন্ত তেঁতে উঠেছে। জলপাই আর ওক গাছের পাতাগুলো ঝল্‌সানো। আর আকাশটা জ্বলে' যাচ্ছে যেন ইস্পাতের মতো। উঃ কী গরম এতটুকু কী কোথাও ছায়া থাকতে নেই, এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া? বাতাস কৈ? আগুনের এতো ঝল্‌কা! শব্দের মধ্যে শুধু পাতার মর্ম্মর আর চিলের ডাক! দূরে আর কাছে যেন লক্‌লক কচ্ছে মরীচিকা।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলেছি এমন সময় কতকগুলো সাদা বাড়ী নজরে পড়্‌লো! জায়গাটা যাকে বলে, সেণ্ট্ ভিন্‌সেণ্টের ঘোড়া রেখে বিশ্রাম কর্‌বার স্থান। পাঁচটা কী ছটা আছে গোলাবড়ী, লম্বা লাল ছাদওলা কুটির, একটা মরা পুকুর, কতকগুলো ডুমুর গাছ আর বিশেষ ক'রে রাস্তার 'পাশে দুটো বড় হোটেল। তারা যেন চেয়ে আছে পরস্পর পরস্পরের দিকে।

বিশেষ ক'রে আমার চোখে পড়্‌লো তাদের এই নৈকট্যের বিশেষত্বটুকু। এক-ধারের হোটেলটার বাড়ী হচ্ছে ঝকঝকে নতুন, জীবন আর উন্মাদনায় প্রদীপ্ত, সমস্ত সমস্ত দরজা অবারিত, লোকের ভীষণ ভীড়, গাড়ী আর ঘোড়ায় মুখরিত, যাত্রীদের কোলাহলে সদা জাগ্রত, গাড়ী বারান্দায় কী সুন্দর ছায়া! ভেতরে ঝকঝকে কাঁচের গেলাসের উঠ্‌ছে বাজনা, চামচের টং টং, বিলিয়ার্ড খেলার আওয়াজ, সোডার বোতল খোলার শব্দ, আর সবচেয়ে মজার হচ্ছে মোটাসোটা লোকের বাজখাই গলায়—

"ছোট্ট আমার মারগোটন—
বিহান হলেই যায়,
জল আনিতে, জল আনিতে
পায়ের ইশারায়।
'ওসে, যায় যায় যায়!"

আর একদিকের হোটেলটা অবস্থা ঠিক বিপরীত সেটার নেই কোনো দীপ্তি, নেই লোকজন। ঢোক্‌বার পথে ঘাস জন্মেছে, জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গা, একটা বুনো গাছের ডাল এসে লতিয়েছে যাবার পথে। সিঁড়িগুলোর সিমেণ্ট উঠে গিয়ে ক্ষয় রোগীর মতো খোয়ার রং হয়েছে বেখাপ্পা। দেখ্‌লে বাস্তবিকই দয়া হয়। যেখানে এত দারিদ্র্য আর এত দৈন্য সেখানে অন্ততঃ দান কর্‌বার উদ্দেশ্যে এক গ্রাস কিছু খাওয়া উচিত মনে হল।

ঢুকে পড়্‌লাম। বেশ বড় ঘর। তবে জনহীন আর স্তব্ধ। জানালায় পর্দা নেই। সূর্য্যের আলো এসে নেহাৎ অকারণে যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। আর ঘরের ভেতর বিরাজ কচ্ছে যেন প্রেতের মতো এক থম-থমে আর মৃত্যু-কঠিন স্তব্ধতা। কতকগুলো নড়্‌বড়ে কেরাসিন কাঠের আছে টেবিল আর তার ওপর আছে ভাঙ্গা ধূলোপড়া গ্লাস। আছে একটা প্রচীন বিলিয়ার্ড-টেবিল আর তার চারটে পকেট যেন মুখ ইঙ্গিতে জানাচ্ছে—কিছু ভিক্ষা দাও। রয়েছে একটা পচা সোফা। তা, আগুনের তাতে আর ঠাণ্ডায় সেটা যেন বুড়োর মতো জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে মাছি। আরে বাপুরে! কী মাছি! চতুর্দ্দিকে এরা যেন মৌরসী পাট্টা ক'রে ফেলেছে। বাস্তবিকই আমি এত মাছি কখনো দেখিনি। কোথায় কোন্ কোনে, কোন্ খাপে—যেখানেই নজর দেবে, আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। মাছি আর মাছি! দরজার কাছে যেতেই তারা বোঁ বোঁ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে নেচে উঠ্‌লো। যেন তারা আমায় ভেবেছে একটা মৌচাক।

ঘরের শেষ প্রান্তে জানালার ধারে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটী স্ত্রীলোক—দৃষ্টি তার বাইরে। দু'বার ডাক্‌লাম।

—এ! শুনছেন!

—নাঃ কালা নাকী! একটা হাততালি দিলাম।

সে ধীরে ধীরে ফির্‌লো। মুখখানা দেখ্‌লাম। নেই তাতে এতটুকু আনন্দের চিহ্ন, এতটুকু হাসি। দুঃখে আর হতাশায় মুখে পড়েছে কালিমা। চোখের কোণে কালি। গালে একটা চড়্‌চড়্। আর রঙ যেন মাটীর মতো পোড়া। বৃদ্ধা না হ'লেও দুঃখের ভারে তাকে বৃদ্ধার মতোই দেখাচ্ছে। নিহাৎ দুঃখিনী রমণী। কারণ চোখে বোধ-হয় তখনো রয়েছে জল।

—আপনি কী চান? রমণীটী চোখ মুছে বল্লে।

—বল্লাম, চাই একটু বিশ্রাম আর কিছু পানীয়।

কথা শুনে সে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে চাইল। তার যায়গা থেকে একটুও নড়্‌লো না। যেন আমার কথা সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

বল্লাম, এটা হোটেল তো?

—কি জানি! হোটেল না হলেই তো গেছি। —মনে মনে বল্লাম।

—হ্যাঁ এটা হোটেল। স্ত্রীলোকটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লে: মানে আপনি যদি মনে করেন তো তাই! কিন্তু বাকী লোকদের ওটায় না গিয়ে এটায় ঢুক্‌লেন কেন? ওটা তো ঢের বেশী চমৎকার এর চেয়ে!

—এটাও আমার কাছে চমৎকার। বল্লাম: এখানেই আপনার কাছে এসে খেতে আমার ভালো লাগ্‌ছে।

একথা বলে' তার উত্তরের কোনো অপেক্ষা না রেখেই আমি বসে' পড়্‌লাম একটা চেয়ারে।

স্ত্রীলোকটা বোধ হয় এবার বুঝ্‌লো আমি এতটুকু তার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। তাই হঠাৎ সে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। চট্ ক'রে খানিকটা এগিয়ে গেল। আবার ফিরে এল। দরজাগুলো খুলে ফেল্লে। তারপর মাছি টাছি তাড়িয়ে গ্লাসপত্র ধুয়ে একাকার। দারুণ সে ব্যস্ত। বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল—সে আমার মতো একজন অতিথি পেয়ে হাতছাড়া করতে রাজী নয়। কিন্তু মুশ্‌কীল হ'ল মাছিদের নিয়ে। তাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে বাধা পেয়ে তারা রেগে উঠেছে। তা শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় তাদেরি স্বীকার করতে হল।

—স্ত্রীলোকটা দেখি ভাঁড়ার ঘরে চলে' গেছে। শুনতে পেলাম, বড় বড় তালা-চাবি নাড়ার শব্দ। জল পড়ছে, গ্লাস-পত্রের আওয়াজ—আর তা সত্ত্বেও তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

তারপর পনেরো মিনিট পরে দেখি—সামনে এসে হাজির হ'য়েছে একটা প্লেট। তাতে আছে শুক্‌নো শুক্‌নো কতকগুলো

বর্ণের শ্রীবৃদ্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ সাবান ••

তিনটি কারণে পিয়ার্স দেহের বর্ণের পক্ষে বাস্তবিকই অতুলনীয়। প্রথমতঃ—ইহা বিশুদ্ধ সাবান—এত বিশুদ্ধ যে ইহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ—ইহার নির্ম্মল রেশম সদৃশ ফেনা অতি সূক্ষ্ম ও দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার করে। তৃতীয়তঃ—ইহা চর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিয়া নূতন সজীবতা ও কমনীয়তা আনয়ন করে। কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে আপনার দর্পণই এই কথার প্রমাণ দিবে।

দেহ-বর্ণের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অদ্বিতীয়

A. & F. PEARS LTD., ISLEWORTH, ENGLAND

LT.G. 253-8

BENGALI

আঙুর, খানিকটা, শক্ত রুটী আর গ্লাসে ক'রে সস্তা দামের খানিকটা মদ।

—তা হলে' এই আপনার বরাদ্দ। স্ত্রীলোকটা অদ্ভুত গলায় বল্লে। বলেই আবার সেই জানালার ধারে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ালো।

আমি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে গল্প কর্‌বার চেষ্টা করলাম। বল্লাম, আপনার বোধ হয় এখানে আর কেউ আসে না, না?

—ও না; কেউ আসে না মশাই। যখন আমাদের এখানে মাত্র একটা দোকান ছিল তখন—সে কথা আলাদা। অর্থাৎ আমরাই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম। আর আমরা দিতাম শিকারী খাওয়া আর গাড়ী। কিন্তু যেদিন থেকে ওই দোকানটা হ'ল সেইদিন থেকেই আমাদের হ'ল সর্ব্বনাশ। লোকে এখন ওখানেই যেতে ভালোবাসে আর তারা এটা পৌঁছোই না। এর কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ এ বাড়ীটা ভালো নয়; তারপর দ্বিতীয়তঃ আমি দেখ্‌তে খারাপ—গায়ে জ্বর প্রায় লেগেই আছে, তার ওপর মারা গেছে আমার দু'টো মেয়ে। কিন্তু আশ্চর্য্য! ওরা দেখে সব হাসে। আর তারপর ওই যে হোটেলটা দেখ্‌ছেন ওটাতে আছে একটা যুবতী তরুণী—আর্ল থেকে এসে এখানে জমেছেন: কী চমৎকার রূপ! কী মাথার চুল! গলায় সোনার হারের কী বাহার। তারপর হোটেলে কতো তরুণী পরিবেশন কচ্ছে। কাজেই ওখানে খদ্দের হবে না তো কোথায় হবে বলুন? তিনটা গ্রামের ছোকরারা একেবারে বাঁধা খদ্দের ওখানকার। আর এখানে একটা খদ্দেরের অভাবে আমি পেটে খেতে পাচ্ছি না পর্য্যন্ত!

কথাগুলো সে নেহাৎ নির্লিপ্ত আর অসহায় কণ্ঠেই বল্লে। দেখ্‌লাম, মাথাটা সে তখন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীর পিছন দিকে ঝুঁকে ফেলেছে। শুনে বাস্তবিকই দয়া হ'ল। বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝ্‌লাম—ও হোটেলটার সম্বন্ধে এ স্ত্রীলোকটার পরিচয় কম নয়।—

হঠাৎ রাস্তা থেকে একটা গোলমাল শুন্‌লাম। কি দারুণ গোলমাল। যেন ঘোড়ার ওপর ভীষণ চাবুকের শব্দ। আর অনেক লোকের চীৎকার। ব্যাপারটা হ'ল কী? কাণ খাড়া ক'রে শুন্‌লাম, একজন কে যেন গাইছে উৎকট শব্দ ক'রে ভীড়ের মাঝখানে। মাতাল টাতাল নাকী? তড়াং ক'রে উঠে পড়্‌লাম। দেখি, ব্যাপারটা তাই। একজন গান গাইতে গাইতে চলেছে গাড়ীতে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল তার পিছনে ফেউ লেগেছে। গানটা মনে হ'ল সেই যেন বাজখাই গলার।

"আমার প্রিয়া কলসী ল'য়ে জল আনিতে যায়,
তিনটী গোরা ধর্‌তে তারে পিছু পিছু ধায়।
'ওসে যায় যায় যায়'"

শুনে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালাম। আর হঠাৎ ফিরে দেখি হোটেল রমণীটার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। সে আমার দিকে ছুটে এসেই সোফাটা ধ'রে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখে তার কী ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। খুব চুপি চুপি বল্লে, শুনতে পাচ্ছেন? ওই আমার স্বামী। ওর গলা শুনছেন? আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে চাইলাম।

—সেকী? আপনার স্বামী! তা হ'লে কী আপনি বল্‌তে চান যে উনিও ওখানে যান?

হা ভগবান! স্ত্রীলোকটা কপালে করাঘাত করলো।—তা হ'লে আর শুন্‌ছেন কী?—নচেৎ আমাদের এমন দুর্দ্দশা হয়? আপনি কী শুনবেন মশাই? ওই রাক্ষসী সর্ব্বনাশী আমার স্বামীটাকে একবারে মেরে ফেলেছে, একবারে মেরেছে। ওর মোহে যে না ঝুলেছে সে এ পাড়ার মানুষই নয়। আমি কালো. কুৎসিত…সদাই কাঁদি…এ আমার স্বামী দেখ্‌বে কেন? তার চেয়ে যে হাসে, যার আছে রূপ তার কাছেই আমার স্বামী একবারে মশগুল্। আজ ঘরের শত্রু এই বিভীষণের জন্যেই তো আমি আজ বিভীষিকা দেখ্‌ছি। নইলে দুঃখ কী? স্ত্রীলোকটা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। —স্বামীর সাহচর্য্যও যদি মিল্‌তো তা হলে' আজ এ হোটেলের এমন অবস্থা হ'ত না। আমার দু'টো মেয়ে মারা গেছে, আমার অসুস্থ শরীর—এগুলোও অপরাধ বৈ কী! পুরুষ চায় মেয়েদের শুধু যৌবন আর তাদের দেহের বসন্ত কিন্তু আমি তা থেকে তো আজ ভ্রষ্ট কিনা!…হায়! হায়!

শ্রাবণের ধারার মতো তার চোখে বন্যা এল। আর তাকে দেখাতে লাগ্‌লো আরো কুৎসিত, আরো জঘন্য!

আমি তার দুঃখে সান্ত্বনার কোনো ভাষাই খুঁজে পেলাম না। শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতো। আর বহুদূর থেকে একটা গানের সুর আমার কাণে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো:

"বিদায় বিদায় ওগো প্রথমা প্রিয়া,
বিদায় তোমারে দিয় অশ্রুজলে…"

—০:০:০—

* Alphouse Daudet-এর "The Two inus" গল্পটির বঙ্গানুবাদ।

স্ত্রী:—তোমার প্রাণ ভারী শক্ত!

:—কেন, তোমার বাক্যবাণ, নয়নবাণ বিদ্ধ হয় না বলে?

খোকা:—বাবাতো আজ ঈদের দিনে সবাইর সঙ্গে কোলাকোলি দিলেন মা কিন্তু তোমাকেতো দিলেন না!

মা:—ওসব বল্‌তে নেই বাপু ঈদের বরকত কমে যায়!

গৃহস্থ:—অত বড় ডাকরা জওয়ান ভিক্ষে করছো—কেন গতর খাটিয়ে খেতে পারনা বাপু?

ভিক্ষুক:—মশাই আমি বেরিবেরি রিসার্চ্চ সোইটীর একজন সভ্য—কোন পরিবারে কি চা'ল খা'য়া হচ্ছে তাই দেখ্‌তে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চা'ল সংগ্রহ কচ্ছি! আর এক মুষ্টি দেন মশাই—এইটুকুতে রিসার্চ্চ চল্‌বে না!

পথিক:—শহরের মুচীদের সঙ্গেও কি মশাই কন্ট্রাক্ট করেছেন?

ওভারসিয়ার:—কেন বলুন ত?

পথিক:—তা নইলে রাস্তার পাথরগুলো দু'দিন পরেই এমনভাবে চাড়া দিয়ে উঠে যে জুতোর হাফসোল বদ্‌লাতেই হয়রান!

দোকানদার:—কিছু কিছু করে দেনাটা শোধ করে ফেলুন, নইলে আমরাই বা খাই পার কি করে?

দেনাদার:—দোকানভরা চাল ডাল কাপড় থাক্‌তে আবার আপনাদের খা'য়া পরার ভাব্‌না।

বিনামূল্যে লক্ষাধিক 'এজমলীন' নমুনা স্বরূপ বিতরণ।

এজমলীন—এজমলীন—এজমলীন

হাঁপানী দুরারোগ্য রোগ নহে।

নিয়মিতরূপে

অ্যাজমলীন

সেবনে আপনার হাঁপানী যতদিনের হউক না কেন তাহা হইতে একেবারে মুক্ত হইবেন।

অনেক সময় সামান্য সর্দ্দি কাশি ও ভারী অসুখের পর দুর্ব্বলতা জন্মায় ও তাহাতে হাঁপ ও কাশের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত রোগ প্রথমে অবহেলা করিলে পরে ভীষণ কাশী ও হাঁপানী এমন কি যক্ষ্মারও উপক্রম হইতে পারে। এখন হইতে সতর্ক হউন।

শীতের আধিক্যে হাঁপানী রোগীর শ্বাসকষ্ট ভয়ঙ্কর বাড়িয়া থাকে। এখন হইতে 'অ্যাজমলীন' সেবন করুন। দুই এক শিশি সেবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আপনি কত সবল ও সুস্থ হইতেছেন।

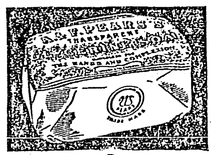

'অ্যাজমলীন' শুধু যে হাঁপানীর ও সর্দ্দি কাশির ঔষধ তাহা নহে—ইহা একটি বলকারক TONIC.

সকল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক—জি. ডি. এণ্ড কোং

সোল এজেণ্টস—রায় এণ্ড রায়

১১৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড।

এজমলীন—এজমলীন—এজমলীন

সাবধানে থাকুন!

হাঁপানি ভীষণ রোগ

হাঁপানি কিম্বা ক্ষয়কাশের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে আজ থেকেই সেবন করুন।

হাঁপানীর অব্যর্থ ঔষধ।

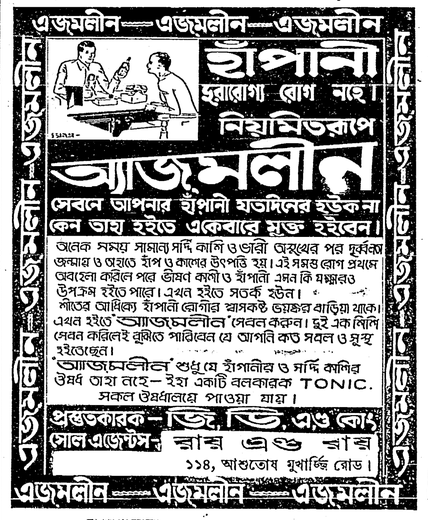

"এজমলীন"

অদ্যই আপনার শ্বাসকষ্ট দূর করিবে

বহুদিন ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই ঔষধটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে—হাঁপানী, সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিংকফ্, কাসি ও কফ দ্বারা কণ্ঠনালী বা ফুসফুসের অবরোধ, কফ নিঃসরণে কষ্ট, কষ্টদায়ক ঘন-ঘন কাসির উপদ্রব বা দুর্গন্ধময় কফ ক্ষরণ এবং কফের সহিত রক্ত পড়া প্রভৃতি অবস্থায় এ্যাজমলীন বিশেষ প্রযোজ্য। হাঁপানী রোগে হাঁপের আক্রমণের অবসর কালে ইহা সেবন করিলে অবিরাম শ্বাসকষ্ট লাঘব হয় এবং অনেক সময় পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। যক্ষ্মা রোগেও ইহা কাসির প্রকোপ কমাইয়া রোগীকে সাময়িক আরাম প্রদান করে। যদি কেহ ইহার আশু ফলাফল পরীক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদের নিকট ৵০ আনা ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলেই এক শিশি নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

মূল্য বড় শিশি :—২৷৷০ ছোট শিশি :—১৷৷০

প্রস্তুত কারক :—জি, ডি, এণ্ড কোং ১৬নং বনফিল্ড লেন কলিকাতা

কারবালার মহাযুদ্ধ

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

ঘটনার পূর্ব্বের ভবিষ্যৎ বাণী

কারবালার মহাযুদ্ধের ফলে, এস্লামী দুনিয়ার যে মহাক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর কখনও পূরণ হইল না, পূরণ হইবারও নহে। কিন্তু এই ঘটনার ফলে এস্লামী দুনিয়া যে পরকালের জন্য কত অধিক পরিমাণে লাভবান হইবার অধিকারী হইয়াছে, মানব দেহধারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই তাহার বর্ণনা করিতে পারা সম্ভব নহে।

একথা আ'লা-আদ্না (১) সকলেই অবগত আছেন যে, হজরত শেরে-খোদা, আলী-মোর্ত্তজা (কঃ) (২) শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আলায়হেস্সালামের আপন চাচাত-ভাই এবং জামাতা (৩)। একথাও সকলে অবগত আছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা, নারীজাতির শিরোভূষণ হজরত বিবি ফাতেমা-জোহরা (রাঃ) সাহেবানীর সহিত, হজরত আলীর (কঃ) বিবাহ হইয়াছিল ও হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে এবং ফাতেমা খাতুনের (রাঃ) গর্ভে, হজরত এমাম হাসান (রাঃ) ও হজরত এমাম হোসায়নে (রাঃ) ভ্রাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত আলী (কঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় একাধিকবার একথা বলিয়াছিলেন যে, "যদিও আজীবন আমার উপর দুঃখ ও শোকের তুফান বহিয়া গিয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় যে, তিনটি বেদনার কথা যখন আমার মনে হয়, তখনই আমার মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং ক্রন্দন করিতে করিতে আমার চক্ষু ঝাপসা হইয়া আইসে। সে তিনটীর একটী হইতেছে, আমার সম্মুখে হজরত নবী সাহেবের ওফাত (৪)। দ্বিতীয়টি হইতেছে, আমার সম্মুখে আমার প্রাণ-প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, হোসেন জননী, নবী নন্দিনী, বিবি ফাতেমার ওফাত এবং তৃতীয়টী হইতেছে, আমার জীবদ্দশায় আমার স্নেহের দুলাল, আমার নয়নমণি, হজরত আখেরজ্জমানের সুরাত ও সিরাতের (৫) অধিকারী, এমাম হোসেনের শাহাদত (৬) সংবাদপ্রাপ্তি।—কিন্তু কি করিব, এলাহীর আদেশের উপর কাহারও কোন ক্ষমতা নাই।"

আর একটি রেওয়াতে (৭) দেখিতে পাওয়া যায় যে, হজরত আলী (কঃ) একদিন বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট বলিয়াছিলেন "যখন এমাম্ হোসেন কারবালা প্রান্তরে অসংখ্য শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবেন, তখন তিনি দশটি বিষয়ে, প্রাণে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমটী হইতেছে—সে সময় নবী সাহেব দুনিয়ায় না থাকার জন্য তাঁহার দুঃখ, দ্বিতীয়টি হইতেছে—তাঁহার জননী বিবি ফাতেমা সে সময় দুনিয়ায় না থাকা, তৃতীয়টি হইতেছে—সে সময় হজরত সিদ্দিক (৮) দুনিয়ায় না থাকা, চতুর্থ হইতেছে—সে সময় শাহাদাতের ফলে হজরত ওমর ফারুকের দুনিয়ায় না থাকা, পঞ্চম হইতেছে—সে সময় শাহাদাতের ফলে হজরত ওস্মান গণীর দুনিয়ায় না থাকা, ষষ্ঠ হইতেছে—তৎপূর্ব্বেই আমার শাহাদাৎ, সপ্তম হইতেছে—তৎপূর্ব্বেই এমাম হাসানের (৯) শাহাদাৎ, অষ্টম হইতেছে অনেক হাদিস্ ও ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা হোসেন স্বীয় শাহাদাতের সংবাদ অবগত থাকা, নবম হইতেছে—সঙ্গের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, স্নেহের দুলাল সকল, গরমের যন্ত্রণায় এবং পিপাসার কষ্টে, তাহার সম্মুখে শাহাদাৎকে বরণ এবং দশম হইতেছে—১০ই মোহররম তারিখে হোসেনের শাহাদাৎপ্রাপ্তি।

মহামান্যবরীয় হজরত ওম্মে ফজল (১০) সাহেবানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি কোন একরাত্রি একটি স্বপ্ন দেখি এবং হজরত রসুলোল্লাহ্ সাহেবকে সেই স্বপ্নের তাবির (১১) জিজ্ঞাসা করি। হজরত রসুলোল্লাহ আমাকে বলিলেন, তুমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত উত্তমরূপে বর্ণনা কর। আমি বলিলাম, হে রসুলোল্লাহ! আমি গত রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, হুজুরের দেহের স্থানবিশেষ হইতে একখণ্ড মাংস কাটিয়া আমার ক্রোড়ের উপর রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহা শুনিয়া নবী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমাকে বলিলেন, হে ওম্মে ফজল! তুমি অতি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ। এই স্বপ্নের ফলাফল এই যে, ইনশা-আল্লাহ, শীঘ্র আমার ফাতেমার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিশু তোমার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইবে। কিছুদিন পরে বিবি ফাতেমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং যথাসময়ে এস্লামের বিধানানুসারে আকিকা (১২) করিয়া, ঐ শিশু পুত্রের নাম রাখা হইল হোসেন এবং হজরতের ইঙ্গিত মত ঐ শিশুকে প্রতিপালন করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল।"

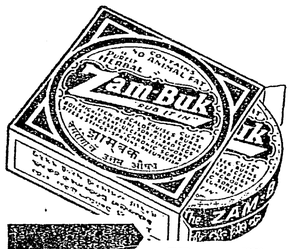

সহিত নানাপ্রকার খেলা-তামাসায় লিপ্ত হইতেন। হজরত অত্যন্ত স্নেহের সহিত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন আসমুক্ত ফেরেশ্তা সকল, নবী সাহেবকে বলিলেন, হে রসুলোল্লাহ! আপনি কি হোসেনকে

---

(১) আ'লা-আদ্না=ছোট বড়, সম্মানী-অসম্মানী, প্রধান-অপ্রধান।

(২) মোর্ত্তজা তাঁহার নাম এবং শেরে-খোদা ও আলী তাঁহার উপাধি। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হজরত আলী নামেই পরিচিত।

(৩) এস্লামী ব্যবস্থায় মোটামুটিভাবে ৪৫ জন স্ত্রীলোকের সহিত ৪৫ জন পুরুষের বিবাহ-বন্ধন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এই নিষেধাজ্ঞা। বিজ্ঞান এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করিয়াছে। আলী-ফাতেমার বিবাহ এই নিষেধাজ্ঞার আমলে পড়ে না।

(৪) ওফাত=ধরাধাম পরিত্যাগ, সম্মানীয় মৃত্যু।

(৫) সুরাত ও সিরাত—সুরাত-সৌন্দর্য্য এবং সিরাত-স্বভাব। হজরত নবী সাহেবের দেহের গঠন-সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যের এবং রূপ-রস সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন, এমাম ভ্রাতৃদ্বয়—এমাম হাসান ও এমাম হোসেন রাঃ। এমাম হাসান (রাঃ) নবী সাহেবের মস্তক হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত এই অংশের গঠন সৌন্দর্য্যও রূপ-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত উভয় ভ্রাতাই নবী সাহেবের সাধনা, আধনাক্, মনুষ্যত্ব, জ্ঞানবুদ্ধি, অনুভূতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সকল সদ্গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

(৬) শাহাদাত=ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহাদের সে মৃত্যুর নাম "শাহাদাৎ" প্রাপ্তি।

(৭) রেওয়ায়েৎ=বর্ণনা। সত্য বর্ণনাকেই রেওয়ায়েৎ বলা উচিৎ।

(৮) সিদ্দিক=প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) সাহেবের উপাধি সিদ্দিক।

(৯) হজরত এমাম হাসান (রাঃ) বিষপানে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই মৃত্যুও শাহাদাৎ কিন্তু এই শাহাদাৎ উঁহার অজানা শাহাদাৎ আমরাও এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

(১০) ওম্মে ফজল=হারেসের কন্যা।

(১১) স্বপ্নের তাবির=স্বপ্ন ফল।

(১২) আকিকা=শিশুর কল্যাণ জন্য হালাল (বৈধ) পশু কোরবানী করিয়া শিশুর নাম রাখা ব্যবস্থাকে আকিকা বলে।

(১৩) নসমা=খেলনা, মজা, দুঃখ।

বাজে জিনিষ কিনিয়া যেন ঠকিবেন না

জাম্বক চাহিবেন তাহা হইলে আসল জিনিষই পাইবেন

বুকের শ্লেষ্মা নিরাময় করুন

শয়নের পূর্ব্বে জাম্বক মালিশ করুন

দুষ্ট সর্দি, বক্ষেই হউক অথবা গলদেশেই হউক, উহা ব্রংকাইটিসে বা অন্য কোন কঠিন পীড়ায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই দূর করুন। শয়নের পূর্ব্বে ভেষজ সমন্বিত জাম্বক বক্ষস্থলে এবং কণ্ঠনালীতে উত্তমরূপে মালিশ করিলে আপনি সহজেই উহা নিবারণ করিতে পারেন। জাম্বকের মূল্যবান ভেষজ তেল শরীরের উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই ক্রিয়া করে। মাথায় শ্লেষ্মা জমিলে অল্প পরিমাণে জাম্বক নাকে টানিয়া গ্রহণ করিবেন। জাম্বক জড়তার ও ক্ষতের দ্রুত উপশম করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল করে। ইহা সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু নষ্ট করিয়া আপনাকে সত্বর নিরাময় করিবে। চর্ম্মরোগে, আঘাতজনিত ক্ষতে, দদ্রুপদে এবং অর্শে জাম্বক অতুলনীয়। সুতরাং ইহার এক কৌটা আপনার গৃহে রাখুন। এক টাকা ও ।৴১০ আনা মূল্যে জাম্বক সকল ঔষধালয়ে বিক্রয় হয়। এজেন্টস্:—স্মিথ স্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা।

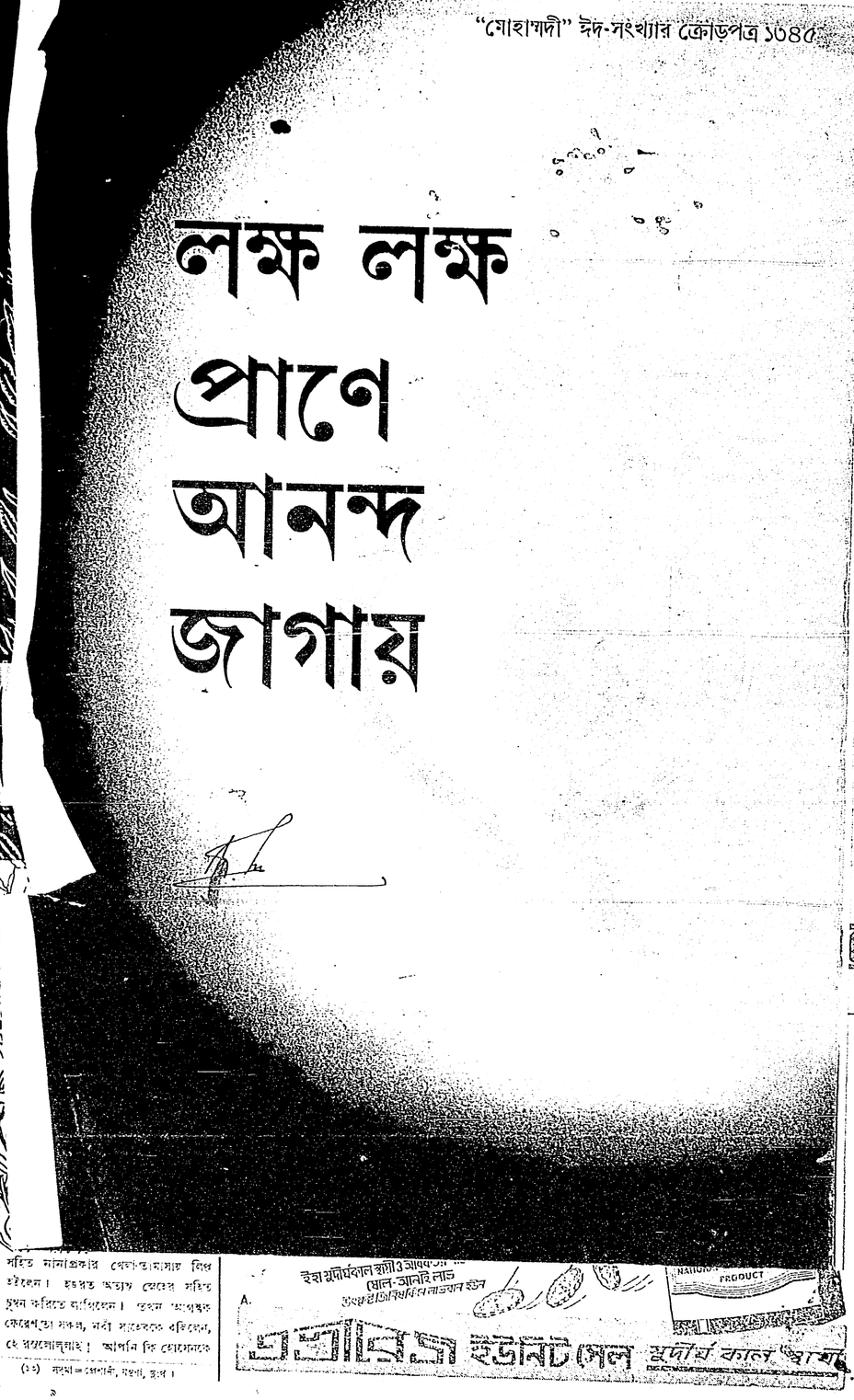

সর্ব্বদা জাম্বক ব্যবহার করুন।

ZAM-BUK

জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত

"মোহাম্মদী" ঈদ-সংখ্যার ক্রোড়পত্র ১৩৪৫

কারবালার মহাযুদ্ধ

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

ঘটনার পূর্ব্বের ভবিষ্যৎ বাণী

কারবালার মহাযুদ্ধের ফলে, এস্‌লামী দুনিয়ার যে মহাক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর কখনও পূরণ হইল না, পূরণ হইবারও নহে। কিন্তু এই ঘটনার ফলে এস্‌লামী দুনিয়া যে পরকালের জন্য কত অধিক পরিমাণে লাভবান হইবার অধিকারী হইয়াছে, মানব দেহধারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই তাহার বর্ণনা করিতে পারা সম্ভব নহে।

একথা আ'লা-আদ্‌না (১) সকলেই অবগত আছেন যে, হজরত শেরে-খোদা, আলী-মোর্ত্তজা (কঃ) (২) শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আলায়হেস্‌সালামের আপন চাচাত-ভাই এবং জামাতা (৩)। একথাও সকলে অবগত আছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা, নারীজাতির শিরোভূষণ হজরত বিবি ফাতেমা-জোহরা (রাঃ) সাহেবানীর সহিত, হজরত আলীর (কঃ) বিবাহ হইয়াছিল ও হজরত আলীর (কঃ) ঔরষে এবং ফাতেমা খাতুনের (রাঃ) গর্ভে, হজরত এমাম হাসান (রাঃ) ও হজরত এমাম হোসায়েন (রাঃ) ভ্রাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত আলী (কঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় একাধিকবার একথা বলিয়াছিলেন যে, "যদিও আজীবন আমার উপর দুঃখ ও শোকের তুফান বহিয়া গিয়াছে, তথাপি আমার মনে হয় যে, তিনটি বেদনার কথা যখন আমার মনে হয়, তখনই আমার মেরুদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং ক্রন্দন করিতে করিতে আমার চক্ষু ঝাপসা হইয়া আইসে। সে তিনটীর একটী হইতেছে, আমার সম্মুখে হজরত নবী সাহেবের ওফাত (৪)। দ্বিতীয়টি হইতেছে, আমার সম্মুখে আমার প্রাণ-প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, হোসেন জননী, নবী নন্দিনী, বিবি ফাতেমার ওফাত এবং তৃতীয়টী হইতেছে, আমার জীবদ্দশায় আমার স্নেহের দুলাল, আমার নয়নমণি, হজরত আখেরজ্জামানের ছুরাত ও ছিরাতের (৫) অধিকারী, এমাম হোসেনের শাহাদত (৬) সংবাদপ্রাপ্তি।—কিন্তু কি করিব,

বাজে জিনিষ কিনিয়া যেন ঠকিবেন না

জাম্বক চাহিবেন তাহা হইলে আসল জিনিষই পাইবেন

বুকের শ্লেষ্মা নিরাময় করুন

শয়নের পূর্ব্বে জাম্বক মালিশ করুন

দুষ্ট সর্দ্দি, বক্ষেই হউক অথবা মস্তিষ্কেই হউক, উহা ব্রঙ্কাইটিসে বা অন্য কোন কঠিন পীড়ায় পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই দূর করুন। শয়নের পূর্ব্বে কেবল মাত্র জাম্বক বক্ষস্থলে এবং কণ্ঠনলীতে উত্তমরূপে মালিশ করিলে আপনি সহজেই উহা নিবারণ করিতে পারেন। জাম্বকের মূল্যবান ভেষজ তেল শরীরের উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায়ই ক্রিয়া করে। মাথায় শ্লেষ্মা জমিলে অল্প পরিমাণে জাম্বক নাকে টানিয়া গ্রহণ করিবেন। জাম্বক জড়তার ও ক্ষতের দ্রুত উপশম করে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল করে। ইহা সর্দ্দি ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু নষ্ট করিয়া আপনাকে সত্বর নিরাময় করিবে। চর্ম্মরোগে, আঘাতজনিত ক্ষতে, দদ্রুপদে এবং অর্শে জাম্বক অতুলনীয়। সুতরাং ইহার এক কৌটা আপনার গৃহে রাখুন। এক টাকা ও ।৵০ আনা মূল্যে জাম্বক সকল ঔষধালয়ে বিক্রয় হয়। এজেন্টস্‌ :—মেসার্স স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা।

সর্ব্বদা জাম্বক ব্যবহার করুন।

ZAM-BUK

জান্তব চর্ব্বি বর্জ্জিত

এলাহীর আদেশের উপর কাহারও কোন ক্ষমতা নাই।"

আর একটি রেওয়াতে (৭) দেখিতে পাওয়া যায় যে, হজরত আলী (কঃ) একদিন বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট বলিয়াছিলেন "যখন এমাম্ হোসেন কারবালা প্রান্তরে অসংখ্য শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবেন, তখন তিনি দশটি বিষয়ে, প্রাণে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমটী হইতেছে—সে সময় নবী সাহেব দুনিয়ায় না থাকায় জন্য তাঁহার দুঃখ, দ্বিতীয়টি হইতেছে—তাঁহার জননী বিবি ফাতেমা সে সময় দুনিয়ায় না থাকা, তৃতীয়টি হইতেছে—সে সময় হজরত সিদ্দিক (৮) দুনিয়ায় না থাকা, চতুর্থ হইতেছে—সে সময় শাহাদাতের ফলে হজরত ওমর ফারুকের দুনিয়ায় না থাকা, পঞ্চম হইতেছে—সে সময় শাহাদাতের ফলে হজরত ওস্‌মান গণীর দুনিয়ায় না থাকা, ষষ্ঠ হইতেছে—তৎপূর্ব্বেই আমার শাহাদাৎ, সপ্তম হইতেছে—তৎপূর্ব্বেই এমাম হাসানের (৯) শাহাদাৎ, অষ্টম হইতেছে—অনেক হাদিস্ ও ভবিষ্যৎবাণী দ্বারা হোসেন নিজ শাহাদাতের সংবাদ অবগত থাকা, নবম হইতেছে—সঙ্গের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, স্নেহের দুলাল সকল, গরমের যন্ত্রণায় এবং পিপাসার কষ্টে, তাঁহার সম্মুখে শাহাদাৎকে বরণ এবং দশম হইতেছে—১০ই মোহররম তারিখে হোসেনের শাহাদাৎপ্রাপ্তি।

মহামর্য্যাদাশীলা হজরত ওম্মুল ফজল (১০) সাহেবানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আমি কোন একরাত্রি একটি স্বপ্ন দেখি এবং হজরত রসুলোল্লাহ্ সাহেবকে সেই স্বপ্নের তাবির (১১) জিজ্ঞাসা করি। হজরত রসুলোল্লাহ আমাকে বলিলেন, তুমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত উত্তমরূপে বর্ণনা কর। আমি বলিলাম, হে রসুলোল্লাহ! আমি গত রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, হুজুরের দেহের স্থানবিশেষ হইতে একখণ্ড মাংস কাটিয়া আমার ক্রোড়ের উপর রাখিয়া দেওয়া হইল। ইহা শুনিয়া নবী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমাকে বলিলেন, হে ওম্মুল ফজল! তুমি অতি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ। এই স্বপ্নের ফলাফল এই যে, ইনশা-আল্লাহ, শীঘ্র আমার ফাতেমার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিশু তোমার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইবে। কিছুদিন পরে বিবি ফাতেমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং যথাসময়ে এস্‌লামের বিধানানুসারে আকিকা (১২) করিয়া, ঐ শিশু পুত্রের নাম রাখা হইল হোসেন এবং হজরতের ইঙ্গিত মত ঐ শিশুকে প্রতিপালন করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল।"

সহিত নানাপ্রকার খেলা-তামাসায় লিপ্ত হইলেন। হজরত অত্যন্ত স্নেহের সহিত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন আগন্তুক ফেরেশ্‌তা সকল, নবী সাহেবকে বলিলেন, হে রসুলোল্লাহ! আপনি কি হোসেনকে

(১) আ'লা-আদ্‌না=ছোট বড়, সম্মানী-অসম্মানী, প্রধান-অপ্রধান।

(২) মোর্ত্তজা তাঁহার নাম এবং শেরে-খোদা ও আলী তাঁহার উপাধি। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হজরত আলী নামেই পরিচিত।

(৩) এস্‌লামী ব্যবস্থায় মোটামুটিভাবে ৪৫ জন স্ত্রীলোকের সহিত ৪৫ জন পুরুষের বিবাহ-বন্ধন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। চাচাত ভাই বোনের বিবাহ এই নিষেধাজ্ঞা। বিজ্ঞান এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করিয়াছে। আলী-ফাতেমার বিবাহ এই নিষেধাজ্ঞার আমলে পড়ে না।

(৪) ওফাত=মরণ, পরিত্যাগ, সম্মানীয় মৃত্যু।

(৫) ছুরাত ও ছিরাত—ছুরাত-সৌন্দর্য্য এবং ছিরাত-সৎস্বভাব। হজরত নবী সাহেবের দেহের গঠন-সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যের এবং রূপ-রস সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন, এমাম ভ্রাতৃদ্বয়—এমাম হাসান ও এমাম হোসেন রাঃ। এমাম হাসান (রাঃ) নবী সাহেবের মস্তক হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত এই অংশের গঠন সৌন্দর্য্য ও রূপ-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত উভয় ভ্রাতাই নবী সাহেবের সাধনা, আত্মত্যাগ, সহৃদয়, হামদর্দি, অনুভূতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

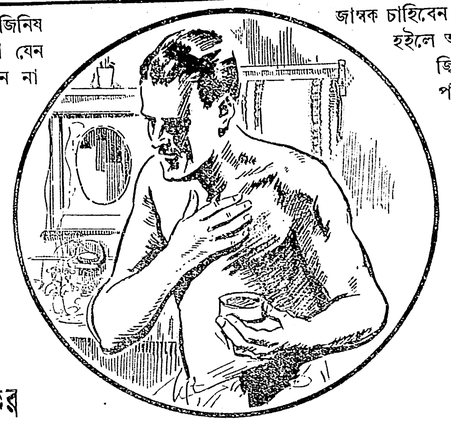

(৬) শাহাদাত=ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহাদের সে মৃত্যুর নাম "শাহাদাৎ"প্রাপ্তি।

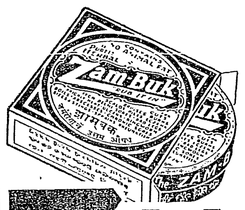

(৭) রেওয়ায়েৎ=বর্ণনা। সত্য বর্ণনাকেই রেওয়ায়েৎ বলা উচিৎ।

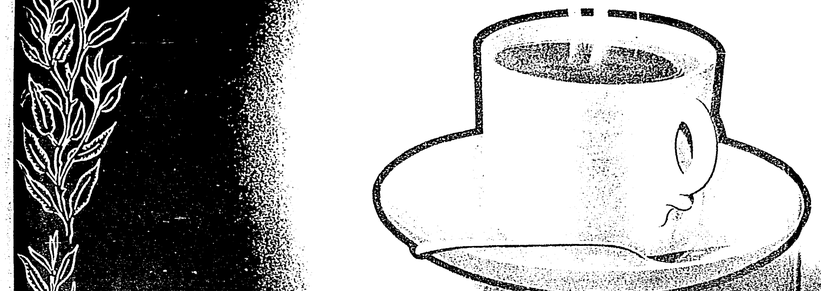

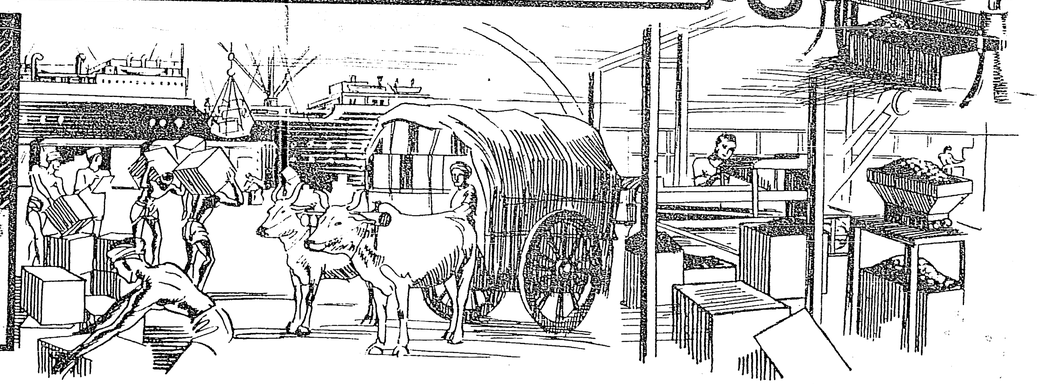

(৮) সিদ্দিক=প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) সাহেবের উপাধি সিদ্দিক।

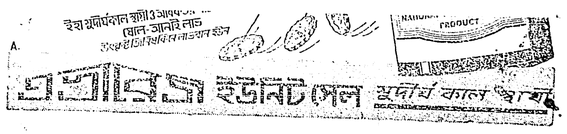

(৯) হজরত এমাম হাসান (রাঃ) বিষপানে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই মৃত্যুও শাহাদাৎ কিন্তু এই শাহাদাৎ তাঁহার জন্যই শাহাদ আমরাও এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

(১০) ওম্মুল ফজল=হারেসের কন্যা।

(১১) স্বপ্নের তাবির=স্বপ্ন ফল।

(১২) আকিকা=শিশুর কল্যাণ জন্য হালাল (মেষ) পশু কোরবানী করিয়া শিশুর নাম রাখার ব্যবস্থাকে আকিকা বলে।

(১৩) সদমা=লোকসানী, যন্ত্রণা, দুঃখ।

Issued by
THE COMMISSIONER FOR INDIA
INDIAN TEA MARKET EXPANSION BOARD
7, Church Lane, Calcutta

অংশের গঠন সৌন্দর্য্যও রূপ-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা ব্যতীত উভয় ভ্রাতাই নবী সাহেবের সাধনা, আখলাক্, মহব্বত, হামদর্দ্দি, অনুভূতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সকল সদ্গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন।

(৬) শাহাদাত=ন্যায় ও ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহাদের সে মৃত্যুর নাম "শাহাদাৎ"প্রাপ্তি।

হজরত ওমর ফারুকের জানাযায় না থাকা, পঞ্চম হইতেছে—সে সময় শাহাদাতের ফলে হজরত ওস্মান গণীর জানাযায় না

(৭) রেওয়ায়ৎ=বর্ণনা। সত্য বর্ণনাকেই রেওয়ায়েৎ বলা উচিৎ।

(৮) সিদ্দিক=প্রথম খলিফা হজরত আবুবকর (রাঃ) সাহেবের উপাধি সিদ্দিক।

রসুলোল্লাহ আমাকে বলিলেন, তুমি খপ্ন

(৯) হজরত এমাম হাসান (রাঃ) বিষপানে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার এই মৃত্যুও শাহাদৎ কিন্তু এই শাহাদাৎ তাঁহার রুহানী শাহাদ আমরাও এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

(১০) উম্মুর ফজল=হারেসের কন্যা।

(১১) খপ্নের তাবির=খপ্ন ফল।

পুত্রের নাম রাখা হইল হোসেন এবং হজরতের ইঙ্গিত মত ঐ শিশুকে প্রতিপালন করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল।"

(১২) আকিকা=শিশুর কল্যাণ জন্য হালাল (বৈধ) পশু কোরবানী করিয়া শিশুর নাম রাখা ব্যবস্থাকে আকিকা বলে।

"কিছুদিন পরে একদিন আমি ঐ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং হোসেনকে তাঁহার ক্রোড়ে দিয়া আমি অপর দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত পরে আমি হজরতের দিকে ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম, শিশু হোসেনকে ক্রোড়ে লইয়া, হজরত ক্রন্দন করিতেছেন—তাঁহার চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া আমি বলিলাম, হে রসুলোল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান্ আপনি কেন এইভাবে ক্রন্দন করিতেছেন।"

উত্তরে হজরত বলিলেন, হে ওম্মল ফজল! এইমাত্র হজরত জীব্রাইল (আঃ) আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার এই সন্তানকে আমার উম্মতদিগের মধ্যে একদল, যুদ্ধে নিহত করিবে। ইহা শুনিয়া আমি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! এই শাহজাদাকে? তিনি বলিলেন হাঁ, আমার এই হোসেনকে? ইহা বলিয়া হজরৎ বলিলেন, এই দেখ, যে কারবালা প্রান্তরে হোসেন শহীদ হইবে, হজরত জীব্রাইল সেই কারবালা প্রান্তরের লাল রংএর মৃত্তিকা দিয়া গেলেন। এই সময় শিশু হোসেনের বয়ঃক্রম চারিমাস মাত্র।"

"যখন হজরতের সহিত আমার এই সকল কথোপকথন হইতেছিল, তখন শিশুর দিকে হঠাৎ আমার নজর পড়িল এবং দেখা গেল যে, শিশুর মুখ দিয়া লাল রংএর লালা ও চক্ষু দিয়া এক ফোটা অশ্রু ঝরিয়া হজরতের (নবী সাহেবের) জামায় পড়িল। ইহার পর হজরত নবী সাহেব স্বীয় ওষ্ঠ দুইটী দ্বারা শিশুর গণ্ডদেশ চুম্বন করিলেন। অতঃপর আমি হজরতের ক্রোড় হইতে শিশু হোসেনকে ক্রোড়ে লইলাম। শাহজাদা কাঁদিয়া উঠিল। তখন হজরত আমাকে বলিলেন, হে ওম্মল ফজল! তুমি সোলায়েম হাতে শিশুকে গ্রহণ কর। কেননা এক্ষণে শিশুর বুকের ভিতর যে সদ্‌মা (১৩) উপস্থিত হইয়াছে, সোলায়েম ভাবই তাহার একমাত্র সুব্যবস্থা। তুমি ইহার উপর অনুগ্রহ কর।"

অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আনেস্ (রাজীঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সকল ফেরেশ্‌তা খোদাওয়ান্দ তালার আদেশ পালনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার একদিন আল্লাহ্‌তায়া'লার আদেশ গ্রহণ করিয়া, হজরত নবী সাহেবের দর্শন আশায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় হজরত রাসুলুল্লাহ হজরত ওম্মে সাল্‌মার (রাজীঃ) গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। হজরত নবী সাহেব বিবি ওম্মে সাল্‌মার প্রতি আদেশ করিলেন, হে ওম্মে সল্‌মা! ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি রাখিও, যেন কেহ গৃহ মধ্যে আসিতে না পারে। হজরত সাল্‌মা সাহেবানী দরজার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। ইত্যবসরে দেখা গেল যে, বালক হজরত এমাম হোসেন (রাজী) গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হজরত নবী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ের উপর উঠিয়া বসিলেন ও তাঁহার সহিত নানাপ্রকার খেলা-তামাসায় লিপ্ত হইলেন। হজরত অত্যন্ত স্নেহের সহিত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন আগন্তুক ফেরেশ্‌তা সকল, নবী সাহেবকে বলিলেন, হে রসুলোল্লাহ! আপনি কি হোসেনকে পেয়ার করিতেছেন? রসুলোল্লাহ বলিলেন, হাঁ। ফেরেশ্‌তারা নবী সাহেবকে বলিলেন, আপনার উম্মতরা অল্পদিনের মধ্যেই ইহাকে শহীদ করিবে। আপনি যদি জানিতে চাহেন, তবে যে স্থানে এই স্নেহভাজন শাহজাদা শহীদ হইবেন সে স্থান আপনাকে দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। অতঃপর একজন ফেরেশ্‌তা স্বীয় হস্ত বিস্তার করিয়া একমুষ্টি লাল রংএর মাটী হজরতকে দেখাইলেন। হজরত সেই মৃত্তিকা মুষ্টি হজরত ওম্মে সাল্‌মা সাহেবানীর হস্তে দিলেন এবং হজরত ওম্মে সাল্‌মা (রাজী) তাহা স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের এক পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিলেন।

মুস্‌লিম জাতির মাতৃস্থানীয়া সিদ্দিকা-দুহিতা হজরত আয়েসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রাসুলে মকবুল (সঃ) বলিয়াছেন—"হজরত জীব্রাইল আমিন (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, যখন আমি পৃথিবীতে থাকিব না, সেই সময় আমার স্নেহপুত্তলি হোসেন (রাঃ) কে, লোকেরা কারবালার ময়দানে অন্যায় ও অধর্ম্ম-যুদ্ধে হত্যা করিবে।" হজরত বিবি আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) সাহেবানী আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত নবী সাহেব (সঃ) বলিয়াছেন—"হজরত জীব্রাইল (আঃ) আমার হস্তে এক মুষ্টি মৃত্তিকা দিয়া বলিয়াছেন যে, যে স্থানে হোসেনকে হত্যা করিবে, এই মৃত্তিকা সেইস্থানের। ইহা বলিয়া নবী সাহেব (সঃ) আমাকে এক মুষ্টি মৃত্তিকা দেখাইয়াছিলেন।"

মুসলিম জাতির মাতৃস্থানীয়া, হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে—"একদিন নবী সাহেব (সঃ) আমার গৃহে বসিয়া, হজরত জীব্রাইল আমিন (আঃ) এর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন; এমন সময় হোসেন (রাঃ) তথায় আসিল এবং হোসেনকে দেখিয়া ফেরেশ্‌তা সরদার, হজরত জীব্রাইল (আঃ), নবী সাহেবকে বলিলেন, হে শেষ নবী! আপনার উম্মতদিগের মধ্যে একদল, শীঘ্র এই শাহজাদাকে অন্যায় যুদ্ধে শহীদ করিবে। সে জমিন এরাকের এলাকার কারবালা নামক ময়দানের একাংশ।"

মুসলিম জাতির মাতৃস্থানীয়া হজরত বিবি উম্মে সাল্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, "একদিন হজরত আখেরুজ্জামান (সঃ)

(১৩) সদ্‌মা=দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা, দুঃখ।

মিসেস্ এইচ্ খাতুনের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার!
চিকিৎসা জগতে নবযুগের আবির্ভাব !!
(গভর্ণমেন্টের রেজিষ্টারী করা)

সূতিকা সংহারিণী

ইহা সর্ব্বপ্রকার সূতিকা রোগের অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় মহৌষধ। দুই দিন ঔষধ সেবনেই যাবতীয় উপসর্গ কমিতে থাকিবে। মোটকথা এরূপ আশু ফলপ্রদ ঔষধ বাজারে অতি বিরল। ফলেই ইহার পরিচয় উপলব্ধি হইবে। ১৬টি বটিকা সহ এক শিশি ঔষধের ২৲। একত্রে তিন শিশির মূল্য ৫।০ মাশুল স্বতন্ত্র।

পিত্তশূল বেদনার অমোঘ মহৌষধ
(গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড)

শূল-সংহার

ইহা সর্ব্ববিধ শূল বেদনার অতি চমকপ্রদ ঔষধ। একদিন সেবনেই যন্ত্রণার উপশম, ১৫ দিনে সম্পূর্ণ নিরাময়। মোটকথা ইহা অগ্নিতে জল প্রক্ষেপের ন্যায় শান্তি আনয়ন করে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য বড় কৌটা ১।০ দেড় টাকা।, ছোট কৌটা ৸৶০ চৌদ্দ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

দুরারোগ্য গণোরিয়া রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ

গনো শান্তি

ইহা এক অভিনব আবিষ্কার। গণোরিয়ার জন্য এই ঔষধ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী স্বরূপ। প্রথম দিন সেবনেই যন্ত্রণা নিবারণ, দশ দিনে নির্দ্দোষরূপে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ। মূল্য ১ বোতল ৩৲; পিচকারীর ঔষধ সহ ৪৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—
ইস্‌লামিয়া মেডিকেল ষ্টোর
আহ্‌ছানউল্লা রোড, ইসলামপুর, ঢাকা।

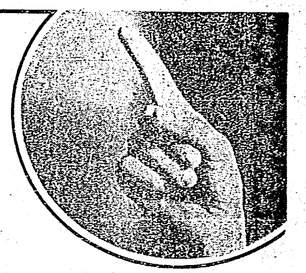

মাথা ধরার ট্যাব্‌লেট্ চাই শুধু একথা বল্লেই চল্‌বে না

শুধু মাথাধরার ট্যাব্‌লেট্ চাই বলা মানে বিপদ ডেকে আনা। "বেয়ারস্ ক্যাফিয়াস্পিরিন্" চাই, একথা স্পষ্ট করে বল্‌বেন। কারণ, ইহা বিশুদ্ধ ও নিরাপদ; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী। হার্টের বা পেটের কোনও ক্ষতি করে না। মাথাধরা, সর্দ্দি, দাঁতের ব্যথা বা যে কোনও স্নায়বিক যন্ত্রণার জন্যে শুধু 'বেয়ারস্ ক্যাফিয়াস্পিরিন্' ব্যবহার করুন।

BAYER
Fifty Years OF BAYER REMEDIES

CAFIASPIRIN
SAFE AND EFFECTIVE

৮ আনা ক্ষতি

নিকৃষ্ট ব্যাটারী কিনে টাকা প্রতি আট আনার ও বেশী ক্ষতি হয়।
জগদ্বিখ্যাত "এভারেডী" ব্যাটারী কিনুন ...
ইহা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী ও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া ষোল-আনাই লাভ
উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনে লাভবান হউন

A.
এভারেডী ইউনিট সেল সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী

আমার গৃহে দক্ষিণ-করওটে (১৪) শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ ব্যস্তভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং উভয় হস্তে একমুষ্টি লালরং-এর মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। হুজুরের এই অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনার উপর আমার পিতামাতা কোরবান। কি আপনাকে এত অস্থির দেখিতেছি এবং আপনার উভয় হস্তে উহা কি?" তিনি উত্তর করিলেন, আমার হস্তে মৃত্তিকা। এইমাত্র হজরত জীব্রাইল আমার নিকট উপস্থিত হইয়া এই মৃত্তিকা দিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এরাকের যে অংশে আমার নয়ন মণি হোসেন (রাঃ) শহীদ হইবে, ইহা সেই কারবালা নামক ময়দানের মৃত্তিকা। আমি তখন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মৃত্তিকার রং লাল কেন? হুজুর বলিলেন, হোসেন (রাঃ) এর রক্তে জমিন লাল হইবে, ইহা তাহারই নিশানা।

মুসলিম জননী হজরত বিবি উম্মে-সালমা (রাঃ) সাহেবানী বর্ণনা করিয়াছেন, "একদিন আমাদের স্নেহের দুলাল হাসান (রাঃ) ও হোসেন (রাঃ) আমাদের গৃহে খেলা করিতেছিল, এমত সময় সরদার ফেরেশ্তা হজরত জীব্রাইল (আঃ) তথায় আসিলেন এবং বলিলেন—"হে রাসুলুল্লাহ! আপনার উম্মতেরা আপনার দুনিয়া ছাড়িবার পর, আপনার প্রিয় দৌহিত্র এই হোসেন (রাঃ) কে শহীদ করিবে। এই বলিয়া তিনি হজরতের পবিত্র হস্তে এক মুষ্টি মৃত্তিকা দিলেন। হজরত নবী সাহেব সে মৃত্তিকার ঘ্রাণ লইলেন এবং বলিলেন, এই মৃত্তিকা হইতে দুঃখ ও বিপদের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর হুজুর আমাকে বলিলেন, হে উম্মে-সালমা! এই মৃত্তিকাকে তুমি যত্ন করিয়া রাখিয়া দাও, যখন দেখিতে পাইবে, ইহা টাটকা ও তরল রক্তের আকারে পরিণত হইয়াছে, তখন জানিবে আমার প্রাণাধিক দৌহিত্র, ফাতেমার নয়ন জ্যোতিঃ হোসেন (রাঃ) শহীদ হইয়াছে।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই হয়ত ইহা অবগত আছেন যে, হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন এবং বহু ঐতিহাসিক ইহা সমর্থন করিয়াছেন যে, হজরত নবী সাহেব (সঃ) প্রদত্ত মৃত্তিকা, তিনি একটি শিশির মধ্যে যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং হজরত নবী সাহেবের (দঃ) ওফাতের পর তিনি প্রত্যহ একবার, দুইবার ইহা দেখিতেন। যখন হজরত এমাম হোসেন (রাঃ) পবিত্র ভূমি মদিনা মনওয়ারা পরিত্যাগ করিয়া এরাকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন হইতে তিনি প্রত্যহ দুই চারিবার করিয়া ঐ মৃত্তিকা দেখিতেন ও ক্রন্দন করিতেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মহরম (আশুরার দিন) শুক্রবার দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শিশির মধ্যস্থিত মৃত্তিকা তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু যখনই সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিল তখনই হজরত উম্মে-সালমা (রাঃ) দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, শিশির মধ্যস্থিত মৃত্তিকা টাটকা তরল রক্তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তিনি শিশির কর্ক খুলিয়া ঘ্রাণ লইয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে মানব-রক্তের গন্ধ বাহির হইতেছে। (১৫)

হারেসের পুত্র হজরত আনেস্ রাজী আল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হজরত রাসুলুল্লার (সঃ) নিকট শুনিয়াছি, তিনি সর্বদাই বলিতেন, আমার এই পুত্র হোসেন (রাঃ) ঐ ভূমিখণ্ডের উপর শাহাদাত প্রাপ্ত হইবে, যে ভূমিখণ্ড আবহমানকাল হইতে কারবালা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে এবং কারবালার ঐ অংশ ফুরাত নদীর নিকট হইবে। তোমাদের মধ্যে যে বা যাহারা সে সময় তথায় মওজুদ থাকিবে, তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে, আমার হোসেনের সহায়তা করা। (১৬)

(১৪) দক্ষিণ-করওটে=দক্ষিণ দিকে কাতভাবে শয়ন করিয়া থাকা।

(১৫) হজরত উম্মে-সালমা (রাঃ) সাহেবানীর নিজ বর্ণনা হইতে এই অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে।

(১৬) হজরত আনেস্ (রাঃ) যে, হজরত নবী (সঃ) সাহেবের এই আদেশ শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পালন ও বাস্ত করিয়াছিলেন, এবং কারবালার যুদ্ধে যে তিনি আহলে বায়েতের মোহাব্বাতে ও সম্মানার্থ জীবন দান করিয়াছিলেন, এই সত্য ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথ:—তুমি দুধে এত জল মিশাও কেন বাপু।

গোয়ালা:—আজ্ঞে আপনিইতো বলেন শুনছি—ডাইলিউসনে তেজ ও শক্তি বাড়ে।

যুবক:—কবি বলেছেন!
মোটা পণ লালসায় মন ভুলোনা।
শালী যেথা নেই সেথা বিয়ে করো না।

যুবতী:—কবি নারী হলে হয়তঃ বলতেন—
মোটা মাইনে, বাড়ী, গাড়ী দেখে ভুলোনা
দেবর যেথা নেই সেথা বর খুঁজোনা!

সমাজ হিতৈষী:—বাঙ্গালীর পেট জুড়ে আছে একটা লিভার আর তার চেয়েও বড় একটা পীহা।

হতাশ দেশ প্রেমিক:—তার চেয়েও বেশী স্থান জুড়ে আছে প্যাটেন্ট ঔষধের বড়ি, বোতল চকলেট।

মনস্তত্ববিদ:—কত রকম লোক আছে জান?

ভৌগোলিক:—কেন? দ্যুলোক, আর ভূলোক।

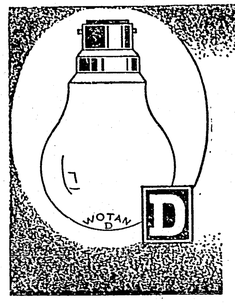

SIEMENS
সিমেন্স্
ওট্যান
"ডি" ল্যাম্পস্

শতকরা কুড়ি ভাগ বেশী আলো দেয়

খরচ বাঁচাতে সস্তা জিনিষ কিনে ঠকবেন না। সর্বদা ওট্যান ল্যাম্প ব্যবহার করুন— উজ্জ্বল আলোয় চোখ ভাল থাকবে আর অর্থেরও সাশ্রয় হ'বে

সিমেন্স্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
পোঃ বক্স ২১০৯ কলিকাতা, ফোন্ ক্যাল্কাটা ৪৮৯১
SmLK 2

(২০ বৎসরের প্রচলিত ও উচ্চ প্রশংসিত)
অর্শ অব্যর্থ এই "দৈব ঔষধে"ই দারুণ জ্বালা, যন্ত্রণা ও রক্তাদিস্রাব ৭ দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেই। ব্যয় ২।০। শ্রীঅরবিন্দ শর্ম্মা কালনা ঘটকপাড়া, বর্দ্ধমান।

কর্ম্মখালি—অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত কম্প.উণ্ডার আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে যথাক্রমে ১০৲—২০৲ এবং ২—৷ আহার বাসস্থান ফ্রি। ডাক্তার এস, এ, মহাশয়, ফ্যালপাথ, গোপীনাথপুর থানাবাড়ী পোঃ লক্ষণপুর, রংপুর।

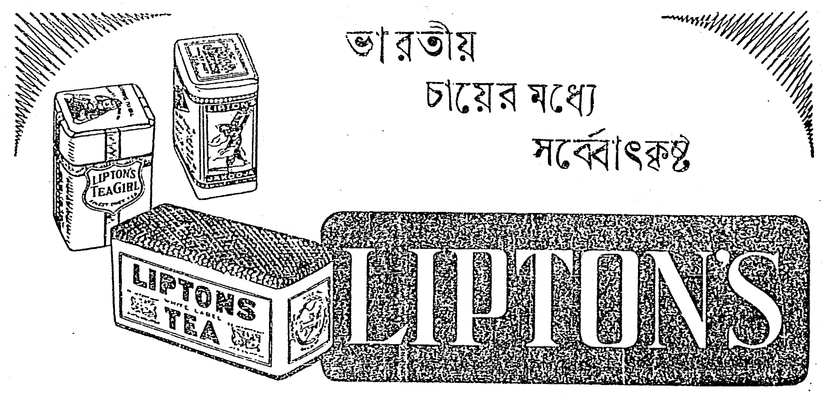

ভারতীয়
চায়ের মধ্যে
সর্ব্বোৎকৃষ্ট

লিপ্টনের হোয়াইট লেবেল, টি গার্ল ও জাকুজা মার্কা চা
LTK 48

লেখক

রহস্য

রশীদ আহমদ

রশীদ আহমদ আর কেহ নহেন, তিনি বাংলার অতি আদরের ফুটবল খেলোয়াড় জুনিয়ার রশীদ। তিনি যে শুধু বল চালনা করেন তাহা নহে, মসী চালনায়ও তাঁর অভ্যাস আছে, তার সামান্য নিদর্শন এখানে মোহাম্মদীর পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হইল।

পাগল! পাগলের মতই সে পথ দিয়ে চলেছে। ছেলেরা পাগল মনে করে ঢিল ছোড়ে, গালাগালি দেয়, আরও কত কিছু করে, কিন্তু ওর তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই—শুধু আপন মনে কি বলতে বলতে চলে। সমস্ত দিনটা শুধু পথে পথেই চলে বেড়ায়। কেউ খেতে দিলে খায়, নয়ত, উপোস করেই দিন কাটায়।

সহর থেকে কিছু দূরে একটা দোতলা লালবাড়ী, মস্ত প্রকাণ্ড গেট্ তার,—সরু রক্তরেখার মত একটা লাল রাস্তা বারান্দায় উঠে গেছে। রূপার হরফে গেটের সম্মুখে লেখা—কোন এক বাইজীর বাড়ী।

পাগল রাস্তা দিয়ে চলে যায়—শুধু এক একবার বাড়ীর দিকে তাকায়। ঢুকতে ইচ্ছে হয়,—সাহস পায় না। দারোয়ান রূপসিং হাঁকে—"কোন হায় তোম, উপরমে কেয়া দেখ্তা হায়, ভাগো হিয়াছে।" থমকে দাঁড়ায়—আবার নিজ মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে চলে। সমস্ত দিনটাই ওপথ দিয়ে আনাগোনা করে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। বাড়ীর আলোগুলো সব জ্বলে উঠে—এক একটা বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মত। লাল বাড়ীটা লাল গোলাপের মতই আলোয় রঙীন হয়ে উঠে। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর গেটে দু'তিনখানা মোটর এসে দাঁড়ায়। সিল্কের দামী ধুতী-চাদর-পরা দু'তিনজন প্রৌঢ় লোক মোটর থেকে নেমে এসে সটান উপরে চলে যায়। দারোয়ান রূপ সিং লম্বা সেলাম ঠুকে—তাদের দেখে।

অন্ধকারে আবছায়ার মত পাগল সমস্তই দেখে—নীরবে সবই সহ্য করে। থেকে থেকে তার সমস্ত অস্থিপাঞ্জর ভেঙ্গে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সেখানেই সে গাছতলায় বসে পড়ে করুণ সুরে গান ধরে

সব অন্ধকার—নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতার সাথে মিশে গান আরও করুণ হয়ে উঠে। লাল বাড়ীর সম্মুখের জানালা দিয়ে দুটো ডাগর চোখ বেরিয়ে আসে—চাঞ্চল্যে ভরা;—যেন কাকে খুঁজছে। ভেতর থেকে বাবুরা হাঁকেন—"আমরা কি বসে থাকতে এসেছি—গান শোনাবে ত শোনাও, নয়ত চলে যাই।"

আর একবার করুণ চাহনি চেয়ে ও ভেতরে চলে যায়। কিছু পরেই হারমোনিয়ম, তবলা, আর নুপুরের আওয়াজ সব এক সঙ্গে বেজে উঠে। সমস্ত রাতই গানের লহর চলে। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ সঙ্গীত বন্ধ থাকে।

ভোর হয়ে আসে। উষার বার্ত্তা নিয়ে কাক ডেকে উঠে। গান বন্ধ হয়ে যায়। বাবুরা মোটরে যে যার স্থানে চলে যায়। পাগল রাস্তায় এসে আবার নিজ মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে চলে। লাল বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে আনাগোনা করে।

বাড়ীটি নিস্তব্ধ—টু শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। কেবল মাঝে মাঝে রূপসিংয়ের খড়মের শব্দ জানিয়ে দেয়—বাড়ীতে লোক আছে। দিনে বাড়ীটি মরার মত পড়ে থাকে—রাত্রিতে যেন বেঁচে উঠে। এমনি করে দিনগুলো অনন্তকালের সাথে মিশে যায়, কিন্তু বাড়ীর নিয়মের কোন ব্যতিক্রমই ঘটে না। শুধু মাঝে মাঝে গেটের সামনে মোটরের পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

একদিন সন্ধ্যায় সত্যিই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। সেদিন বাড়ীর দুয়ারে মোটরও নেই, গান বাজনার আওয়াজও নেই। দিনের বেলার মতই নিস্তব্ধ। পাগল এসে সেই গাছতলায় দাঁড়ায়; উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে—কখন বাড়ীটি সজীব হয়ে উঠে। কিছু পরেই দুয়ারে এসে মোটর একটা দাঁড়ায়—ভাবে এই বুঝি বাবুরা এলেন। কিন্তু বাবুদের বদলে একটি প্রৌঢ় লোক গাড়ী থেকে নেমে উপরে উঠে যায়। পিছু পিছু একটি চাকর, হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে তার সঙ্গে চলে।

রূপসিং তার জায়গায় বিষণ্ণমনে খৈনি তৈরী করে। প্রৌঢ় লোকটি আর তার চাকর নেমে আসে।

রূপসিং জিজ্ঞেস করে—"ক্যায়সা হায় বাবু?" ডাক্তার উত্তর দেয়,—"হালাত বহুত খারাব, নেহী বাঁচেগী।" রূপসিং বিষণ্ণমনে নিজের জায়গায় বসে পড়ে। গালের ভেতর খৈনিটুকু পুরে দেয়।

পাগল সেই গাছতলায় বসে পলকহীন চোখে বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, এই বুঝি বাড়ীটা আবার আলোয় রঙীন হয়ে উঠবে। রাত্রি তার গন্তব্যস্থানে এগিয়ে চলে—পথ জনশূন্য হয়ে পড়ে; সমস্ত সহরটি নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। পাগল তার সেই নিদ্রাতুর চোখ দুটো নিয়ে বসেই থাকে। সমস্তক্ষণই ভাবে—আজ কি হল? ভেবে আর কূল পায় না।

রাত্রি দু'প্রহর। একটা প্যাঁচা পাগলের মাথার উপর দিয়ে কর্কশ স্বরে ডেকে চলে যায়। তার নিদ্রাতুর চক্ষু দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে—আবার ঢুলে পড়ে। একটু পরে একটি করুণ স্বর তার কাণে ভেসে আসে। সে থমকে দাঁড়ায়, বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলে। গেটের কাছে এগিয়ে আসে, দেখে সেখানে রূপসিং

সর্দ্দি এবং
কাসি
কখনও অবহেলা
করিবেন না

আপনি অনুভব করিবার পূর্ব্বেই সর্দ্দি, কাসি অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জায় দ্রুত আক্রান্ত হইতে পারেন এমতাবস্থায় আপনি যদি ইহার প্রতিরোধ না করেন, তবে ব্রনকাইটিস্ বা নিউমোনিয়ায় পরিণত হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। সুতরাংই প্রতিষেধক শ্বাসগ্রাহী পেপস্ বটিকা নিয়মিত সেবন করিয়া ব্রংকাইয়েল নলী ও ফুস্ফুস্ সবল ও সুস্থ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

পেপস্ বটিকা মুখাভ্যন্তরে দ্রবীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিশালী ভেষজ বাষ্পসমূহ উত্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত বক্ষস্থলে ও ফুস্ফুসে উপনীত হয় এবং সংক্রমণ বীজাণুগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে। উহারা ব্রংকাইয়েল টিউবের জড়তা দূর করে এবং শ্বাসরুদ্ধকর কফ সরল করিয়া বক্ষস্থল ও ফুস্ফুস্ সতেজ ও সবল করে। কণ্ঠনলীর পক্ষে পেপস্ অত্যন্ত আরামদায়ক। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পেপসের প্রত্যেকটি বটিকা রূপালীকাগজে জড়ান। প্রতি শিশি একটাকা মূল্যে উহা প্রত্যেক ঔষধালয়ে বিক্রয় হয়। এজেন্টস্ঃ—মেসার্স স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা।

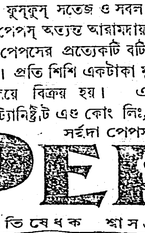

সর্বদা পেপস্ সেবন করুন
PEPS
প্রতিষেধক শ্বাসগ্রাহী বটিকা

নিজেকে সর্ব্বদা
সুস্থ রাখুন

কোষ্ঠকাঠিন্যই আপনাকে বয়সের চেয়ে বুড়ো দেখায়! বীচামস্ পিল সেবন করুন। ইহা আপনার রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ রাখিবে। ইহা ব্যবহার করিয়া শরীর ভিতর পরিষ্কার এবং নিজেকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ রাখুন—বয়স যাহাই হউক না কেন যুবজনোচিত শক্তি অটুট থাকিবে।

অজীর্ণ, যকৃৎ—দুষ্টতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাধরা, পিত্তাধিক্য, অবসাদ প্রভৃতি পীড়ার জগদ্বিখ্যাত ঔষধ।

BEECHAM'S
PILLS

দুই আনা মূল্যে কৌটায় ও পাওয়া যায়

সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জে প্রস্তুত স্ত্রী পুরুষ উভয়ের আদর্শ ঔষধ

নেই। দাঁড়িয়ে ভাবে কি করবে—আবার সেই করুণ স্বর—"গফুর! গফুর! আমায় ক্ষমা কর—ক্ষ-মা কর।" পাগলের মুখ লাল হয়ে উঠে। সাহস করে উপরে উঠে যায়। চীৎকার করে উঠে—হাছনু,—হাছনু—এই যে আমি, তোমার গফুর।" হাছনু তার দিকে বিস্মিতনেত্রে চেয়ে থাকে। দু'ফোটা অশ্রু বয়ে পড়ে ওর গাল বেয়ে।

রূপসিং হাকে—"শালা তোম কোন্ ধায়—হিয়াছে আভি ভাগো।" হাছনু সবই শোনে—কিছু করবার শক্তি নেই তার। সে যে নির্ব্বাক, মর্ম্মন্তুদ ব্যথা তার বুকে জমাট বেঁধে আছে। হাত তুলে রূপসিংকে বারণ করতে যায়, কিন্তু পারে না। বড় দুর্ব্বল—বড় ক্ষীণ।

গফুর এক পা এগিয়ে আসে; রূপসিং রেগে ঘাড় ধরে ওকে সিঁড়ির উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়। ওর মাথা ফেটে যায়। রক্তে সমস্ত ভিজে উঠে ওর। হাছনু তাই দেখে—তার ক্ষীণ নাড়ীর সমস্ত বলটুকু সঞ্চয় করে বলে উঠে—"গফুর—গফুর।" আর কিছু বলতে পারে না। এক ঝলক রক্ত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর নিস্তব্ধতা—সব শেষ!

গফুর মরিয়া হয়ে ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তে হাসনুর বুক ভিজে উঠে। গফুর চিৎকার করে উঠে—হাসনু, হাসনু। কিন্তু উত্তর দিবার কেউ নেই। সব নিস্তব্ধ, সব শেষ।

রূপসিং এই সুযোগে পেছন থেকে ওর টুপি চেপে ধরে ওকে টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে। গফুর সেখানেই নেতিয়ে পড়ে; তার চোখ দুটো মুদে আসে।

ভোর হয়ে যায়। রূপসিং পাড়া-পরশীদের ডেকে তার মৃতা মনিবের কবর দেবার বন্দোবস্ত করে। সকলেই দেখে, সেই পাগলটা রক্তে ভিজে পথে পড়ে আছে। কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না—ভাবে ও ত পাগল! কোথাও পাগলামি করতে গিয়েছিল—কেউ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

পাড়াপরশীরা হাসনুকে কবর দিতে চলে। গফুর জেগে উঠে—ওদের পিছু নেয়; এলিয়ে পড়ে—তবু ছোটে। কবর দেয়া শেষ হয়ে আসে, সকলে যে যার বাড়ী ফিরে যায়। গফুর এসে কবরের সুমুখে শুয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। চাঁদ তার রূপ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেয়। কবরস্থান চাঁদের আলোয় আলো হয়ে উঠে। রাত্র গভীর হয়ে আসে। সব নিস্তব্ধ হয়ে রাত্রির কোলে মিশে যায়। কবরস্থান হতে একটি করুণ সুর দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। সে সুর করুণ হতে করুণতর হয়ে উঠে। তারপর চাঁদের অন্তর্দ্ধানের সাথে বিলীন হয়ে যায়।

ঊষা তার বার্ত্তা জগতে ছড়িয়ে দেয়। সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উঠে জগতকে আলিঙ্গন করে। প্রতিবাসীরা জেগে উঠে। কবরস্থানের দারোয়ান দূর থেকে কবরের উপর একটা লোককে পড়ে থাকতে দেখে। নিকটে এগিয়ে আসে। পরীক্ষা করে দেখে, সে মৃত। তার চেহারা পাগলের মত, রক্তে সমস্ত ভেজা। দারোয়ান কবরস্থানের কর্ত্তাবাবুকে খবর দেয়। তিনি এসে প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞেস করেন—মৃত ব্যক্তি কে—কাদের? কেউই বলতে পারে না। শুধু একটি প্রতিবেশী বলে উঠে—পাগল বলেই সবাই ওর পরিচয় জানে। সে আরো বলে—রাত্রিতে সে একটি করুণ গান শুনতে পেয়েছিলো। আর তা নাকি এই কবরস্থানের দিক থেকেই এসেছিল। এমন করুণ স্বর সে জীবনে কখনও শোনেনি। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই গান শেষ হয়ে যায়। এর পর সে আর কিছুই বলতে পারে না।

প্রতিবেশী সকলেই জিজ্ঞেস করে—কি গান? গানের সবটা সে বলতে পারে না। শুধু দুটি ছত্র ওর মনে পড়ে—যা ওর কাছে সব চেয়ে করুণ বলে মনে হয়েছিল—

"মরনেওয়ালা বো মর গ্যায়ি
কোইও পুছা নাহি।"

তারপর সকলে কি মনে করে পাগলকে সেই কবরের পাশেই কবর দেয়। সকলেই চিন্তাকুল চিত্তে বাড়ী ফিরে। কেউই পাগলের মৃত্যুর রহস্য বা তার পরিচয় জানতে পায় না। বিধাতারও যেন ইচ্ছে নয় কেউ এই দুটি চরিত্রহীনের রহস্য জানে।

এখনও কোন পাগল দেখলেই সেই শহরের লোকের মনে পড়ে—সেই রক্তে-ভেজা পাগলের কথা।

—ভাবে, ওকি সত্যিই পাগল ছিল?
—বোধ হয়—না!

— ——

পাকস্থলীতে অম্ল সঞ্চারের বাহুল্য

এই অম্লদ্বারা কি ক্ষতি হয় এবং ইহা দূরিকরণের উপায় কি?

পাকস্থলীতে অম্লরসের সঞ্চার কি একটি রোগ? ইহা হইতে আশঙ্কার কোন কারণ হয় কি? ইহা নিরাময় করিবার সহজ উপায় কিছু আছে কি? ঐ প্রশ্নগুলি প্রায়ই আমরা বহু মুখেই শুনিতে পাই, ইহার উত্তর খুবই সরল। পাকস্থলিতে এই যে অম্লরসের সঞ্চার উহা আমাদের ভুক্ত দ্রব্য হইতেই ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত পদার্থ। ইহা কোনরূপ রোগ নহে, কিন্তু ইহা নানা প্রকার ব্যাধির মূলগত কারণ মাত্র, যেমন পিত্তাধিক্য, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, উদরে সঞ্চিত বায়ু জনিত বেদনা ইত্যাদি।

এই অম্ল প্রশমিত হইলেই রোগগুলিও আর হইবে না যেহেতু রোগের কারণ দূর করা হইয়াছে। আর এই অম্লরস প্রশমিত করিতে কোনরূপ জটিল রহস্যও ইহাতে নিহিত নাই। প্রত্যেক প্রাথমিক রাসায়নিক শাস্ত্রের ছাত্রই ইহা জানেন যে মিল্ক অব্ ম্যাগ্নেশিয়া অম্ল শমিত করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহা সত্য—কেন না বার বার পরীক্ষা দ্বারা এই সত্যই সাব্যস্ত হইয়াছে, প্রত্যেক চিকিৎসকই জানেন ইহা খাঁটি সত্য। তাই পাকস্থলীতে অম্লরসের সঞ্চার হইলেই চিকিৎসক মাত্রেই ফিলিপসের মিল্ক অব্ ম্যাগ্নেশিয়াই সেবন করিতে উপদেশ দেন। ম্যাগ্নেশিয়ায় যে গুণ তাঁহারা জানেন এবং তাঁহারা আরও জানেন যে ফিলিপ্সের মিল্ক অব্ ম্যাগ্নেশিয়ার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেশিয়া আর কিছুই নাই।

পাকস্থলীতে অত্যধিক পরিমাণে সঞ্চিত অম্লরসের জন্য যখনই আপনি কোন প্রকার রোগে কষ্ট পাইবেন—তখনই আপনি ফিলিপ্সের মিল্ক অব্ ম্যাগ্নেশিয়াই সেবন করিবেন। এবং ইহা সেবন করিলে আপনি সন্তুষ্টই হইবেন।

পিতা:—ছেলে তো নয় আও একটা গর্দ্দভ!

বন্ধু:—তা হইলে "পণ" আর "যৌতুকে"র বোঝা বইবে কি করে!

খোকা:—ধনুষ্টঙ্কার কাকে বলে বাবা?

বাবা:—একটা রোগের নাম—ধনুর মত এতে সব শরীর বেঁকে যায়!

খোকা:—ধনুর তীর কোথায় বাবা?

বাবা:—ডাক্তারের সূঁচ—যাতে ক'রে 'সিরাম' ঢুকিয়ে দেয়।

শিক্ষক:—ধারে কাটা আর ভারে কাটা মানে কি হ'ল?

ছাত্র:—প্রথমটা স্বকীয় গুণে আর দ্বিতীয়টা এড্ভারটাইজে।

স্বামী:—তোমার হাতের সুড়সুড়ি ব্যাধি কিছুতেই গেল না, বাইর থেকে আসলেই পকেটে হাত দে'য়া চাই।

স্ত্রী:—তুমি চর্ম্মরোগ বিশেষজ্ঞ জেনেই বাবা আমায় তোমার হাতে সঁপেছেলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তোমার হাত-যশের সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাধিও বেড়ে চলেছে।

স্বামী:—তুমিই আমার সব, তুমি ছাড়া কাকেও ভালবাসব না।

পঞ্চমপক্ষের স্ত্রী:—বিনিময়ে লাভের আশা নেই বলেই বোধ হয়।

কেরাণী:—অফিসে মোটেই কাজ করতে পারিনে—শুধু ঝিমুনী আসে।

চিকিৎসক:—ভাইটামিন বি, (Vitamin B2) কিনে খান; আর ট্যাকে পয়সা না থাকলে অফিস-চেয়ারে ছারপোকা পুষুন।

টেলিফোন—২১১৮ বড়বাজার · টেলিগ্রাম—কাবেরী, কলিকাতা

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা,
বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি, ধন্বন্তরি কল্প
স্বর্গীয় কবিরাজ বিদ্যাভূষণ রায় কবিরত্ন,
এম, এ, এম, বি মহোদয় প্রতিষ্ঠিত

খাঁটি চ্যবনপ্রাশ সের ৮৲ · খাটি স্বর্ণ ঘটিত ভরি ৬৪৲

বৈদ্যরাজ ঔষধালয়
৪৬নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যবস্থাপক—স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র
কবিরাজ শ্রীঅমরভূষণ রায় ভিষগাচার্য্য।

স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত কয়েকটি সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

ঘৃত সঞ্জীবনী রসায়ন— উপদংশ ও সিফিলিস বিনাশক ও সর্ব্ব প্রকার রক্ত ও পারদ দুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ। ৮ আঃ প্রতি শিশি ১৷৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

কামদেব রস— অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় জনিত ধাতু দৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, ও স্নায়ু ভঙ্গ পীড়ার মহৌষধ। ৩০ বটী ১ কৌটার মূল্য ৮৲ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

চন্দনাদি রসায়ন— সকল প্রকার গনোরিয়া রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ২ আঃ প্রতি শিশি ১৲ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

লেখক

সাহিত্য, সমাজ ও প্রগতি

জাহরুল হক্

সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক'রতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এদের সৃষ্টি। সমাজ আমাদের জীবনের উপর এমনভাবে আঁকড়ে বসে গেছে—সামাজিক আচার অনুষ্ঠান আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীর সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, আমরা সাহসের সঙ্গে স্বীকার করতে পারি না যে মানুষের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নহে। শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করতে হ'লে কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে নেওয়া দরকার কিন্তু এই সব সামাজিক নিয়মকানুন বহুদিনের সংস্কারবশতঃ এত কঠোর ও অখণ্ডনীয় হ'য়ে দাঁড়ায় যে, আমরা ভুলে যাই, জীবনের দাবী সমাজের দাবীর চেয়ে বড়। সমাজকে বাদ দিয়ে আমাদের প্রগতি অচল। কিন্তু সমাজমাত্রই একটু প্রাচীনপন্থী ও স্থাবর—নূতন কোন পরিবর্ত্তন সহজে স্বীকার করতে চায় না। এদিক দিয়ে সমাজ প্রগতিকে বাধা দেয়। সাহিত্য, সমাজের এই দুই বিরুদ্ধ রূপই প্রকাশ করে; সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর পরিপূরক—একে অন্যকে সাহায্য করে। উভয়ের পরস্পর সাহায্যের ফলে প্রগতির উন্নতি সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যোগ নিবিড়। রাষ্ট্র যেখানে শক্তিশালী—বহিরাক্রমণের কোন ভয় থাকে না—আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান, সেখানে সমাজ সুস্থ। সাহিত্যের উন্নতি সমাজের এই সুস্থতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যস্ত সেখানে সাহিত্যের প্রেরণা আসে না। ইতিহাস থেকে আমরা এই দৃষ্টান্ত পাই যে, যে যুগে যত শান্তি ও সুখ সামাজিক জীবনে বিরাজ করিয়াছে সেই যুগে সাহিত্য তত সমৃদ্ধশালী হয়েছে। প্রাচীন গ্রীকের পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের সামাজিক জীবনে এক পরম শান্তিময় যুগের সূচনা হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া হ'য়েছিল তৎকালীন গ্রীক সাহিত্যে। পেরিক্লিসের যুগে গ্রীক নাটক, ইতিহাস ও দর্শনের যে উন্নতি হয় তার তুলনা মেলে না। ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগে দেশের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ শেক্সপিয়র ও তাঁহার সমসাময়িকরা এক অমর সাহিত্যের সৃষ্টি করে গেছেন। ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংরেজী কাব্য ও উপন্যাসের অত উন্নতির জন্য দায়ী অনেকটা ঐ যুগের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। সাহিত্য মানুষের সামাজিক রূপেরই প্রতিচ্ছবি। সমাজ যেখানে বৃহৎ পটভূমিকা সেখানে সমাজের সুখ শান্তির ঢেউ সাহিত্যে প্রতিফলিত না হ'য়ে পারে না।

সমাজের প্রগতি যেমন সাহিত্যে গিয়ে প্রতিফলিত হয়, তেমনি পঙ্গু ও অবনত সমাজের সাহিত্য, জোরালো ও শক্তিশালী হয় না। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের শেষ দিকটায় যখন ব্রিটিশ, মারাঠা, ফ্রান্স ও মুসলিম শক্তি ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তৃত্ব নিয়ে টানাটানি করিতে থাকে সেই সময় সমাজে শান্তি ও সুখ ছিল না প্রায় এক যুগ ধ'রে। এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের স্রোত একপ্রকার বন্ধ ছিল। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে রাষ্ট্র, সমাজ, কৃষ্টি সমস্ত কিছুতেই যেন একটি ভাঙ্গনের সুর ধরেছিল—কিছুই স্থায়ী বলে মনে হচ্ছিল না। সবাই একটি অজানা ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে বাস করছিল। টি, এস, ইলিয়টের Waste land-এ এই নিরাশা ও ভাঙ্গনের নির্ম্মম ছবি আমরা দেখতে পাই। মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসলীলার পর সমাজে যে নিদারুণ নিরাশা ও আলস্যের ভাব এসেছিল তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইলিয়টের মত কবিরা নব রকম, দুঃখবাদী সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

সাহিত্য যেমন সামাজিক বিপ্লব দ্বারা তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি অনেক সময় বিপ্লবের প্রধান ইন্ধন যোগায় সাহিত্য। সাহিত্য দ্বারা সমাজের মানসিক বিপ্লব সংঘটিত হলে বাইরের বিপ্লবটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশো ও ভলটেয়ারের লেখা জাতির চিন্তাধারাকে বিপ্লবী করে তুলেছিল বলেই জনসাধারণ যুগ যুগান্তের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবেও তেমনি লেনিন, গর্কি প্রভৃতিদের সাহিত্যে সর্ব্বহারা কৃষক মজুরদের বাঁচবার অধিকার দাবী করে জনগণের অন্তরে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, তারই ফলে রক্তের স্রোত দুর্গন্ধিত অন্তর অনাচার ও অত্যাচারকে ধৌত করে মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হ'ল। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার যখনই চরমে পৌঁছিয়াছে—যখনই মানুষকে তার সাধারণ মৃত্যু মানবতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন সাহিত্য এসে মানবতার ঝঙ্কার আরম্ভ করিয়াছে। গর্কির 'Mother' Uncle Tomb's Cabin, আপ্টন্ সিন্‌ক্লেয়ারের Jungle প্রভৃতি যাহারা পড়িয়াছেন তাহারা জানেন অত্যাচারীর উৎপীড়ন, সর্ব্বহারাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের নির্ম্মম কাহিনী নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় তার আবেদনের ক্ষমতা কত অপরিসীম। পাঠকের মন তার অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে এই সব অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে।

ধাতু দৌর্ব্বল্যে
জীবনশক্তি
স্বাস্থ্য ও যৌবন অটুট রাখে

যাবতীয় দৌর্ব্বল্যে অদ্বিতীয়, স্বপ্নদোষে অব্যর্থ। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান এজেন্সী, ২নং নেতাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন ৩৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
তৈল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না
২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সাহিত্য সর্বসময়েই সমাজকে প্রগতির পথে চালিয়েছে। অবশ্য এ চালনায় বহু সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও অনুভূতিই বেশী দায়ী। কবি গান গায়—

Parliament of men,
Federation of the world.

আর সমস্ত জগত চায় এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। তাই আজ বিশ্বমানবের মহারাষ্ট্র গঠনের আদর্শ সবাইকে পেয়ে বসেছে। স্যামুয়েল বাটলার Way of All Flesh এ সমাজের যে ছবি এঁকে গেলেন তার মধ্যে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী নীতি, চরিত্র, ও পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ইত্যাদিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হ'ল—তখনকার সমাজ তার ভাবধারাকে গ্রহণ করলে না কিন্তু আজ ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে ও বাটলারের ছবির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। লরেন্সের Lady Chatterlys Lover এ দেহের দাবীকে স্বীকার করা হয়েছে সবার উপরে। সমাজে বিস্তর আলোড়ন হ'ল বইখানি নিয়ে প্রথমটায় কিন্তু আজ সবাই অল্পবিস্তর বুঝেছে লরেন্স একেবারে মিথ্যা নহে—দেহের ক্ষুধাকে উপবাসী রেখে সংস্কার অনুযায়ী নীতি বা ধর্মের অনুশীলনে সত্যই কোন সার্থকতা নাই। আলডুস হাক্সলীর Brave New World একখানা নামকরা বই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর অবস্থা ভবিষ্যতে কি হবে এ নিয়ে এক কল্পনার ছবি আঁকা হ'য়েছে। তার কল্পিত এই ভবিষ্যত জগতে সন্তান সৃষ্টি হবে ল্যাবরেটরীতে। রাষ্ট্র লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ ক'রবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ন্ত্রিতভাবে চলবে। ভগবান, ধর্ম, বাইবেলের নাম সবাই বিস্মৃত হবে। মানুষের দুঃখ করবার বা অসুখী হবার কোন কারণ থাকবে না। বইটার মধ্যে লেখকের বিদ্রূপের সুর ধরা পড়ে কিন্তু বিজ্ঞান যে আমাদের ভবিষ্যতে এরূপ কোন জগতে নিয়ে যাবে অ.স্তে আস্তে এ-কথা না স্বীকার করে উপায় নাই। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে—আমাদের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে। সাহিত্যিক তার কল্পনার চক্ষু দিয়ে দূর ভবিষ্যতের যে ছবি আঁকে কালে সেটাই অনেকাংশে বাস্তবে পরিণত হয়। সাহিত্য এইরূপ যুগে যুগে সমাজের প্রগতিকে anticipate করে এসেছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর এই তিনখানা যুগান্তকারী বই এর যথেষ্ট প্রমাণ।

আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এ-সাহিত্য আমাদের সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিতে পারে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রধান তিনজন পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। বাঙ্গলা উপন্যাসের জন্মদাতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে কিন্তু তার সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা জ্ঞান সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়া ছড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছোট গল্প, সাহিত্যের প্রতি স্তরে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন কিন্তু ভারতের নিরন্ন, রিক্ত অগনিত জনসাধারণের জীবনে যে নিদারুণ ব্যথা ও দুঃখ রয়েছে তার সুরটি তাঁর সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ বিলাস ব্যসনের ক্রোড়ে লালিতপালিত বলে তার বিরাট সাহিত্যে সর্ব্বহারা, লাঞ্ছিত মানবতার নির্ম্মম হাহাকারের অভিব্যক্তি কোথায়ও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নাই। নজরুলের সাহিত্যে এই দুঃস্থ মানবতার নির্য্যাতনের সুর ধরা পড়েছে। বিদ্রোহী কবি শুধু তার কাব্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নাই তার উপন্যাসে মানবতার জয়গান গাহিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বড় দান—তিনি সংস্কারমুক্ত মনে নরনারীর সম্বন্ধকে আলোচনা করেছেন। সংস্কারের ও দেশাচারের প্রচণ্ড অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের নিখুঁত ছবি তারই কলমে প্রথমে ফুটে উঠে। শরৎ-পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ অভাব মৌলিকত্বের। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আধুনিক লেখকেরা বিদেশী উপন্যাসের ভাবধারাকে জোর করে দেশীয় বলে চালাতে চেষ্টা করেন—দেশের আসল সমস্যা এরা এড়িয়ে চলেন। এদের মধ্যে একমাত্র প্রগতির লক্ষণ—যৌন-সম্বন্ধ নিয়ে এরা একটু স্পষ্ট—অবশ্য এও বিদেশ থেকে ধার করা। একমাত্র বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের সত্যিকার সুরটী ধরা পড়েছে। তার সাহিত্যে, মানুষের দুর্যোগের রাত্রির সত্যিকার ইতিহাস পাই। বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার বা আই, সি, এস-দের ড্রয়িংরুমের জীবন নিয়ে তিনি কৃত্রিম সাহিত্য রচনা করবার চেষ্টা করেন নাই। শরৎবাবুর পরেই বাঙ্গলা উপন্যাসে তার স্থান।

অনাথ-পালন

—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

(মহাকবি শেখ সাদীর "[illegible]" কবিতাটীর অনুবাদ)

বুলাও, বুলাও ছায়া অনাথের শিরে
মুছে দাও ধূলিকণা, খোলো কাঁটা ধীরে।
নেহারিলে অনাথের বিনম্র বদন
আপন সন্তানে তব করোনা চুম্বন।
কাঁদে যদি পিতৃহীন,—করে অভিমান—
কে দিবে সান্ত্বনা হায়! কে জুড়াবে প্রাণ!
দেখো, যেন পিতৃহীন না করে রোদন
কাঁদিলে সে ট'লে ওঠে খোদার আসন।
স্নেহ-ভরে মুছে দাও আঁখি হ'তে বারি
সযতনে মুখ হ'তে ধূলি দাও ঝাড়ি।
আশ্রয়-শরণ তার না থাকিলে ভাই
আপন আলয়ে তব দিয়ো তারে ঠাঁই।
রাজার নন্দন সম ছিলাম এ ভবে
পিতৃ-ক্রোড়ে রাখি শির ঘুমাতাম যবে।
একটি পতঙ্গ কভু বসিলে গো গায়
বেদনা লভিত প্রাণে শতেক জনায়।
বন্দি ক'রে এবে কেহ নিয়ে গেলে হায়
নাহি কোন আত্মজন, যাহবারে দায়।
জানি, জানি অনাথের মরম-বেদন
আমিও হারায়ে পিতা কিশোর বদন।

শিশু সাহিত্যের নূতন যুগ এনেছে।
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র দত্তের
কুশলী হাতের দু'খানি বিস্ময়কর বই
কিশোর সঙ্ঘে
(সচিত্র কিশোর উপন্যাস : বার আনা)
ভূতের গল্প নয়
(নতুন ধরণের গল্প সমষ্টি : ছয় আনা)
বাঙলার প্রত্যেক ছেলের পড়া উচিত।
—মোহাম্মদী বুক এজেন্সীতে পাওয়া যাবে—

এইচ, ভি, এম বনস্পতি
কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

ভাজা, ভাত সুগন্ধি করা, রুটিতে মাখান, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা এবং সকল প্রকার রন্ধনের জন্য এইচ, ভি, এম বনস্পতি ব্যবহৃত হয়।

ইহা আমাদিগকে এবং আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে সাহায্য করিবে এবং আমরা সকলেই আমাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইব।

সত্য বটে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ ইহা কি হইতে প্রস্তুত।

ইহা ব্যবহার করিবার পক্ষে কোনও বিশেষ কারণ আছে কি?

এইচ, ভি, এম বনস্পতি ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্টরূপে পরিশোধিত ভারতীয় উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত এবং ইহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হয়। বস্তুতঃ বোম্বাই সরকারের খাদ্যবিশ্লেষণকারী, ইহার বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে এক প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। আমাদের পরবর্ত্তী খাদ্যদ্রব্য ইহাদ্বারা প্রস্তুত করিলে তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবে।

নিশ্চয়ই আছে। এইচ, ভি, এম বনস্পতি খাদ্যদ্রব্য আরও অধিক সুস্বাদু করে এবং ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইহাতে ভিটামিন আছে।

বোম্বাই সরকারের খাদ্য বিশ্লেষণকারীর নিদর্শন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলিয়াছেন—

(১) এইচ, ভি, এম বনস্পতি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।
(২) ইহাতে জান্তব চর্ব্বি নাই।
(৩) ইহা আধুনিকতম সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত।
(৪) প্রস্তুতকালে কোন অবস্থাতেই হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।
(৫) ইহা বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে নির্ভরতার সহিত সুপারিশ করা যায়।

সকল প্রকার রন্ধনের জন্যই
এইচ, ভি, এম বনস্পতি
HVM VANASPATI

[illegible] ২ পাউণ্ড, ৫ পাউণ্ড ও ১০ পাউণ্ডের [illegible] টিনে বিক্রয় হয়।
সমস্ত দোকানে পাওয়া যায়।
কলিকাতায় সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স
হোসেন কাসেম দাদা, ২৬ নং আমড়াতলা ষ্ট্রীট
HVM 2.MA. BENGALI
THE HINDUSTAN VANASPATI MANUFACTURING CO., LTD., BOMBAY.

চন্দ্রালোকে

শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

লেখক

সারাদিনের জমে উঠা অবসাদ দূর করতে আজও আমি বেড়াতে বেরুলুম সন্ধ্যার দিকটায় লেকে। জ্যোৎস্না আর বিজলী আলোর রূপালী ধারায় তখন লেক আর তার চারদিকটা হেসে উঠেছিল স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যে। ঝিরঝিরে বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল লেকের জ্যোৎস্নাস্নাত স্বচ্ছ-বুকে। সেই আলো-রাঙা ঢেউ, আর তার চারদিকের ফুল-পাতার সমারোহ আমার কর্ম্ম-ক্লান্তি দূর করে দিল—অল্পক্ষণের মধ্যেই।

একটু আলো-আঁধারী, আর নিরালা জায়গায় একটা খালি বেঞ্চ তল্লাস করছিলুম—যাতে বসে দেহ-মন উভয়কেই মেলে ধরতে পারি আমি লেকের এই পরিচ্ছন্ন আব-হাওয়ায়। অনেক ঘুরে-ফিরে একটা খালি বেঞ্চ দেখতে পেলুম যদিও, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে সেটা দখল করতে বাধা সৃষ্টি করল—এক তরুণ-তরুণী। বেঞ্চের অনতিদূরে চন্দ্র-কিরণে শিউরে ওঠা সবুজ ঘাসের ওপর প্রশান্ত নির্জ্জনতায় তারা দুটী কপোত-কপোতীর মতই ডানাতে ডানা মিলিয়ে পরম নিশ্চিন্তে উপভোগ কচ্ছিল—শান্তি-সুখ। সেই এংলো-ইণ্ডিয়ান নবীন-নবীনাকে দেখে মনে হয়, জীবনকে কত বিচিত্র রকমেই না উপভোগ করতে শিখেছে ওরা। ওদের মনের আনন্দ যেন সীমাহীন হয়ে উছলে পড়ছে চারদিকে—হাসি-গানের রূপ নিয়ে। এমনি আনন্দ-অজস্রতায় জীবনকে পরিপূর্ণভাবে মাতিয়ে তুলতে পারি না কেন আমরা?

সে বেঞ্চখানাতে বসলে ব্যাঘাত জন্মাতে পারে তাদের শান্তি-সুখের, এই ভেবে আমি আর অগ্রসর হলুম না সেদিকে। পরে ভাবলুম, ওরা ত বাঙালী নয়, যে, আমাকে দেখে লজ্জিত হবে? আর তাই যদি হয়, তা হলে এ বিবেচনাটাও ওদের থাকা দরকার ছিল যে, এটা প্রেমিক-প্রেমিকার অবাধ সম্মিলনের উপযুক্ত স্থান নয়—পথে-ঘাটে এত সমীহ করে চলবার দরকারই বা কি আমার? আবার ভাবলুম—থাক; আমি ওখানে বসলে যদি ওদের ঐ মধুর তন্ময়তাটুকু ভেঙে যায়, তাহলে সত্যিই একটা দুঃখের বিষয় হবে। মানুষ তার অশান্তিময় জীবনে কটাই বা লাভ করে এমন সুখের মুহূর্ত্ত?

এই ভেবে সে বেঞ্চখানার লোভ ত্যাগ করে অগ্রসর হলুম, লেকের দ্বীপে মসজিদটার পেছনে যে বেঞ্চ তারই উদ্দেশে। ব্রীজটায় পা দিয়ে দেখি সামনেই আলম—আমাদের "ওমর খাইয়াম সোসাইটী"র একজন উৎসাহী মেম্বর। সে দু' হাতে পুলের রেলিংএ ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দূরে—অনেক দূরে লেকের ছোট ছোট ঢেউয়ে ছাওয়া বুকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শীসের সাথে একটা গানের সুর ভাঁজছে এক মনে।

তাকে এমন একলা এই প্রথম দেখলুম আমি। খেলা-ধূলার মাঠ, গান-বাজনার ক্লাব, তাশ-পাশার আড্ডা, আর সভা-সমিতির হল ছাড়া অন্য কোথাও দেখিনি তাকে ইতিপূর্ব্বে। সে যে মজলিসেই থাক, সে মজলিসকে ও সর-গরম করে তুলবেই—হাস, গান, আর রসিকতার ভেতর দিয়ে। বিহারী মুসলমান সে, বাংলাভাষা ভালরূপ আয়ত্ত করতে না পারলেও—ভুল-চুক মানে না, অনর্গল ভাবে বলতে থাকে।

সে হেসে উঠল আমাকে দেখে। ওমনি মিষ্টি হাসিতে সব সময়ই ছাওয়া থাকে তার সুন্দর ঠোঁট দু'খানি।

আমিও হাসতে হাসতে তাকে বললুম,—"কি বন্ধু! এখানে যে বড়, কি মনে করে?"

সে উত্তর করল,—"এমন মধুর জ্যোৎস্নাটা ভাল করে উপভোগ করা যায় না, ওদিকের হট্টগোলে থেকে।"

তার সাথে তেমন অন্তরঙ্গতা না থাকলেও হঠাৎ বলে ফেললুম,—"তা ঠিক, তবে এ-সৌন্দর্য্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে, পাশে আরও এমন একজনের দরকার, যে যোগাবে তোমার সুর, ভাবের ব্যঞ্জনা, আর ভাষার মাধুর্য্য; কই ভাই! তোমার ত তেমন কেউ সাথী দেখছি না?"

সে সচকিত হয়ে উঠল আমার প্রশ্ন শুনে। আহত কণ্ঠে বলল,—"কি ভাব ভাই! তোমরা আমাকে? খেলা-ধূলা, গান-বাজনা, আর হাসি-তামাসায় ডুবে থাকি সর্ব্বক্ষণ—ভারী সুখের জীবন আমার নয়?"

"তা ছাড়া কি আর ভাবতে পারি আমরা? প্রথম যেদিন আমাদের সমিতিতে এসে যোগ দিলে তুমি, সেদিনের কথা যে ভোলে ভুলবে—আমি ত জীবনে ভুলতে পারব না; হাসি-গানে, রঙ্গ রসিকতায় একাই তুমি আনন্দ পরিবেশন করেছিলে—আমাদের সকলের।"

ব্যথার একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল,—"বন্ধু! বড় ভুল বুঝেছ তোমরা আমাকে। বুকে আমার বিষবিষম; তার প্রবল উৎসমুখকে রুদ্ধ করে রেখেছে এই পাঁজরার হাড় কখানা।"

একটু থেমে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে আবার সে বলতে লাগলো, "কথাটা এত করুণ, এত মর্ম্মঘাতী যে ঠিকমত বোঝাতে পাচ্ছি না তোমাকে। তবুও যেমন করে হ'ক আমার জীবন ইতিহাসের একটা অধ্যায় তোমাকে

নূতন আবিষ্কার
হাত চাকি
আটার কল

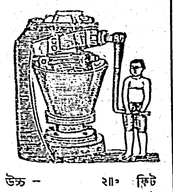

ছেদিলাল
কণ্ট্রাক্টর
৩৭নং মুক্তারাম
বাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ভারতীয় আবিষ্কার
হাত তেলকল

উচ্চ — ৩॥০ ফিট
চওড়া — ২॥০ ফিট
লোহার ফ্রেম সমেত
মেসিনের মূল্য ১৭৫৲ টাকা
কাঠের ফ্রেম সমেত
মেশিনের মূল্য ১৫০৲ টাকা

উচ্চ — ২॥০ ফিট
চওড়া — ২ ফুট
মূল্য — ২০০৲ টাকা

কান্তি ঔষধালয় লিমিটেড—ঢাকা
হেড অফিস ঃ—৭৭।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
কারখানা—ঢাকা (বেঙ্গল) (১৩২০ সনে স্থাপিত)

চ্যবন প্রাশ
৩৲ সের

মকরধ্বজ
৪৲ তোলা

"কান্তি সালসা"
রক্ত পরিষ্কার এবং আমবাত গেঁটেবাত প্রভৃতির অমোঘ মহৌষধ।
প্রসবান্তে ও রোগান্তে ইহা পরমোপকারী টনিক। এই সালসা সেবনে হাজার হাজার রোগী জীবনী শক্তি পাইয়া নূতন উদ্যম সহ নবজীবন লাভ করিতেছেন। ইহার বিশেষ পরিচয় অনাবশ্যক।
মূল্য—৮ আঃ শিশি ১৲ মাত্র

খাঁটী
কবিরাজী ঔষধ
সুলভ কোথায়?
কান্তি ঔষধালয় লিঃ—ঢাকা

ঢাকার চিন্তাহরণ কবিরাজের
"কান্তি মোদক"
দৈনিক প্রত্যুষে কোষ্ঠ পরিষ্কার, হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সুস্বাদু মহৌষধ। পিত্তশূল, অম্লশূল, বুক জ্বালা, বমি, ডিসপেপসিয়া, ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির ব্রহ্মাস্ত্র।
আফিং সেবীর ও বাতব্যাধি রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে ইহাই একমাত্র অদ্বিতীয়।
মূল্য—১০ তোলার কৌটা ৸০ আনা
পরীক্ষার্থ ১ তোলা ৵০ আনা।

শোনাবই। চল ঐ দ্বীপটায়, এখন আর বড় কেউ নেই ওখানে।"

এই বলে সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপে এসে একটা বেঞ্চে বসে বলল,—"ভারি চমৎকার সময়টা! আশে পাশে কেউ কোথা নেই—শুধু তুমি আর আমি।"

আবার একটা ব্যথার নিশ্বাস বের হয়ে এল তার বুক ঠেলে আমি বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলুম—এমন সদা প্রফুল্ল, তাজা লোকটার অন্তর প্রদেশে কেমন করে সৃষ্টি হল এ ব্যথার আগ্নেয়গিরি।

আধপোড়া সিগারেটটা লেকের পানিতে নিক্ষেপ করে সে আবার বলতে আরম্ভ করল—আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথাহতকণ্ঠে,—'হাঁ, শোন তবে; বিহারের এক খান্দানি ঘরের ছেলে আমি। বাপ আমার উচ্চশ্রেণীর আলেম ও পীর। পীর হলেও তেমন গোঁড়া নন তিনি। আমার শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, রুচি-জ্ঞান যাতে বর্ত্তমান যুগ-সভ্যতার অনুরূপ হয়—শুধু সেই জন্যই নয়, আরও একটা বিশেষ কারণে আমার স্কুলের পড়া শেষ হতেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বছর খানেক বাদ বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী ফিরে এসে মাকে বললুম,—'পারব না মা! বিদেশে আর থাকতে আমি। কিছুতেই সেখানে টিকতে চায় না মন আমার। বাঁচাও আমাকে তুমি! ছুটি ফুরুলে আমি আর যাচ্ছি না সেথা!' মা হাঁ, না, কিছুই বললেন না আমাকে। তবে বাপজীকে একদিন তিনি বললেন,—'ঘরের পাশেই যখন কলেজ রয়েছে, তখন ছেলেটাকে একা বিদেশ-বিভূয়ে পাঠিয়ে কি লাভ? ও ত আর যেতে চায় না আলীগড়।'

"বাপজী খোশ-মেজাজের লোক হলেও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ছিল তাঁর বিলক্ষণই। তিনি বললেন,—'লাভ না থাকলে শুধু শুধু কেউ প্রবাসে পাঠায় না ছেলেকে! তুমি আমাকে বলে দিলো, আমার সঙ্কল্প তার শত আপত্তিতেও টলবে না একচুল। ছুটী ফুরুলে সে যেন ইতস্ততঃ না করে আলীগড় যেতে।'

"মা যখন ঐ খবর শোনালেন আমাকে, তখন সে কি পানি ঝরতে লাগল আমার চোখে। যত মুছি ফুরুতে চায় না কিছুতেই। মা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন,—'কাঁদিসনি বাবা! কষ্ট হলেও হাসিমুখেই পালন করতে হয় বাপের আদেশ।'

"আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল এক পাদরীর বাড়ী। তাঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর হৃদ্যতা ছিল অনেক দিনের। বাপজীর সঙ্গে ছিল পাদরীর ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। পাদরীর স্ত্রী আমাকে স্নেহ করতেন নিজের ছেলের মতই। আমার মা অনুরূপ ভালবাসতেন, তাঁর মেয়ে মেরীকে। মেরীর প্রতি আমার ভালবাসার অন্ত ছিল না। সে ভালবাসাটা ক্রমে উভয়পক্ষ থেকেই নিবিড়তর হয়ে প্রণয়ে পরিণত হচ্ছে দেখে, বিচক্ষণ বাপজী আমাকে দেশছাড়া করে পাঠিয়েছিলেন আলীগড়। তিনি ভেবেছিলেন দীর্ঘদিনের অদর্শনে আমার প্রতি মেরীর ভালবাসা উবে যাবে কর্পূরের মতই নিঃশেষে। কিন্তু তার সে ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিলে মেরী। একটা বছর আমি প্রবাসে কাটালেও মেরীর পূর্ব্ব ভালবাসার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না বরং বাঁধভাঙা স্রোতের মতই প্রবল আকার ধারণ করল সেটা।

"মার কাছ থেকে উঠে সটান চলে গেলুম মেরীর কাছে। আহত-কণ্ঠে তাকে বললুম,—'আর তিনদিন পরেই যেতেই হবে আলীগড়। আমার কোন আপত্তিই শুনবে না বাপজী।' মেরী সহজভাবেই বলল,—'তাতে দুঃখ কি? একটা বছর কেটে যাবে দেখতে দেখতে। বড়দিনের ছুটিতে আবার মিলতে পারব আমরা।' আমি বললুম,—একটা বছর তোমাকে ছেড়ে কাটান কি বড় সোজা?' সে হাসি রাঙামুখে উত্তর করল,—এমন কঠিনই বা কি? আমি মেয়েমানুষ সহ্য করতে পারব যা, আর তুমি পুরুষ মানুষ তা সহ্য করতে পারবে না?'

"ছুটি ফুরিয়ে গেল। যথাসময়েই আমি রওয়ানা হলুম আলীগড়। বাপজীর সঙ্গে মেরী ও তার মাও এলেন আমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে ষ্টেশনে। প্লাটফরম ছেড়ে গাড়ীতে উঠলুম আমি। বাপজী দোয়া করলেন, আমার কপালে চুমো দিয়ে। মেরীর মাও চুমো দিলেন আমার মুখে—স্নেহাতিশয্যে। আর মেরী ছলছল চোখে—তার মাথার চুল থেকে একটা ফুল খুলে নিয়ে আমার কোটের বুকপকেটে গুঁজে দিতে দিতে—কেউ যেন শুনতে না পায়, এমনি চাপাগলায় সে বলল আমাকে,—'দৈর্য্য হারিয়ো না লক্ষ্মীটি। দুষ্টুমী করে ফিরে এস না যেন। তা হলে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না কারু কাছে।'

"হুইশেল দিয়ে গাড়ী ছাড়ল। প্লাটফরম পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল গাড়ীখানা। যতদূর দেখা গেল রুমাল নাড়লুম—আমি ও মেরী উভয়েই। ক্রমে মেরীর সঙ্গে ষ্টেশনটাও অদৃশ্য হয়ে পড়ল আমার চোখের সামনে থেকে।

"যথাসময়েই পৌঁছলুম আলীগড়। কলেজের সেই বোর্ডিংয়ে মাথা গুঁজে দিন কাটাতে লাগলুম আবার। একটা বছর যেন কত সুদীর্ঘকাল—কিছুতেই চায় না ফুরুতে।

"হঠাৎ খবর শুনলুম—সমগ্র বিহার প্রদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে—ভীষণ ভূমিকম্পে। তার করতে ছুটলুম পোষ্টাপিসে। আফিস বললে—'হবে না। বিহারের কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না—কানেকশন নেই।' ওখান থেকে ছুটলুম ষ্টেশনে—কখন গাড়ী আছে জানবার জন্যে। পাঁচটা পঁচিশে একখানা গাড়ী আছে জেনে, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে চেপে বসলুম তাতেই। যাত্রীদের মুখে বিহারের দুর্দ্দশার কথা শুনে আশঙ্কায় বুকখানা আমার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—থেকে থেকে। কেউ বলল,—'দেশের অর্দ্ধেক লোকের পাত্তা নেই।' কেউ বলল,—'সমস্ত বিহার নেমে গেছে মাটির নীচে।' আবার কেউ বলল,—'সারাটা দেশ ডুবে রয়েছে পাতালের পানিতে।' এমনি আরও কত কি।

"দেশের মাটীতে পা দিয়ে বুঝলুম—সত্যই রোজকেয়ামত হয়ে গেছে বিহারে। চারদিকেই তার ধ্বংস-লীলা! পথ-ঘাট চেনা দায়। অনেক কষ্টে, অনেক ঘুরে ফিরে, অনেক ভুল করে, বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালুম শেষে। থরথর করে কেঁপে উঠল বুকখানা। দেখলুম, বাড়ীখানা নেই, আছে শুধু তার ধ্বংসস্তূপ। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হল—মনের খেদে। মহল্লার একটা লোক ছুটে এসে জানাল আমাকে—ভয় নেই, আপনার বাপ-মা উভয়েই বেঁচে আছেন খোদার রহমতে। তারা আশ্রয় নেছেন, জুম্মা মসজিদের পাশে যে দুখানা কামরা ছিল মুসাফিরদের জন্যে তাতেই।' দৌড়ুলুম মসজিদে। বাপজী ও মাকে নিরাপদ দেখে আশ্বস্ত হলুম অনেকখানি কিন্তু মেরীর কোন সংবাদ না পেয়ে দূর হল না মনের সব আশঙ্কা। বাপজী ও মার কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারলুম অস্পষ্টভাবেই, তার সংবাদ সুবিধাজনক নয়। আমাকে অধৈর্য্য করে তুলল—মনের উদ্বেগ। মাকে বললুম, 'মেরীদের খবর কি মা?' মার মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল আমার ঐ প্রশ্ন শুনে। তিনি আতকষ্টে বার কতক ঢোক গিলে বললেন,—'তাঁরা ঐ গির্জ্জাতে আশ্রয় নেছেন; তবে মেরী আর বেঁচে নেই।'

'হাজারটা বাজ একসাথে নিলে যেন পড়লো আমার মাথার ওপর। মেরী নেই! আমার শত সাধনা কামনার মেরী নেই! ব্যথার তাপে হৃদয় গলে দুচোখ দিয়ে ঝরতে লাগল—ঝর ঝর করে। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বাপজী ও মা উভয়েই মুখ ফেরালেন আমার দিক থেকে।

"আমি উন্মাদের মতই ছুটে গিয়ে দাঁড়ালুম গির্জ্জার সেই বাগানটাতে—যার ঝোপে ঝাপে, লতায় পাতায় জড়ান রয়েছে নিবিড়ভাবে মেরী আর আমার স্মৃতি। এই ছোট বাগানটায় কত সকাল-সাঁঝে গানে গানে কাটিয়েছি আমরা দুটিতে তার ইয়ত্তা নেই। টন্ টন্ করে উঠল বুকখানা, পানিতে ঝাপসা হয়ে এল চোখ দুটো, আর পারলুম না সোজা হয়ে দাঁড়াতে। সবুজ ঘাসের ওপর বসে আল্লাকে লক্ষ্য করে বললুম,—'হে দয়াল, দুনিয়ার মালিক! যা করেছ তুমি ভালই করেছ; আমার মেরীকে যেখানে নেছ, আমাকেও তুলে নাও সেখানে। নিভাপিত কর প্রভু, আমার অন্তরের এ অগ্নি-কুণ্ড!'

"আমার কান্নাভেজা কণ্ঠের সে ক্ষীণ নিবেদন বুঝি পৌঁছল না আল্লার মহান দরবারে। তাই বেহেশতের বাগানে মেরীর কাছে না গিয়ে এই ধূলি-মলিন দুনিয়ার পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি একা একবুক ব্যথার আগুন নিয়ে।

"পূর্ব্বে আমার শোনা ছিল একমাত্র গানই পারে লাঘব করতে মানুষের মর্ম্মব্যথা। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে লক্ষ্ণৌ গেলুম গান শিখতে। বাপজী আমার এই মতি পরিবর্ত্তনে রাগ করে বন্ধ করে দিলেন টাকা-পয়সা, চিঠি-পত্র দেওয়া। আমি বিশেষ বিচলিত হলুম না তাতে। একটা প্রাইভেট টিউসনী জোগাড় করে নিয়ে, ভর্ত্তি হলুম গানের স্কুলে। গান-বাজনায় যখন আমার বেশ একটু অধিকার জন্মাল, তখন কোন থিয়েটার-বায়োস্কোপে ঢোকবার জন্য রওয়ানা হলুম বোম্বাই। শুধু ফিল্‌ম অভিনয়ে নয়, থিয়েটার ষ্টেজেও বেশ নাম করে ফেললুম অল্পদিনের ভেতর। তার ফলে বহু নরনারীর সঙ্গে মিশতে হল আমাকে। কিন্তু আমার বুকের তলে মেরীর যে স্মৃতি মোমবাতি জ্বলছে তারপাশে স্থান দিতে পারলুম না আমি আর কাউকে। ডায়মণ্ড থিয়েটারের এক তরুণী অভিনেত্রী মুগ্ধ করল আমাকে তার রূপে, গানে, আর মিষ্টি ব্যবহারে। সে পেতেও চাইল আমাকে তার অন্তর-জোড়া শ্রদ্ধা আর তার ভালবাসা দিয়ে। আমি তাকে আমার ব্যথার ইতিহাস শুনিয়ে একদিন বললুম,—'এ দগ্ধ বুকে স্থান দিতে পারি না ত আমি কাকেও।' সে সব শুনে বলল,—'তোমার ঐ পবিত্র স্মৃতির অবমাননার কারণ হব এমন হীন মনোবৃত্তি পোষণ করি না আমি। আমার দিক থেকে সে ভয় করো না তুমি।

"তার উত্তর শুনে আশ্চর্য্য হলুম। একটা অবনত শ্রেণীর মেয়ে—তার বুকে একি পবিত্র ভালবাসা! তখনি তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলুম—বিনা দ্বিধায়। হ'ক সে অবনত, মন ত তার অবনত নয়।

"বছর তিনেক বোম্বাইয়ে কাটালুম; কিন্তু মনের শান্তি পেলুম না একদিনও। কলকাতায় কাটল বছর দুই। এখানকার আবহাওয়াও আমার মনের ওপর অধিকার বিস্তার করতে পারল না এতটুকু।"

একটু থেমে অতি করুণ, অতি বিষাদ-পূর্ণ-স্বরে আবার সে বলল,—"শুনবে? শুনবে তুমি, কি করে মরেছে আমার মেরী? অন্য কিছু না, আমারই ভালবাসা দুনিয়াছাড়া করেছে তাকে। ভূমিকম্পের আরম্ভে সেও তার বাপ মার সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল ঘর ছেড়ে সেখানে থাকলে কিছুতেই মরত না সে। আমার একখানা ফটোই হল তার কাল। ঘর ভেঙ্গে পড়ছে দেখেও সে সেই ফটোখানা আনতে ঘরে ঢুকল আর পারল না বেরুতে। ভগ্ন-স্তূপ সরিয়ে যখন তাকে উদ্ধার করা হল, তখন সবাই দেখল, দেহে তার প্রাণ নাই, আছে শুধু আমার সেই ফটোখানা তার হিম-শীতল কচি বুকের ওপর। একি কম আফসোস বন্ধু!"

আবার সে থামল। একটু পরে পাগলের মতই বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠল,—"দেখবে? দেখবে তুমি, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব মেরীকে? দেখে নাও, চোখ ভরে দেখে নাও, এ বেহেশতের ফুল আর কোন দিন দেখতে পাবে না তুমি!"

এই বলে সে ক্ষিপ্রহস্তে কোটের ভেতরের পকেট থেকে চামড়ার একটা ছোট নোট কেস টেনে বের করে চোখের সামনে ধরল আমার। তাতে দেখলুম, একটা ইংরাজ মেয়ের নিখুঁত ফটো—ভোরের পূরবীতে ফিউরে ওঠা যেন একটা আধফোটা গোলাপ-কলি।

ফটোখানাকে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে এবার সে স্বাভাবিক ব্যাপারই কণ্ঠে বলল,—"দু'চার দিনের মধ্যেই আমি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি; কোথা যে যাব তার ঠিক নেই কিছু। এক যায়গা বেশীদিন ভাল লাগে না, তাই যাওয়া। মেরীর স্মৃতি আমাকে ঘরছাড়া করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেশ দেশান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে আবার যদি কলকাতা আসি, আবার যদি কখন দেখা হয় আমাদের—"

স্বর তার কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল রুদ্ধব্যথার চাপে। বিদায়ী-সালাম জানিয়ে সে ঝড়ের মতই চলে গেল সেখান থেকে।

চন্দ্রালোকে লেকের বিশাল বুক তখনও অপরূপ—স্বপ্নের মতই মায়াময়! দূরের বনরেখা আরও অপরূপ—আরও মায়াময়!

বৃদ্ধ :—কি হে বিমলে! "বিমলদা" হলি কবে থেকে?

যুবক :—বিয়ের পর থেকেই যে বন্ধুদের ভক্তিমার্গ উথলে উঠেছে!

ডাক্তার-স্বামী :—তুমি এত পান চিবুতে পার!

স্ত্রী :—কেন? তোমরাই তো বল গর্ভাবস্থায় আর শিশু যদিন স্তন্য না ছাড়ে প্রচুর পরিমাণে Vitamin c. (ভিটামিন সি) আর ক্যালসিয়াম খেতে হয়!

ডাক্তার স্বামী :—তা'তে পানের কি হ'ল?

স্ত্রী :—কেন গো! তুমি যে বলেছিলে সবুজ শজীতে ভিটামিন সি থাকে আর ক্যালসিয়াম মানে চূণ?

বন্ধু :—বলতো রসিক কে কে তোমার শত্রু? ব্যাটাদের দেখিয়ে দি?

রসিকবাবু :—বেরসিক, আর বদরসিক।

স্বামী গাইছে :—"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে

সজল কাজল আঁখি পড়েছে মনে।"

স্ত্রী :—মনে পড়বার দরকার কি! আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে আসলেই তো পার।

কবি :—কুসুমের কীট কাকে বলে জান?

ভক্ত :—সুন্দরীর কেশের উকুনকে!

শিক্ষয়িত্রী :—সর্ব্বংসহা বলতে কি বুঝ?

ছাত্রী :—যার যত বেশী দেবর, ননদ, জা আছে!

হজরত মোহাম্মদ

সুজাতা ঘোষ

বহু শতাব্দীর পারে তুলেছিলে যে সত্য হিল্লোল
আরবের মরুভূমে, এ যুগের দাম্ভিক কল্লোল
পারেনি ছাপিতে তারে। বিশ্বব্যেপে সে নীতির-ধারা
পূত দীপ্ত চির স্নিগ্ধ চিরন্তন মন্দাকিনী পারা।
দেখায়েছ সত্যরূপ, ধর্ম্মস্রষ্টা ওগো দুনিয়ার!
জাগায়েছ শক্তি-ভরা সত্য পুণ্য প্রাণের জোয়ার
নিজে ক্ষত্র-তেজ নিয়ে আজীবন করেছ সংগ্রাম
মেকি, ছল, মিথ্যাসাথে,—হও নাই কভু ব্যর্থকাম
জীবনস্রোতের তলে পাই তাই সত্য ধর্ম্মরাশি—
তরঙ্গের শীর্ষেশীর্ষে খেলে আজো স্বর্গ-গড়া হাসি!
ওগো হজরত! আরবের সুদূর আবাসে
নির্ব্বাপিত হ'ল যবে জ্যোতির্ম্ময় তব প্রাণশিখা—
তারায় তারায় তব প্রেম-মন্ত্র হ'য়ে গেল লিখা।
বিংশশতাব্দীর মাঝে আজ দেখি, হে সাধক-কবি;
তোমার তপস্যাবীজে প্রেম সত্য ধর্ম্মবনস্পতি
উর্জ্জিয়া উঠিল বিশ্বে! ধর্ম্ম তব সঞ্চারিল প্রাণ
কোরাণের পূত-মন্ত্রে; তব সৃষ্ট সত্য ধর্ম্মছবি
ফুটিল অমর গর্ব্বে; শক্তি তব ধরিল মূরতি
দুনিয়ার সারা বুকে, ধন্য প্রভু চিরদীপ্তিমান্!

বাদল-বেলায়

ইমাউল হক

বাদলের ধারা শার্সীতে মোর দোলা দেয় ক্ষণে-ক্ষণে
হেন-কালে আমি ব্যাকুল পরাণে কাহারে করিব মনে?
মেঘেরে করিয়া দূত
কার কাছে লিপি পাঠাইব আজি—অপূর্ব্ব, অদ্ভুত!

মরমের বীণা বাজিয়া উঠিল ঝরঝর বারিপাতে—
ছিন্ন-স্মৃতির গাঁথিতেছি মালা একা শুয়ে বিছানাতে।
টিকটিক্ করি' বাজিতেছে ঘড়ি দূর দেয়ালের গায়
টিক্‌টিকি এক ঢুঁড়ে কড়িকাঠে কি জানি কি বেদনায়।
সকলি নতুন লাগে
অকারণে আজ নয়ন ভরিয়া মহা বিস্ময় জাগে!

মনের আকাশে ভীড় করিয়াছে সন্দেহ—প্রহেলিকা
কোন কোণে তার নাহি জ্বলে আজ এতটুকু জয়টীকা।
সকল সাধনা মিলালো আমার গহন-অন্ধকারে
কেহ নাহি বাকি আপন ভাবিয়া স্মরণ করিব যারে।
নিদারুন বেদনায়
বারবার আমি তাই কেঁদে উঠি আজিকার সন্ধ্যায়।

পুরুষোচিত
শক্তি-সামর্থ
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে

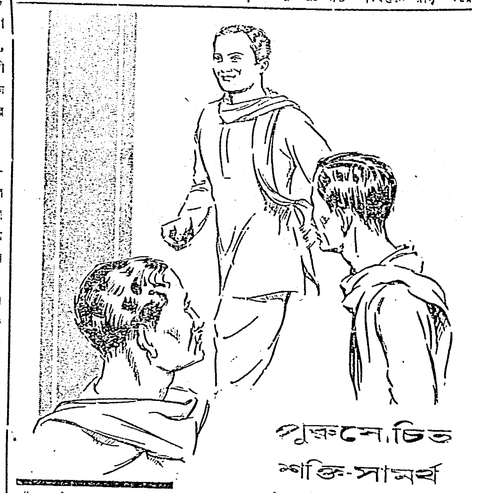

"স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বোধ করিলেই আমি স্যানাটোজেন খাইয়া থাকি। ইহা হইতে যে সুফল আমি পাইয়াছি, তাহা আশ্চর্য্যজনক। স্যানাটোজেন খাওয়ার অত্যল্প সময় মধ্যেই আমি নবশক্তি সামর্থের অধিকারী হইয়াছি। স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে ইহাই একমাত্র রাসায়নিক খাদ্য।" মিঃ এম-ভি এস, বি

আমরা যখন ক্লান্ত ও দুর্ব্বল বোধ করিয়া থাকি, তখনই বুঝিতে পারি সুস্থ সবল থাকার অর্থ কি? বহু গবেষণার পর বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকগণ এই পুষ্টিকর টনিকটী আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা সহজপাচ্য এবং মানব দেহ গঠনে যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহা ইহাতে আছে। এই পাউডারের নাম স্যানাটোজেন।

দিন দুই বা তিনবার চা চামচের কয়েক চামচ জলের সহিত মিশাইয়া এই পাউডার খাইয়া দেখুন, আপনার শরীর কত শক্তিশালী হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। সত্বরই আপনি যৌবনোচিত শক্তি-সামর্থ ও স্বাস্থ্য লাভ করুন।

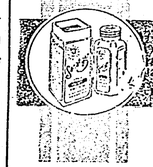

SANATOGEN

আদর্শ বলকারক খাদ্য
সমস্ত ঔষধালয়ে এবং দোকানে প্রাপ্তব্য
প্রস্তুতকালে কোন অবস্থাতেই ইহা হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না এবং জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কাহারও আপত্তিজনক উপাদান ইহাতে নাই

জীবনে এত আনন্দ কখনও পাইনি

ব্রাণ্ডস এসেন্স অব্ চিকেন্-এর তুলনায় নিশ্চিত শক্তিপ্রদ আর কিছুই নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গেই হউক বা আস্ত্র পচার, জ্বর, সন্তান প্রসব বা ভারী অসুখের পর দুর্ব্বলতাই হউক, ব্রাণ্ডস্ এসেন্স ধীরে ধীরে দেহে নবশক্তির সঞ্চার করিবে এবং শরীর স্বাস্থ্যবান করিয়া রোগের পুনরাক্রমণ রোধ করিবে।

BRAND'S

এসেন্স অব্ চিকেন্

প্রত্যেক শিশির উপর "ব্রাণ্ড এণ্ড কোং" স্বাক্ষরটি দেখিবেন

ভারতের এজেন্টস্ :—গ্রাহাম্‌স ট্রেডিং কোঃ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড.
পোঃ বক্স ৯০, বোম্বাই | পোঃ বক্স ১৪৭, কলিকাতা | পোঃ বক্স ৩০ করাচী

ব্রাণ্ডস্ এসেন্স অব্ চিকেন্ ঠাণ্ডা ক'রে সেবন করাই শ্রেষ্ঠ বিধি: ব্যবহারের পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জায়গায় অথবা সম্ভব হ'লে বরফের উপর রাখা উচিৎ।

হিমালয়ে

খোন্দকার জামালুদ্দিন আহমদ
বি. এস. সি

লেখক

মে মাসের এক মধুর প্রাতঃকাল। আগের দিন রাত্রেই সঙ্গে যা নেবার বেঁধে ঠিকঠাক করে রেখে দিয়েছিলুম। তাই ভোরে ওঠার দরকার হয়নি। তবুও কি জানি কেন সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেল—উঠে দেখি তখনও সূর্য্য ওঠেনি। চারটে বাস ভাড়া করা হয়েছিল যাবার জন্য। তারা দেখি ভোরেই এসে হাজির।

চট পট উঠে গোছল আদি সেরে কিছু খেয়ে নিলুম। তাড়াতাড়ি করার বিশেষ কারণ ছিল। পাহাড়ী রাস্তার one way gate একবার বন্ধ হলে অপেক্ষা করতে হবে অনেকক্ষণ! ঠিক সময়ে যাওয়া চাই। এসে দেখি আমাদের মালপত্র সব বোঝাই হয়ে গেছে।

নিউ ফরেষ্টের একটি গাড়ী। এখান হতে আমরা রওয়ানা হই।

আটটার সময় (২৯শে মে, ১৯৩৮) আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল নিউফরেষ্ট (ডেরাডুন) থেকে। যেতে হবে আমাদের চক্রোতা।

ডেরাডুন ষ্টেশন থেকে খানিকটা উত্তর দিকে এলেই একটা বড় মোড় পাওয়া যায়। একটা পথ চলে গেলো রাজপুরের ওপর দিয়ে মুসৌরী আর একটা পশ্চিম দিকে চলে গেলো চক্রোতা। মুসৌরী, চক্রোতা দুটোই হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত। তবে মুসৌরী ডেরাডুনের নিকটেই বার তের মাইল দূরে—চক্রোতার দূরত্ব কিছু বেশী। তবে উভয়েই sea level হতে প্রায় সমান উচ্চে। ডেরাডুন তেইশ শ ফিট উচ্চে—আর মুসৌরী, চক্রোতার উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফিট। তাই সেই গ্রীষ্মকালের গরম হতে নিষ্কৃতি পাবার কথা মনে ক'রে 'বাসে' উঠে আমাদের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো।

চললুম আমরা ডেরাডুনের প্রায় সমতল রাস্তা দিয়ে। খানিক বাদেই টন নদীর ব্রিজে এসে পৌছুলুম। মস্তবড় নদী কিন্তু পানি কোথায়। বর্ষাকালে বান—দেখবেন তার কি স্রোত—আর কি গভীরতা। কিন্তু তখন গ্রীষ্মকাল। পাথরের নুড়ির পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে ঝির ঝির করে পানি যাচ্ছিলো। এ যেন আমাদের দামোদরেরই ভাই। তবে এবেচারা নিরীহ—মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

খানিক বাদে 'বাস' থামিয়ে আমরা নেমে পড়লুম। রাস্তার পাশে নিকটেই একটা অশোক-স্তম্ভ রয়েছে। সেটাকে মানুষের সর্ব্বনাশী হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে চারিদিকে তার দিয়ে ঘি'রে রাখা হয়েছে। খানিকক্ষণ তার চারিদিকে ঘুরে নিলুম। পাথরের উপর কি সব লেখা রয়েছে। ওসব পড়া ও বোঝা প্রত্নতত্ত্ববিদের কাজ তাই তা'তে আর আমরা মাথা ঘামালুম না। আবার গাড়ীতে ওঠবার জন্যে ফিরে পড়লুম। কিছুক্ষণ বাদ পার্ব্বত্য-রাস্তার গেটে এসে পৌছলুম। গেট খুললে আমাদের ও আরও কয়েকটী গাড়ী ছেড়ে দিলো। গাড়ীগুলি ধীরে ধীরে এগুতে ও উঠতে লাগলো। মাঝ-রাস্তায় দেখি পিছনে Royal Mail। সে চায় এগুতে কিন্তু তার জন্যে ত' অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের ড্রাইভারের দয়া না হলে ত' সে ছাড়িয়ে যেতে পারে না—সেই সঙ্কীর্ণ রাস্তায়। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—হর্ণের শব্দে বিরক্ত হয়ে ড্রাইভারকে একটু চওড়া রাস্তায় পাশ দিতে হলো।

গাড়ীতে পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যাওয়া আমাদের প্রায় কাহারও অভ্যাস

দেওবনে কয়লা তৈয়ারী

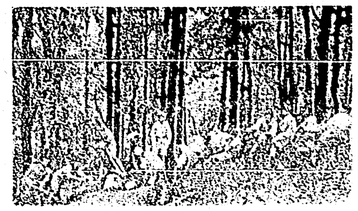

ছিল না। তাই অনেকেরই মাথা ঘুরতে লাগলো। যা'হ'ক মাঝপথে আমরা আর একটা গেটে এসে পৌছলুম। তখনও গেট খোলবার সময় হয়নি। আমাদের 'বাস' দাঁড়িয়ে রইল। আমরা নেমে 'খাবানী' প্রভৃতি পাহাড়ী ফল কিনে খেতে আরম্ভ করে দিলুম। গেট খুলতে আবার আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিলো। গাড়ীর ঝাঁকানী সহ্য করে আমরা চলতে লাগলুম। চারিদিকে

দেওবনে খেলার মাঠ

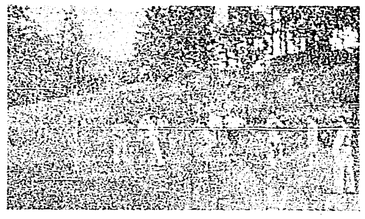

চেয়ে দেখি সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য। নীচে পাহাড়ের তলদেশ ও উচ্চ শিখর দেশ—দুইই তখন সমদূরবর্ত্তী। মাঝখানে পাহাড়ের ধার দিয়ে আমাদের গাড়ী উঠতে লাগলো। রাস্তাগুলো এত বেঁকে উঠেছে যে আধ ঘণ্টা চলার পর দু'শ ফিট নীচে আমাদের সেই আগেরকার রাস্তাই দেখতে পাওয়া যায়

এমনি করে ঘুরে ঘুরে এসে প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা চক্রোতার সীমানায় এসে পৌছলুম। গরম কোট সঙ্গে নিলেও গরমের জামায় ডেরাডুনে সেগুলো পরতে পারিনি। এখন সেগুলো পরতে হলো ঠাণ্ডার প্রকোপে। পুলিশের কাজ সারা হয়ে গেলে আমাদের গাড়ী চক্রোতায় ঢুকে পড়লো। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গাড়ী থামলে—দেখি আকাশ হঠাৎ মেঘে ঢেকে গেছে। জিনিষপত্র তাড়াতাড়ি একটা ঘরে রেখে পাশেই একটা সমতল স্থানে তাঁবুগুলি আমাদের খাটিয়ে ফেললুম। প্রায় আধঘণ্টা গেলো এই রকমে—বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি যার যা জিনিষ নিজ নিজ তাঁবুতে তুলে ফেললুম। গুছানো শেষ করতে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে খাবার তৈরী হলো, যা পারলুম খেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

সকাল হ'তে হাতে এক একটা ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শাল ও পাইন গাছের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ী উঁচু নীচু রাস্তা। কিছুক্ষণ হেঁটেই বুঝতে পারলুম কাজ বড় সহজ নয়। সকলেরই অবস্থা সমান কিন্তু কেহই বলে না যে সে ক্লান্ত। সঙ্গে ছিলে চক্রোতার রেঞ্জার। একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করার দরকার হলেই বলা হলো 'রেঞ্জার সাহেব এটা কি?' এ রকম করে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে করতে মাঝে মাঝে বসে—চলা হ'তে লাগলো চারিদিকের খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে। কেহ হয় ত জোরে চেঁচিয়ে উঠলো—শব্দের তরঙ্গ এপাহাড় ওপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পুনঃ পুনঃ আওয়াজ হতে লাগলো। কেহ হয়ত পথের ধারের একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বললে "স্যার এটা কি ফুল?" এমনি করে ঘুরে ঘুরে দুপুর বেলা ক্লান্ত শরীরে ও উৎফুল্ল মনে তাঁবুতে ফিরলুম।

দু'চার দিন চক্রোতায় থেকে আমরা এ রকম ঘোরাঘুরি করলুম। কিন্তু এখানে ওরকম ঘোরা শুধু পাহাড়ের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। কারণ মুসৌরী বা চক্রোতায় অনেকেই গেছেন—তবে আমাদের এ ঘোরায় নূতনত্ব কি? তা ভাই আমরা জিনিষ পত্তর খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে চক্রোতা হতে রওয়ানা হলুম উত্তরে দেও-

চক্রোতাস্থিত-আমাদের খেলার গ্রাউণ্ড

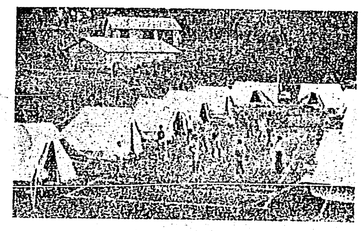

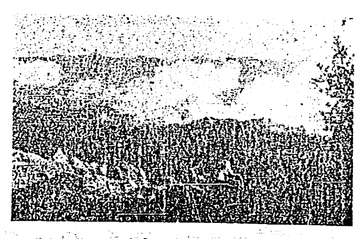

দেওবন হতে নীচে ছোট পাহাড়ের মধ্যস্থিত মেঘ

বনের দিকে। এদিকে গাড়ী যাবার রাস্তা নেই। পাহাড়ের ধার দিয়ে সরু রাস্তা—আর খাড়াই তার অস্বাভাবিক। দেওবন চক্রোতা হ'তে মাত্র চার মাইল হ'লেও যারা কখনও পাহাড়ী রাস্তায় চলেন নি—তাঁদের এপথ অতিক্রম করতে বড়ই বেগ

দেওবন হতে নীচে পাহাড়ের দৃশ্য

পেতে হবে। দেওবনে আমরা যেখানে ছিলুম—সে sea level হ'তে ন'হাজার ফিট উচ্চে এবং মাঝে মাঝে রাস্তা সাড়ে নয় হাজার ফিট পর্য্যন্ত উঁচু।

মুণ্ডালীর পথে

দেওবনে যেয়ে আমরা ভয়ানক ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগলুম। যেয়ে বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে গিছলুম তাই লেপ গায় দিয়ে শুয়ে

ক্লান্তভাবে বসে বিশ্রাম মুণ্ডালীর পথে

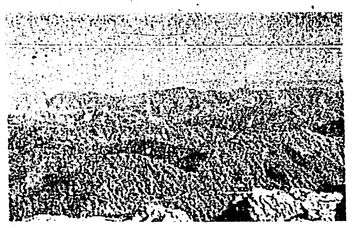

পড়লুম। কিন্তু তবু যেন শীত যায় না। হঠাৎ সমস্ত অন্ধকার হ'য়ে গেলো। কোথা হ'তে মেঘ এসে কুয়াসার মত চারদিক ঢেকে ফেললো। খানিকক্ষণ বৃষ্টি হবার পর আবার সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেলো। বাইরে রৌদ্রে এসে বসলুম কিন্তু তবু যেন শীত যায় না।

সে সময়ে দেওবনে কয়েকটি পাহাড় কাঠ পুড়িয়ে কয়লা করছিল। পরদিন আমাদের কাজ হল—তাদের কাছ থেকে শেখা কেমন করে কয়লা করতে হয়। সামনেই একটা বড় শাল গাছ ছিল। কিন্তু এক ঘা কুড়ুল চালিয়েই বোঝা গেলো—দশটা কুড়ুল ভেঙ্গেও আমাদের দ্বারা ও গাছ কাটা যাবে না—এত শক্ত সে কাঠ। যা হ'ক সম্পূর্ণ সাহায্যটা তাদেরই—নিতে হলো। অবশ্য আমরা এক একটা কাঠের গ'ড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে ও গড়িয়ে গড়িয়ে যথাস্থানে এনে তাদের সাহায্য করেছিলুম।

দেওবন অপেক্ষাকৃত উঁচু ব'লে ওখান থেকে বাইরে একটু ফাঁকায় এসে দাঁড়ালে দূরে এক'শ দু'শ মাইল পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে সাদা বরফাবৃত তিব্বতস্থিত হিমালয়ের উচ্চশিখা, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে সাহারানপুর সমস্তই চোখে পড়ে। নিম্নে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত মেঘ দেখা যায়—ক্রমেই যেন উঠে উঠে আমাদের দিকে আসছে।

পাহাড়ী পথ

এখানে দু' তিন মাইলের মধ্যে পাহাড়ী লোকের বাস আছে। পাহাড়ী মেয়েরা দলে দলে বেরোয় Straw berry তুলতে। একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে আছি—একটা

...ম্ন ও উচ্চ দুইই পথ দূরবর্ত্তী

আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি—পাহাড়ী মেয়েরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নাচছে ও গাইছে। ওদের গান হ'য়ে গেলে আমাদের একজন

মুণ্ডালীর পথে নিম্ন ও উচ্চ দুইই পথ দূরবর্ত্তী

ফটো তুলতে গেলো—কিন্তু ওরা তুলতে দিলে না। পালিয়ে গেলো। টাকা দিতে চাওয়া হলো—কিন্তু তবুও দাঁড়ালো না। ওখানের একজন বললে: "ওরা ক্যামেরাকে ভয় খায়—মনে করে ওর ভেতর ভূত আছে।" তার পরদিন কিন্তু ওরা এসেছিল ফটো তোলাতে—টাকার লোভে কিন্তু তখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি বাইরে—ওদের সঙ্গে দরদস্তুর করে ফটো তোলার প্রবৃত্তি আমাদের ছিল না।

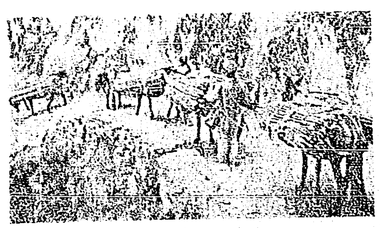

দেওবনে কয়েকদিন কাটিয়ে বেরুলুম আমরা মুণ্ডালীর দিকে। দেওবন হতে সাড়ে বার মাইল কিন্তু দেওবনের হায় উচ্চ নয়। Sea level হ'তে মুণ্ডালী আট হাজার ফিট উচ্চে। রাস্তায় যেতে যেতে বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লুম। একে রাস্তা উঁচু নীচু তার উপর কোথাও পানি পাওয়া যায় না। এই দীর্ঘ পথের পাশে না আছে লোকের বসতি—না আছে ঝরণা। তবে মুণ্ডালীর কাছে অনেক পাহাড়ীর বাস আছে। কাছ বরাবর এসে পাহাড়ের

খচ্চরের পৃষ্ঠে পাহাড়ী বেত বোঝাই

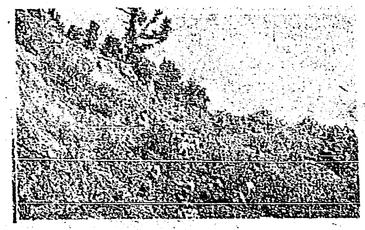

পাহাড়ে মহিষ ও গরু চরিতেছে

পাহাড়ের ধার দিয়ে ঝিরঝির করে পানি বয়ে যাচ্ছে

নীচে সবুজ ক্ষেত দেখে ও এক একটা পাহাড় অসংখ্য মহিষে ভর্ত্তি দেখে তা সহজেই বোঝা গেলো। এসে দেখি কয়েকটা কাঠের ঘর রয়েছে আমাদের জন্যে। আর সামনে একটা কাঠের নল দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। বর্ষায় যে পানি হয় ওপরে পাহাড়ের বনে—তা' সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। পাতা ইত্যাদিতে তা' আটকে থাকে এবং সমস্ত বছর ধরে এই কাঠের নল দিয়ে যায়। পানি খুব পরিষ্কার আর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। এখানে কয়েকটা ঝরণা আছে। তার পানিও ঐ রকম ঠাণ্ডা; সে গরমকালেও মুখে দেওয়া যায় না।

মুণ্ডালী থেকে তিব্বতের পাহাড় সব দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচটি শিখর দেখতে পাওয়া যায় সাদা বরফে ঢাকা। ঐ শিখর গুলির নাম পাণ্ডুপুঞ্জ। উত্তর পশ্চিমেও ঐরকম বরফাবৃত শিখর দেখতে পাওয়া যায়—ওগুলো পাঞ্জাবে।

মুণ্ডালীতে আমরা চারদিন ছিলুম। সকালে বেরুতুম—বারটা একটার সময় ফিরতুম। শোনা যায় ওখানে ভল্লুক আছে কিন্তু আমরা একটাও দেখতে পেলুম না। একদিন একটা গাছে মাত্র ভল্লুকের নখের দাগ দেখতে পাওয়া গিছলো। শাল দেওদার ও পাইন গাছ এখানে অসংখ্য। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে দু' একটা রোডে ডেণ্ড্রন দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের গা Straw berryর ফলে ভর্ত্তি হয়ে আছে। আমরা যেতে যেতে পকেট বোঝাই করে খেতে খেতে চলতুম। মাঝে মাঝে 'খীবানী' গাছ দেখতে পাওয়া যায়। গাছ ভর্ত্তি লাল পাকা ফলে—লোক নেই খাবার।

মুণ্ডালীর নিকট কয়েকটা পার্ব্বত্য নদী রয়েছে। ঝিরঝির করে পানি ব'য়ে যাচ্ছে। স্থানে স্থানে এক একটা লম্বা ও দশ বার

মুণ্ডালীর আর একটা নদী

হাত চওড়া রেখা চলে গেছে—সেখানে গাছপালা [illegible] শীতকালে যত বরফ ও[illegible]ই ওখানে বড় গাছ হইতে পারে না। পাহাড়ী লোকেরা এখানকার—খুব কর্ম্মঠ ও ভীরু। আমরা এদের কয়েকদিন কাছে লাগিয়েছিলুম—বেশ বিশ্বস্ত বলে মনে হয়।

একদিন আমরা মুণ্ডালী থেকে দশ বার

পাহাড়ী লোক

মাইল দূরে কাণ্ডিয়ান ব'লে একটা জায়গায় গিছলুম। ওখানে থাকবার তেমন স্থান ছিল না ব'লে ঐদিনই ফি'রে আসতে হয়েছিল। আসতে সন্ধ্যে হবে ভেবে সঙ্গে খাবার, পানি ইত্যাদি নিয়ে গিছলুম। কিন্তু তবুও ওদিনে আমাদের বড়ই কষ্ট ভোগ কর্ত্তে হয়েছিল। আসতে সন্ধ্যে হয়ে গিছলো। আসতে আসতে পথে দেখি এক জনহীন স্থানে আগুন জ্বলছে ও একটা সাধু উলঙ্গ হ'য়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের বড় কৌতূহল হ'ল। কাছে গেলুম কিন্তু সাধুটা নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাদের দিকে ফিরে তাকালও না—কোন ইঙ্গিত ক'রল না—অগত্যা ফিরে আসতে হলো।

এই রকম ক'রে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের প্রায় মাস খানেক কেটে গেলো। এরই মধ্যে আমাদের মনে হলো যেন আমরা জন-কোলাহল সভ্য জগতের লোক নই। পাহাড় ও পাহাড়ী বনের সঙ্গে যেন একটা সখ্য জন্মে গেলো। পাহাড়ের সেই নিস্তব্ধতার মাঝেও যে অত মাধুর্য্য তা আগে কখনও ভাবতেও পারি নি। কিন্তু আমাদের চিরকালের জন্য সেখানে থাকবার অধিকার ত' নাই। তাই একদিন পাহাড়ী পাখীর গানের মায়া ত্যাগ ক'রে, পাহাড়ীদের পাহাড়েই ফেলে রেখে দর্শকহীন পাহাড়ী নদীদের চিরকালের ন্যায় মানুষের অগোচরেই প্রবাহিত হ'তে ব'লে দেওদার ও পাইন বনের ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা উঁচু নীচু রাস্তা ব'য়ে আবার ফিরলুম এই সভ্য জগতের সভা হ'তে

মুণ্ডালী হইতে ৬০।৭০ মাইল উত্তরে তিব্বতস্থিত চির বরফাচ্ছাদিত পাণ্ডুপুঞ্জ

বাঙ্গলা রেমিংটনে টাইপ করুন

আপনার নিজ ব্যবহারের জন্য অথবা ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখিবার জন্য এখন হইতে বাঙ্গলা রেমিংটন টাইপরাইটার ক্রয় করিতে পারেন। যাঁহারা ইংরাজী বোঝেন না, তাঁহাদের সহিত ব্যবসা চালাইবার সুবিধা হইবে। বাঙ্গলা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অথবা পোর্টেবল সাইজ টাইপরাইটার অন্য যে কোন টাইপরাইটারের মতই সহজ ব্যবহার্য্য। হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী এবং উর্দ্দু ভাষার টাইপরাইটিং মেসিনও পাওয়া যায়।

অন্যান্য বিবরণের নিমিত্ত এই কুপনটি ডাকে পাঠান

Remington Rand Inc., Post Box No. 188
CALCUTTA.
Please send me details of your Bengali Remington Standard.
Name..
Adress..
....
R. 1.

আহারের পর পেটবেদনার উপশম করুন

আহারের পর পিত্তাধিক্য, বুকজ্বালা,…পেটে বায়ুসঞ্চয়…এবং পেটবেদনা প্রভৃতি কোন কোন পীড়া হলে।

পেট পরিষ্কার না থাকিলেই এ সব পীড়া জন্মে থাকে। একমাত্র একমাত্র সুস্বাদু ইনোস্ ফ্রুট সল্ট, (Eno's "Fruit Salt") সেবন করাই এ সব বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করার সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। ইনোস্ সেবন করিলে আহারে রুচি বাড়ে। পৃথিবীর সকল দেশের চিকিৎসকমণ্ডলী এ সেবন করতে ব্যবস্থা দেন। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি উপকারী সুপক্ক টাটকা ফলের উপকারী উপাদানের সংমিশ্রণে ইনোস্ "ফ্রুট সল্ট" (Eno's "Frvit Stlt") প্রস্তুত। ঔষধের তুলনায় ইনোর খরচ খুব কম। তিন আকারের বোতলে সর্ব্বত্র বিক্রয় হয়।

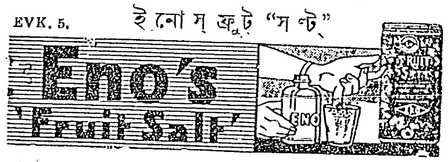

"নকল নেবেন না, আসল ইনোস্ "ফ্রুট সল্ট" (Eno's "Fruit Salt") কেবল বোতলে করে, বিক্রয় হয়। আমাদের ৭০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে একমাত্র বোতলে প্যাকিংই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

EVK. 5.

ইনোস্ ফ্রুট "সল্ট"

লেখক

গল্প

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'

মোহাম্মদ জোবেদ আলী

দৈনিক কাগজের আফিসে পচিশ-ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরিকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধরা, আর হত্যার অপরাধে সারাজীবন কারাবরণে বাধ্য হওয়া—এ-দু'টী এক না হলেও এদের ভিতরকার দূরত্বের ব্যবধান যে খুব বেশী নয়, তা আমি প্রথম উপলব্ধি করলুম আমার বিয়ের পরই।

ছুটী আমাদের আফিসে ছিল বছরের ভিতর মাত্র এগার দিন! তাও আবার তেরোটা পর্ব্বোপলক্ষে। এছাড়া ছুটী যে আর পাওয়া যেতো না তা নয়, ঢের পাওয়া যেতো, যেতো না পাওয়া কেবল তার মুজুরী। অর্থাৎ এই পাওয়া আর না-পাওয়া দুটো চলতো পাশাপাশি,—জ্যামিতির সমান্তরাল রেখার মত।

এ নিয়মের মূলে যুক্তি অবশ্য ছিল অতি গভীর তথ্যপূর্ণ। চুনপাল্লা আমাদের সহকর্মীরা স্বীকার করতেন তা অতি গম্ভীর মুখে। কেবল বুঝতে পারতুম না তার মর্ম্ম আমা[illegible]দ্য-বিবাহিত নবদম্পরা। আমায় কিন্তু তা[illegible] বুঝতে হলো বিশেষ করে স[illegible] দেরী [illegible]ত্তর সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে।

যাই হোক, বিয়ের পরই শাহিদাকে নিয়ে প্রেম-পরিহাস, মান-অভিমান—এ সবের সূত্র এক স্বর্গ-অধ্যায় রচনায় মশগুল আছি এমন সময় ডাক পড়লো আমার কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বিশেষ এক ব্যাপারে যদিও ডাকার সময় তখনো হয়নি।

কী হৃদয়হীন এ কর্ম্মকর্ত্তাগুলো! ভয়ানক রাগ হলো।

তবুও কিন্তু ফিরতে হলো আমায় কলকাতায় নির্দ্দিষ্ট দিনে। পেট খালি হলে প্রেম যে বিলিয়ে ওঠে।

কিন্তু যৌবনে প্রেমই যদি না থাকলো তবে ভরা পেটেরই বা সার্থকতা কি? মন আমায় প্রশ্ন করলো শবেবরাতের পবিত্র এক রাত্রে যখন শুয়ে পড়লুম ছারপোকা বহুল মেছের চৌকীটার উপর। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

শবেবরাতের দিনের কথা। কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বাসায় ফিরে প্রিয়তমার লিপি একখানা পেলুম। প্রথম যৌবনে এ আমার খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। যাহোক, চিঠিখানা খুলেই এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পড়বার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পেরে উঠলুম না। তা ছিল দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট চিঠি।

মাত্র একবেলা ছুটী। সুতরাং আসছে শবেবরাতের দিনে বাটী আসা সম্ভব নয়—এমনি কিছু শাহিদাকে আগে আমি লিখেছিলুম। এ চিঠিখানি ছিল আমার তারই জবাব।

শবেবরাত উপলক্ষে বাটীতে যে হালুয়া রুটী ইত্যাদি তৈরী হবে আমি বাড়ী গিয়ে তা না পেলে সে তার কিছুই গলাধঃকরণ করবে না—এই ভয়ই সে আমায় দেখিয়েছে চিঠিখানির ভিতর অন্ততঃ দশ যায়গায় এবং এইটাই তার দীর্ঘতার মূল কারণ।

যাহোক, হালুয়া রুটী ইত্যাদি এমন কিছু মূল্যবান জিনিষ ন[illegible] তার আস্বাদ থেকে সে বঞ্চিত[illegible] সারাজীবনটায় তার একটা অপূরণীয় অভাব থেকে যাবে। কিন্তু আমি না পেলে সে তার কিছুই দাঁত দিয়ে মাড়াবে না, একথা ভাবতে গিয়েই বুকের ভিতরটা আমার বেশ একটু ভারী হয়ে উঠলো।

রাত্রি খেয়ে দেয়ে মেছের চৌকীটার উপর শুয়ে পড়লুম। ঘুম চোখে কিছুতেই ধরতে চাইলো না। কেবলই মনে হতে লাগলো শাহিদার চিঠিখানার কথা। মনে হলো, এ ত তার ভয় দেখানো অভিযোগ নয়। আমারই উপর তার গভীর ভালবাসার এ একটা বাহ্য প্রকাশ। দরিদ্র আজ যদি আমি না হতুম —

হঠাৎ পাশের চৌকী থেকে আমার রুম-মেট মজুর মিঞা বললেন: আজ এমন ছটফট করছ কেন আকবর মিঞা! ঘুম আসছে না বুঝি?

উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। বললুম: না। ছারপোকায় ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

মৃদু একটু হেসে মজুর মিঞা বললো: কি বলছো আকবর মিঞা! আজ সকালেই ত বাবুরচী গরম পানি দিয়ে চৌকী সব ধুয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে আবার ছারপোকা এলো কোথা থেকে?

বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম। এ আমি সকালবেলা নিজ চোখেও দেখেছিলুম! কিন্তু মনে ছিল না। পরে যখন মনে পড়লো তখন তা আমার বলা হয়ে গেছে। তাই ব্যাপারটাকে একটু হাল্কা করার জন্যেই বললুম: ছারপোকা শুধু চৌকীর মধ্যে থাকে না মজুর মিঞা। নব দম্পতীর বুকের ভিতরও ছারপোকা থাকে। বাবুরচীর দেওয়া গরম পানিতে তারা মরে না।

মজুর মিঞা শুয়ে ছিল। এবার উঠে বসলো। একটা সিগারেট আমায় দিয়ে এবং নিজে একটা ধরিয়ে কোমল-কণ্ঠে এবার সে বললো: বাড়ীর চিঠি পেয়েছ বুঝি আজ?

বললুম: হুঁ।

সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে তার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তেমনি নরম স্বরে আবার মজুর মিঞা বললো: তোমার স্ত্রী বোধ হয় তোমায় বড্ড ভালবাসে, না?

উত্তরে তার শাহিদার চিঠিখানার সমস্ত কথায়ই মজুর মিঞাকে বললুম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মজুর মিঞা বললো: জগতে তুমি সত্যিই সুখী। হতে পারে তুমি আর্থিক অভাবের ভিতর রয়েছ। কিন্তু সুখ ত আর অর্থের মধ্যে নিবদ্ধ নয়! সে ত সওদাগরী মাল নয় যে টাকা দিলেই পাওয়া যাবে। ঘরে যার এমন প্রেমময়ী স্ত্রী দুঃখ তার কাছে পৌঁছতে পারে না। পারবে কেমন ক'রে? বরফের কাছে গরম হাওয়া গেলেও সে কি আর গরম থাকতে পারে?

শেষের কথাগুলো মজুর মিঞা কতকটা যেন অন্যমনস্কের মত বলে থেমে গেল। এবং পুড়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটায় বার দুই সজোরে টান দিয়েই সেটা ফেলে দিল। বাইরের চাঁদের এবং ঘরের সিগারেটের আগুনের আভায় ক্ষণিকের জন্য মজুর মিঞার মুখখানি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি খুব বিস্মিত হয়ে পড়লুম তা দেখে। মুখখানি অতি গম্ভীর, বিবর্ণ। কপোলের চর্ম্ম দুঃখ ভারে কুঞ্চিত। চোখের চাহনী উদাস, সুদূর প্রসারী। কী একটা বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় কতকটা যেন নিজেকে উদ্দেশ ক'রে মজুর মিঞা নিম্নস্বরে বললো: আমিও একদিন সুখী ছিলুম। হয়ত বা ওর চেয়েও। কিন্তু—

কথার মাঝখানে হঠাৎ আমায় সম্বোধন করে বললো: শবেবরাতের কথা বলছিলে। আজই শবেবরাতের রাত্রি। না?

বললুম: হাঁ।

বললো: তবে আমি এখন যাই। আমিনা আমার নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললুম: তোমার স্ত্রী এই কোলকাতাতেই আছে নাকি?

একটা জামা গায় দিতে দ্বরিত গতিতে বের হতে হতে বললো: হাঁ। বাগমারীতে আছে সে।

বললুম: বাগমারী রোডে?

মজুর মিঞা তখন ঘর ছেড়ে বেশ খানিক দূর চলে গেছে। কানে এলো শুধু 'হুঁ'। আরও কিন্তু কথার কথার শুনতে পেলুম কিন্তু তার ভাষা বোঝা গেল না।

মজুর মিঞা চলে গেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার ঘুম পড়ার চেষ্টা দেখলুম। কিন্তু কোনো ফল হলো না তাতে। অগত্যা কালি-কলম-কাগজ নিয়ে বসে গেলুম শাহিদার চিঠিখানার একটা জবাব লিখতে। ঝোঁকে ঝোঁকে লিখলুম:—

প্রিয়তমে শাহিদা আমার!

আমার বুকভরা ভালবাসা গ্রহণ করো।

বিহার ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস:—পাটনা ব্রাঞ্চ:—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ২৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড

বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত,—বাঙ্গলা-বিহার যৌথ প্রতিষ্ঠান

গ্যারাণ্টিড বোনাস প্রতি হাজার ২৫৲

ফোন—ক্যালকাটা ৩৬৪৮

আজ বিকেলে আফিস থেকে এসে তোমার প্রেম-পত্রখানি পেলুম। আমি বাড়ী যেতে পারলুম না বলে তুমি যে কিরূপ কষ্ট পেয়েছ তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কচ্ছি। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি—

হঠাৎ যেন চিন্তাধারা রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। কলম থেমে গেল। অনেক চেষ্টার পরও কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না যে এর পর কি লেখা যায়। কাগজ কলম ফেলে উঠে ঘরের ভিতর পায়চারী সুরু করলুম। ভাবলুম, হয়ত তাতে মস্তিষ্ক আমার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারে। ঘরের ভিতর দুই পাশে সারি সারি আটখানি চৌকী পাতা, মাঝখানে দিয়ে একটা সরু রাস্তা। তার উপর কোনো রকমে চলাফেরা করা চলে।

পায়চারী করতে করতে চিন্তাধারা চিঠি ছাড়িয়ে ক্রমে অন্য পথে চলে গেল। চৌকীর সঙ্গে সঙ্গে রুমমেটদের কথাও মনে পড়্‌লো। মনে হলো, হয়ত তারা এতক্ষণে নিজ নিজ প্রিয়জনের সঙ্গে মিলে কত আনন্দই না কচ্ছে,—কত প্রেম কত ভালবাসারই না আলাপ তাদের এতক্ষণে চল্‌ছে আপন আপন প্রিয়তমার সঙ্গে। একমাত্র মঞ্জুর মিঞা অবশিষ্ট ছিল। সেও চলে গেল তার প্রিয়তমার কাছে। এ শূন্য ঘরে পড়ে রইলুম শুধু আমি একেলা। আর দূরে বহু দূরে বঙ্গ পল্লীর নিভৃত কোণের এক নিরালা কক্ষে শাহিদাও আমার হা হুতাশ কচ্ছে এমনি একেলা। হয় ত বা বালিশের নীচে মুখ লুকিয়ে সে আমার মনের দুঃখে শুধু কাঁদ্‌ছে। দুনিয়ার সবাই যখন হাসছে তখন আমি-ই শুধু কাঁদছি আর আমার শাহিদাকেও কাঁদাচ্ছি। প্রকৃতির কী কঠোর পরিহাস

ক্রমে মন আমার উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো ভয়ানক। একবার যেন ঝোঁক হলো পাশের ঐ খোলা জানালাটা দিয়ে এই দোতালা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং ব্যর্থতায় ভরা এ জীবনটার ইতি করে দিই। হয়ত দিতুমও। কিন্তু, অকস্মাৎ ঘরের দরজাটায় একটা ধাক্কার শব্দ হওয়ায় চিন্তার ধারা আমার থম্‌কে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে করলুম হয়ত এ আমার অন্যমনস্কতার দরুণ শোনার ভুল। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার একটা শব্দ হলো। বুঝ্‌লুম, যেন দরজার গা ঘেঁসে কি একটা পড়ে গেল। একটু ভয়ও পেলুম। এত রাত্রে এ কিসের শব্দ হতে পারে!

পা টিপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে রুদ্ধ দরজার অর্গল মুক্ত করলুম। কিন্তু তার পাল্লায় হাত দেওয়ার আগেই সে দুটো আপনা-আপনিই খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মানুষ মরা'র মত ঘরের মেঝে গড়িয়ে পড়লো। চম্‌কে উঠে দু'হাত পিছিয়ে গেলুম। এবং বাইরের চাঁদ ও গ্যাসের আলোর অস্পষ্ট আভায় দেখ্‌লুম পতিত লোকটা আমাদের মঞ্জুর মিঞা। পরিধানের কাপড় ও জামা স্থানে স্থানে ছেঁড়া এবং কপালে একটা ক্ষত চিহ্ন। ব্যাপারটা বোরখা-ঢাকা-না—দেখা নারীর মুখের মত রহস্যময় বলেই মনে হলো। পাশের গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটা বেজে গেল।

কিছুক্ষণ সেবাশুশ্রূষার পর মঞ্জুর মিঞার [illegible] হলো। হঠাৎ সে আমার মুখের দিকে চেয়ে পড়লো। চোক দুটো তার ঘোর লাল। চাহনি দেখে মনে হলো তা যেন ভয় বিজড়িত। সত্যই সে মাথা উঁচু ক'রে আতঙ্কিতের মত চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লো সভয়ে।

বল্লুম: কী দেখ্‌ছো মঞ্জুর মিঞা? কেউ মেরেছে নাকি?

একটু জড়িতকণ্ঠে বল্‌লো: কিছু না। তুমি কে?

যতদূর জানি সব তাকে বল্লুম।

নিজের কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে মঞ্জুর-মিঞা বল্‌তে যাচ্ছিল। নিজের ঔৎসুক্য দমন ক'রে বাধা দিয়ে বল্লুম: এখন চুপ কর ভাই। একটু সুস্থ হও আগে। তারপর সব শুনব।

বল্‌লো: তার জন্যে তুমি ভেবোনা আকবর মিঞা! আমায় কেউ মারেনি। আর দেরী করলে হয়ত সব কথা মনে থাক্‌বে না। তুমি শোন।

শোনার আগ্রহ অবশ্য আমার হয়েছিল বল্লুম: তবে বল!

মঞ্জুর মিঞা বল্‌তে লাগ্‌লো: "আমি বাগমারী গিয়েছিলুম বটে তবে বাগমারী রোডে নয়, কবরস্থানে। সেখানে আমার আমিনা চিরনিদ্রা'য় ঘুমিয়ে আছে। আজ শবেবরাতের রাত। এ রাত্রে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর মৃত বান্দার সকল আত্মাকে মুক্ত করে দেন স্বাধীনভাবে এ দুনিয়ায় চলাফেরা করতে। প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা দিতে। তাই আমি ওখানে গিয়েছিলুম আমার আমিনার আত্মার সঙ্গে আলাপ করতে আ[illegible]। কিন্তু, আশ্চর্য্য হয়ো না, বন্ধু, আমি তাঁকে সশরীরে দেখে এসেছি।"

বাধা দিয়ে বল্লুম: তা হয় না মঞ্জুর মিঞা। আত্মা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তোমার দেখার ভুল ও।

বল্‌লো: তোমার ধারণার বিরুদ্ধে তর্ক আমি এখন করতে চাইনে। নিজের এ চোখ দুটো দিয়ে যা দেখে এসেছি, তাই শুধু বল্‌ছি। বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছা।

বল্লুম: বেশ, তবে বলো।

মঞ্জুর মিঞা আবার বলে চল্‌লো: "আমিনার সঙ্গে যখন আমার বিবাহ হয় বয়স তার তখন ছিল আঠারো আর আমার চব্বিশ। সে ছিল সুন্দরী। অসামান্যা সুন্দরী। আমার কিন্তু বড্ড ভাল লেগেছিল তার চোখ দু'টো। ও দু'টো চোখ ছিল যেন দু'টা প্রেমের ফোয়ারা। অহর্নিশ তা দিয়ে ঝরতো যেন শুধু প্রেম, নিছক প্রেম। যাক সে-কথা। হয়ত প্রেমের ব্যাপারে সকল প্রেমিকের দৃষ্টি তাদের প্রেমিকার প্রতি এমনি একটা-না-একটা আবেষ্টনে জড়িত।

"বিয়ের সময় একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। কোথাকার একটা যুবক খুলনায় পড়তো আমিনাদের বাড়ী থেকে। তারই সঙ্গে আমিনার বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল। দিন স্থির পর্য্যন্তও নাকি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন গ্রাজুয়েট হয়ে আড়াই শত টাকা বেতনের একটা চাকুরী পেলুম রাইটার্স বিল্ডিংএ এবং আমিনার অভিভাবকদের সামনে আমার [illegible] পেশ করলুম তখন তাদে[illegible] মন [illegible]

CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST.

LAND FOR SALE

THE CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST have valuable FREEHOLD Building Sites for Sale. suitable for all purposes, both BUSINESS AND RESIDENTIAL in the most attractive and important parts of Calcutta. Purchasers may leave outstanding as a CHARGE, 50% of the cost. There are NO TROUBLESOME RESTRICTIONS and the Title to the Land is Second to None, making the PURCHASE OF TRUST LAND A SAFE, SURE AND SOUND INVESTMENT.

For full particulars and advice call and see personally

THE CHIEF VALUER,
CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST,
5, Clive Street, Calcutta.

দুই-ই দূরে গেল। বিয়ে আমাদের হলো খুব ধুমধামের সঙ্গে।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তুমি কোন্‌ আমিনার কথা বল্‌ছো মঞ্জুর মিঞা?

বল্‌লো: ঠিক খুলনায় নয়। তারই পাশের হায়দরপুরের রহমত বিশ্বাসের কন্যা আমিনার কথা, তুমি ওকে জান্‌তে?

আমি আমিনাকে চিনতুম। সত্য গোপন ক'রে বল্লুম: না। তবে ঐ রকম একটা ঘটনা শুনেছিলুম এই রকম যেন মনে পড়ছে। আচ্ছা! তারপর?

বল্‌লো: বিয়ের বছর দুই পরে এই বাড়ীর এই কক্ষেই আমাদের সংসার যাত্রা শুরু করলুম। কিন্তু হায়দরপুর থেকে যেদিন আমিনাকে এখানে আনলুম সেই দিনই সে শয্যাগ্রহণ করলো। তারপর, আর কোনোদিন সে বড় একটা ওঠেনি। প্রথমটা মনে করলুম ওটা ওর ভ্রমণের শ্রান্তি কিন্তু সাতদিন পরেও সে যখন সুস্থ হলো না তখন ডাক্তার ডাকলুম। শুরু হলো তারপর শিশির পর শিশি ওষুধ আনা। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। একদিন আমিনা আমায় বল্‌লো: 'ওষুধ আর এনো না। ওতে আমার কিছু হবে না। আমি আর ও খাবো না।' আমি তাকে মৃদু তিরস্কার করতে গেলুম। সে বল্‌লো: 'এ জগতে বাঁচতে কার না সাধ হয়? কিন্তু আমি যে বাঁচতে পাচ্ছিনে।' সত্যিই সে বাঁচতে পারলো না। আশ্বিনের শেষ[illegible] এক প্রভাতে হঠাৎ তার জীবন-প্রদীপ [illegible]

"বাগমারী তার কবর দিলুম। পাকা ক'রে সে কবর বাঁধিয়ে তার গায়ে লিখ্‌লুম:

'সুন্দরীকুল শিরোমণি পতিব্রতা আমেনা।
মৃত্যু—ক্ষয়রোগে। ৩০শে আশ্বিন,
শুক্রবার। ১৩৩৩ সাল।'

এর পর জীবন আমার পক্ষে ধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। পরদিনই আমি দেশ ভ্রমণে বের হলুম। কিন্তু মাস তিনেক পরে আবার যখন এখানে ফিরে এলুম বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তনের খোঁজ পেলুম না মনের ভিতর।......

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম ক্ষণিকের জন্যে। তা বুঝ্‌লুম মঞ্জুর মিঞার করস্পর্শে। ছোট্ট একটা ঝাঁকানি আমার পিঠে দিয়ে সে বল্‌লো: অমন করে কী ভাব্‌ছ? এ সব বোধ হয় তোমার ভাল লাগ্‌ছে না। আচ্ছা! তবে আজকের কথাই বল্‌ছি।

সত্যিই শেষের দিকটা আমি শুনেছি বলে মনে হলো না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বল্লুম: না না বেশ শুনছি। তুমি বলো।

মঞ্জুর মিঞা আবার সুরু কর্‌লো:

"থাক ও সব কথা। আজকের কথাই বলি। আজ যখন আমি আমার আমিনার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, বুকের ভিতর তখন আমার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল প্রবল বেগে। মনে হলো কবরটা যদি একটু ফাঁক হয়ে যেতো, তবে ঝাঁপিয়ে পড়তুম ওর ভিতরে। জড়িয়ে ধরে থাকতুম আমার আমিনার ধ্বংসাবশেষটুকুকে। কিন্তু যা হবার নয় তা হয় না। আমি তার [illegible]বের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। দু হাত বাড়িয়ে তাকে খাঁকড়ে ধর্‌লুম সজোরে। কবরের স্পর্শে তার বুকের ভিতরটা আমার ভরে গেল আকুল আবেগে। উচ্চকণ্ঠে ডাক্‌লুম: 'আমিনা! আমিনা!' নিজের চীৎকারে নিজে চম্‌কে উঠ্‌লুম। নিস্তব্ধ কবরস্থানে শোনালো তা যেন কামান গর্জ্জনের মত। মুখ তুলে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম। কিন্তু নিকটে বা দূরে কারো সাড়া পেলুম না। শুধু সাড়া পেলুম প্রতিধ্বনির। সে বলে গেল—না! না! এমনি আবেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কতক্ষণ কেটে গেল ঠিক ছিল না তার। সহসা এক সময় যেন মনে হলো বুকের নীচে কবরের উপরিভাগটা নড়্‌ছে। সোজা হয়ে উঠ্‌তেই দেখ্‌লুম সত্যিই উপরিভাগটা তার যেন ফেটে গেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়্‌লুম। তবে কি আমার আমিনা আমার আহ্বান শুনে বেরিয়ে আস্‌ছে কবর থেকে! কিন্তু পরক্ষণেই সে ফাটাল-পথে নজরে পড়্‌লো তীব্র এক অনল শিখা। ত্বরিত বেগে সরে গেলুম কবরের দক্ষিণ পার্শ্বে এক গাছের আড়ালে। ভয়ে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে এলো। কয়েকবার চীৎকার করার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পারলুম না।

কতক্ষণ পরে ঠিক বল্‌তে পাচ্ছিনে, আমার নজর গিয়ে পড়্‌লো আবার আমিনার কবরের উপর আমারই অলক্ষ্যে। সবিস্ময়ে দেখ্‌লুম আমিনার ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে তার কবরের উপর। কপোলে তার আগুনের মত অপূর্ব্ব এক জ্যোতির্ম্ময় আভা, [illegible] কি যেন লেখা। ভাল করে লক্ষ্য করতেই অক্ষরগুলো তার স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো আমার চোখের সাম্‌নে। আমি পড়্‌লুম: 'সুন্দরী কুল শিরোমণি প্রেমময়ী আমিনা। তিলে তিলে নিজের জীবন ক্ষয়িয়ে অক্ষরে অক্ষরে প্রেম সে তার অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মৃত্যু—৩০শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩৩ সাল।

"সে আমায় কত ভালবাস্‌তো। স্থির আর আমি থাকতে পারলুম না। দৌড়িয়ে গিয়ে দু হাত দিয়ে তাকে চেপে ধরলুম—তাপিত এ বুকের পরে। কত ব্যথা কত বেদনার কাহিনী তার কাছে নিবেদন করলুম। সেও আমায় শুনালো কত সান্ত্বনার কথা, কত শান্তির বাণী। তারপর সে অকস্মাৎ বিদায় নিল আমায় ফেলে। আমি যেন নূতন এক জীবন লাভ করলুম! চেয়ে দেখ্‌লুম আমিনার কবরের যে ত্রিকোণ প্রস্তর ফলকটায় তার জীবন বৃত্তান্ত লেখা ছিল জড়িয়ে ধরে আছি তা আমার দু বাহু দিয়ে।

চলচ্চিত্রের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় যেন কবরস্থানের দৃশ্যেরও পরিবর্ত্তন হলো সহসা। বিরাট শূন্যতা তার বুকের ভিতরটা আমার যেন ঈষৎ কাঁপিয়ে তুল্‌লো। সভয়ে আমি চারিদিকে তাকালুম। কিছু দেখা গেল না। তবে মনে হলো যেন সহস্র মৃতের আত্মা গাছে, ডালে, কবরের উপর, রাস্তায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অস্ফুট চলন-ধ্বনি আমার কাণে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর রূপে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌লো।

আমিনার কবর ছেড়ে আমি চল্‌তে সুরু করলুম। মনে হলো তারা আমার

আমাদের এখানে যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম সুবিধা দরে পাইবেন

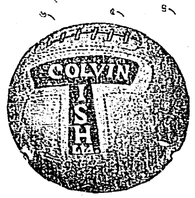

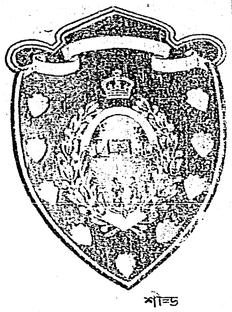

ফুটবল বিলাতী ব্লাডার সহ

	৫নং	৪নং	৩নং	২নং	১নং
মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন "T"	১২৲	১০৲	৭॥০		
কলভিন "T"	১১৲	৯৲	৭৲		
স্পেশাল "T"	৯৲	৭৲	৫॥০		
প্র্যাকটীস	৬৲	৫৲	৪৲	২॥০ ২৲	১৸০

স্বতন্ত্র ব্লাডার—

	৫নং	৪নং	৩নং
	১॥০	১।০	১৲
অ্যারনেট	২॥০	২৲	১॥
নিরূপ	২॥০	২৲	১॥০

পাম্প—
২৲ ১॥০ ১৲
লেসিংঅল ॥০ ।৶
বাঁশী ॥০ ৸০ ১৲

শীল্ড
১১" ৯" ১৪৲
১৩" ১০" ১৭৲
১৬" ১২" ২৫৲

কাপ
৬" ৪॥০ ও ৬৲ ৩" ১।০
৭" ৭৲ ও ৯৲ ৪" ২।০
৯" ১১৲ ও ১৩৲ ৫" ৩৲

মেডেল প্রতিখানা ॥০ ৸০ ১৲ ১॥০
নাম খোদাই প্রতি হরফ এক আনা। নাম খোদাই করিতে হইলে, টাকা প্রতি ।০ আনা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট—প্রতিখানা ২॥০ ২৲ ১॥০ ১।০
সাটল কক্‌— ডজন ৫॥০ ৩॥০ ৩৲ ২৲
উলেন বল— " ৫॥০ ৪॥০ ৩॥০ ২॥০
জাল প্রতিখানা— ১।০ ১৲ ৸০ ॥৵০

ব্যাডমিন্টন সেট—
চারিখানা র‍্যাকেট, তিনটা সাটল কক্‌ একখানা নেট ও রুলবুক সহ
প্রতি সেট ১২৲ ১০৲ ৮৲

টেনিস র‍্যাকেট প্রতিখানা (দেশী) ৭।০ ৫।০ ৩।০ ২।০
নেট............ ৪৲ হইতে ১৫৲
হকি............ ৪৲ ৩৲ ২৲
হকি বল............ ২।০ ২৲ ১।০
ভলিবল সেট, ১ খানা জাল ও রুলবুকসহ ১৫৲ ১২৷ ১০।০
[টাকায় ৶০ কমিশন বাদ, রুলবুক ফ্রি ও লীগ চ্যাম্পিয়ানের ফটো ফ্রি]
একত্রে ৫৲ টাকার মাল লইলে মাশুল লাগিবে না।

মোহাম্মদীর অভিমত.........ইহারা মফঃস্বলের কলেজ, স্কুল, মাদ্রাছা, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে মাল সরবরাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের নিজ তৈয়ারী ফুটবল খুব টেকসই ও সস্তা। ইহা একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাদের ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয়। এই প্রতিষ্ঠানটির আমরা উন্নতি কামনা করিতেছি।

আজাদের অভিমত...........ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের নিজ তৈয়ারী ফুটবল ইত্যাদির দাম সস্তা এবং স্থায়ীত্বের দিক দিয়াও কোন অংশে বিদেশীর চেয়ে নিম্নতর নহে। আমাদের আজাদ স্পোটিং ক্লাবও ইহাদের ফুটবল ব্যবহার করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস্‌ হাউস লিঃ
৭৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
ম্যানেজার—এন, রহমান।

আরব

—আবুল হোসেন

হে মোর আরব !
তুমি মোর ভরে দেছ কৈশোর শৈশব
আমার প্রাণের সুগোপন বীণা-তারে
সঙ্গীত-ঝঙ্কারে।
ভাব ভাষা ছন্দে গানে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তুমি সঙ্গোপনে
নীরবে নিয়ত দেছ পাঠায়ে তোমার বর বাণী
আমন্ত্রণ আনি'
আমারে ফিরেছে খুঁজি তব বার্ত্তাবহ
হেথা অহরহ।
দিবসের ক্ষণস্থায়ী কাজে,
শর্ব্বরীর সীমাহীন সুখস্বপ্ন মাঝে,
নিদ্রাহীন দ্বিপ্রহর আলস্য শয়ন ভরি'
সুখ দুঃখ আনন্দের বেদনার পথ ধরি'
তোমার আহ্বান
ধ্বনিয়া তুলেছে মোর প্রাণ।

পরম পুলকে
বসন্তের নিমন্ত্রণে শিহরণ জেগে ওঠে যেমন অশোকে।

নিদাঘ-আতপতপ্ত বালুকণাগুলি
অগ্নিময় ধূলি
প্রচণ্ড লু-সাইমুম আবর্ত্তের ভারে
বারে বারে

উন্মত্তের সম
দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক নির্ম্মম
ছুটে গেছে ধূমকেতু সম ভীমবেগে
তিমির-নিমগ্ন পৃথ্বি উঠেছে সে জেগে
আলোড়ন ভরে
সুপ্তি ত্যজি সুকোমল পালঙ্কের অঙ্কপরে।
রঞ্জিত অলক্ত রাগ ওষ্ঠ-পত্রে ঢাকি'
নিমীলিত আঁখি'
ধ্যানমগ্ন অপলক খর্জ্জুরের শ্রেণী
দোলাইয়া ঘনকৃষ্ণ পল্লবের বেণী
নীরব সঙ্কেতে ভরি'
শব্দহীন, জনহীন দিবসশর্ব্বরী
দূর হোতে দূরে
আমায় ফিরেছে ডাকি সুরহীন ধ্বনিহারা ব্যাকুল সুরে।

মরুভূ-সমুদ্রে তুলি ঘোর আলোড়ন,
তরঙ্গের তুমুল নর্ত্তন
ধ্বংসের শানিত শূল করে
তাণ্ডবের লীলাভরে
সজ্জিত কালপুরুষ নামে মৃত্তিকার
মর্ত্ত্যে হানি' ভীম তরবার।
পীত সমুদ্রের কাল টাইফুন সম
নিষ্ঠুর নির্ম্মম
মুহূর্ত্তে সে অস্থির চঞ্চল
ঝাপটি' বিশাল তার বিভীষিকাঞ্চল
প্রাণহীন নিম্নের ধূলিরে
[illegible] বনান্তরে পর্ব্বত [illegible]
বিদ্যুতের [illegible]
লয়েছে তুলিয়া রথে উন্মত্ত আবেগে।

তাহারি নিগূঢ় ঘন দারুণ কম্পন
মোর প্রাণে তুলিয়াছে ঘোর শিহরণ।
ক্ষণে ক্ষণে আজি রণি'
চিত্তে মোর উঠিতেছে তাহারি সে ধ্বনি।
বিদ্রোহের রোষে
অগ্নি জ্বলি' উঠিতেছে মোর প্রতি কোষে
শোণিতে শোণিতে তার
রুদ্ধ রোষে কাঁপে অজগর বারবার,
মোর সারা অঙ্গ ভরি'
সাহারার সাইমুম কাঁদে আজি শিহরি শিহরি।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রোধি' উদ্দাম উত্তাপ শঙ্কাহীন,
গুটী দুই তিন
দ্রাক্ষা-তাল-গুল্ম-লতা
ছায়াঘন স্তব্ধ নীরবতা,
সুস্বাদু আসবপূর্ণ স্বপ্ন-আনা জল
আমারে করেছে সদা অস্থির চঞ্চল।
মরীচিকা-সম্মোহ তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের মন
নিত্য অবিরত
ছুটিয়া চলেছি আমি উন্মন উদাসী,
শ্রান্তির শান্তির-স্নিগ্ধ পরশপিয়াসী।
মোর চিত্ততলে
মরুভূর অতৃপ্তির সুতীব্র বুভুক্ষা আজি জ্বলে।

অনুসরণ কচ্ছে। যেন অশরীরীর মাঝে শরীরীকে দেখে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি দৌড় দিনুম। তাদেরও দ্রুততর চলন-ধ্বনি আমার পিছনে অনুভব করলুম। দৌড়ের বেগ আমার বাড়িয়ে দিনুম আরও। কবরের পর কবর ডিঙিয়ে, কখনো বা তাতে আছাড় খেয়ে ছুটে চললুম। কবর স্থানের বেড়া টপ্‌কাতে গিয়ে মনে হচ্ছে তারা যেন সকলে একযোগে আমায় চেপে ধরলো তার গায়। আমি জ্ঞান হারালুম। বলতে পারি না, তারপর কিভাবে এখানে এসেছি।

মঞ্জুর মিঞা চুপ করলো।

হয়ত এ কাহিনী না শোনাই আমার ছিল ভাল। ভুলে যাওয়া এক ব্যথা বুকখানাকে আমার বিচলিত ক'রে তুললো ভয়ানক।

হতভাগ্য আমিনা ভালবেসেছিল আমাকে। আমিই তখন ওদের বাড়ীতে থেকে পড়তুম খুলনায়।

ভালবাসা আমাদের ভিতর জমেছিল খুব।

চৈত্রের এক নিরালা উদাস মধ্যাহ্নে আমিনা আমার পড়ার ঘরে ঢুকল ম্লান-মুখে এবং বিনা ভূমিকায়ই জানালো: তোমার সঙ্গে মিলন আমার হলো না। বাপ মায়ের মত বদলে গেছে। স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নই রবে গেল শেষ পর্য্যন্ত।

কথাগুলো তার তীরের মত আমায় বিঁধলো। এগিয়ে গিয়ে তার মাথাটা আমার বুকের মাঝে চেপে ধরে বললুম: তা আর হতে পারে না। তোমায় না পেলে বুকের স্পন্দন আমার থেমে যাবে, সে জানো না!

একটু যেন কি ভেবে নিল সে কিছুক্ষণ, তারপর চোখ দু'টো [illegible] র ধীরে আমার [illegible] বললো: একি সত্যি?

দৃঢ় কণ্ঠে বললুম: হাঁ, সত্যি।

আমিনা কিছু বললো না। নীচু হয়ে সে শুধু কদমবুচি করে নিল আমার ধীরে ধীরে। তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বললো: আমি যাই। হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না আমাদের। কিন্তু যেখানে আমাদের ভালবাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কেউ নেই, যত শীঘ্র পারি সেখানে গিয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকব। তুমি আর ভেবো না।

দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

আমিও পড়ায় ইস্তফা দিয়ে পরদিনই তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

* * *

আমিনা তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছে বর্ণে বর্ণে। পারি নি কিন্তু তা আমি। শুধু পারা নয়, ভুলেও পর্য্যন্ত একরকম গিয়েছিলুম তাকে। কী হৃদয়হীন আমি!

হঠাৎ মনে হলো রহস্যময় এ দুনিয়ায় এও একটা রহস্য। আমারই জন্য আমিনা অকালে মৃত্যুকে বরণ করে নিল—কেউ জানলো না সে কথা। মঞ্জুর মিঞাও না। কবরের স্মৃতিফলক তার কত মিথ্যা পরিচয়ই না দিচ্ছে ক্ষণস্থায়ী তার জীবনটার। সকলেই জানলো শুধু তার সেই মিথ্যা পরিচয়টুকু না সত্যের রূপ দিয়ে লেখা।

* * *

প্রভাতের মৃদু বাতাসে ফজরের আযান-ধ্বনি ভেসে এলো। নামাজ-অন্তে আমিনার কাছে মার্জ্জনা-ভিক্ষা করার জন্যে বেরিয়ে গেলুম ওজু করতে।

কায়কল্প ও উদরাগ্রহ

মতিন উদ-দীন আহমদ

দিগম্বর দাদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কখন কি করিয়া হইয়াছিল, তাহা আজ আর মনে নাই। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে আজ তাহার খোঁজ করিবারও আর কোন প্রয়োজন নাই। এগার ভাইয়ের এক ভাই, অষ্টম গর্ভের সন্তান, আমার দিগম্বর দাদা তাহার আর দশ ভাই হইতে পৃথক হইয়া বাহাল তবিয়তে দিন গুজরান করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র ভীষণ দুঃখ যে তিনি সন্তানহীন। মামুলি যাগ-যজ্ঞ, তুক-তাক, টোটকা-তাবিজ, ফকির-সন্ন্যাসী সব কিছু করিয়া বিফল হইয়াও দাদা হাল ছাড়েন নাই। আধুনিক প্রণালীর তদবির, অর্থাৎ সাময়িক পত্রিকার চটকদার বিজ্ঞাপন দেখিয়া একের পর আর ঔষধ আনাইয়া বেচারী বৌদি'র উপর পরীক্ষা চলিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কোন ফল না পাইলেও দাদার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন না একদিন নির্ঘাত ফল মিলিবেই। দাদা বলেন, এতগুলি লোকের সবাই কিছু মিথ্যাবাদী হইতে পারে না। দাদার গুণ-ই বলুন আর দাব-ই বলুন, দাদা বড় সহজে লোকের কথা[illegible] স্থাপন করিতে পারেন দাদা একবার [illegible] টাকের ঔষধ কিনিতে যান। [illegible] দোকানদার টাকের [illegible] তিন শিশি বেচিয়া নিষ্কৃতি দিলনা, চুল কোঁকড়াইবার এক সেট যন্ত্রও দাদাকে গছাইয়া ছাড়িল। দাদা বলিলেন, এমন ভাল ঔষধে টাক পড়া বন্ধ না হইয়াই যায় না, আর যখন নূতন চুল উঠিবে, তখন সজারুর কাঁটার মত চুল না হইয়া ঢেউ খেলানো করিতে কি আপত্তি, এ ত আর সৃষ্টিকর্ত্তার হাতে গড়া নয় যে যেমন খুসি তেমন করিয়া গড়িবেন।

দাদার আর একবার নেশা হইল বৌদি'কে মোটা করিয়া তুলিবেন। তারপর মোটা হইবার কত রকম পেটেণ্ট ঔষধ বাড়ীতে আসিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দাদা ঔষধ কিনিবার সঙ্গে সঙ্গে বৌদি'র জন্য যে সব জামা তৈয়ার করাইলেন, সব গুলি-ই গায়ে চার ইঞ্চি করিয়া বড় করাইয়া করাইলেন, কারণ ঔষধ ব্যবহারের পরে বড় জামা না হইলে পরিতে পারিবেন কেন! ছয় মাস পরে খালি শিশি গুলি বিক্রি করিবার দিন বৌদি' আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, এই পেরাটোপ গুলি দর্জ্জির দোকানে নিয়ে ছোট করিয়ে আনতে হবে ভাই।

বিজ্ঞাপন খুঁজিতে খুঁজিতে, দাদার ইহা আর এক রোগ হইয়া দাঁড়াইল। কাগজ খুলিয়া বিষয় সংবাদ পড়িবার আগে কোথায় কোন চটকদার বিজ্ঞাপনে রাতারাতি কি ফল পাওয়া যাইবে তাহাই খুঁজিতে বসে। একদিন ময়দানে ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়া দাদা বড় মুস্কিলে পড়িলেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া দুই জনেই খেলা দেখিতে ছিলাম। হঠাৎ ঠেলাঠেলিতে দাদার সামনে জন কয়েক ঢেঙ্গা লোক আসিয়া দাঁড়াইল। আমি পুরাপুরি ছয় ফুট, আমার কোন অসুবিধা হইল না, কিন্তু চারফুট নয় ইঞ্চি দাদা আমার সেদিন খেলা না দেখিয়া শুধু খেলার গোলমাল শুনিয়াই বাড়ী ফিরিলেন। তারপর হইতে দাদা তাহার উচ্চতা বাড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের খোঁজ পড়িল।

দাদা তাঁহার মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান। জানিনা কেমন করিয়া তাহার এক বিশ্বাস ছিল যে অষ্টম গর্ভের সন্তান মহাপুরুষ হয়, নেপোলিয়ান ও শ্রীকৃষ্ণ নাকি অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন। এদিকে দাদার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি হইয়া গিয়াছে অথচ বিজ্ঞাপন কিম্বা অষ্টম গর্ভ কোনটার বলেই দাদার মহাপুরুষত্ব লাভের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দাদা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভাল মানুষ বৌদি, দাদার হুজুকের খাতায় ঢেঙ্গা হইবার এই নূতন আর এক দফার ঔষধ ও প্রক্রিয়া দেখিয়া বলিলেন, কেন আর ওসব কর, ভগবান যা' দেন নাই, তা কি কেউ জোর করে আদায় করতে পারে! তোমার আমার দিন ত শেষ হয়ে এল, তবে আর কেন [illegible]

[illegible] দাদা বলিলে[illegible] সঙ্গে করে ফেলেছ বউ, দু'টো ভুল। প্রথম হলো, ভগবান যা করবার তা আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই করেছেন, আর আমরা দিনরাত হরদম তার সংশোধন করে চলেছি। যেমন ধর ভগবান দিলেন চোখ দেখবার জন্য (তোমাদের বেলায় অবশ্য কাঁদবার জন্যও), তাই বলে হলফ করে বলতে পার ইসারার জন্য তুমি একদিনও চোখ ব্যবহার করনি? ভগবান নাক দিলেন শ্বাস ফেলতে আর গন্ধ নিতে, তুমি এখন স্বীকার না করলেও আমি সাক্ষী দিতে পারি তুমি ও নাক অন্য কাজে লাগিয়েছ। ভগবান ভুল করে তোমার কানে ছেঁদা দুটি দেন নাই বলে তুমি কি সে ভুল সংশোধন করনি? কত বলব, বলতে গেলে মহাভারত হয়ে পড়বে, নিত্যই মানুষে ভগবানের কাজের উপর কারসাজি করছে।

বৌ রাণি, ভাবছ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। (হাসিয়া) না গো না, আমিও না, তুমিও না। বিশ্বাস না হয়, সুকুমার রায়ের "হ-য-ব-র-ল" বইখানা অথবা Illustrated weekly-র এই সংখ্যা পড়ো, দু' খানা ই দু' আনা করে পাবে। যৌবন লাভের জন্য আর বাঁদরে-চিকিৎসার দরকার হবে না, দস্তুরমত শাস্ত্রীয় নিয়মে, বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় নিরামিষভোজী হইয়া পুনর্যৌবন লাভ করা যায়। এই চিকিৎসায় আমিষ নাই বলে হিন্দু বিধবারাও নিঃসঙ্কোচে এর আমলে আসতে পারেন, আমি বেঁচে থাকতে তোমার চিন্তা কি। (Illustrated weekly-র যে পাতায় মালব্যজীর কায়কল্প করার পূর্ব্বের ও পরের ছবি আর চিকিৎসক সাধুর ছবি বাহির হইয়া ছিল, তাহা দেখাইয়া) এই দেখ গিন্নি, কেমন ব্যাপার! মালব্যজীকে কেমন জোয়ানের মত দেখাচ্ছে, আরো কিছুদিন পরে তার নূতন দাঁত উঠবে। বাঃ, এই ত আমাদের দেশের সত্যকার জিনিষ, বিদেশী ছাইপাঁশ কত কি আসল, দেখাক দেখি এমনতর কিছু একটা: গিন্নি, আমি কায়কল্প করব, আমার যৌবনকে আবার ফিরিয়ে আনব। আমি মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান, আমি মহাপুরুষ হ'ব; নেপোলিয়ানের মত হ'ব, শ্রীকৃষ্ণের মত হব।

কি কাজে বাহিরে গিয়াছিলাম, কয়দিন দাদার খবর পাই নাই। বাড়ী ফিরিতেই বৌদি'র জরুরী তাগিদ পাইলাম, মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া যেন তাহার সঙ্গে দেখা করি। বৌ'দি আমাকে নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন, বয়সে অনেক বড় বলিয়া এবং তাহার ব্যবহারের দরুণ আমিও তাঁহাকে বড় বোনের মত দেখিতাম। আমি যাইতেই তিনি বলিলেন, ভাই, বড় দেরী করে ফেলেছ, তোমার দাদা কায়কল্প করবেন বলে এলাহাবাদ চলেছেন, এতক্ষণে বোধ হয় হাওড়া পৌঁছে গেছেন। তুমি ভাই একবার চেষ্টা করে দেখ, যদি ফেরাতে পার।

আমি আর দেরী না করিয়াই ট্যাক্সি লইয়া হাওড়া ছুটিলাম। সামান্য খোঁজ করিতেই দাদাকে বুকষ্টলে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহার হাতে চটকদার বিজ্ঞাপনওয়ালা খান তিনেক পত্রিকা, বুদ্ধিমান দাদার বিজ্ঞাপন খুঁজার বাতিক তখন পর্য্যন্ত [illegible] বজায় আছে। আমাকে দেখিয়া [illegible] ভায়া, তুমিও যাবে [illegible] এলাহাবাদে, কায়কল্প করতে?

আমি বলিলাম, না দাদা এলাহাবাদ গিয়ে দরকার কি, কায়কল্প যখন এখানে ঘরে বসে করা যায়, তুমি বুঝি সে খবর পাও নাই?

দাদা বলিলেন, শুন পাগলের কথা! ঘরে বসে কায়কল্প করতে পারলে মালব্যজী এলাহাবাদে যেতেন কেন?

আমি বলিলাম, দাদা, মালব্যজীর ঘর যে ওদিকে। যাক, আনন্দবাজার পত্রিকায় কায়কল্প চিকিৎসার ফরমুলা হুবহু শাস্ত্রে যে রকম দেওয়া আছে, সে রকম ছাপিয়ে দিয়েছে, আর তা দেখে যত সব বুদ্ধিমানেরা বাড়ীতে বসে চিকিৎসা সুরু করে দিয়েছে। খামকা এলাহাবাদ গিয়ে এতগুলি পয়সা মাটি করে লাভ কি? তার উপর আর এক কথা, মালব্যজীর চিকিৎসায় ফল যতটুকু হউক আর না হউক, ঘটনাটি রাষ্ট্র হয়েছে খুব ভাল করে; সে সাধুকে কি আর এখন খুঁজে পাওয়া যাবে। তার চেয়ে বাড়ী ফিরে চল, একজন সাধু খুঁজে বের করে এখানেই কায়কল্প সুরু করে দেওয়া যাবে। চাই কি বৌদি'কেও হয়ত রাজী করান যেতে পারে, আর তার রাজী হওয়াই উচিত, কারণ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা যেমন বেমানান, তরুণেরও বুড়ো ভার্য্যা তেমন বেমানান।

দাদা বলিলেন, টিকেট যে করা হয়ে গেছে, তার কি করা যাবে?

আমি বলিলাম, সে জন্য ভাবতে হবে না, ক্লারিকেল ফি যৎসামান্য দিয়া দিলে টিকেট ফেরৎ নিবে। দিন আমার কাছে টিকেট, আমি সব ঠিক করে নিয়ে আসছি, আপনি এখান থেকে নড়বেন না।

টিকেট হাতে নিয়া দেখি, একখানা সিঙ্গল টিকেট। বলিলাম দাদা, এলাহাবাদ যাচ্ছিলেন, তবে সিঙ্গল টিকেট করলেন কেন?

দাদা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, দেখ, যাচ্ছিলাম কায়কল্প করতে, সুতরাং সে চিকিৎসায় ভাল রকম ফল হলে, আমার বয়স নিশ্চয় অনেকখানি কমে যেত, ধর চিকিৎসার ফল খুব ভালর চেয়ে যদি আরো ভাল হত, আর আমাকে দেখাত ঠিক বার বছরের, তখন হয়ত ফেরবার পথে হাফ টিকেটে আসতে পারতাম।...

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাড়ী ফেরার পথে দাদার কেনা পত্রিকাগুলি নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে দেখিলাম দাদা কয়েকটা বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন, তার কোনটা মানুষের উচ্চতা বাড়াইবার ঔষধ বা কসরৎ, কোনটা রোগা মানুষকে রাতারাতি মোটা বানাইবার দাওয়াই। আমার মাথায় কি জানি কেন দুষ্ট বুদ্ধি চাপিল বলিলাম, দাদা, কায়কল্প যে কয়দিন করবেন, আপনাকে ত অন্ধকার ঘরে থাকতে হবে, বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, তা হলে সেই সঙ্গে উচ্চতা বাড়াইবার ঔষধও খেয়ে নিতে পারেন, ব্যস, এক সঙ্গে দুটি কাজ-ই হতে থাকল, তা' না হ'লে পরে যদি উচ্চতা বাড়ে তবে নতুন বাড়া বয়সার কায়কল্প লাগতে না পারলে, সে টুকু হয়ত আগে বুড়ো হয়ে যেতে পারে।

কি কুক্ষণে এই কথাগুলি বলিয়াছিলাম। সারা জীবন ইহার জন্য অনুতাপ করিব। দাদা যে আমার কথাগুলি হুবহু মনের মাঝে গাথিয়া নিয়া ঠিক সেইভাবে কাজ করিয়া বসিতে পারেন, ততটা আমার খেয়ালে আসে নাই। আমি নিছক ফুর্ত্তির উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলিয়াছিলাম।......

......কলিকাতা সহরে পয়সা হইলে কিছুরই অভাব হয় না, বাঘের চোখও পাওয়া যায়। দাদা অতি সত্বর এক সাধুকে জোগাড় করিলেন, আর আনন্দবাজারে প্রকাশিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত মাল মসলাও জোগাড় হইল। এদিকে দাদা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী উচ্চতা বৃদ্ধির ঔষধও আনাইয়া রাখিলেন। দিনক্ষণ দেখিয়া মহাসমারোহে কায়কল্প সুরু হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য গোপনে, সুরু হইল দাদার উচ্চতা বৃদ্ধির পেটেণ্ট ঔষধ খাওয়া। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল যে দাদার কায়কল্প শেষ হইলেই বৌদি কায়কল্প আর মোটা হইবার চিকিৎসা সুরু করিবেন।.........

তেত্রিশ দিন চিকিৎসার পর, দাদা যে ঘরে ছিলেন সেই ঘর হইতে একটা খারাপ রকমের গন্ধ পাইয়া, বৌদি সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া দাদার খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু যেন ঘাবড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, হাম ক্যা জানতা, লেকিন কাঁহা ক্যা গড়বড় হো গিয়া, বাবুকা তবিয়ত বহুৎসে খারাপ হো গিয়া হায়, আপ দোসরা কোই ডাক্তার ইয়া হেকিমকো বোলাইয়ে।

বৌদি পাড়ার ডাক্তারকে আনিতে আর আমাকে আনিতে একসঙ্গে লোক পাঠাইলেন। আমি আসিয়া দেখি, দাদাকে সেই অন্ধকার কুঠুরি হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে, তাহার সারা মুখে নানা রকমের ঘা, মুখ ভীষণভাবে ফুলিয়া

উঠিয়াছে, চোখ দুইটা খুব লাল আর ঘোলাটে, কোঠর হইতে যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সংজ্ঞা নাই, সেই অন্ধকার কুটুরীতে সে প্রায়ে কয়দিন অসাড়ে বিছানায় বাহ্য প্রস্রাব করিয়াছেন এবং সেই অবস্থায়ই এই কয়দিন তাঁহার সেখানে কাটিয়াছে। বৌদি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত প্রাণপণ সেবা করিতে লাগিলেন।......

সহরের অনেক ডাক্তার কবিরাজকে দেখান হইল, তাহাদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ হইল, এবং সেই মতে চিকিৎসা চলিতে থাকিল। সাধুর আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।......

দাদা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু ইহার চেয়ে মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল। তাঁহার বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গেল, কথাবার্ত্তা সব বুঝা যায় না, সারাদিন মুখ দিয়া রস পড়িতে থাকে, একে একে সব দাঁত পড়িয়া গেল, মাথার চুল উঠিয়া গেল, শরীরের চামড়া ঝুলিয়া পড়িল। জীবন্মৃত দাদার জন্য দুঃখ হইত না, কারণ তিনি তখন সুখ দুঃখের অতীত, দুঃখ হইত—অভাগিনী বৌদি'র অবস্থা দেখিয়া।

আমার অনুতাপ সুরু হইল। খুব ভাবিয়া দেখিলাম, আমার প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যাইতে সাহস হইল না, নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিলাম। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, আমি দাদার রোয়াকে গিয়া উদরাগ্রহ করিব, দাদা ভাল না হইয়া উঠিলে আমি প্রাণত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিব। নিকট আত্মীয় [illegible] সঙ্গে নাই, সুতরাং প্রথমতঃ কোন বাধা পড়িল না, তার উপর সীমান্ত গান্ধী ভরল গাঁ, আরো কত ছোট ছোট বাঙ্গালী গান্ধী, আসামী গান্ধী হর হামেসা অনশনে থাকিয়া ব্যাপারটাকে আর আগের মত চমকপ্রদ রাখেন নাই। জমি বন্দোবস্তের জন্য, চাকুরির জন্য, হিন্দি না পড়ার জন্য, ছেলে পরীক্ষায় পাশ না হওয়ার জন্য অনশন করিয়া করিয়া বাজে লোকে এমন ভাল একটা জিনিষকে একবারে হাপানি করিয়া তুলিয়াছে যে, আমরা আর নাম করিবার সুযোগই পাইলাম না।

যাক, আমি এবার অনশন করিলাম নামের জন্য নয়, বন্ধুর ক্ষতি করিয়াছি বলিয়া আত্মগ্লানি স্খালনের জন্য। দুই দিন কোন রকমে কাটাইলাম, তৃতীয় দিনে কষ্ট সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেল, অথচ খবরের কাগজের একজন রিপোর্টারও আসিয়া খবর করিল না, কাগজে ছবি বাহির হইবার আশা যতই কমিতে লাগিল, প্রাণবায়ু বাহির হইবার আশঙ্কা ততই বাড়িতে লাগিল।

চতুর্থ দিনে বৌদি'র শরণ লইলাম। কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, বৌদি, মরব সংকল্প করে এসেছি, যদি দাদা ভাল না হয়ে উঠেন, তবে মরে তোমার যা' ক্ষতি করেছি, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করব, আমাকে এ ব্রত হতে ফিরতে বল না, দিদি। আমি শুধু মরার আগে শুনে যেতে চাই, তোমার মুখ থেকে, যে দাদা আরোগ্যের পথে চলেছেন। খুব টানিয়া টানিয়া কথা বলিলাম, তারপর হাঁপাইতে লাগিলাম। বৌদি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর নিজকে সম্বৃত করিয়া বলিলেন, ওরে যা' হবার নয়, তার জন্য তুই প্রাণ দিলে কি ফল হবেরে! তোর দাদা তো যাওয়ার পথে, আর তুইও যদি এমন করে আমায় ফেলে যেতে চাস, তবে আমি তোর সামনে গলায় দা দিয়ে সব জ্বালা জুড়াব। এক জ্বালায় আমি পাগল হতে বসেছি, তার উপর তুই আর জ্বালা বাড়াসনি। লক্ষ্মী ভাইটি, সত্যি বলছি, তুই যদি আজ না খাস, তবে এখখুনি আমি গলায় দা দিচ্ছি......

বৌদি এই বলিয়া ঘরের দিকে' চলিলেন হয়ত দাদার সেবায়, অথবা অন্য কাজে। আমি মনে করিলাম তিনি দা আনিতে যাইতেছেন, তাড়াতাড়ি যত শক্তি ছিল জড় করিয়া বলিলাম, বৌদি, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, তোমার হাতে যা দিবে তা'ই খাবো, তবু তুমি আত্মহত্যা করে আমার পাপের বোঝা বাড়িয়ো না।

সভ্যতা কোন্ পথে

আকবর আলী এম, এস-সি

যার কোন মাপকাঠি নাই তাকে মাপা বড় মুস্কিল। কোনখানটায় যে সে বড়, অতি উচ্চ, হিমালয়ের অভ্রভেদী শিরের সঙ্গে তার মাথার টক্কর লাগছে, আর কোনখানটায় যে সে ছোট, পথের ধুলির মতই নগণ্য তা বিচার করে নির্ণয় করবার মত দুঃসাহসিক কাজ বোধ হয় খুব কমই আছে। একজনের কাছে তার যে কাজটা হবে খুবই বড়, অতি উচ্চস্তরের অন্যজনের মতে হয়ত সেই হবে তার অতি নির্লজ্জ কদর্য্যতার মূর্ত্তিমতী অভিশাপ, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। সভ্যতাকেও ঠিক এই শ্রেণীতেই ফেলা যায়।

মানুষ যে কখন প্রথম সভ্য হয়েছে তা চোখ বুজে একদমে কেউ বলে ফেলতে পারবে না। তা ছাড়া কোন অবস্থাটা যে তার অতি উন্নত স্তরের কোন সময়টায় যে তার অতি সভ্যতার লক্ষণ হয়েছিল, কিংবা এখনও সে স্তরে একেবারেই পৌঁছা গিয়েছে কিনা তা ঠিক করে বলা খুব সহজসাধ্য নয়। মানুষের অতি আদিম স্তরের কথাই ধরা যাক্। সে যে তার আশে পাশের জীবজন্তুদের চেয়ে উন্নত ছিল তা মানতে আমাদের কোন বাধাই নাই। [illegible] যে নিজেকে সেগুলির [illegible] মনে করত না। এ[illegible] মনে করবারও কোনও কারণ নাই। তখনকার মত তাদের সেই অবস্থাটাকেই হয়ত সভ্যতার চরম নিদর্শন বলে মনে করে নিয়েছে। কিন্তু তারপর যতই তারা এগিয়ে চলে আসছে ততই তারা পেছনে ফেলে আসা সভ্যতাটাকে ঠিক চরম সভ্যতা বলে মানতে রাজী হয় নাই বরং অনেক স্থানেই পরে তাকে নীচ অসভ্যতা বলেই ঘৃণা করে আসছে। তবে বর্ত্তমান অবস্থাটা ঠিক কোন স্তরের অর্থাৎ সভ্যতা কি অসভ্যতা তা বলতে তার দ্বিধা নাই, একদম চোখ বুজে বলে ফেলবে—এ অসভ্যতা হতেই পারে না। এটা হোল পূর্ণ সভ্যতা। আগে যারা ছিল তাদের চেয়ে আমরা যে অনেক সভ্য তা ঠিক করবার জন্য সাক্ষ্য সাবুদের কোন দরকার নাই। এটা একেবারে খাঁটি সত্য যে তারা কোন ক্রমেই আমাদের সমকক্ষ হতে পারে না। সে হিসাবে তাদেরকে ঠিক সভ্য বলা চলতে পারে না। সেটা হল অসভ্যতার অন্যতম স্তর, সভ্যতার ক্রমোন্নতির অন্যতম ধাপ মাত্র। আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাটাকে যে চোখে দেখছি সেটা সত্যি তাই কি না তার পরীক্ষা হবে শুধু কালের ক্রমগতিতে। অনাগত কালের অনাগত মানুষের বিচারবুদ্ধি এটাকে যে স্তরে ফেলবে সেইটাই হবে এর সভ্যতার মূল্য।

তবুও এই বিংশ শতাব্দীকে কেউ অসভ্যতার কাল বললে তাকে যে রাঁচী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে দেরী হবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এটা সভ্যতার চরম বিকাশ বলেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত এ অতীতের সামিল না হয়ে পড়ে ততদিন পর্য্যন্ত এর চাকচিক্য সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য একবিন্দুও কম হবে না। সে পরীক্ষায় এর আগের শতাব্দীগুলিতেও যে ঠিক এমনি কদরের সভ্যতা বিরাজ করছিল তাকেই স্বীকার করতে রাজী হবেন না। পূর্ব্বেকার কাউকে বিংশ শতাব্দীর উপরে স্থান দিতে গেলে অনেক নাসিকা কুঞ্চন, অনেক মৃদু হাস্য দেখা যাবে অনেক আ[illegible] শুনা যাবে। এসব সত্ত্বেও [illegible] আমরা কোন্ [illegible] তা পরখ করে দেখলে মন্দ হয় না।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ বলতে পূর্ব্বেকার যত কিছু সব ঠেলেঠুলে ফেলে, সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করে নিজে নিজের মত, নূতন নূতন পথ বের করে নেওয়াকেই সাধারণতঃ বুঝা যায়। কেউ কেউ হয়ত একথা অস্বীকার করবেন। তাঁদের যুক্তিতে যত সারবত্তাই থাক না কেন তাঁদেরকে ঠিক অগ্রগতির বাহক বলা চলবে না। পুরাতনপন্থী পুরাতনপন্থী তাঁদের মধ্যে এমন অসাবধান ভাবে চুপ করে লুকিয়ে আছে যে ঠোকা দিলেই সে নগ্নমূর্তিতে বেরিয়ে পড়বে। ভিতরকার সংরক্ষণশীলতা কোন দিনই অগ্রগতির পরিচায়ক নয়। যাঁরা পূর্ব্বেকার সব কিছুতেই ভাল দেখেন তাঁরা নিজেরা যতই ভাল হউন তাঁদের দ্বারা পথ এগিয়ে যাওয়া হতে পারে না। যা পূর্ব্বে থেকেই ভেবেছি, যা অনেক আগেই পেয়েছি, তার সুখদুঃখ এমনভাবে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে যে তাতে কষ্ট কিছু হলেও অস্বস্তি কিছুই হয় না। কিন্তু এগিয়ে যেতে হলে নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন সুখ, নূতন দুঃখ পথে এসে দাঁড়াবে। অনাগত দুঃখ যত ছোট হোক না কেন, প্রথম প্রকাশে যে ভয়াবহ মূর্তিতে দেখা দেয় তাকে ভয় করে চললেই সর্ব্বহারা হতে হবে। ভয়ে পিছিয়ে আসলে অনাগত ভবিষ্যৎ-সুখের আস্বাদ থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। অস্থি মজ্জাগত, চির অভ্যস্ত সুখ দুঃখকে ছেড়ে দিয়ে যাঁরা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পিছপাও হয়ে পড়েন তাদের কার্য্যকলাপকে বাদ দিয়েই অগ্রগতির পরিচয় নিতে হবে।

ইউরোপের কথা ধরা যাক্। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। সভ্যতা বলতেই ইউরোপ বুঝাবে বা ইউরোপ বলতেই সভ্যতার বুঝাবে। এই অতি সভ্যদেশের সভ্যতার গতি কোন দিকে তা বিচার করে দেখলে মন্দ হয় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক কসরৎ কাটি বাদানুবাদ করে রাজতন্ত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি দমিয়ে রেখে গুমরাতে দেওয়া হয় না। সাপিল স্বচ্ছ গতি না নিয়ে সে স্বেচ্ছায় আপন মনে আপন অবাধ গতিতেই চলতে পারে। কারুর তোয়াক্কা রেখে মন যুগিয়ে চলার জন্যে খাট হয়ে থাকতে হবেনা। এইটাই হল সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অনেক মাথা খেলিয়ে সভ্যতার চরম নিদর্শন হিসাবেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কিছুদিন আগেও এই ইউরোপের এই ছিল গর্ব্ব যে গণতন্ত্রের উপাসক স্বাধীন মানুষের স্বাধীন মনকে সে সম্মান করতে জানে, ভেদাভেদ নাই, জাতি বিচার নাই, সকলের সমান অধিকার সকলের সমান দাবী, কারুর এক চুল কম বেশী হবার যো নাই। কিন্তু আজ গণতন্ত্র ধুলায় লুটাচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা কথাটাই আজ সভ্য ইউরোপ ভুলে যাওয়া ভাল মনে করেছে। স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোন কিছু কারুর থাকা উচিত নয় থাকতে পারে না তাতে হবে রাষ্ট্রের ক্ষতি, সভ্যতা ব্যাহত, জীবনের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়বে। নেতা যা বলবে গ্রামোফো[illegible] সেই সুর বাজা-[illegible] কাজ তা তাতে [illegible]। তার সঙ্গে পূর্ব্বপূর্ব্ব শতাব্দীগুলির কোন পার্থক্য আছে কি? এখনকার নেতার জায়গায় তখনকার নৃপতিকে বসিয়ে দিলেই একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সহজ মিল দেখা যাবে। নৃপতিকে তখন ঈশ্বরের ছায়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলেই মানা হত আর তাঁর সকল কাজে সায় দেওয়া তাঁর সেবা করাই হল আর সবার একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ছায়ার পদতলে বিসর্জ্জন দিয়ে গ্রামোফোনের কাজ করে যাওয়াই ছিল সভ্যতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় সেই পূর্ব্বের গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না কি? দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা নয় তারও অনেক আগেকার সভ্যতাকেই লাফ দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরা হয়েছে।

জন্মভূমি সকলের সমান প্রিয়। সকলের সমান অধিকারই থাকা উচিত সে জন্মভূমীতে। শুধু ভিন্ন ধর্ম্মমতের জন্যে বা পৃথক রীতি নীতির জন্যে কারুর জন্মভূমি পরভূমি হয়ে যাবে সেখানে তার কোন অধিকার থাকবে না—একথা যেন বর্ব্বরতারই প্রতিধ্বনি মাত্র। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শিক্ষাও তাই। সভ্যতার এ এক নিদর্শন, পরমত সহিষ্ণুতা, উদারতা—হাজার পার্থক্য থাকুক তবুও জন্মভূমিতে কারুর দাবী বেশী হতে পারে না। একই দেশের লোকের মধ্যে সামান্য রীতি-নীতির পার্থক্যের জন্যে বা ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্যে আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়িও বিশেষ সুবিধার কথা নয়, তাকে আর যাই বলা হোক না কেন সে যে সভ্য লোকের ভদ্রতার নিদর্শন নয় তা নিঃসংশয়ে মনে করা যেতে পারে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সামান্য রীতি-নীতি

নিয়ে, কি অষ্ট্রেলিয়ার পুরাণ বাসিন্দাদের মধ্যে সামান্য কোন কারণে যে সব ঝগড়া লড়াই বেধে যায় সেগুলোকে আমরা নিতান্ত করুণার চোখেই দেখি। ও কি অসভ্য জাতি—সামান্য একটু রীতি-নীতির গোলমালে, বা এত ছোট একটা কাজের জন্যেই, এই অসভ্য খুনজখম, রক্তারক্তি। ভাগ্যিস সভ্য ইউরোপ এ সবকে এত উপেক্ষা করেই চলে তাই এখানে একই জায়গায়, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলে সমানভাবে বাস করতে পায়। কারুর সঙ্গে কারু ও সব নিয়ে বাদ বিসম্বাদ নাই। তাদের কাছে ধর্ম্মমত, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ওসব কিছু নয়। এ সবের মধ্যে যদি কোন পার্থক্যও থাকে, সেগুলো এত উপেক্ষনীয় যে সেগুলোর কথা তোলাই মহা অন্যায়—মহা অসভ্যতা। একই জন্মভূমির লোকের মধ্যে হাজার পার্থক্য থাকলেও কারুর প্রতি কারুর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকা উচিত নয় বা থাকতে পারে না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মতও উল্টে গেছে। দেখা গেল পূর্ব্বেকার মতগুলিই ভাল। আফ্রিকার আদিম অধিবাসী বা অষ্ট্রেলিয়ার পুরাণ বাসিন্দারা অন্য দিকে যতই অসভ্য হোক, এদিকে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাদের ঠিক মিল আছে। তাই ইহুদীরা আজ পশুর দলের মত বিতাড়িত হচ্ছে। ওসব চলবে না হয় মত বদলাও নয় জায়গা ছাড়। এ সভ্যতার সঙ্গে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সভ্য[illegible]সংস্কৃতিটা যে কি তা নির্ণয় করা এক সম[illegible]

Might is right—[illegible] পুরাণ কথা। আইন আদালত যখন ছিল না নীতিশাস্ত্রের যখন ধারও ধারা হোত না অর্থাৎ এক কথায় যখন পূর্ণ অসভ্যতা বিরাজ করছিল তখনকার মন্ত্র ছিল—যার লাঠি তার মাটি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লাঠির কদর গেল, যার লাঠি তার মাটি নয়—যার মাথা তার মাটি অর্থাৎ যে বেশী মাথা খেলিয়ে বুদ্ধি করে নানা ঘুর প্যাঁচ যুক্তি তর্কের মধ্যে আপনার স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তারই মাটি, এই হল নীতিশাস্ত্র, এই হল সভ্যতা। আইনের পর আইন করে নীতিশাস্ত্রকে আরো জটিল করে তোলা হল। তাই স্বত্বাধিকার আইনগতিতে রামের মাটি শ্যামের হস্তগত হয়ে গেলেও রামের লাঠির করবার কিছুই রইল না। অতি সভ্য ইউরোপ আর এ নীতিতে বিশ্বাস রাখতে পারছে না। দেখা গেল এ নীতিশাস্ত্র নিতান্ত পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ থাকার যোগ্য, তাই সে আবার পুরাণ রীতিরই অনুসরণ করা সুরু করে দিয়েছে। যার লাঠি তার মাটি প্রমাণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের নির্মাণ বেড়ে যাচ্ছে জড় করে সভ্যতার অগ্রগতি কি পুরাণপন্থী পথকেই সার করল না?

নামের দিক দিয়েই বা সভ্যতা কোন দিকে যাচ্ছে তা ভাববার বিষয়। কোন দূর শতাব্দীর কোন এক অনাদিত সময়ে কার পূর্ব্বপুরুষ এসিয়া মাইনরের গোচারণ-ভূমি ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেরিয়ে পড়ল—সেই পূর্ব্বযুগের মহাত্মাগণ ছিলেন আর্য্য। তাঁরা ছাড়া আর যারা সব এদিকে ওদিকে বাস করছিল তা যে কেন অনার্য্য হয়ে গেল তা বোঝা ভার। যাক্, সেই খাঁটি আর্য্যজাতি যে শুধু হিন্দু, খৃষ্টান বা মুছলমান হবে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হতে পারবে না একথা নিশ্চয়ই কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বলতে পারে না। অন্ততঃ তাদের সেই পশুচারণের ভূমিখণ্ডের মধ্যে এই তিনটি ধর্ম্মই শুধু প্রচলিত ছিল, বা এদের যে কোনএকটিও ছিল কিনা ধর্ম্ম বলে আদৌ কিছু ছিল কিনা—তা বলা মুস্কিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেক মাথা ঘামাতে হবে সে সব বের করতে হলে। তবুও বর্ত্তমান ইউরোপ সভ্যতার ধারাবাহী এর যে কোন একটায় বিশ্বাসী না হলে, সে হল অনার্য্য-বংশসম্ভূত। তারা সভ্য হতেই পারে না। মুছলমানগণ নাকি প্রথম প্রথম জোর করে লোককে মুসলমান করত। এই গায়ের জোরে ধর্ম্মমত বদলানর মত অপকর্ম্মকে কোন সভ্য লোক ঘৃণা না করে পারে না। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক নাসিকা কুঞ্চন, অনেক বড় বড় কথাই শুনতে পাওয়া যায়। সভ্যতার ধারা ঠিক পূর্ব্বেকার পদাঙ্কবর্ত্তী হয়ে না না থাকলে ইটালী ও জার্মানীকে কেউ সভ্য বলে স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সেটা কি সম্ভবপর?

আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক্। মুনি-ঋষিদের আমল যতই স্বপ্নের থাক না কেন—কলকাতা বোম্বাই এর হর্ম্ম্যপ্রাসাদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে কেউ যে মুনি ঋষিদের আশ্রম গড়ে নিয়ে বা গড়বার আগ পর্য্যন্ত সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে হরিণ শিশুদের নিয়ে [illegible] [illegible]চিনের জন্য [illegible] পথে যাইতে চাইবেন তা আপাততঃ কিছুতেই ধারণা করা যায় না তবুও আমাদের নামে আর কাজে সেই পুরাণপন্থী করে তোলার চেষ্টার বিরাম নাই। মহাত্মা গান্ধীর কথা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অর্দ্ধবাসকে তিনি যতই ভাল-বাসুন তার জন্যে আত্মোৎসর্গকারী তাঁর অতি প্রিয় শিষ্যও যে কেউ এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করছে তা মনে হয় না। কিছু দিন পরে অবশ্য কি হবে তা বলা মুস্কিল তাই অর্দ্ধবাসের প্রচলনের শুধু একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অর্দ্ধবাস হল সেকালের সভ্যতার স্মৃতি, কিন্তু এদিক দিয়ে এখনও পুরাতনকে এড়িয়ে চললেও অন্যদিকে অন্ততঃ নামের দিক দিয়ে সেটা পূরণ করে দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব্বস্মৃতি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে "বিদর্ভ" "মহাকোশল"কে স্থান দান করে। কবে যে "বিরাটে"র গোশালার পুনঃ প্রবর্ত্তন হয় তাই ভাবছি। তবে রক্ষা ভারতবর্ষ সভ্যতার অগ্রগতির বাহকদের ঠিক পুরোভাগে নাই। পেছনে থেকেই এখনও অনুসরণ করছে।

এসব দেখে মনে সত্যিই প্রশ্ন জাগে, সভ্যতা কোন্ পথে।

পাইমারী বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

১৯৩৮

আগামী ১০ই ডিসেম্বর হইতে এই সমিতির পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্গীয় বিভিন্ন ট্রেনিং পাশ শিক্ষক দ্বারা নূতন কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশ্ন তৈয়ার করিয়া বঙ্গীন কাগজে ছাপান হয় নগদ মূল্যে ও ভিঃ পিঃযোগে প্রশ্ন পাঠান হয়। অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে গৃহীতাকে মাশুল দিতে হয় না। পরীক্ষার রুটিং প্রত্যেক শ্রেণীর এক সেট অতিরিক্ত প্রশ্ন ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বই বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। সকল বিষয় সুগমে ও সহজে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রেট ৪র্থ শ্রেণী ।০, ৩য় শ্রেণী ৵১০, ২য় শ্রেণী /১০, ১ম শ্রেণী /০ ও শিশু শ্রেণী ৯০ পয়সা মাত্র। বিনীত—কাজেম উদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী জেঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি, (মেম্বর নিঃ বঃ প্রাঃ শিঃ সমিতি) থানারোড, বগুড়া।

যমরাজের বিবৃতি

হাবীব

কবি হলে অনায়াসে বলা যেত সন্ধ্যার ধূসর উত্তরীয় দুলে দুলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। কিন্তু আপাততঃ সেরকম কোন দুইগ্রহ কাঁধে নেই বলে সোজা কথায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিজলী আলোটাও নেহাৎ অকবি রকমের তাই অন্ধকারটা তেমন জমাট বাঁধতে পাচ্ছে না। সার্কাস পার্কে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি মাঠের মাঝখানে একটা বড় গাছের গোড়ায় বসে এক বিরাটকায় পুরুষ একটা সুন্দর ফাউন্টেন পেন খুলে নোট বইয়ে খস্ খস্ করে কি লিখছে। ঠোঁট কামড়ে কামড়ে কি ভাবছে আবার লিখছে।

ভাবলুম এইবার কবি নয়ত! তবে একটু সন্দেহ হল। সে জীবের চেহারা ত এমন হয় না। সে চেহারা দেখলেই করুণা ও সহানুভূতিতে অন্তরটা নরম হয়ে আসে। কিন্তু এ যে ভাবহ! ছ'হাত লম্বা, তিন হাত পাশে, আবলুশ কালো রং আর সজারুর কাঁটার মত লম্বা খাড়া চুল। চোখ দু'টো যেন আগুনের ভাটা!

চেহারাটা যেমন ভয়াবহ আমার কৌতূহলটাও তেমনি ভয়ানকভাবে চড়ে গেল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি গিয়েই দেখি—আঃ মলো!—এই ইনি! সেই যে সেবার মুরারী লেনের পুরানো বন্দুটা [illegible] পড়ে মারা যায় [illegible] আকস্মিকভাবে আলাপ হয়েছিল। থানার কাজ সেরে বাসায় চলেছি, হঠাৎ ক'বেটা মিলে এক ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে হাজির হলো। অভিযোগ, একটা বন্দ চাপা দিয়েছে। ক্ষুধার নাড়ী ছেঁড়ার উপক্রম তাই রেগেমেগে এমন একটা রিপোর্ট দিতে যাচ্ছিলুম যাতে বেটার একদম ফাঁসী হয়ে যায়। হঠাৎ এই ইনিই গিয়ে ড্রাইভারের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। ছাফ ছাফ বল্লেন, আমার মর্জি হয়েছিল বন্দটাকে খতম করার, তাই—ড্রাইভারের দোষ কি! তারপর ইনি এঁর নিজের পরিচয় দিলেন। কাঁচাপাকা নির্বিশেষে যাবতীয় প্রাণীর ভবলীলা শেষ করাই এঁর একমাত্র কর্তব্য।

: আজও ওকে দেখেই চিনে ফেল্লাম। তাই সাহস পেয়ে আরো একটু কাছে গিয়ে পেছন থেকে বলে উঠলুম: হ্যাল্লো মিঃ আজরাইল, কি হচ্ছে?

ন্যুইসেন্স! দারোগা ছাড়ো, ন্যুইসেন্স। চাকরী সাকরী আর পোষাচ্ছেনা দেখছি। প্রাণী হত্যার পাপ, কাঁহাতক আর পারি বলুন। অবশ্য এবার পূজার ছুটিতে সুন্দর বনে বেড়াতে গিয়ে যা বাওটা দেখে এলাম তা আর বলবার নয়। তাই মনে করেছি আসছে মাসের একটা ভাল দিন দেখে অন্ততঃ বড় বড় মাথা কটা চিবিয়ে খাব। সেই বেটাদের নাম মনে করে একটা নোট নিচ্ছি আর কি!

চোখ দুটো আমার কপালের উপরে উঠে এল। সভয়ে প্রশ্ন করলাম কেন কেন, সুন্দর বনে আবার কি হলো, কত কবি, কত উপন্যাসিকের স্বপ্ন, কত দার্শনিকের সাধনার কেন্দ্র এই সুন্দরবন আর আপনি কিনা এক দিনেই......

মিঃ আজরাইল এবার পার্কার পেনটা আটকাতে আটকাতে চোখ দুটো রক্তবর্ণ করে খেঁকিয়ে উঠলেন: ন্যুইসেন্স! রেখে দিন আপনার কবি আর দার্শনিক। আপনাদের খালি কথা—লম্বা লম্বা কথা! শুনুন তবে:

পূজার ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই এবার বেরিয়ে পড়লাম। মনে করেছিলাম, সারা জীবনটাই গেল গোলামী করে; এবারকার ছুটিটা একটু শান্তিতে কাটিয়ে দেখি না কেন! যৌবনত গেছেই গেছে—জীবনটাও যে ভোঁতা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাই পাড়ি দিলুম একেবারে সুন্দর বনের উদ্দেশ্যে। প্রথম সমুদ্র তারপর বনের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য এসব মনে কর্তেই আমার ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগল। কিন্তু কি আর বলি—"অভাগা যেথানে যায়"......বুঝলেন না! সন্ধ্যার একটু পরে সেদিন প্রথম সুন্দর বনে উঠেছিলাম। তা মাইলখানেক গিয়েছি হঠাৎ সামনের দিকে ভয়ানক গোলমাল..................ঃ আমি ভুল করেছি। আপনাকে ওখানকার পুরোনো ইতিহাসটা বলে নি।

সে অনেক দিনের কথা। সুন্দরবনের রাজা ছিল শিবেশ্বর। দুবেলা বনদেবীর আরাধনা করে দিন ওদের ভালই কাটছিল। হঠাৎ পৃথিবীর পশ্চিম দিক থেকে নৃসিংহ বলে এক রাজা এসে সুন্দরবন আক্রমণ কর্লে। শিবেশ্বরের রাজ্যের সমস্ত সৈন্য এবং অধিবাসীরা ভাবলে এ আবার কি! তারা জানত না সুন্দরবনের বাইরে আর পৃথিবী আছে। সুন্দরবনই সমগ্র পৃথিবী এবং শেয়াল জাতই সেই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যারা রাজত্ব করার মৌরসি রাখে; এই ছিল তাদের জ্ঞান ও বদ্ধমূল বিশ্বাস। যাই হোক যুদ্ধ একটা বাধলই। তবে সিংহের সঙ্গে শেয়ালের লড়াই—বুঝতেই ত পারেন—শিবেশ্বর হেরে গেল। নৃসিংহ দেশের রাজা হলেন। তারপর এক দিন বিরাট এক সভা করে দেশের পুরোণ অধিবাসীদের জানিয়ে দিলেন: তোমরা মনে কোর না, তোমাদের তাড়িয়ে আমি আমার স্বজাতি নিয়েই এদেশে রাজত্ব করব। তোমরা এবং আমরা সব ভায়ের মত মিলে মিশে থাকব। কাউকে ছোট বলে ঘৃণা করা আমাদের ধর্মে নিষেধ। এক ঈশ্বরের আরাধনা এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ভাই বলে জ্ঞান করাই আমাদের পরম ধর্ম। কথাগুলি শেয়ালদের মনে খুব লাগল। এমন কি অনেকে নিজধর্ম ত্যাগ করে সিংহদের এই উদার ধর্মে দীক্ষা পর্য্যন্ত নিলে।

এরপরকয়েক শো বছর কেটে গেছে। এই সময়ের ইতিহাসে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকলেও আমাদের কাহিনীতে তা প্রয়োজনহীন। তবে ঐ সময়ের মধ্যে শেয়ালরা সিংহদের সংস্পর্শে থেকে শিক্ষা দীক্ষার ফলে তারা অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পেরেছিল—পৃথিবীটা অনেক বড়।

তবে শেষের দিকে সিংহদের মধ্যেও

একটা রিএ্যাকশনারী এফেক্ট দেখা দিয়েছিল। কতকটা অবসাদে কিছুটা অহঙ্কারে এরা তখন গা ছেড়ে দিলে।

এই সময় পশ্চিম থেকে আর এক জাতি ব্যবসায় উপলক্ষে এ দেশে এল তারা ব্যাঘ্র বলে পরিচিত। প্রথমতঃ ব্যবসায় উপলক্ষে এলেও কিছুদিন পরে সিংহ ও শেয়াল দুইজাত থেকেই কয়েকটা বিশ্বাসঘাতক জোগাড় করে তাদের সহায়তায় এবং নিজেদের শৌর্য্য বলেও কতকটা এদেশ তারা জয় করে নিলে। আর জয় করেই ক্ষান্ত হলো না। এদেশের আসন যাতে স্থায়ী হয় এই জন্যে শেয়ালদের তারা নানা প্রকার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেল্লে। আপিস আদালতে তাদের চাকরী একচেটিয়া করে দিলে এবং স্কুল কলেজ করে নিজেদের উপযোগী করে তাদের শেখাতে লাগল।

আরো প্রায় একশো বছর পর শেয়ালদের যখন চেতনা এল, তখন তারা ব্যাঘ্রদের বিরুদ্ধে কল্লে বিদ্রোহ। এইখানে আমার কাহিনীর গোড়াপত্তন। কারণ সিংহদের এই একশো বছরের ঘুম ও মারাত্মক অবসাদ এতদিনে ছুটে গিয়েছিল। তাই তারা শেয়ালদের ডেকে বল্লে, দেশের স্বাধীনতা আনবে ভাল কথা। এত আমারাও চাই। এস আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। আপিস আদালতের চাকরীতে, কাউন্সিল, এসেমব্লীতে আমাদের ন্যায্য আসন দাও—যা থেকে আমরা প্রায় একশো বছর ধরে তোমাদের নষ্টামী বুদ্ধির ফলে বঞ্চিত রয়েছি—স্কুল কলেজ প্রভৃতি দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানেও আমাদের সম অধিকার দা[illegible] আমাদের সামরিক অবসাদ ও জড়িমা দূর হোক! একসঙ্গে সংগ্রাম কল্লে স্বাধীনতা কেউ রুখতে পারে না। শেয়ালরা ভাবলে, এত ভারি বিপদ।

তারা ভেবেছিল, সিংহরা চিরদিন ঘুমিয়ে থাকবে। আমরাই দেশের স্বাধীনতা এনে ফেলব তারপর মিঃ কর্ণ কিম্বা মিঃ উড়ুকে কর্ব দেশের ডিক্টেটর। সিংহরা থাকবে চিরদিন পায়ের তলায়। অত্যাচার অনাচার তখন যথেচ্ছ ভাবেই চালাতে পার্ব।

কিন্তু সিংহরা এই নষ্টামী ধরে ফেলেছিল। তারাও নিজেদের লুপ্ত গৌরব ও অধিকার অর্জন করার চেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কল্লে। সেই থেকে এদের দুইজাতে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। এইবার আমার সুন্দরবনের সভা কাহিনি :—

কি বলছিলুম! হাঁ, কেবল মাইলখানেক গিয়েছি হঠাৎ সামনের দিকে শুনি ভয়ানক হৈ চৈ। এদিক ওদিক চাইতেই দেখা গেল এক ছোকরা হরিণ একটা গাছের গোড়ায় ঠেশ দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে, তবে তার চোখদুটি দূরের এক হরিণবালার দিকে। সে বেচারীও একটা ঝোপের পাশে বসে শাড়ীর আঁচল একবার খুলছে আবার ভাঁজ কচ্ছে। ছোকরার কাছে গিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এই ওদিকে গোলমালটা কিসের বলতে পার?

এ্যা জানেন না! ওঃ আপনি দেখছি বিদেশী। এই আর কি—শেয়ালরা চলেছিল খনা দেবীর মূর্ত্তি ডোবাতে। পথেই সিংহদের মন্দির। এখন তাদের উপাসনার সময়। তারা বলেছিল, তোমরা পাঁচশো সাতশো শেয়াল 'বন্দেমাখনম' বলে এক সঙ্গে চীৎকার কচ্ছ। ওতে আমাদের নীরব আরাধনার ব্যাঘাত হয়। অন্ততঃ এই জায়গাটুকু দিয়ে মুখ বুঁজে যাও। তারপর সারা রাস্তাইত পড়ে রয়েছে। শেয়ালরা দিলেন দ্বিগুন জোরে হুঙ্কার, কার কথায়! রাস্তা কি ওদের বাবাদের! সুতরাং লেগে গেছে মারামারি।

কথাটা বিশ্বাস হলো না। এই সামান্য কারণে মারামারি। দুপাঁচ হাত জায়গা নীরবে গেলে ওদের খনাদেবী অভিশাপ দেবেন বলে আমার বিশ্বাস হলো না। উত্তর দিকে চেয়ে দেখি অপেক্ষাকৃত বিরাটকায় একটা শেয়াল প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করলুম : এটি কে?

: সে এক মজা! ইনি যখন ছ'মাসের শিশু তখন এর মা মারা যায়। এক সিংহরমনি দয়া করে একে পোষ্যপুত্র করে নেন; এবং পেলে-পুষে বড় করেন। বড় হয়ে ইনি মনে বল্লেন, আমি শেয়াল বংশের ছেলে হলেও বিক্রমে আমি সিংহই বটে। এবং হঠাৎ একদিন শেয়ালদের কানকথায় ভুলে সমস্ত কৃতজ্ঞতায় জলাঞ্জলি দিয়ে শেয়ালদের দলেই ভিড়ে গেলেন। এখন ইনি যেখানে সেখানে সিংহদের সাথে লড়তে যান। কিন্তু তা কি হয়! মার খেয়ে খেয়ে নাজেহাল—শেষকালে পিট্টান। বেটা ভুলে যায় যে, আসলে ও শেয়াল। সিংহ জাতের দুধ খেয়েছিল মাত্র।

আমার আর শোনবার মত ধৈর্য্য ছিল না। মনটা ভয়ানক বিগড়ে গিয়েছিল। [illegible] হাওয়া ছেড়ে এলুম [illegible] কর্তে তা এখানেও দেখছি শনীরাজ জেঁকে বসেছেন। তক্ষুনি ফিরে গেলুম নৌকায় এবং গ্রামোফোন আর এস্রাজ বাজিয়ে স্রেফ্ চারদিন কাটিয়ে দিলুম। পঞ্চম দিনে নৌকা ছাড়ব ছাড়ব ঠিক এমনি সময় এক সিংহশিশু ও এক শেয়ালশিশু একসঙ্গে প্রায় বস্তাখানেক হাণ্ডবিল আমার নৌকার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। হাণ্ডবিলটা পড়েই খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। নৌকা তাহ'লে আজ আর ছাড়া হবেনা। এখানকার হাল অবস্থা একবার নিজের চোখেই দেখে যাই না! হাণ্ডবিলে লেখা ছিল :—

'বন্দেমাখনম' সঙ্গীতের মীমাংসা

সময়—অদ্য সন্ধ্যা ছয়টা।

উত্তর পাড়া 'উইটিদি' পার্কে সিংহ শেয়ালের সম্মিলিত সভা। সকলের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

মিঃ খেঁকিরাম
ও
মিঃ ভোলাসিংহ
যুগ্ম-সম্পাদক, সুন্দরবন
প্রাদেশিক কংগ্রেস।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নূতন ব্লেডে দাড়ী কামিয়ে ভাল কাপড়-চোপড় পরে সভার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

হলে ঢুকে দেখি, সভার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বহু শেয়াল একত্র হয়ে মারাত্মক রাগিণীতে গান ধরেছে :

"বন্দে মাখনম!
বন্দে মাখনম!
স্বামী দুঃখ ভাগিনীম,
স্বীয় জিহ্বা কাটিনীম,
মুগী খোঁজ দায়িনীম
হে মাতম,
বন্দে মাখনম!"
ইত্যাদি

সমস্ত শেয়াল মুদিত নেত্রে দণ্ডায়মান। কিন্তু সিংহরা ম্লানমুখে বসে আছে গান থেমে যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে একটী যুবক সিংহ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলে :— উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আজকে আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য 'বন্দেমাখনম' গানের সমস্যার সমাধান। অথচ সেই গান দিয়েই আপনারা সভার কাজ শুরু করলেন এটা কি হাস্যাস্পদ হলো না? বক্তা আরো কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ অপর দিক দিয়ে এক খদ্দরধারী শেয়াল উঠে পাল্টা জবাব দিলে। বল্লে 'বন্দেমাখনম' গান আমাদের প্রাণের চেয়ে মূল্যবান। ভাইগণ আপনাদেরও তাই হওয়া উচিত' আপনারা আর আপত্তি করবেন না। এ-বিষয়ে আপত্তি করার জন্য যারা আপনাদের উস্কাচ্ছে তারা স্বার্থপর, জাতীয়তা কি তা তারা জানেনা। অ.জন আনর' এক সঙ্গে গাই 'বন্দেমাখনম!'

আমি পাশের এক দাড়ী শেয়ালকে খোঁচা দিলুম : ইনি কে?

ইনি? ইনি হচ্ছেন 'সদানন্দ' কাগজের সম্পাদক শ্রীযুত মহিনন্দন। ইনি বলেন, মিথ্যা বলে সংসারে কোন কথা থাকা উচিৎ নয়। স্বার্থরক্ষার জন্যে একটা বাটিহাজারী কাগজে যা কিছু লেখা যায় [illegible] শব্দ করে [illegible] দিকে মনোযোগ দিলুম।

[illegible]তান বলছিলেন :—শেয়ালবন্ধু যা বল্লেন তার কোন অর্থই হয় না। আমরা মীমাংসার জন্য সমবেত হয়েছি সুতরাং আগে আমাদের উভয় পক্ষের দাবিদাওয়া, আপত্তি অনাপত্তির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া গায়ের জোরে যে গানকে আমাদের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে সেটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন কর্তে পারি না। আর খনা দেবী যত বড়ই হোন' দেশের উদ্বোধন সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর বন্দনার কি সম্পর্ক! দেশকে উদ্বুদ্ধ কর্তে আরো কত সুন্দর সুন্দর গান আছে। ধরুন এই গানটা :—

জাগো সুন্দরবন!
জাগো সুন্দরবন!
সিংহ শেয়াল জাগো
জাগো—দুপ্ত মহিমাগো.........

সবটুকু তার বলা হোল না। আচম্বিত দাড়ি-গোঁফবিশিষ্ট এক শেয়াল দাঁড়িয়ে গরম গরম বক্তৃতা শুরু কল্লে। অনেক নেচে কুঁদে মিটমিটে চোখ পাকিয়ে তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন, আপনাদের বেয়াদপী আমরা অনেক বরদাস্ত্ করেছি, আর নয়। চাই আপনারা আসুন আর নাই আসুন। দেশের স্বাধীনতা আমরা নিজেরাই আনব। আর আপনাদের তখন এদেশ থেকে বিদায় নিতেই হবে তা সাফ্ সাফ্ বলে দিচ্ছি।

পিছনের দিকে চেয়ে দেখি কয়েকটা যুবকসিংহের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। সেই বুড়ো শেয়ালের গায়ে একটু খোঁচা দিয়ে বল্লুম, এ ব্যক্তিটি কে?

সে বেটা খেঁই খেঁই করে উঠল।

আপনি কে হা মশাই? কিছু শুনতে দেবেন না নাকি।

বুঝলুম চোখ পাকিয়ে কিছু হবে না। একটু নরম হয়ে হাত যোড় করে বল্লুম : দেখুন আমি হচ্ছি আসমানের "আনকান্দানী" কাগজের এডিটর। সুতরাং এদের নাম ধাম আমার একটু জানা দরকার বৈকি!

বুড়ো বেশ গলে গেল। আরে সে কথা বলতে হয়, সে কথা বলতে হয়। এই বক্তা হচ্ছেন ডাঃ 'নিজ-জয়-আঃ' ইনি বছরে দু-একবার করে সিংহজাতটাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। এবং মাঝে মাঝে নানা বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জ ঝাড়েন। আর ঐ যে এই মাত্র উঠে দাঁড়াচ্ছেন উনি হচ্ছেন নাট্যকার শ্রীদিগ্ গজ।

নাট্যকার দিগ্ গজ! মানে এখানে সাহিত্যচর্চ্চাও হয় নাকি?

সাহিত্য বলে' সাহিত্য। ভয়ানক সাহিত্য! সম্প্রতি উনি পণ করেছেন, বাকী জীবনে নাটক লিখেই দেশটা স্বাধীন করে ফেলবেন!

নাটক লিখে দেশ স্বাধীন, সে আবার কি?

'আপনি এসব বুঝবেন না। আসমানি এডিটর, মতের জটিল রাজনীতি আপনি বুঝবেন কেন? উনি এখন সব নাটক নাটিকায় এই কথাটাই পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছেন যে, সিংহজাতটা একটা জাতই নয়। আদতে ওরা ছারপোকারও অধম। শেয়ালদের দয়ায় খেয়েদেয়েই ওরা অমন বিরাট দেহ লাভ করেছে।

আমি হেসে ফেল্লাম : কিন্তু মশাই, উনি নিজের আকৃতি এবং সিংহদের আকৃতি একটা কোন দিন মিলিয়ে দেখেন না নাকি?

: যান মশাই, অত মিলিয়ে দেখলে নাটক লেখাও চলে না, দেশও স্বাধীন হয় না। শুনুন বক্তৃতা [illegible]

মঞ্চের দিকে [illegible] দিগ্ গজের বক্তৃতা প্রায় [illegible] নাচ্‌শক্তৃশ [illegible] ওয়ের কসরত্ দেখাতে দেখাতে তিনি বলছিলেন : "ডাঃ নিঃ জঃ আঃ" যা বল্লেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা কি না পারি! এই ছারপোকার দলকে আমরা কেয়ার করি নাকি! ওরা হয় আজই এই সভাতে 'বন্দেমাখনম' গানকে সমর্থন করে জাতীয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, নতুবা এদেশে ওদের ঠাঁই নেই।

: মুখ সামলে, মুখ সামলে। বলতে বলতে কয়েকটি সিংহ যুবক একেবারে দাঁড়িয়ে গেল : বেটা আহম্মক, যাদের সংস্পর্শে এসে একদিন পৃথিবী চিনেছিলে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম শুনেছিলে এক কথায় যাদের ভুক্তশেষ খেয়ে পুষ্ট আজ তাদেরই মুখে ছোবল! দেখ বাপু এটা বক্তৃতার যায়গা, অহঙ্কার বা বাচালতার যায়গা নয়। ভদ্রভাবে বক্তৃতা দাও।

যাইনা বলেছে অমনি ওদিক দিয়ে সমস্ত শেয়াল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।— কি, আমাদের মাননীয় নাট্যকার মশাইকে কিনা বলে মূর্খ, গোঁয়ার : ব্যাটারা, জানিস না আমরা লাট বেলাটকে পর্য্যন্ত ভয় করি না? সামনে না পারুক পেছন থেকে গুলি করে এখনো আমাদের অনেকে জেল খাটছে। বলতে বলতে মার মার করে তারা সিংহদের গায়ের উপর এসে পড়ল। তারপর ত' বুঝতেই পারেন। কুরুক্ষেত্র বা কারবালা যাই বলেন। এখন বলুন সাহেব, আমার কি কর্ত্তব্য।

মিঃ আজরাইলের শেষ প্রশ্নে আমি কিঞ্চিৎ ভাবিত হলাম। বল্লাম : তা এবিষয়ে আপনাকে চট্ করে কিছু বলতে পাচ্ছি না। ভেবেচিন্তে পরে একদিন বলব। মিঃ আজরাইল খুশী হয়ে বল্লেন, : আচ্ছা আজ তা'হলে আসুন। আমারও একটু তাড়াতাড়ি আছে। মানে উড্‌বার্ণ পার্কের ওদিককার এক কর্ত্তার নাভিশ্বাস উঠেছে। তার নির্দ্দিষ্ট সময়টা জানার জন্য আমাকে একবার আসমানে যেতে হবে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর সেবা গৌরব

আমরা উৎকৃষ্ট টিঞ্চার (অরিষ্ট), স্পিরিট, নির্য্যাস, ভেষজচূর্ণ, পেটেণ্ট ঔষধাবলী, ইন্‌জেকসনের ঔষধ, ভিটামিন সংযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য এবং জীবাণুতত্ত্বানুক্রমিক ঔষধাবলী প্রস্তুত করিয়া থাকি। স্বাধীন ও করদ রাজ্য সমূহে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও হাসপাতাল গুলিতে, চা-বাগানে এবং কয়লার খনিতে সর্ব্বদাই আমরা উপরোক্ত ঔষধগুলি সরবরাহ করিয়া থাকি। দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রদেশগুলিতে আমরা ডিউটি ফ্রি ঔষধাবলীর লাইসেন্স প্রাপ্ত সরবরাহকারক।

ভারত লেবরেটরী
এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস লিমিটেড্
টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

আনেভ্রা গ্লুকোজ
(বিজ্ঞান সম্মত খাদ্য)

ফরমূলা :
ক্ষয়পূরণ ও ক্ষুধার জন্য চাউল হইতে উৎপন্ন ভিটামিন "বি"
রক্তশুদ্ধির জন্য লেবু হইতে উৎপন্ন ভিটামিন "সি"
[illegible]র জন্য মৎস্যের তৈল হইতে উৎপন্ন ভিটা[illegible]
[illegible] শ্বেত [illegible]
রক্তের গাঢ়তার জন্য পরিশোধিত "ক্যালসিয়াম্"
মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর জন্য রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত "ফস্ফরাস"

রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্য জনিত দুর্বলতায়, গর্ভাবস্থায়, দিবসের কঠিন পরিশ্রম অথবা অমনোযোগ খেলা-ধূলার পর অবসাদগ্রস্ত মানুষের শরীর পুষ্টিকর করিতে ইহাই অদ্বিতীয়।

সিরাপ গোয়াকোফস্
"সর্দ্দি কাশীর পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী,—
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল

ক্ষয় রোগের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে।

আইওডোমন
(যে কোন রকম বেদনার অব্যর্থ মলম)

জ্বালা যন্ত্রণা বিহীন এন্টিসেপটিক আইওডাইন ঘটিত মলম।

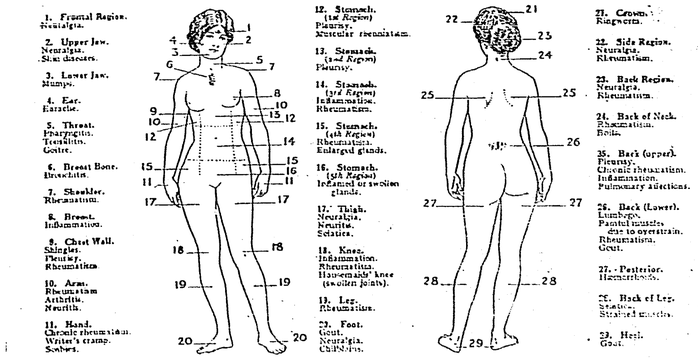

বড় ছোট সকল অর্ডারই আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।

শকুন্তলা নীরবে ঘুমায়

হোসনে আরা

আমার নয়ন পারে ঘনাইয়া আসে ধীরে
আঁধারের গাঢ় যবনিকা,
আমার মনের দ্বারে কর হানি বারে বারে
যায় ফিরে মায়া কুহেলিকা।
দ্বার মম খোলে নাক হায়,
অন্তহীন সুষুপ্তির মাঝে
'আজি মোর স্বপ্ন টুটে যায়'

ডুবিয়া গিয়াছে চাঁদ আমার আকাশ হতে
ছিঁড়ে গেছে তারার মালিকা,
প্রলয় ভ্রূকুটি হানে আমার চলার পথে—
হেরি চোখে ঘোর বিভীষিকা।
চলিতে পারে না দেহ আর
শেষের পরম ক্ষণে
আজি তাই স্মরি বার বার।

মরিয়া গিয়াছে হায় প্রেমের শকুন্তলা
আজিকে সে নীরবে ঘুমায়,
কারো তরে মন তার হবে নাকো বিহ্বলা
রবে শুয়ে চাঁদের ছায়ায়।
কালো চুল মেলে শুয়ে রবে,
তারকারা গভীর নিশায়
তার কানে কানে কথা [illegible]

'দুষ্মন্ত উদাস হয়ে বনে বনে ঘুরে মরে
আজি ঘুম নাহি তার চোখে।
তাহার বেদনা-গীতি রাতের বীণায় ঝরে
বাতাসেরা কাঁদে তার শোকে।
দুষ্মন্ত কাঁদে উভরায়,
সাপগুলি মাটীর ফাটলে
ফিস্ ফিস্ কথা কয়ে যায়

আঁধার বুকের বনে আবার উঠেছে গান
ডুবাইয়া দিয়া সব ব্যথা।
সুদূরের ডাক পেয়ে আবার পাইল প্রাণ
চিত্ত মাঝে জাগে আকুলতা
বান ডাকে আবার শুকায়;
ইস্পাহানি আফ্রিদি মেয়ে
ঘুম ভেঙে আবার ঘুমায়।

আলোর দীপালী লীলা অবসান হয়ে গেছে
নিভে গেছে দীপ-শিখাগুলি;
আমারো বুকের মাঝে যেজন মরিয়া আছে
কাঁদায়ো না তার কথা তুলি।
শকুন্তলা নীরবে ঘুমায়;—
মরিয়াছে শকুন্তলা
ফিরে যাও হে বন্ধু, বিদায়।

TAILORING !

আপনার মনস্তুষ্টির জন্য আমরা টেলারিং
সমস্যার সমাধান করিয়াছি।

সুদক্ষ কারিগরের পরিদর্শনাধীনে

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত
প্রতিযোগীতায় মূল্য সুলভ।
প্রত্যেকটি অর্ডার যত্নের সহিত
শীঘ্র সরবরাহ করা হয়।

A Trial Will Convince You
পরীক্ষা করিলে বিশ্বাস হইবে

এস, এ, রহমান

হেড অফিস :—
৩৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
ফোন :— কলিকাতা কলি ৩৯১৯
ব্রাঞ্চ :— ১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট,
ফোন :— কলি ৬১৭৭

বিষাক্ত দ্রব্য বর্জ্জিত সুবিখ্যাত

হেকেমী মহৌষধ বা গৃহ চিকিৎসক

আবে রহমত

অনুপান ভেদে ইহাতে ম্যালেরিয়া, কাসি, আমাশয়, যাবতীয় বেদনা, সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য ক্ষত, ক্ষিপ্ত শৃগাল, কুকুর ও সর্প দংশনে মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করে। গরুর পশ্চিমা রোগ, পাতলা বাহ্য হওয়া, ছাগ ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুপক্ষীর যাবতীয় রোগ সত্বর উপশম করিয়া চমৎকার ফল দেখায়। কলেরা রোগী প্রথমাবস্থায় "আবে রহমত" ব্যবহার করিলে রোগ খোদার ফজলে তৎক্ষণাৎ কমিয়া যায়। যে পথিক বা গৃহস্থ এক শিশি "আবে রহমত" সঙ্গে রাখেন তিনি যেন একজন সুবিজ্ঞ হেকিম বা ডাক্তার সঙ্গে রাখিলেন। ১ শিশি ।৵০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। ভিঃ পিঃতে তিন শিশির কম পাঠান হয় না।

শুভ

আক্ ছরে হামিদ
ধাতুরোগের অভিনব হেকেমী ঔষধ

নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে পুরুষত্বহীনতা, ধ্বজভঙ্গ, মেহরোগ, প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে ধাতু নির্গত হওয়া, স্বপ্নদোষ উপদংশ ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল ব্যাধি নাশ করিয়া শরীরে বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য প্রতি তোলা ২৲। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ঈদের
পুণ্য প্রভাতে
গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ
আমাদের
সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

নও বাহার
সর্ব্বপ্রকার শিররোগনাশক
সুবাসিত হাকিমী কেশতৈল

"নওবাহার" প্রিয়জনকে উপহার দিয়া আপনার ঈদ-উৎসব পূর্ণ করুন। মস্তিষ্ক-জনিত সর্ব্বপ্রকার মারাত্মক ব্যাধি নাশ করিয়া চুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অদ্বিতীয়। শিশি ১৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

সর্ব্বত্র উত্তম স্বর্ত্তে এজেন্ট আবশ্যক

ম্যানেজার :—এস, কে, হামিদিয়া
পোঃ নওয়াপাড়া, যশোহর।

পাক রমজান মোবারকের শেষ, ঈদ্ উপলক্ষে ভারতীয়
মুসলমান সমাজের একমাত্র বীমা কোম্পানী

মুসলিম ইণ্ডিয়া

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আপনাদিগকে ঈদ্ মোবারক জ্ঞাপন করিতেছে
এবং বিশেষ আনন্দের সহিত একটা

—খোস খবর—

দিতেছে যে আপনাদের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করিয়া আপনাদেরই "মুসলিম ইণ্ডিয়া" গত দুই বৎসরের কাজে ভারতের নূতন এবং পুরাতন প্রায় ৮০টী বীমা কোম্পানী অপেক্ষাও বেশী কাজ সংগ্রহ করিয়া মোহাম্মডেন স্পোর্টিংএর ন্যায় বীমা জগতে চ্যাম্পিয়ান হইতে চলিয়াছে।

পাক ঈদ্ উপলক্ষে আপনি ইহাকে সব রকম সাহায্য এবং সহানুভূতি দ্বারা সব বীমা কোম্পানীর [illegible] পৌছাইয়া দিবার সঙ্কল্প গ্র[illegible]ন। ইহাই মুসলিম ইণ্ডিয়ার নিবেদন।

[illegible]! অর্থ[illegible]ক স্বাধীন[illegible] রাজনৈতিক স্বাধীনতার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

স্বনামধন্য হাজী আবদুর রশীদ খাঁ সাহেব চীফ এজেন্সী আফসের চেয়ারম্যান এবং মুসলিম ইণ্ডিয়ার লোকাল ডিরেক্টার হিসাবে কলিকাতা অফিসের সম্পূর্ণ কাজই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছেন।

নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—

দি ইষ্টার্ণ এজেন্টস্ করপোরেশন লিঃ
৮-নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

হেড অফিস :—
লাহোর

বাংলা ও আসামের আদি মোসলমান হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড আমেরিকান হোমিও হল।

৪৭।২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ড্রাম—।৫ ড্রাম—৷০

মুসলমান দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত।

শাণিত আত্মজিজ্ঞাসা

(গল্প নয়)

আবু রুশ্‌দ

চোখটা তাঁর ঈগল পাখীর মত। তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি—পাহাড়ের উচ্চতম শিখরেও যেন তার অপ্রতিহত প্রবেশাধিকার। চোখ দুটো যাঁর এমন তিনি বাংলাদেশের এক বিখ্যাত, বিখ্যাত কেন, অতি বিখ্যাত লোক। নাম? তা আপাততঃ নাই শুনলেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে বাংলাদেশের এক অতি বিখ্যাত লোক। চোখ দুটো তাঁর ঈগল পাখীর মত। মনটা বার্ণর্ড শ'র, মাথা অর্থাৎ ব্রেন, আইনষ্টাইনের। আপনারা ভাববেন, মানে পাঠকরা, অর্থাৎ পাঠিকারাও, আমি খুব একটা ভাঁওতা দিচ্ছি। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি আমাকে আপনারা এমন করে অযথা বিব্রত করেন, তবে এ খুশীর দিনটা মিছিমিছি অখুশীতে ভরে উঠবে। আর দুদিকেরই ক্ষতি।

আপনারা যাই বলুন, ঈগল পাখীর মত যাঁর চোখ দুটো তিনি বাংলাদেশের, ভারতবর্ষেরই বরং, এক মহৎ পুরুষ, নাম আশমান শাহ্।

ঝট করে আপনারা যাই বলে মনে করে বসেন না, সত্যি সত্যিই তাঁর নাম আশমান শাহ্।

প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর ছদ্ম নাম, ধরুন, আমারই উদ্ভাবনা।

তবেই আপনাদের মানতে হবে আমার উদ্ভাবনার কিছুটা বাহাদুরী আছে নিশ্চয়ই। অতি যথার্থ কথা। না বলে কে?

আমার সঙ্গে একদা আশমান শাহ্'র সুনিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। যেমন টেনিসনের সঙ্গে আর্থার হ্যালামের। অবিশ্যি আমাকে আপনারা, আপনাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, কেউ চেনেন না। 'ইন-মেমোরিয়াম' লিখবার আগে আর্থার হ্যালামকেই বা চিনত কে?

তবে যা বলছিলাম।

আশমান শাহ্'র চোখ দুটো ঈগল পাখীর মত আর আমি তার বন্ধু। তা'ত হলো। তারপর?

আশমান শাহ্ এখন 'রাধাশ্যামে' আছেন।

বাঃ, 'রাধাশ্যাম' কাকে বলে তা আপনারা জানেন না? যা প্রমাণ করে, আপনারা অতি আধুনিক নন।

আমি কিন্তু জানি, যেহেতু আশমান শাহ্'র আমি বন্ধু।

শুনুন।

তবে, অতি আধুনিক হলেও, আমি একটা গর্দ্দভ। জিজ্ঞাসা করছেন, কেন? আপনার এ কটু প্রশ্নের উত্তর দিতে পৌরুষে আমার বাধে। হয়েছে এই, একটা কথা বলতে আপনাদের স্রেফ ভুলে গেছি। তাই বলে সত্যিই আর আমি গর্দ্দভ নই।

কারণ বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত হাসিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে আমিও বলতে পারি—To err is human being.

আপনাদের মধ্যে যিনি একটু বেশী d-d (d-d মানে জানেন? দিদি নয়) তিনি বলবেন—আমি একটা এ ডাবেল এস্, বুদ্ধদেব ইংরেজী জানতেন না কভু।

তাঁকে আমি এই বলে উত্তর দিব—To err is human being-এর অনুবাদ পালিতে এইভাবে করা চলে—গচ্ছামি গচ্ছামি গচ্ছামি। বুঝলেন?

সে-কথা আপনাদের বুঝি এখনও বলা হয় নাই? আশমান শাহ্'র বক্তৃতার কথা। আমি একটু আবার দার্শনিক গোছের লোক কিনা তাই মাঝে মাঝে আমি আসল কথা বলতে ভুলে যাই। কিন্তু বক্তৃতার কথা নাইলে পরেই বলব। তার চেয়েও এক মজার কথা, শুনুন।

ঈগল পাখীর মত আশমান শাহ্ চোখ হলেও তাঁর একটা বউ আছে। আশমান শাহ্ খেতে বসেছেন। পটলভাজা মুখে দিয়েই তাঁর পটল-তোলার মত অবস্থা, বলেন কিনা; পটলের গুটলী আমার গলায় আটকিয়ে গেছে। তাঁর বউ ভেংচিয়ে যায়: পটলের গুটলী? কান্নার মত মুখ করে আশমান শাহ্ বলে—আরে গুটলী না ... , গুটলীর ছোট

... কাণ্ডটা দেখেছেন!

ত'ব এরি মধ্যে আপনারা হেসে উঠেন না!

পটলের গুটলী পানি খাওয়ার পর উদরস্থ হলে আশমান শাহ্ বৌ তাঁর এক দুধ নিয়ে আসে। রাগে লাল হয়ে যায় আশমান শাহ্—একি ভাঙা দুধ, আমি কি তোমার d-d হই। যেন বজ্রপাত পটলের গুটলী, ভাঙা দুধ!

আর দুধের দিকে চেয়ে আশমান শাহ্র বউ খিলখিল করে হেসে ওঠে—দুধটা কেটে গেছে। এরি নাম ভাঙা দুধ।

এবার কিন্তু আপনারা একটুখানিক হেসেন।

আশমান শাহ্ খুব ব্যস্ত আছেন, হঠাৎ শরীর ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন কিনা, এই বরবার কি বার রে।

নিমেষে আমি সজাগ হয়ে উঠি, তাইত বরবার কি বার? এরকমের প্রশ্ন শুনেই হয়ত আইনস্টাইন তাঁর 'থিওরী অব রিলেটিভিটি' আবিষ্কার করেছিলেন।

না, আর আপনারা হেসেন না!

যদি আপনারা বুদ্ধিমান লোক হন, তবে এ-কথা আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন ঈগল পাখীর মত চোখ না থাকলেও আশমান শাহ্ ভারতবর্ষের এক রত্ন হতে পারতেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে কেন রত্ন হলেন না, এবার তার সে কথায় আসা যাক্। অর্থাৎ তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা।

রাত দুপুর বা রাত গভীর। আশমান শাহ্ ঐশ্বরিক প্রেরণায় হঠাৎ জেগে ওঠেন। রাত গভীর। জেগে ওঠে ঘরময় চক্কর এবং বক্তৃতা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই লক্ষ্য প্রগতি। বুদ্ধিই আমাদের মহত্তম বৃত্তি। যেহেতু বার্নার্ড শ' আমাদের প্রফেট, 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের' নায়কের মত আমাদের লক্ষ্যও সুপারম্যান হওয়া, 'to replace the feverish, selfish little clod of ailments and grievances'-

নিজেই আমি সুপারম্যান। বাহ্‌রে বড শ'—শা বুঝি কি আমার ওবুচোর চাইতে কম। আইনস্টাইন। না ম্যাগ্নোষ্টাইন? ওঃ, হাঁ হয়েছে, এই ম্যাগ্নোষ্টাইন ফলই আবিষ্কার করে বর্ত্তমানে ভুবন-বিখ্যাত এই স্বদেশ-বিতাড়িত জার্ম্মান 'যু' (পশুশালা নয়, ইহুদি) নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন—মেডিসিনে। আর আমি?

ততক্ষণে এক কাণ্ড। আশমান শাহ্ চিৎকার শুনে তার বউয়ের ঘুম ভাঙল। এবং স্বামীকে ভূত ভেবে ভয়ে সে কাঠ। ভুল ভাঙল শীগ্‌গীর। ফলে নিদারুণ আশঙ্কা আশমান শাহ্ বউকে ঝাঁৎকে দিল। স্বামী তার পাগল হল নাকি?

বিছানা থেকে লাফ মেরে মাটীতে লুটে পড়ে সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। 'ওরে আমার কি হবে গো, তুমি এমন করে চেচাচ্ছ কেন গো 'ও-ও; 'ওরে বাবা জিনসাহেব রে।

আদম যেন স্বর্গভ্রষ্ট, ঈভের প্ররোচনায়। আশমান শাহ্ বিমূঢ়। নারী নারী। যুগ যুগ ধরে এই নারীই প্রকৃতির পুত্তলিকা হয়ে পুরুষকে করেছে কর্ত্তব্যচ্যুত। মানব জাতির ... ব্যর্থতার পেছনেই এই এক ... কারণ, নারী।

... তে না পে ... মান শাহ্ চারটা প্রতিজ্ঞা করতে হলো। প্রথম: পটলের বিচিকে সে গুটলী বলবে না। দ্বিতীয়: ফাটা দুধকে সে ভাঙ্গা দুধ বলবে না। তৃতীয়: জিজ্ঞেস করবে না বরবার কি বার। আর চতুর্থ: স্ত্রীর কোমল ওষ্ঠে কোমল চুমোর কোমলতর স্পর্শ!

তাই না আশমান শাহ্ ভারতবর্ষের এক অমূল্য রত্ন হতে পারল না সেই 'করবিড়ণ ক্রটের' দুঃখ। এবং কথাটি আমার ফুরালো

এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন 'আমি' লোকটা কে। তাইতো, 'আমি' কে? এই যা, শেষেই যত কেলেঙ্কারী। কূলে এসে নৌকাডুবি। আমি, আমি কে

পরের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা স্রেফ ভুলে গেছি। আমি, আপনারা মাফ করবেন। একটু দার্শনিক গোছের লোক কিনা, তাই এখন আর নিজের কথা কিছুই মনে পড়ে না। একটা বিরাট শূন্যের সমুদ্র।

আপনারা কেউ বলতে পারেন, এই 'আমি' লোকটা কে?

থাক্, বলে আর কাজ নেই। যেহেতু আজ খুশীর দিন।

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী
সুলভ মূল্যে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ, ডাক্তারী পুস্তক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রেতা।
ন্যাস এণ্ড কোং
১২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার) কলিকাতা।
দাম ৵৹
দাম ৷৹

খক খক কাশিই জীবন ব্যাধি সমূহের সূচনা। ইহা হইতে ভীষণ রোগসমূহের উদ্ভব হয়। চেম্বারলেনের কাশির ঔষধ সেবন করার ইহাই উপযুক্ত সময়—এই নিরাপদ, প্রমাণিত ঔষধটী ডাক্তারগণ ৬০ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া অনুমোদন করিয়া আসিতেছেন। চেম্বারলেনের ঔষধ ব্যবহারে শ্বাসনলী পরিষ্কার থাকে ও গলাবদ্ধতা দূর হয়। সর্দ্দির আশু অবসান হয়। দাম সস্তা পাইতে সুবাদ।

চেম্বারলেনের কাশির ঔষধ

কবি জসীম উদ্‌দীনের
নূতন ছড়া ... বই
... দাম ৷৵০
পাতায় পাতায় ছবি রঙীন মলাট। ছোট ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবে।
রাখালী, বালুচর,
সোজন বাদিয়ার ঘাট
রঙিলা নায়ের মাঝি
ধান ক্ষেত, নক্সীকাঁথার মাঠ
গুরুদাস লাইব্রেরী
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ

ঈদ সওগাত ঈদ সওগাত
রওগানে কামার
৬০ প্রকার গাছ গাছড়া দ্বারা তৈয়ারী, এই তৈল ব্যবহারে যাবতীয় মাথার পীড়া অকালপক্কতা দূর করিয়া চুলের গোড়া মজবুত করে ও সৌন্দর্য্য বাড়ায়
—::০::—
প্রাপ্তিস্থানঃ—
দারুস সাফা, দরবেশিয়া
৫নং কৃষ্ণকার রোড, ইটালী, কলিকাতা

১৯৩৭ সালের স্বায়ত্তশাসিত বাঙ্গলা—নয়া শাসনতন্ত্রের প্রথম বৎসর

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থিক বিবর্ত্তন

[রাজনীতিক]

বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক একজন নিরপেক্ষ রাজনীতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে এক বৎসরে বাঙ্গলার যে সমারূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, নূতন ভারত শাসন আইনে মন্ত্রীবর্গের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া নাই, যাহার বলে তাঁরা দেশের রূপ যাদুমন্ত্রের বলে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারেন। তবে তাঁরা যদি সম্মিলিত শক্তির সহায়তা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাদের হস্তে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে দেশের যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। বাঙ্গলায় এই সম্মিলিত শক্তির অভাব। যাঁরা সরকারী দলের বিরোধিতা করেন, তাঁদের নীতিই হইল সরকারের ভালমন্দ সকল কার্য্যে বিরোধিতা করা। ইহাতে দেশের অকল্যাণ হইলেও তাঁহারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। যাহা হউক, এই সকল বিরুদ্ধে দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঙ্গলা বিভিন্ন দিক হইতে যতটা অগ্রসর হইয়াছে এবং বাঙ্গলাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল কর্ম্মপন্থা সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে তা বিস্তারিত ভাবে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

স্যার জন এণ্ডারসন

১৯৩৭ সাল ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নব অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার অবস্থা অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল, তাই বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসের যে পরিবর্ত্তন, সেটা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন। এই প্রসঙ্গে সেই পরিবর্ত্তনের কথাই বিশেষ করিয়া আলোচিত হইবে।

আগেই বলিয়াছি, ১৯৩৭ সাল বাঙ্গলার রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, বাঙ্গলার উদয়াচলে প্রভাতী সূর্য্যের আলোকচ্ছটা বিকীরণ করিয়াছে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল তাহাই এখন বলিতেছি।

দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ সংগ্রাম করিতেছে স্বাধিকার অর্জ্জনের জন্য। আর ভারতের এই সংগ্রামে পথ প্রদর্শন করিয়াছে বাঙ্গলা; ভারতের মুক্তি কামনা ... তরুণদল বিভিন্ন মতবাদ গ্রহণ ... বিভিন্ন নেতাদের পরামর্শে ... দের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; সেই সব মতবাদের যুক্তি-যুক্ততা সম্পর্কে তারা কোনো দিন যাচাই করে নাই, তাই দেশে গঠনমূলক কাজ পিছাইয়া পড়িয়াছে, আর তার স্থান দখল করিয়াছে ধ্বংসমূলক রাজনীতি এবং যার অনিবার্য্য ফল দেশের জনগণের দারিদ্র্য, কৃষক-প্রজার অবর্ণনীয় দুঃখ আর শিক্ষিত যুবক-শক্তির মধ্যে ব্যাপক বেকার-সমস্যা। কিন্তু স্রোতের গতি ফিরিল। পুরাতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে প্রবল স্রোত এতদিন দেশকে অনির্দ্দিষ্টের পানে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা ভিন্ন পথ ধরিল। দেশে নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আরো নানা চিন্তাধারার মধ্যে বিবর্ত্তন দেখা দিল। যদিও আশানুরূপ নয়, তবু দেশবাসী নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কতকটা ক্ষমতা হাতে পাইল। নূতন করিয়া নির্ব্বাচন

... সমবায় ... সমস্যা—প্রাথমিক ...

মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক

সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের আমলে বাঙ্গলার প্রথম গবর্ণর ও মন্ত্রীমণ্ডলী

গবর্ণর:
হিজ একসেলেন্সী দি রাইট অনারেবল স্যার জন এণ্ডারসন, পি-সি, জি-সি-বি, জি-সি-আই-ই।

প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব:
মাননীয় মওলবী আবুল কাছেম ফজলুল হক, এম, এ, বি, এল

স্বরাষ্ট্র-সচিব:
মাননীয় খওয়াজা স্যার নাজেমুদ্দীন, কে-সি-আই-ই

অর্থ-সচিব:
মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার,

রাজস্ব-সচিব:
মাননীয় মহারাজা স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, কে-টি

যানবাহান ও পূর্ত্ত সচিব:
মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাসিম বাজার)

শ্রম ও বাণিজ্য সচিব:
মাননীয় মিঃ হোছাইন শহীদ ছোহরাওয়ার্দ্দী, বার-এট-ল

কৃষি ও শিল্প সচিব:
মাননীয় খওয়াজা নওয়াব হবিবুল্লাহ বাহাদুর

বন ও আবগারী সচিব:
মাননীয় মিঃ প্রসন্ন দেব রায়কত

সমবায় সচিব:
মাননীয় মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক

বিচার সচিব:
মাননীয় নওয়াব মুশাররফ হোছেন খান বাহাদুর

জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন সচিব:
মাননীয় মওলবী ছৈয়দ নওশের আলী

[মওলবী ছৈয়দ নওশের আলী গোপনে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া দেশের মঙ্গলজনক কার্য্যে বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন এই অভিযোগে তাঁহাকে মন্ত্রীসভা হইতে বাদ দেওয়া হয়। তাঁহার কার্য্য এখন সাময়িকভাবে শ্রম বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শহীদ ছোহরওয়ার্দ্দীর উপর অর্পিত আছে।]

স্যার নাজেমুদ্দীন

লর্ড ব্রাবোর্ণ

হইয়া জনগণের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদে আসিলেন: বাঙ্গলায় মোছলেম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি এই দুইটী দল অধিক সংখ্যক সদস্য পরিষদে পাঠাইতে সক্ষম হইলেন। নির্ব্বাচনের পর বাঙ্গলার জনপ্রিয় নেতা মওলবী এ, কে, ফজলুল হক সংখ্যাগুরুর সমর্থন পাইয়া ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পরিষদের মধ্যে মোছলেম লীগ ও প্রজাপার্টির মধ্যে মিলন সাধন করিয়া কোয়ালিশন দল গঠন করিলেন এবং এই মিলিত দলের সাহায্যে দেশের জনকল্যাণকর কার্য্য করিবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তালিকা প্রণয়ন করিলেন। মন্ত্রী সভা এই কার্য্যতালিকা সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

নয়া-শাসনতন্ত্রে নয়া-মন্ত্রীদলের কার্য তালিকা

সংস্কৃত শাসনতন্ত্রাধীনে মাননীয় মওলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীনে গঠিত প্রথম মন্ত্রীসভা কোয়ালিশন দল সমর্থিত নিম্নরূপ কার্য্যতালিকা সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতেছেন:—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিচিত বাংলার ভূমি-রাজস্ব প্রথা এবং বাংলার জমিজমা সংক্রান্ত আইন-কানুন দেশের আর্থিক উন্নতির ও জাতীয়তাবোধ বিকাশের পথে বাধা দান করায় এই সমস্ত অনর্থকর আইন-কানুন বাতিল করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতিকারমূলক

মিঃ শহীদ ছোহরওয়ার্দ্দী

আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করার জন্য অবিলম্বে একটী তদন্ত কমিটী গঠন।

(২) (ক) প্রত্যেক শ্রেণীর জমির সর্ব্বোচ্চ খাজনা ধার্য্য করিয়া ভূমি রাজস্ব হ্রাস করা; (খ) প্রকৃত চাষীর মঙ্গলের জন্য খাজনা বৃদ্ধির ধারাটির বিলোপ সাধন; (গ) বিনা সেলামীতে নাম খারিজ ও জমি বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা; (ঘ) জমিদারদের অগ্রক্রয়ের অধিকার বাতিল করা; (ঙ) নজর সেলামী প্রথার বিলোপ সাধন; (চ) আবওয়াব প্রভৃতি বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডের ব্যবস্থা এবং (ছ) কৃষকদের সুখসুবিধা হইতে পারে এই ধরণের নানারূপ ব্যবস্থার জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন।

(৩) সার্টিফিকেট প্রথার কড়াকড়ি হ্রাসের জন্য সরকারী বকেয়া খাজনা আদায় আইনের সংশোধন।

(৪) কৃষকদের গুরু ঋণভার মোচনের উপায় নির্দ্ধারণ।

(৫) দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি বিধানের উপযোগী করিয়া সমবায় সমিতি আইনের সংশোধন।

(৬ ট্যাক্স প্রদানে অক্ষম গরীবদিগকে রেহাই দিয়া অবিলম্বে বাধ্যতামূলক

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন।

(৭) শাসন কার্য্যের ব্যয় কমাইয়া দেওয়া।

(৮) (ক) আবাদ হ্রাস, (খ) মার্কেটিং বোর্ড প্রতিষ্ঠা ও (গ) অন্যান্য বিহিত ব্যবস্থাদ্বারা পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

(৯) পল্লীবাসীদের সহায়তায় হাজা-মজা নদী, খাল প্রভৃতির সংস্কার সাধন।

(১০) জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করা।

(১১) তামাক ও অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপর ধার্য্য করের প্রত্যাহার।

(১২) দমনমূলক আইনসমূহের প্রত্যাহার; জনসাধারণের শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজনৈতিক বন্দী ও আটক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান।

(১৩) বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার।

(১৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন ও বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন।

(১৫) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন।

ভূমি রাজস্ব কমিশন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাজ কিরূপ চলিতেছে এবং বাংলার জমি-জমা সংক্রান্ত আইন-কানুন গুলিরই বা অবস্থা কিরূপ— মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গেই মন্ত্রিসভার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তদন্ত যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত হয়, এইজন্য মন্ত্রিগণ কমিটীর পরিবর্ত্তে কমিশন নিয়োগই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান যাতে পক্ষপাতশূন্য ও স্বাধীন মতাবলম্বী হন এবং যথেষ্ট যোগ্যতাবিশিষ্ট এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জোতজমা ও ভূমিরাজস্ব প্রথার সহিত রীতিমত পরিচয় ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন সেদিকে মন্ত্রী সভা যথেষ্ট দৃষ্টি রাখেন। বহু বিচার বিবেচনার পর কমিশনের চেয়ারম্যান পদে একজন ইউরোপীয়কে নিয়োগ করা হইয়াছে। কমিশন যাহাতে সমগ্র সমস্যাটী বিস্তারিতরূপে অনুসন্ধান করে, গভর্ণমেন্টের সেইরূপই ইচ্ছা। কমিশনের কাজের সুবিধার জন্য গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই দুইজন সিনিয়র অফিসারকে আবশ্যকীয় দলিল পত্র ও তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে কমিশনকে প্রাথমিক কাজে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হইবে না। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মন্ত্রীদের কার্য্য-তালিকায় লিখিত প্রথম দফা অনুসারে তাঁরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া অনায়াসেই দাবী করিতে পারেন।

ভূমি-রাজস্ব কমিশনের সদস্যবৃন্দ

নিম্নে সদস্যদের নাম দেওয়া হইল:—

স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড (সভাপতি)

সদস্যবৃন্দ:—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার বিজ[illegible]তাব, মিঃ এম, [illegible] খান বাহাদুর ছৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোছেন, এম-এল-সি, খান বাহাদুর মৌলবী হাশেম আলী খান, এম-এল-এ, মিঃ এস, এম, মছিহ-ব্যারিষ্টার, খান বাহাদুর এম, এ, মোমেন সি-আই-ই, স্যার এম, এন মুখার্জ্জী, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, এম-এল-সি, মিঃ ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও স্যার এফ, এ, সাকৃবি।

কমিশনের আরও দুইজন মোছলেম সদস্য ও একজন অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যের নাম পরে ঘোষিত হইবে। মিঃ এম ও কাটার, আই-সি-এস কমিশনের সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন

বাঙ্গলার প্রজাকুল এতকাল জমীদার ও মহাজনের অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, তার উপর ১৯২৮ সাল হইতে প্রজাস্বত্ব আইনের যে জগদ্দল পাথরের চাপে তাহারা ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিল, বাঙ্গলার নয়া শাসনতন্ত্রের প্রথম মন্ত্রীসভা তাহার পরিবর্ত্তনের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের শত বাধা ও চাতুর্য্যের জাল ছিন্ন করিয়া, জমিদারদের তীব্র চীৎকার উপেক্ষা করিয়া তাঁরা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিলেন। এই কার্য্য দ্বারা মন্ত্রীরা তাঁদের কার্য্যতালিকার দ্বিতীয় দফার প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন গবর্ণরের মঞ্জুরী লাভ করিয়া কার্য্যকরী হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার প্রজাকুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। এই আইনে প্রজাকুল নিম্নরূপ সুবিধা পাইল:—

১। আইনটী জমি-জমার হস্তান্তরের জন্য জমিদারকে নজর প্রদান প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিয়াছে।

২। এই আইন দখলি স্বত্ববিশিষ্ট জমি জমা বিক্রয়ের বেলায় জমিদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রথারও উচ্ছেদসাধন করিয়াছে।

(৩) এই আইন বকেয়া খাজনার উপর সুদের হার শতকরা ১২৷৷০ টাকা হইতে কমাইয়া ৬।০ টাকা করিয়াছে।

(৪) প্রজাস্বত্ব আইনের যে সমস্ত ধারার বলে রায়ত ও জোতদারদের জমির খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এই আইন সেই সমস্ত ধারা দশ বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতেছে।

(৫) এতদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র স্থিতিবান রায়তগণই জমি হস্তান্তর ও বিক্রয়াদির অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এই আইন কোর্ফা রায়তদিগকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রদান করিতেছে।

(৬) ১৯৩৮ সনের পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক, যদি কোন রায়ত বা কোর্ফা রায়ত তাহার জমি খায়খালাসীরূপে বন্ধক দিয়া থাকে তাহা হইলে, এই আইন অনুসারে সে উর্দ্ধপক্ষে ১৫ বৎসরের পরে সেই জমি ফেরৎ পাইবে এবং সুদে আসলে তাহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) এই আইনের ফলে চারি বৎসরের বকেয়া খাজনা পাওনা হইলেও জমিদারগণ একবারে মাত্র এক বৎসরের খাজনার জন্য নালিশ করিতে পারিবে। খাজনার নূতন মামলা দায়ের করিবার জন্য জমিদারকে পূর্ব্বের নিয়মে তিন [illegible] এখন অন্ততঃপক্ষে নয় [illegible] ত হইবে। [illegible] দিন একসঙ্গে চারি বৎসরের খাজনার একত্র ডিক্রীজারীর ফলে জমি বিক্রয় হইয়া বহু প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। আইনের পরিবর্ত্তনের ফলে তাহারা রক্ষা পাইবে।

(৮) এই আইন জমিদারের সার্টিফিকেট প্রথার বলে খাজনা আদায়ের অধিকার হরণ করিতেছে।

(৯) এই আইন আবওয়াব আদায় দণ্ডযোগ্য অপরাধরূপে গণ্য করিতেছে। কালেক্টর সরাসরি তদন্ত করিয়া আবওয়াব আদায়কারীর জরিমানা করিবার অধিকারী হইবে।

(১০) এই আইন প্রজাদিগকে সিকস্তী জমির উপর (১) আনুপাতিক খাজনা হ্রাসের অধিকার এবং (২) বিশ বৎসরের মধ্যে যদি জমি পয়স্তি হয় তাহা হইলে উর্দ্ধপক্ষে মাত্র চারি বৎসরের খাজনা দিয়া ঐ জমি পুনরায় দখলের অধিকার দান করিতেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদেও প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের বিল উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু উপরে লিখিত দফাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে বাংলার আইনটি অন্যান্য প্রদেশের বিলগুলিকে বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিহার প্রদেশের বিলটিতে বাংলার আইনের মত সেলামী প্রথার উচ্ছেদ করা হয় নাই; খাজনা বৃদ্ধি ক্ষান্ত রাখার কোনও ব্যবস্থা নাই, কোর্ফা রায়তদের সুখ-সুবিধার জন্যও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বিহারের বিল প্রজাদিগকে সর্ব্বপ্রথম গাছ কাটা পুকুর খনন, প্রভৃতির অধিকার প্রদান করিয়াছে। বাংলার প্রজাগণ কিন্তু ১৯২৮ সন হইতেই এই সমস্ত অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। বিহারের বিলে তাড়াতাড়ি খাজনা আদায়ের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচারের ষোলআনা সম্ভাবনা রহিয়াছে। মোটের উপর বিহারের বিলটীতে প্রজাদের সুখ সুবিধা অপেক্ষা জমিদারের খেয়াল খুশীর দিকেই বেশী নজর রাখা হইয়াছে।

জোর-জুলুমী দিনের অবসান

বাঙ্গলায় আর একটী কলঙ্ক সার্টিফিকেট আইন। বকেয়া সরকারী খাজনা এই আইনের বলে জোর করিয়া আদায় করা হইত। কিন্তু হকমন্ত্রীমণ্ডল কার্য্যভার গ্রহণের পর সরকারী আদেশ জারি করিয়া এই আইনের প্রয়োগ বন্ধ রাখিয়াছেন, অথবা উহার কঠোরতা কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন বা করিয়াছেন তাহা জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে ঐ সমস্ত ইস্তাহারের সার মর্ম্ম দেওয়া হইল:—

(১) খাসমহাল, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের

নলিনীরঞ্জন সরকার

অধীনস্থ প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই যে সমস্ত নালিশ রুজু করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রথা যতদূর সম্ভব সহজভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট জিলা অফিসারদের উপর আদেশ জারি করিয়াছেন।

(২) গবর্ণমেন্ট বাংলা ১৩৪৫ সালের ১লা বৈশাখ হইতে খাসমহাল, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য নূতন করিয়া সার্টিফিকেট প্রথা প্রয়োগ দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

(৩) খাসমহালের প্রজাদের অভাব-অভিযোগ এবং খাসমহালের খাজনা আদায় প্রথার সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। অফিসার তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টটি বর্ত্তমানে রেভিনিউ বোর্ডের বিবেচনাধীনে আছে।

(৪) গভর্ণমেন্ট, সরকারী ও বে সরকারী, উর্দ্ধপক্ষে উনিশ জন সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। এই কমিটীতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের তের জন সদস্য থাকিবেন। প্রয়োজন হইলে কি ভাবে খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারে, তাহার

উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কমিটী বাংলার বর্ত্তমান খাজনা-হার সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন।

(৫) গভর্ণমেন্ট খাস মহলের খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত রাখায় হুকুম দিয়া প্রজাদের প্রায় ৮৪,৫১৬৲ টাকা বাঁচাইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য জমিদারীতেও খাজানা বৃদ্ধি স্থগিত রাখা সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। বন্যা ও ঝড়-ঝঞ্ঝার দরুণ নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলায় শস্যহানী ঘটায় গভর্ণমেন্ট এই সমস্ত জেলার খাসমহালের প্রজাদের দুই লক্ষ টাকা খাজানা মওকুফ্ করিয়াছেন।

(৬) গভর্ণমেন্ট বাখরগঞ্জ জেলার ৮৪,৬৯৪৲ টাকার কৃষি-ঋণও মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সমস্ত ঋণ আদায়ের চল্‌তি প্রথা সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করিয়া কি ভাবে ঋণ আদায় করা হইবে গভর্ণমেন্ট সে সম্বন্ধে জেলা অফিসারদিগকে নির্দ্দিষ্ট আদেশ প্রদান করিয়াছেন। জেলা অফিসার এই সমস্ত নির্দ্দেশ এমনভাবে পালন করিয়া চলিতেছে, যাহার ফলে প্রজাগণ সরকারী বকেয়া খাজানা আইনের কড়াকড়ি হইতে অনেকাংশে রেহাই পাইয়াছে। চাষের অযোগ্য জমি-জমার উপর প্রজাদের দাবীদাওয়া কিরূপ

শ্রীশচন্দ্র নন্দী

সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এবং ঐ সমস্ত জমিতে প্রজাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। সরকারী ফিসারিগুলির পরিচালন সম্বন্ধে তদন্ত করা ও দেশের মধ্যবর্ত্তী নদীসমূহে অবস্থিত ফিসারিগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের উপায় আবিষ্কারের জন্য একজন স্পেশাল অফিসারও নিযুক্ত হইতেছেন।

কৃষি-খাতকদের সাহায্য

বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আইনের বহিতে কৃষক-খাতক আইন এবং দেশের মধ্যে কয়েকটী ঋণ-সালিশী বোর্ড দেখিতে পান। মন্ত্রিগণ প্রথমেই ঋণ সালিশী বোর্ডের সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। মাসে প্রায় ১৫০টী হিসাবে ঋণ-সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইতে থাকে এবং ১৯৩৭সালের জুন মাসে বাংলার অন্যান্য জেলাতেও এই আইন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৭সনে সারা বৎসর ধরিয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলিতে থাকে। ফলে ১৯৩৮সনের মার্চ্চ মাসে সাধারণ বোর্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৮০০টি এবং স্পেশ্যাল বোর্ডের সংখ্যা ৮১টী। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে গভর্ণমেন্ট ২৭,৫০,০০০ টাকার বরাদ্দ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ২,৮০০টী ছাড়া আরও ২,০০০টী নূতন বোর্ড প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সনের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সাধারণ বোর্ডের সংখ্যা হয় ৩,০৯০ এবং স্পেশ্যাল বোর্ডের সংখ্যা ১০২ দাঁড়াইয়াছে। গভর্ণমেন্ট মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এই সমস্ত বোর্ডের কাজ কিরূপ চলিতেছে, তাহা দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন ও জানাইবেন। বাংলার বহুস্থানে কৃষকগণ সামান্য পরিমাণে নগদ টাকা প্রদান করিয়া ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বা তাহাদের ঋণের পরিমাণ এতদূর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে উহা শোধ করিতে কৃষকদিগকে আদৌ বেগ পাইতে হইবে না।

বাঙ্গলার সমবায় বিভাগের উন্নতি

মন্ত্রীমণ্ডলী তাদের কার্য্যতালিকার পঞ্চম দফার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমেই সমবায় ও ঋণসালিশী বিভাগ একই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন সমবায় বিভাগটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এই সরকারী বিভাগটি কোনওরূপ ব্যাপক নীতির অনুসরন করিত না। কৃষকগণই সমবায় বিভাগের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের কোন উপায় আবিষ্কার বা সমবায় আন্দোলনের রদ-বদলের জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করা হইত না। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা প্রথম হইতেই এই বিভাগের সংস্কার সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ [illegible] মল্লিক উদ্যোগী হইয়া [illegible] সমিত্যাগ করায় [illegible] চেষ্টা করিয়াছেন। [illegible]মণ্ডলী সমবায় বিভাগের জন্য কি করিয়াছেন নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল:—

(১) গচ্ছিতকারীদের সহিত আপোষ মীমাংসা করিয়া এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দেওয়ার সুদের হার কমাইয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ হইতে প্রদত্ত ঋণের সুদ শতকরা ৮৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা বা তার চেয়েও কম করা হইয়াছে।

(২) অতিরিক্ত কোনও কর্ম্মচারী নিয়োগ না করিয়া প্রায় ২০,০০০ সমবায় সমিতির বিভিন্ন সদস্যদের মোট সম্পত্তি, দেনা ও দেনা শোধের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমূল তদন্ত করা হইয়াছে।

(৩) প্রাইমারী সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যে পরিমাণ সুদ যোগাইতে হইবে, কেবলমাত্র তাহা রাখিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক দেয় বকেয়া সুদের আর সমস্ত অংশই মওকুফ্ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বকেয়া সুদের শতকরা ৫০ ভাগ মাফ্ হইয়া মোট সুদ মওকুফের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী সদস্যদিগকে আরও সুবিধা দান সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

(৪) ফসল পাওয়ার পর সহজেই যাহাতে সদস্যগণ শোধ দিতে পারে এইভাবে অল্প মেয়াদী কর্জ্জ দাদনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি আদর্শ উপ-আইন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে এবিষয়ে অর্থ-প্রদান করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকৃত খাতককে বর্ত্তমানে শতকরা ৯৶০আনা হিসাবে সুদ দিতে হইতেছে। সমবায় বিভাগ সুদের হার কমাইয়া শতকরা ৭৲ টাকায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

(৫) দমদম সমবায় শিক্ষা ইনষ্টিটিউটের উপরেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবিষয়ে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াছেন। এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের মনে সেবা, সহানুভূতি ও সততার ভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কেবলমাত্র ধরা বাঁধা কাজ করিলেই যে চলিবে না, তাহা ইহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৬) এই বিভাগের কাজকর্ম্ম কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া কয়েকটী অডিট সার্কেলের সৃজন করা হইয়াছে এবং এই প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে।

(৭) তহবিল তছরুপ যাহাতে না ঘটে সেজন্য কড়া ব্যবস্থা হইয়াছে। এজন্য ৫০ জন বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্মচারীদিগের সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না।

(৮) সমবায় সমিতি-আইন সংশোধনের জন্য একটী নূতন বিল ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে পেশ করা হইয়াছে এবং বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই বিলের কল্যাণে গবর্ণমেন্ট সহজেই সমবায় সমিতিগুলির দোষ ত্রুটী নিবারণ করিতে পারিবেন এবং ঋণদান, অর্থসাহায্য ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারের গ্যারাণ্টি প্রদান করিয়া সমি[illegible] সাহায্য [illegible] সেনট্রাল এজে[illegible] লাভের সহায়[illegible]

বাঙ্গলার শিক্ষা-সমস্যা—প্রাথমিক শিক্ষা

অশিক্ষার আঁধার দেশের বুক হইতে দূরীভূত করিতে না পারিলে জাতির সত্যকার মুক্তি নাই, দেশের সত্যকার উন্নতিও সম্ভবপর নয় এবং শিক্ষার যে বিরাট মহীরুহের কল্পনা আমরা করিয়া থাকি, তাহার গোড়াপত্তন হয় প্রাথমিক শিক্ষা হইতে। বাঙ্গলার বুক হইতে অশিক্ষার পাপ দূর করার জন্যই বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মওলবী এ, কে, ফজলুল হক নিজেই শিক্ষা-বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। একথা সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশে শিক্ষার প্রচারের জন্য মাননীয় হক ছাহেব যেরূপ যত্নশীল, এর আগে আর কাহাকেও সেরূপ দেখা যায় নাই। তিনি দেখিলেন যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক আইন পাশ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত রাজস্ব তহবিল না থাকায় উহা কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না অথচ, উপযুক্ত অর্থ কোন অনির্দ্দিষ্টকালে জমা হইবে তারও কিছু ঠিক নাই, এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করিলেও দেশের মঙ্গল নাই। তাই তিনি ঠিক করিলেন, প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য অপেক্ষা করা কোন কাজের কথা নয়; তহবিলে রাজস্ব সংগ্রহ যদি নাই হয় তবে প্রাথমিক শিক্ষা-কর বসাইয়াও প্রাথমিক শিক্ষাদান-কার্য্য চালাইতে হইবে। তিনি পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, কৃষকপ্রজারা যে শিক্ষাকর দিবে তাহা নাম মাত্র, অথচ তাহা দ্বারা তাদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের যে কল্যাণ হইবে তাহার তুলনা হইবে না। দেশবাসীও বুঝিয়াছে যে, আজ শিক্ষাই তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই বারটী জিলায় শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য জিলা "শিক্ষাবোর্ড"গুলির হাতে শিক্ষাকর বসাইবার অধিকার দান করিয়াছেন। যে সমস্ত জেলায় শিক্ষাআইন জারি করা হইবে সেই সমস্ত জেলায় বহু ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। এই অভাব পূরণের জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে কিছু অর্থের বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। এই অর্থের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টারদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইবে। বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলা ও আর আর তিনটী জেলায় শিক্ষাআইন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার পুরাপুরি কাজ আরম্ভ হইবে। এই পরিকল্পনায় শেষ পর্য্যন্ত ১৮,০৮৫০০৲ টাকার প্রয়োজন। বাজেটে এজন্য ৬৬,৭০০৲ টাকার বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সাধনের জন্যও পাঁচলক্ষ টাকার বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। বাংলার বাহিরে প্রাথমিক শিক্ষার হাল চাল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য

নওয়াব হবিবুল্লাহ

শিক্ষা বিভাগের তিনজন অফিসারকে প্রেরণ করা হইবে এবং এজন্যও ব্যয় বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। ইঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন।

গভর্ণমেন্ট ইহা স্বীকার করিতেছেন যে কার্য্যতালিকার ৬ষ্ঠ দফা এখনও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ কোনওরূপে কর না বসাইয়া বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায় আবিষ্কার করিতে তাঁহারা অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কোনওরূপ পরিকল্পনা স্থির করিতে পারেন নাই। একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে যে সেস জারি করা হইবে তাহা গরীবদের জন্য দুর্ব্বিসহ বোঝায় পরিণত হইবে না। এই সেসের আকারে প্রজাদের মোটা টাকা কর যোগাইতে হইবে বলিয়া নানারূপ মিথ্যা প্রচার-কার্য্যও স্বার্থবাদীরা চালাইতেছে। এই প্রচারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও দেশবাসীকে বিপথগামী করিবার অপচেষ্টা মাত্র।

নওয়াব মুশাররফ হোসেন

বর্ত্তমানে যে প্রজা বৎসরে জমিদারকে দশ টাকা খাজনা দেয়, তাহাকে শিক্ষা সেস্ বাবদে বৎসরে মাত্র ॥/০ আনা দিতে হইবে। বৎসরে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাহাকে ইহা অপেক্ষা কত অধিক ব্যয় করিতে হয়। আরও সুবিধা এই যে, ছেলেমেয়ে যতগুলিই থাকুক না কেন, কোনরূপ ব্যয় না করিয়া সে সকলকেই পাঠশালায় পাঠাইতে পারিবে। যদি কোনও জেলায় সংগৃহীত সেস্ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট ঘাটতি পূরণেরও ব্যবস্থা করিবেন। শস্যহানি বা অন্নকষ্টের দরুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে শিক্ষা-সেস্ আদায়ও গভর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিয়াছেন ও পরে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ব্যয় সঙ্কোচ

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণের পরই ব্যয় সঙ্কোচে মনোযোগ প্রদান করেন। ব্যয় সঙ্কোচের উপায় আবিষ্কারের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী একজন সিনিয়র সিভিলিয়ানকে নিয়োগ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পুলিশ বিভাগের পুনর্গঠনের সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল। কমিটীর সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৬-৩৭ সনের তুলনায় এই বৎসর পুলিশ বিভাগের ব্যয় তিন লক্ষ টাকা কমানো হইয়াছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মেষ্টনী ব্যবস্থার ফলে পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টকে যে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখে পড়িতে হইয়াছিল। তজ্জন্য ১৯২২-২৩ সনে দুইটী ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী গঠন করিয়া সাধ্যমত ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছিল।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের (একজিকিউটিভ্) কর্ম্মচারী সংখ্যা ৩২৪ জন হইতে ২৪৯ জনে কমাইয়া ডেপুটী কালেক্টরদের করণীয় বহু কাজের ভার সাব-ডেপুটী কালেক্টরদের হাতে অর্পণ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বাঁচিবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সরকারী বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা অনুসারে মাসিক একশত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের চাকুরিয়াদের বাদ দিয়া অন্য সমস্ত সরকারী চাকুরীর বেতন হ্রাস করা হইবে বলিয়াও স্থির করা হইয়াছে। যে সমস্ত চাকুরীর সর্ব্বোচ্চ বেতনের হার মাসিক ১,০০০৲ টাকা তাহা কমাইয়া মাসিক ৮০০৲ টাকা এবং মাসিক ৭৫০৲ টাকার হার ৬৫০৲ টাকার পরিণত করা হইবে। অন্যান্য চাকুরীর সর্ব্বোচ্চ হারও এইভাবে কমাইয়া দেওয়া হইবে। নিম্নতন সর্ব্বোচ্চ হারের চাকুরীর তুলনায় উর্দ্ধতন সর্ব্বোচ্চ হারের চাকুরী বেশী সংখ্যক কমানো হইবে। বেতনের হার হ্রাসের ফলে পেন্সনের বরাদ্দও কমিবে। বর্ত্তমান সাধারণ পেন্সনের বার্ষিক বরাদ্দ ৫,০০০৲ টাকা ধার্য্য আছে, মন্ত্রিসভা উহা কমাইয়া ৪,০০০৲ টাকায় পরিণত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং উর্দ্ধতন বার্ষিক ৬,০০০৲ টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোন কোন চাকুরীতে এইরূপ পেন্সন প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

[illegible] উর্দ্ধতন কোনের চাকুরীয়া ইচ্ছা করিলে পেন্সন ভোগী হইবার পক্ষে যে বিধান আছে, তাহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিমণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, আই, সি, এস, ও আই পি, এস কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাসের ক্ষমতা মন্ত্রীসভার এলাকার বাহিরে।

জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয়

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্য ভার গ্রহনের পর গভর্ণমেণ্টের আয় প্রায় এক কোটী টাকা বাড়িয়াছে এবং মন্ত্রিসভা পূর্ব্বতন গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ৮০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রিমণ্ডলী বর্দ্ধিত রাজস্বের শতকরা ৮০ ভাগ বিভিন্ন জাতিসংগঠনমূলক বিভাগে ব্যয় করিয়াছেন।

পাট ও কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা

মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর পাটের আবাদ কমানো মার্কেটিং বোর্ড স্থাপন ও অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে পাটের দাম স্থির করার দায়িত্বভার পড়িয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী পাটের আবাদ কমানোর জন্য এবং পাট বিক্রয়ের নানাপ্রকার সুবিধার জন্য চেষ্টা ও পাট বিক্রয়ের নিয়ম কানুন সহ বাজার গঠনের জন্য চিন্তা করিতেছেন। বাজেটে পাট আবাদের পরিমাণ স্থির করার জন্য এক লক্ষ টাকা, আবাদ কমানো সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা, নিয়ম কানুনযুক্ত বাজার গঠনের প্রাথমিক উপায়ের ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইম্পিরিয়াল কৃষি গবেষণাগারের অর্থ সাহায্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে ঐ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর এই কার্য্য পরিচালনের জন্য সরকারী কৃষি বিভাগের অধীনে একটী মার্কেটিং সেক্সন স্থাপনের পরিকল্পনাও স্থির হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐ পরিকল্পনাটী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

পাট ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রনের জন্য একটী কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় বিলের খসড়াও স্থির করা হইয়াছে। শীঘ্রই বিলটি ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করা হইবে। ইতিমধ্যে চাষীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করি[illegible] স্থিরতে পাটের সুনিয়ন্ত্রিত [illegible] প্রস্তাব উ[illegible] হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে :—

মিঃ প্রসন্ন দেব রায়কত

(১) পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ;

(২) পাট বিক্রয়ের সুব্যবস্থা;

(৩) পাটের দর বৃদ্ধি;

(৪) পাটের নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দেওয়া;

(৫) মজুদ পাটের হিসাবসহ পাট আবাদের পূর্ব্বাভাষ তৈরী করা।

বাংলা দেশের ধান ও চাউলের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্যও একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক পাট চাষ হ্রাস এবং পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিতে হইলে পাট উৎপাদনের মোট পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সহযোগিতায় পরী[illegible] আরম্ভ করা হইয়াছে। একটি [illegible] সেন্সাস কমিটী [illegible] পরীক্ষার [illegible]

পল্লী-মঙ্গল

পল্লী-মঙ্গল বিষয়ক নানাবিধ কার্য্যকলাপের উপর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বিশেষ

প্যাসিফিক্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এণ্ড ফারইষ্ট্ লিঃ

হেড অফিস ঃ— ৩নং কমার্সিয়াল বিল্ডিংস কলিকাতা ফোন ঃ—ক্যাল···৩০১১

ব্রাঞ্চ ঃ— ভাগলপুর ব্রাঞ্চ ঃ— কাটিহার

চেয়ারম্যান ঃ—কুমার রামানন্দ সিংহ এম, এল, এ. বনেলী এষ্টেটের প্রোপ্রাইটর।

অন্যতম ডিরেক্টরগণ ঃ—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত, (মেসার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ)

প্রফেসর এইচ, কে, ঘোষ এম, এ, পি,আর, এস, এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন) ইত্যাদি।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

কোম্পানীর কাগজ শেয়ার কেনা ও বেচার কাজ করা হয়।

স্থায়ী আমানতের সুদ বিশেষ লাভজনক। ক্যাস সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ডিপোজিটে মাসিক ১০৲ দিয়া ১০ বৎসর পরে ১৬৩২৲ পাওয়া যায়।

মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক

দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী স্বয়ং এই সমস্ত কাজ দেখাশুনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাহাতে অনবরত কাজ চলিতে পারে এবং এই সমস্ত কাজের সহিত জিলা অফিসারদের যাহাতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইজন্য ওই প্রদেশে একটা সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া সর্ব্বত্র একই ধরণের কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জেলায় জেলায় পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানও কায়েম করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত কাজ চালাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটী দফার উল্লেখ করা হইল :—

[illegible] গ্রামবাসীরা যে অবস্থায় দিনপাত [illegible] উন্নতি সাধন।

(২) [illegible] প্রবর্তন।

(৩) অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা।

(৪) ব্যায়াম চর্চ্চার সুবিধা প্রদান।

(৫) অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা।

(৬) কুটীরশিল্পের উন্নতি বিধান।

উপরে যে কার্য্য-তালিকার কথা উল্লেখ করা হইল, তদনুসারে এক একটি মহকুমাকেই এক এক অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্ররূপে ধরা হইয়াছে। মহকুমা হাকিম প্রত্যেক কেন্দ্রের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিবেন। কেন্দ্রীয় কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে এক একটী পরামর্শ সমিতিও গঠিত হইবে। মহকুমা হাকিম এই সমিতির সহায়তায় মহকুমার সর্ব্বত্র উন্নতি বিষয়ক কার্য্যাদি পরিচালন করিবেন।

সেপ্টেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। মফঃস্বলের অফিসারদের নিকট হইতে যে সমস্ত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সূচনাটী সার্থকতাই লাভ করিয়াছে।

৪। পল্লী উন্নয়নের জন্য একটী ডিরেক্টার পদেরও সৃষ্টি করা হইয়াছে। জেলার শাসন কার্য্যের অভিজ্ঞতাযুক্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত একজন ভারতীয় অফিসারকেই এই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান সমস্যা সমাধানের ভার এতদিন সরকারী শিক্ষা বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়টী পল্লী-সংগঠনের অন্তর্ভুক্তরূপে ধরিয়া লইয়া সংগঠন বিভাগের উপরই উহার ভার প্রদানের কথা স্থির হইয়াছে। পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টার এই অভাবটী পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টার পল্লী-সংগঠন ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান সম্পর্কে একটী বিস্তৃত পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

কচুরীপানার বিনাশ সাধন

কোনও কোনও অঞ্চলে কচুরীপানার অপসারণ ও উহার ধ্বংস সাধনের জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচিত হইতেছে না।

গভর্ণমেণ্ট সেই জন্য আগামী খরার সময় বাংলার সমস্ত স্থানের কচুরীপানা একযোগে ধ্বংস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আসাম গভর্ণমেণ্টও যাহাতে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

পল্লী অঞ্চলের জলপথ সংস্কার

বাংলার পল্লী অঞ্চলের জলপথ সংস্কারের উপর দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। তাই গভর্ণমেণ্ট গ্রামের লোকজনের সাহায্যে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি হাজা-মজা নদী ও খালের সংস্কার সাধন করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা খুসীমনেই এই সমস্ত কাজে ইচ্ছা করিয়া যোগদান করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে গ্রামবাসীদের সাহায্যে জেলা অফিসারগণ বাংলার কয়েকটী অঞ্চলে হাজা-মজা নদী ও খালের সংস্কার [illegible] করিয়াছেন এবং এখনও [illegible] পরিত্যাগ করে [illegible] [illegible] সাহায্যে [illegible] এই সমস্ত কাজের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে এই ধরণের কয়েকটী কাজের বিবরণ দেওয়া হইল :—

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় ১০ মাইল লম্বা "হজ্" খাল খনন; খুলনা জেলার সদর মহকুমায় তিনটি খাল পুনরায় খনন; যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার পাঁচ মাইল লম্বা একটী খাল পুনরায় খনন; ঐ জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় দুইটি খাল পুনরায় খনন; ত্রিপুরা জেলার কাকুরী খাল পুনরায় খনন; ২৪-পরগণা জেলার চারি মাইল লম্বা চালিয়া খাল পুনরায় খনন; হাওড়া জেলায় মোট পনর মাইল লম্বা আলপিনা খাল, শঙ্করদাড়ী খাল, যোগ খাগারী খাল, বাইতারা খাল, খারুবাড়িয়া খাল এবং দুর্গাপুর খাল পুনরায় খনন; নদীয়া জেলার একুনে প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা খাল : কুষ্টিয়া মহকুমার চাঁদোত খাল, মোড়াগাছা খাল, কলাবাড়ী খাল, সামসপুর খাল ও জগতি খাল; চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় চারিটি খাল, রাণাঘাট মহকুমায় দুই তিনটী খাল, মেহেরপুর মহকুমায় একটি তিন মাইল লম্বা খাল এবং ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া ও অন্যান্য জেলার আরও বহু খাল পুনরায় খনন। এই ধরণের কাজ দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। পল্লী অঞ্চলের হাজামজা জলপথগুলির সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

সেচ-বিভাগের পরিকল্পনা

প্রত্যেক জেলার জন্য একটী ছোট ছোট সেচের পরিকল্পনাও স্থির করা হইয়াছে এবং এইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

গোলাপী কিমাম্

পান খাইবার উৎকৃষ্ট মসলা

এই কিমাম আমার কারখানার বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে বিশেষ সাবধানতার সহিত তৈয়ারী করিয়াছি, ইহাতে শরীরের হানিকারক কোন পদার্থ নাই, ইহা ব্যবহারে হজম শক্তি বাড়ে, মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে, মুখে পান দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আপনি একবার অবশ্য ব্যবহার করুন, একবার ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

মূল্য প্রতি শিশি /১০ আনা
" প্রতি ডজন ৮৵০ " ডাকমশুল ৷৷০ আনা
" প্রতি গ্রোস ১০৲ দশ টাকা
ডাকমাশুল পৃথক।

নোট :—মাল কিনিবার সময় পিস্তল মার্কা দেখিয়া লইবেন।

পিস্তল ট্যাবলেট

মুখ এবং দাঁত পরিস্কার রাখিতে "পিস্তল ট্যাবলেট বটিকা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আবিস্কার। ইহা পানের সহিত ব্যবহারে মুখে রসের ঢেউ খেলিবে, মুখের দুর্গন্ধ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া মুখ হইতে মিষ্টি সৌরভ বাহির হইবে। খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক করিতে ইহার শক্তি অপূর্ব্ব। ইহাতে স্বাস্থ্যের হানিকর কোন পদার্থ নাই, বরং কতকগুলি নির্দ্দোষ উপাদানে ইহা গঠিত। "পিস্তল ট্যাবলেট" ব্যবহারে পান যেরূপ সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত হইবে বাজারের অন্যকোন বস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। আপনি সর্ব্বদা ইহা ব্যবহার করিয়া আপনার পান ও মুখের স্বাদ বজায় রাখুন। এবং মুখের যাবতীয় রোগ যেমন পায়োরিয়া, দাঁত কন্ কন্ করা, পুঁজ বা পড়া দূর হইয়া দাঁত মজবুত হয়। ৮০ বটিকা পূর্ণ ১ শিশির মূল্য /১০ দেড় আনা, ডজন ৮৵০ আনা গ্রোস ১০৲ টাকা।

শরীফ পারফিউমারী ওয়ার্কস

[illegible] (সেনট্রাল [illegible]) [illegible]নন (মেছুয়াবাজার),
কলিকাতা।

ডাঃ ওয়াই, এম, খাঁর আবিস্কৃত

কয়েকটি ফলপ্রদ ঔষধ

গজনী টনিক ঃ—এই টনিক অফুরন্ত শক্তি বর্দ্ধক। ইহা ছাড়া এই টনিক ব্যবহার করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্ব হীনতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। নষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া যুবজনোচিত ক্ষমতা প্রদানে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য—১৸৵০

গজনী তেলা ঃ—নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার জন্য স্বীয় জীবনকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং বহু স্থানে চিকিৎসিত হইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন, তাহাদের জন্য এই তেলা উৎকৃষ্ট। মুল্য—বড় শিশি ২৷০ ছোট শিশি ১৷০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গজনী গণোরিয়া ক্যাপসিউল (সুজাক) ঃ—ইহা সেবনের প্রথম মাত্রা হইতেই সর্ব্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রনা ও ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া দূর হয়। প্রস্রাব বন্ধ ও ঘা প্রভৃতিতে গজনী গণোরিয়া ক্যাপসিউল ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য্য করে। মুল্য—২৷০, ছোট শিশি ১৷০

গজনী বাওয়াসির গুলি ঃ—রক্ত পড়া বা বমি হওয়া কোন রকম অর্শ রোগ ইহা ব্যবহারে নিরাময় হয়। মুল্য—৫০ গুলি ৫৲ ২৫ গুলি ৩৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

গজনী ফিভার মিকচার ঃ—সকল-প্রকার জ্বর রোগের মহৌষধ। মুল্য—৷০, ছোট শিশি ।/ আনা।

ম্যানেজার গজনী ফার্ম্মেসী
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
হেড অফিস—৭নং লগেট রোড, কলিকাতা।

করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পাবনা, মালদহ ও নদীয়া এই পাঁচটি জেলার পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং বাজেটে এই জন্য ব্যয় বরাদ্দও স্থির করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার হাজা-মজা নদীগুলির সংস্কারের জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য গত বৎসর পশ্চিম বাংলা ও মধ্য বাংলার কিয়দংশের জরিপও করা হইয়াছে। এই সব অঞ্চলের জন্য তিনটা বড় বড় পরিকল্পনা স্থির করা হইতেছে, যথা হুগলী-হাওড়া প্লাবনের পরিকল্পনা, মোরে পরিকল্পনা ও দ্বারকেশ্বর পরিকল্পনা। বর্ত্তমান বৎসরে জলাঙ্গী নদীর পূর্ব্বে পদ্মার তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে জল সরবরাহের জন্য মধ্য বাঙ্গলায় জরিপ আরম্ভ করা হইবে। ইহার উপায় স্থির করার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার নদী পথ সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংএ বিশেষজ্ঞদের একটা সভা বসান হইয়াছিল। উক্ত সভা বাঙ্গলার নদীগুলির সংস্কারের পক্ষে কতগুলি মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন। এই সমস্ত সুপারিশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থসংঘাতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উত্তর-পূর্ব্ব ভারতবর্ষে একটা আন্তঃপ্রাদেশিক নদী-কমিশন গঠনের সুপারিশটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নদী বিজ্ঞানে শিক্ষা দান, জলবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন এবং বাঙ্গলার ব-দ্বীপের (প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা) বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে একটা নদী ও পয়ঃপ্রণালী বোর্ড স্থাপনের জন্য সভা সুপারিশ করিয়াছেন। বন্যার জলে যে সমস্ত অঞ্চল ডুবিয়া যায়, সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে যাহাতে সহজে অন্য কোন অঞ্চলে লোকজন সরাইয়া লওয়া যায় এবং তাহাদের বসবাসের বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয় সেই জন্য একটা পরিকল্পনার আভাষও দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ঐগুলিকে যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন। গভর্ণমেণ্ট আরও তিনটা জরুরী পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, যথা :—(১) যশোহর জেলার ভৈরব পরিকল্পনা, (২) খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা খালের পরিকল্পনা এবং (৩) বর্দ্ধমান জেলার দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরটা জল প্লাবন হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরেই পরিকল্পনা তিনটির কাজ আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং চলিত বৎসরের বাজেটে এজন্য ১,৫০,০০০৲ টাকার ব্যয় বরাদ্দও ধার্য্য করা হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য ও জলকষ্ট নিবারণ

দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম দায়িত্ব। ১৯৩৭-৩৮ সনের বাজেটে পাড়াগাঁয়ে জল সরবরাহের বরাদ্দ দুই লক্ষ টাকা হইতে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বাড়ানো হইয়াছে এই বৎসর ব্লক গ্রাণ্টের বরাদ্দ বাড়াইয়া সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হইয়াছে এবং পাড়াগাঁয়ের জল সরবরাহের একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা স্থির করা হইতেছে। জিলা [illegible] বোর্ড এবং জেলার মাতব্বর লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্ট পাকাপাকিভাবে করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া দমন

বাংলার জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে ম্যালেরিয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসর একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার কুইনাইন বিতরণ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সনে বরাদ্দ আরও ৬০ হাজার টাকা বাড়াইয়া মোট দুই লক্ষ টাকার কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশবাসী সকলেই যাহাতে প্রয়োজনমত সহজেই কুইনাইন পাইতে পারে তাহার একটা বিস্তৃত ব্যবস্থার জন্যও মন্ত্রিমণ্ডলী বিবেচনা করিতেছেন

ম্যালেরিয়া নিবারণের কয়েকটা বড় বড় পরিকল্পনা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং নানাপ্রকার ম্যালেরিয়া নিবারণী কার্য্যের জন্য তিন লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের বড় বড় পরিকল্পনা যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় সেইজন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী সহ একজন ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হইয়াছে। এই তিন লক্ষ টাকার বরাদ্দ হইতে এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে।

ভারতীয় গবেষণা তহবিল সমিতির নিকট হইতে একলক্ষ টাকা প্রাপ্তির পর বাংলা গভর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ ব্যয়ের এক বিরাট ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনা স্থির করি[illegible] নির্দিষ্ট অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণী কার্য্যাদি বাবদ পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই টাকা ব্যয় করা হইবে। ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে এরূপ একটী অঞ্চল হইতে কিভাবে ঐ রোগ তাড়ান যাইতে পারে, তাহা দেশবাসীর চোখের সামনে তুলিয়া ধরাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। পল্লী অঞ্চলে একটা ম্যালেরিয়াপীড়িত গ্রামের সন্ধান লওয়া হইতেছে। প্রথমে মাত্র এই গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাশের গ্রামগুলিতে ঐরূপ কাজ আরম্ভ করা হইবে।

কালাজ্বর

কালাজ্বরের জন্য বরাদ্দ সত্তর হাজার টাকা হইতে বাড়াইয়া এক লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য এই টাকা ধার্য্য হইয়াছে। অতিরিক্ত বরাদ্দের মধ্য হইতে দশ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে দার্জ্জিলিং জেলায় কালাজ্বর নিবারণী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় ১৮টী কালাজ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে দার্জ্জিলিং জিলা বোর্ড এই কাজ পরিচালনা করিবে এবং এজন্য চলতি বৎসরে ৫,৩০৯৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে।

যক্ষ্মা ও বসন্ত

গভর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলে টীকা দানের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বন্ধ করিয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চলে যাহাতে সকলেই মাঝে মাঝে টীকা লইয়া বসন্তের হাত হইতে রক্ষা [illegible] সেইজন্য মন্ত্রিমণ্ডলী পুনরায় [illegible] টীকা মজুরের জন্য [illegible]ছেন।

ঈদের আনন্দে ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সম্ভার

মার্গো সোপ—
সুগন্ধি নিমের সাবান। গাত্রচর্ম্ম মসৃণ ও কোমল করে।

নিমটুথ পেষ্ট—
নিম দাঁতনের সর্ব্বগুন সংরক্ষিত দাঁতের মাজন। দাঁতের রোগ দূর করে।

রেণুকা—
নিম টয়লেট পাউডার। শিশু ও নারীর কোমলাঙ্গের সম্পূর্ণ উপযোগী।

সিলট্রেস—
চুল পরিষ্কারের জন্য তরল সাবান।

ভৃঙ্গল—
সুগন্ধি মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল। মাথা স্নিগ্ধ করে।

লাইজু—
লাইম-ক্রীম গ্লিসারীন। অবাধ্য চুল বশে রাখে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল বালিগঞ্জ; কলিকাতা

যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ও নানারূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এজন্য যাদবপুর যক্ষ্মানিবাসে ১,৩৬,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। রোগ আরম্ভ হইলেই যাহাতে উহা ধরিতে পারে এবং যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করিতে পারে, এইরূপ মেডিক্যাল অফিসারদের শিক্ষার জন্য ২৫,০০০৲ টাকার বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। যক্ষ্মা-রোগীদিগকে পুষ্টিকর খাদ্যদান ও চিকিৎসার জন্য সদর হাঁসপাতাল গুলিতে আরও ৭৫,০০০৲ টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গলের জন্যও নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আরও বহু ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্ত্রিমণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন।

পল্লীবাসীদের যথাযোগ্য চিকিৎসার, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, ছেলে-মেয়ে ও প্রাপ্তবয়স্কদিগকে শিশু-মঙ্গল, প্রসূতি-মঙ্গল প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া পল্লীবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে এবং বাজেটে ইহার প্রাথমিক বরাদ্দস্বরূপ ১,৫০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পল্লীবাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা

পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মন্ত্রিমণ্ডলী ইতিপূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছেন। একটি কুটীর হাঁসপাতাল স্থাপনই পরিকল্পনাটীর উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে পরিকল্পনাটী যখন পূর্ণ আ[illegible] করিবে, তখন দেশ পল্লী-চিকিৎ[illegible]রিয়া উঠিবে এবং গ্রামবাসীরা [illegible] বহু[illegible] চিকিৎসার উপকার গ্রহণ [illegible] থানা ও ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-চিকিৎসালয়ের জন্য ১৯৩৮-৩৯ সনে ১,৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হইয়াছে।

আদর্শ স্বাস্থ্য-সঙ্ঘ।—গভর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরে হুগলী জেলার সিঙ্গুরে একটা আদর্শ স্বাস্থ্য-সঙ্ঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ লইয়া সঙ্ঘটী গঠিত হইবে :—

(১) প্রথম শ্রেণীর হেল্থ অফিসারের যোগ্যতাবিশিষ্ট একজন মেডিক্যাল অফিসার। (২) একজন লেডী ডাক্তার। (৩) চারিজন স্বাস্থ্য-পরীক্ষক। (৪) আটজন ধাত্রী। (৫) চারিজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর। ও (৬) দুইজন কেরাণী ও কয়েকটী চাকর।

যে এলাকায় সঙ্ঘটী স্থাপিত হইতেছে, উহা সেই এলাকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগী হইবে। ইহা আধুনিক প্রথায় জল সরবরাহ, বাসগৃহ তৈয়ারী, শিশু ও প্রসূতি-মঙ্গল, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগ নিবারণ—এক কথায় গোটা এলাকার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। সঙ্ঘটী পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় স্থির করিবে, তাহা ছাড়া ইহা হেল্থ অফিসারদের শিক্ষালয়রূপেও ব্যবহৃত হইবে। এই সঙ্ঘটী পরিচালনের জন্য বৎসরে প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা খরচ হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ভবন এই সঙ্ঘকে অর্থ সাহায্য করিবে কিন্তু উক্ত সাহায্যের বরাদ্দ ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। পরলোকগত মিঃ এস, এন, মল্লিকের পত্নী মিসেস্ স্বর্ণপ্রভা মল্লিক ৮০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থের সাহায্যে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার করা হইয়াছে এবং বাড়ীর খরচপত্রও চালানো হইতেছে।

তামাকের কর প্রত্যাহার

পুরাতন আমলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য তামাকের উপর কর বসান হইয়াছিল। ইহা কৃষকদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়া কৃষকবন্ধু হক ছাহেব মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াই এই কর উঠাইয়া দেন। হক গভর্ণমেণ্ট অন্য কোনও দরকারী জিনিষের উপর আদৌ ট্যাক্স বসান নাই।

বন্দীমুক্তি—দমননীতি প্রত্যাহার

জনসাধারণ ভালরূপেই জানেন যে, মন্ত্রীমণ্ডলী দেশের শান্তিরক্ষার দিকে নজর রাখিয়া বিনা বিচারে আটক বন্দীদের কিভাবে ক্রমশঃ মুক্তিদান করিয়াছেন। ১৯৩৮ সনের ২৪শে আগষ্ট তারিখে এই মুক্তিদান শেষ হইয়াছে, কারণ ঐদিন ব্যবস্থা পরিষদের মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখন, ২,৬৯১ জন লোক আটক ছিল। কোথায় এবং কিভাবে তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছিল নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

(১) জেলখানায় ও বন্দী শিবিরে—১,০৪৮,

(২) পল্লী অঞ্চলে আটক—৮৫৩,

(৩) স্বগৃহেঅন্তরীণ—১৮২, চলাফেরায় অল্লাধিক বাধাপ্রাপ্ত—৪৫৮,,

(৪) শিক্ষা শিবিরে—১৩৪, এবং ১৮১৮ সনের ৩নং [illegible] পরিত্যাগ করারে [illegible]।

সন্ত্রাসবাদী দণ্ডিত আসামীদের জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী কি করিয়াছেন নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) ত্রাসবাদী সমস্ত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে আন্দামান হইতে বাংলায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

(২) এই সমস্ত বন্দীর শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দরকার মত ভদ্রলোক শ্রেণীর সমস্ত বন্দীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(৩) অনেক ক্ষেত্রে দণ্ড মকুপ করা হইয়াছে। ৬৪ জন সন্ত্রাসবাদী দণ্ডিত ব্যক্তিকে তাহাদের ম্যাদ শেষ হওয়ার আগে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

(৪) অস্থায়ী স্পেশাল জেলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আধুনিক ধরণের সেলুলার ঘরে বন্দীদের বসবাসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পুরাতন গভর্ণমেণ্ট বাংলা দেশের ২১৮টী সমিতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন ; মন্ত্রীমণ্ডলী ইহার মধ্য হইতে ১৭৬টী সমিতিকে নিষেধাজ্ঞা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন।

মন্ত্রিমণ্ডলী দাবী করিতেছেন যে, ভারতের আর কোন প্রদেশই জেলখানার বন্দী ও রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দীদের উপর এত বেশী দয়া দেখাইতে পারেন নাই।

বেকার সমস্যা আজ বাঙ্গালার দুরূহ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রীগুলি আনএমপ্লয়মেণ্ট অফিসার নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া তাহার উপর গোটা প্রদেশের বেকারদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহাদের

Admiral

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেতার যন্ত্র

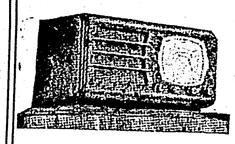

এ্যাডমিরাল অলওয়েভ ৬ ভোল্ট ব্যাটারী সেট—যেখানে ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাইবার উপায় একেবারেই নাই সেই সমস্ত সুদূর পল্লীতে বসিয়া সমস্ত জগতের খবরা খবর ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। মাত্র একটি ৬ ভোল্ট মোটর গাড়ীর ব্যাটারীতে ইহা চলে। ৬টী ভালভ ১৬ মিটার হইতে ৫৫৫ [uncertain reading] মিটার তিন ব্যাণ্ডযুক্ত।

সচিত্র তালিকার জন্য শীঘ্রই আবেদন করুন।

সোল ডিষ্ট্রীবিউরস্ :—

রেডিও এ্যাণ্ড ফটো ষ্টোরস

৪৪ বি, রবার্ট ষ্ট্রীট,

(সেনট্রাল এভিনিউ সাউথ)

[illegible] কলিকাতা ফোন বি, বি, ৪৪৮২

স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা দূর করুন

ভাইনোলা

স্নায়ু পুষ্টিকারক ও শক্তিবর্দ্ধক

যখন দেখিবেন রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে, তখনি বুঝিতে হইবে, তাহার **ভাইনোলার** প্রয়োজন। ফসফেট ও পেপটনের সংমিশ্রণে এই টনিকটি প্রস্তুত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহেই রোগিণী পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে, ক্ষুধা বাড়িবে, ওজন বাড়িবে স্নায়ু সবল হইবে। আজই এক বোতল কিনুন।

ইউনিয়ন ড্রাগ কোং লিঃ

২৮-৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জন্ম কোন কোন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা গভর্ণমেণ্টকে জানাইবার ভার দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বাংলার পুলিশ বিভাগে অন্ত প্রদেশ হইতে লোক আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়া বাঙ্গালী যুবকদের চাকুরী লাভের একটি নূতন উপায় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও স্বরাষ্ট্র সচিব আরো কতকগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার ফলে বাংলার ১০২০০ লোক চাকুরী পাইবে।

মাধ্যমিক বোর্ড স্থাপন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন ও বাংলায় একটা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম গবর্ণমেণ্ট দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বাংলার উভয় পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া কয়েক বার সভাও করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনার ফলে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়ার অফিসার একটা বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে উক্ত খসড়া সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন

মন্ত্রীমণ্ডলের কার্য্যতালিকার শেষ দফায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মন্ত্রীসভা এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই এবং মাত্র অল্পদিন হইল তাঁহারা এ প্রশ্নসম্পর্কে একটা শেষ মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী এই কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সকলেই আশা করে।

শ্রমিক-কল্যাণ প্রচেষ্টা

বাঙ্গলার প্রাণশক্তি হইল কৃষক ও মজুর সম্প্রদায়; ইহাদের উন্নতি অবনতির উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। আনন্দময় মন লইয়া একটা চাষী ও মজুর যত ফসল ও মিলজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে রুগ্ন দেহ অসন্তুষ্ট মন লইয়া সে ততটা পারে না। তাই বলিতেছিলাম, চাষী ও মজুর সম্প্রদায়ই জাতির বা দেশের সত্যকার সম্পদ। এতকাল দেশের শ্রমিক মজুরদের উন্নতিকল্পে কোনরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় নাই, নয়া শাসনের আমল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কৃষক প্রজার অবস্থার উন্নতির জন্ম প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন আইন, কৃষকের ঋণ লাঘব আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। তেমনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্ম একজন মন্ত্রীর অধীনে শ্রমিক বিভাগ গঠন করা হইয়াছে। মজুরদের মঙ্গল সাধন ও তাহাদের স্বার্থরক্ষাই এই বিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। একজন মজুর কমিশনারের হাতে এই বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং দুইজন সরকারী মজুর কমিশনার তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ আরও দুইজন মজুর অফিসার নিয়োগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই দুইজনের দ্বারা মজুরদের যদি সত্য সত্যই কোন উপকার হয়, আর মজুরগণ যদি সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই ধরণের আরও কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হইবে। অফিসার প্রভৃতি নিয়োগের পর মজুরদের সম্বন্ধে নানারূপ সংখ্যা-তালিকা এবং তাহাদের হিতকর বহু কাজ আরম্ভ করা হইবে এবং এমন একটা পরিকল্পনাও স্থির করা হইতেছে।

মন্ত্রিমণ্ডলী যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন একটা বিরাট চটকল ধর্ম্মঘট চলিতেছিল, বেকার হইয়া বসিয়া থাকার জন্ম বহু মজুর ভীষণ কষ্টভোগ করিতেছিল। সম্মানজনকভাবে মীমাংসার কোন সন্ধানও মিলিতেছিল না। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সমর্থনে মাননীয় শ্রমিক-মন্ত্রী মিঃ হোছাইন শহীদ ছোহরওয়ার্দী সম্মানজনকভাবে ধর্ম্মঘটের অবসান করেন। মাননীয় মন্ত্রী মজুরদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ধর্ম্মঘট থাক আর নাই থাক, সব সময়েই তিনি মজুরদের উপকার করিতে প্রস্তুত আছেন। এই ঘটনার পর হইতে মজুর বিভাগ মজুরদের মঙ্গল সাধনের জন্ম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

মালিক, গভর্ণমেণ্ট ও সমগ্র সমাজ যাহাতে মজুরদের সহিত সদব্যবহার করে এবং দেশের অর্থসম্পদে মজুরদের দাবীও যাহাতে যথারীতি স্বীকৃত হয়—গভর্ণমেণ্ট সেদিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মজুরগণ যাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী-দাওয়াগুলি আদায় করিতে পারে, মালিকদের সহিত বিবাদে জয়লাভ করিতে পারে এবং মালিকদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি, দেশের সম্পদ উৎপাদনেই বা তাহাদের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে পারে, গভর্ণমেণ্ট সেইজন্ম মজুরদিগকে ন্যায়সঙ্গত [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] করিয়াছেন। ন্যায়পথে [illegible] পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইতেও সম্মত হইয়াছেন এবং মালিকগণও যাহাতে উহা অনুমোদন করেন তাহার ব্যবস্থাও করিবেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, মজুর প্রতিনিধিগণ সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়াই উত্থাপন করিবেন। এইরূপ দাবী-দাওয়া যাহাতে পুরণ হয় গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম মজুরদিগকে কোনওরূপ অত্যাচার অনাচার সহ্য করিতে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর মজুর-নীতিরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মজুর-মন্ত্রী আশা করেন যে, শীঘ্রই তিনি এমন সুদিন দেখিতে পাইবেন, যখন মজুরগণ আইন কানুনের ভিতর দিয়াই তাহাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে এবং নিজেদের অবস্থারও উন্নতি সাধন করিবে। মজুরগণ যাহাতে আপনাদিগকে ভালরূপে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইতে পারে, সেজন্ম মজুর-মন্ত্রী যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

ফ্যাক্টরী আইনের অধিকার বিস্তার

গবর্ণমেণ্ট সকল শ্রেণীর মজুরদের সুবিধার জন্ম ছোটখাট কারখানাতেও ফ্যাক্টরী আইনের ধারাগুলি প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অল্পবয়স্ক মজুরদের শোষণ এবং অস্বাস্থ্যকর বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে খাটাইবার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যুৎচালিত ছোটখাট কারখানাতেও ফ্যাক্টরী আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব করিয়াছেন। বাংলার সরকারী মজুর বিভাগও এসম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, অনেক কারখানায় মজুরদের কাজের কোনওরূপ নিশ্চয়তা নাই বা মজুরীর হারেরও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সেইজন্ম গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক দফা শিল্প সম্বন্ধে সেখানকার মজুরদের কাজকর্ম্মের হালচালের তদন্ত করিয়া তদন্তের ফলাফল লিখিয়া রাখিতে চান। তাহা হইলে মালিকগণ যে কিরূপ লোক তাহা মজুরগণ অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারিবে মজুর মন্ত্রী আশা করেন যে, মজুরদের কাজের স্থায়িত্ব বিধান করা হইবে, বিনা কারণে যাহাতে তাহারা বিতাড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইবে, নিয়োগের রেজিষ্ট্রারী বহি বা নিয়োগপত্রের দ্বারা মজুরদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে, ঘুষ প্রথা বিলুপ্ত হইবে। মালিকগণ মজুরদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার ভাবই দেখা দিবে। মন্ত্রিসভা এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। বহু মালিক ইতিমধ্যেই মজুরদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মজুরবিভাগের পক্ষে ইহা কম আনন্দের কথা নয় যে, বর্ত্তমানে কলকারখানায় ঘুষের কারবার একেবারে উঠিয়াই গিয়াছে। যাহাতে এই কুপ্রথা আবার মাথা না তোলে, সেজন্ম মজুর বিভাগ রীতিমত নজর রাখিয়াছেন।

মজুরদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা

সাধারণতঃ মিল অঞ্চলে শ্রমিকরা যেরূপ অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করে, [illegible] তাহাদের দৈনন্দিন [illegible] প্রণালী [illegible] প্রদ নয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে অধিকদিন থাকিতে দিলে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ মজুর সম্প্রদায় শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।

তাই মজুরদের খাওয়া-পরা ও বাসস্থান প্রভৃতির যাহাতে উন্নতি হয় এবং বড় বড় শিল্প ও কলকারখানার মালিকগণ যাহাতে মজুরী পরিশোধ ছাড়া মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্ম অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, মজুর-মন্ত্রী সেজন্মও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কলকারখানার উপর অসম্ভব চাপ দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ তাহা হইলে মালিকদের লোকসান হইতে পারে, ফলে কলকারখানাও বন্ধ হইতে পারে এবং ঐরূপ ব্যবস্থার ফলে শেষ পর্য্যন্ত মজুরদেরই ক্ষতি হইবে। গভর্ণমেণ্ট সেইজন্ম মালিকদিগকে প্রথমে মজুরদের সহিত মিলামিশা করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগগুলি বুঝিয়া লইবার জন্ম অনুরোধ করিতেছে। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, মালিকগণ মজুরদের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মন দিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিতে আরম্ভ করুন।

ইহা একান্ত সুখের বিষয় যে, ভারতীয় চটকল সমিতি এবং অন্যান্য বড় বড় কল কারখানার কার্ম ও মালিকগণ এই সরকারী নীতি মানিয়া লইয়াছে। ইঁহারা কয়েকজন মজুর অফিসারও নিয়োগ করিয়াছেন। এই অফিসারগণ মজুরদের সহিত মিশিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিবে। মজুর-মন্ত্রী আশা করিতেছেন যে, অন্যান্য মালিকগণও যথাসময়ে মজুর অফিসার নিয়োগ করিয়া মজুরদের সহিত মিলা-মিশার ব্যবস্থা করিবেন, মজুরদের সুচিকিৎসা, ভাল গৃহে বসবাসের বন্দোবস্ত করিবেন। চাকুরির স্থায়িত্ব দান করিয়া বিনা কারণে বরখাস্ত করার পথ বন্ধ করিবেন এবং যে সমস্ত মজুর বহুদিন ধরিয়া কাজ করিতেছে তাহাদের পেন্সন বা এককালীন দান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবেন। মজুরদের জন্ম গবর্ণমেণ্ট একটি হিতসাধন বিভাগ (welfare) খুলিয়া, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মজুর সেবায় প্রস্তুত, তাহাদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের শিক্ষা, মজুরদের স্বাস্থ্যরক্ষা, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, ঔষধপত্রাদি বিতরণ, মিতব্যয়িতা শিক্ষা, মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদির বিলোপসাধন সম্বন্ধে সমিতিসমূহ গড়িয়া তোলাই ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন মজুর মহল্লায় কয়েকটি যক্ষ্মানিবারণী ও অন্যান্য ব্যাধিসংক্রান্ত চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলে বাংলার সমস্ত অঞ্চলেই এই ধরণের ডাক্তারখানা স্থাপন করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট মজুরদের বাসগৃহ-সমস্যা দূর করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছেন। মজুরদিগকে অনেক সময় উপযুক্ত বাসগৃহের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়; গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়ম বলবৎ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট মজুরদের মধ্যে ব্যাধি-বীমা সমিতি স্থাপন ও শিক্ষা বিস্তার, মজুরদের স্বাস্থ্যরক্ষা, ঋণের দায় ও মহাজনের হাত হইতে রক্ষা, মজুরদের [illegible] নিষপত্র সরবরাহের জন্ম [illegible] ভ ষ্টোর [illegible] প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার মজুর-হিতকর কাজ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

প্রসূতি কল্যাণ ও অন্যান্য আইন কানুন

যে সমস্ত নারী-মজুর কোনও কোম্পানীর অধীনে অন্ততঃপক্ষে নয় মাস ধরিয়া কাজ করিতেছে, তাহারা গর্ভবতী হইলে যাহাতে বেতনসহ আট সপ্তাহের ছুটী পায়, সরকারী মজুর বিভাগ সে সম্বন্ধে একটা বিল আনয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে বিলটী গৃহীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

দোকানে কাজের সময় বাঁধিয়া দেওয়ার জন্মও গভর্ণমেণ্ট আর একটা বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। দোকানে কর্ম্মচারীদের বেতন যেমন অল্প তেমনি তাহাদিগকে অতিরিক্ত সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, বিলটী আইনে পরিণত হইলে ইহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৪ সনের বঙ্গীয় মজুররক্ষা আইন, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকবিরোধ আইনের সংশোধনের জন্ম চেষ্টা করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে মজুরদের ন্যায্য অধিকার দান ও তাহাদের সুখ সুবিধার জন্ম উপযুক্ত আইন জারি করার ভরসাও রাখেন। কারখানা-মজুরদের পারিবারিক আয়-ব্যয় তালিকা প্রস্তুত, মজুরদের দেনার পরিমাণ স্থির ইত্যাদি মজুরসংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যার বিষয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই সমস্ত চেষ্টার ফলে মজুরদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে।

সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ

বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট আপন নীতি স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেবলমাত্র সহরে নয় পল্লী অঞ্চলেও সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া সেখানে নানাপ্রকার শিল্প স্থাপন, জল সেচের ব্যবস্থা করা এবং পল্লীর আরও নানাপ্রকার অভাব দূর করা গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক উদ্দেশ্য। এজন্ম গবর্ণমেণ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহের উপায় আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে তদন্ত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলিকে সায়েস্তা করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট নানারূপ পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছেন। খোদ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এবং গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ নীতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারী মজুর বিভাগ যে কিরূপ নীতি গ্রহণ করিয়া চলিতেছে, উপরের লিখিত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা তাহার কিছু আভাষ পাওয়া যাইতেছে: কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিভাগটী সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ মাত্র। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের পর এদেশে সর্ব্বপ্রথম এই বিভাগ খোলা হইয়াছে। তবে কালে কালে এই বিভাগের কাজ বাড়িয়া যাইবে, অনেক ভাল ভাল ব্যবস্থাও কার্য্যে পরিণত হইবে।

কুলটী-হীরা ধর্ম্মঘটের মীমাংসা

ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইলেই শান্তিপূর্ণভাবে কোনো উপায়ে উহার মীমাংসা করাই বড় [illegible] গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কুলটী ও হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর মজুরদের মধ্যে যে ধর্ম্মঘট দেখা দিয়াছিল, মজুর-মন্ত্রী তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই হস্তক্ষেপ করেন। কোম্পানী এবং মজুরদের প্রতিনিধিদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি দুই দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ধর্ম্মঘট মিটাইয়া দেন। মীমাংসা-বোর্ড স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের ভার বোর্ডের হাতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। একজন সিনিয়র জজ বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন এবং দুই পক্ষ হইতে এক একজন প্রতিনিধি বোর্ডে আছেন এই ব্যবস্থার ফলে এই বিরাট জাতীয় কারখানায় স্থায়ী শান্তি এবং মজুর ও মালিকদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মজুর-মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এত সন্তোষজনক হইয়াছিল যে, মজুরসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মানেকহোমী আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া মজুর-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ছোহরওয়ার্দীর নিকট টেলিগ্রাম করেন।

আবগারী নীতি

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী পানদোষপ্রথাও সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে চান। পরীক্ষার জন্ম তাঁহারা প্রথমে ১৯৩৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে নোয়াখালী জেলায় পানদোষ নিবারণের ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবনের আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বটে, কিন্তু একদিনেই লক্ষ লক্ষ লোকের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা [illegible] সহজ ব্যাপার নয়। আদিম অধিবাসীদের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বেশ কিছু হুঁসিয়ার হওয়াও দরকার; দূর প্রাচীনকাল হইতে ইহারা ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে মদ পান করিয়া আসিতেছে। এই বদ্অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার পূর্ব্বে প্রথমে অনুরোধ উপরোধের দরকার। মোটের উপর এরূপক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে।

আবগারী বিভাগ হইতে বাংলা গবর্ণমেণ্টের মোটা রাজস্বের সংস্থান হইয়া থাকে; সুতরাং পান-দোষ নিবারণের নীতি গ্রহণ করিলে যথেষ্ট আর্থিক গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। পানদোষ প্রথা নিবারণ করিতে হইলে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে। এই ব্যয়ের সংস্থান ও বর্ত্তমান আবগারী রাজস্বের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্ম নূতন রাজস্ব সংগ্রহের উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। নূতন রাজস্বের বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে বাংলার সরকারী রাজস্বে ভীষণ ঘাটতি পড়িবে এবং ঘাটতির ফলে জাতীয় সংগঠনমূলক কার্য্যাদির জন্ম গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। পানদোষ নিবারণের জন্ম যদি গঠনমূলক কার্য্যাদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়ই হইবে। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি কার্য্যে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার আর্থিক দিকটাও তলাইয়া দেখিতেছেন।

বর্ত্তমানে যাহাতে "খুব কম বিক্রয় করিয়া বেশী অর্থ" পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট সেই নীতিই অবলম্বন করিতে চান। পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট অল্প মাত্রায় মাদক দ্রব্য সেবনের অনুমতি প্রদান করিতেছেন বটে, কিন্তু যাহাতে নিতান্ত অল্প মাত্রায় উহা ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং পানদোষ ক্রমে ক্রমে নিবারিত হইবে।

লবণ শিল্পে সাহায্য দান

বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার লবণ শিল্পের বিস্তারসাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই নীতির পরিচয় পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম ট্রেডিং ইউনিয়নকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রের ধারে কক্সবাজার অঞ্চলে ব্রহ্মদেশীয় প্রথায় লবণ তৈয়ার করা যায় কিনা, ইউনিয়ন সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। সুন্দরবনে লবণের কুঠি স্থাপন করা যায় কিনা, মন্ত্রিমণ্ডলী সে সম্বন্ধেও তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে এক সময় যখন দেশীয় লবণদ্বারাই দেশের অভাব পূরণ হইত, তখন সুন্দরবন অঞ্চলেই সমস্ত লবণ প্রস্তুত হইত। আবগারী বিভাগের একজন এবং বনবিভাগের একজন, এই দুইজন অভিজ্ঞ সিনিয়র অফিসারের উপর তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী অফিসারগণ তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে তাহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুন্দরবনে যদি আবশ্যকীয় জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় তাহা হইলে বাংলায় [illegible] তৈয়ারীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ধরা হইয়াছে যে, সুন্দরবনে ৪৭ লক্ষ

[illegible] সার্বভৌম বিরাট আয়োজন

কোরআন মঞ্জুরা—মৌলবী ছৈয়দ আবুল মনছুর প্রণীত। আমপারার প্রত্যেক ছুরার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ। মূল কোরআনের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া শাব্দিক অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে কোন অলীক গল্পগুজবের অবতারণা নাই।

ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে মূল কোরআনের যে একটি অভিনব রচনা-ভঙ্গি আছে সে দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পুস্তকখানা ৬৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য মাত্র চারি আনা।

কোরআন পরিচয়—মৌঃ আবু আহমদ প্রণীত। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পুস্তক। ইহাতে কোরআন মজিদে বর্ণিত প্রত্যেক রুকুর বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং যে-কোন ঘটনা বা মাছএলা ও ছুরা ইত্যাদি অবলম্বে খুঁজিয়া বাহির করার নিয়ম ও বিশুদ্ধ পঠন-নীতি প্রদত্ত হইয়াছে।

কোরআনের গল্পগুচ্ছ—(১ম ভাগ) মোহাম্মদ আবিদ আলী এম, এ, বি, টি, প্রণীত। ইহাতে হজরত আদম (আঃ) হইতে হজরত ইউছুফ (আঃ) পর্য্যন্ত কোরআন শরীফের বর্ণিত সমস্ত পয়গম্বরগণের জীবনী এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।
প্রয়োজনীয় পুস্তক। কারণ পুস্তকখানা শিশুদিগের পক্ষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ও রচিত বলিয়া শিশুদের চিত্তাকর্ষক হইবে; বিশেষ চতুরতা সংকারে গল্পাকারে পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণের খাটি ও সত্য জীবনী সম্বলিত বলিয়া তাহাদের আদর্শ জীবন গঠনের বিশেষ সহায়ক হইবে। উত্তম বাঁধাই মূল্য ৸৹

হাদীছের গল্পগুচ্ছ—মোহাম্মদ আবিদ আলী, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। বোখারী মোছলেম প্রভৃতি মূল গ্রন্থ হইতে চরিত্রগঠনোপযোগী কতকগুলি বাছাই হাদীছের সহজ সুন্দর অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। উত্তম বাঁধাই ৸৹

বঙ্গে ছুফী প্রভাব—ডাঃ এনামুল হক, এম-এ, পি-এইচ-ডি প্রণীত। গ্রন্থকার ইংরাজীতে যে-গ্রন্থ লিখে 'ডক্টর' উপাধি পেয়েছেন তারই সার সংগ্রহ। উত্তম বাঁধাই। ২৲

সতী রহিমা— মোহাম্মদ মনছুর আলী প্রণীত। ২য় সংস্করণ। স্বামীর দুঃখ ও নিরাশ জীবনে তিনি স্বামী ভক্তির যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন তা অতি সুন্দরভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে। উত্তম বাঁধাই ॥৹

দরবেশ জীবনী—ডাঃ নুৎফর রহমান প্রণীত। ইহা পাঠে হৃদয় মহৎ ও পবিত্র জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মোছলেম গৌরব-যুগের জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠবে। মূল্য ॥৹

উন্নত জীবন—(৫ম সংস্করণ), ঐ প্রণীত। সমস্ত সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত মূল্য ॥৹

পথহারা—ঐ প্রণীত, ২য় সংস্করণ। প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন আলাপ, সাধু-সাধ্বীর হিতোপদেশ, মানব চরিত্রের বিভিন্নরূপ ও তার পরিণতির সুন্দর চিত্র। ভাষার সারল্য ও বলার ভঙ্গি চমৎকার। উত্তম বাঁধাই। ১৲

কাচ ও মণি – মওলবী একরাম উদ্দীন প্রণীত। চিত্তাকর্ষক মনমাতানো উপন্যাস। পুণ্যের উত্থান ও পাপের পতনের নিখুঁত চিত্র। সমস্ত সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। উত্তম বাঁধাই। ১॥৹

সোণার কাঁকণ—কবি শাহাদৎ হোছেন প্রণীত। প্রেমের মাধুর্য্য, ত্যাগের মহিমা এবং আত্মোৎসর্গের সমুজ্জ্বল চিত্র। উত্তম বাঁধাই। ১৲

অদৃষ্টের পরিহাস—হরমুজ আলী, বি-এল প্রণীত। কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ, আদর্শ-শূন্য জীবনের উত্থান-পতন, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়েই ইহা আধুনিক ধরণে রচিত। উত্তম বাঁধাই। ৸৹

নির্ঝর [কবিতা]—ইহার প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি লাইন পাঠকের হৃদয়ে প্রবল উন্মাদনা ও ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে; প্রতি শিরা উপশিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিবে।
কবির মৌলিক কবিতার সহিত হাফেজ, রুমী প্রমুখ মহাকবিগণের কয়েকটি অনুবাদও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। উত্তম বাঁধাই মূল্য ১৲

বিজ্ঞানে মুছলমানের দান---আকবর আলী, এম, এস-সি (যন্ত্রস্থ)
ভবিষ্যতের বিজ্ঞান---- ঐ "
ইরাণের কবি ----অধ্যাপক মনছুর উদ্দিন, এম, এ। "
কামাল আতাতুর্ক—মোহাম্মদ মোবারক আলী "

প্রাপ্তিস্থান— মোহসিন এণ্ড কোং ৬৬-১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

মণ জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাইবে এবং ৩৭ লক্ষ মণ অর্থাৎ বাংলার মোট প্রয়োজনের শতকরা ৪৬ ভাগ লবণ উৎপন্ন হইবে। খোদ সরকারী পরিচালনাধীনে গভর্ণমেণ্ট ফ্যাক্টরী স্থাপন ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করিয়া বাংলার লবণ শিল্প গঠনের এক বিরাট পরিকল্পনা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। বর্ম্মা দেশের লবণ শিল্পের অবস্থা ও উন্নতি কিরূপ এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত কর তুলিয়া দেওয়ায় বর্ম্মার লবণ শিল্পের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে তথ্যাদি জানাইবার জন্য বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সিন্ধু প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট লবণের উপর শুল্ক পুনরায় প্রবর্ত্তনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য চিন্তা করিতেছে কিনা এবং বাংলার গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন করিলে ঐ সমস্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা সমর্থন করিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে ঐ সমস্ত গবর্ণমেণ্টের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং উত্তরের প্রতীক্ষা করা হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৯-৪০ সন হইতে লবণকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বাংলায় লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে তাহার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে কি না, সরকারী বনবিভাগ সে সম্বন্ধে বিবে[illegible]

কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলায় সিঙ্কোনা আবাদের বিস্তার সাধন এবং সিঙ্কোনা গাছের ছাল সরবরাহ ও কুইনাইন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আগামী বৎসর হইতে কালিম্পং বন-বিভাগের রঙ্গো ব্লকে তৃতীয় সিঙ্কোনা বাগান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মঞ্জুর হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশবাসীর মধ্যে কুইনাইনের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, এই ব্যবস্থা সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করিতে পারিবে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে এবং চলতি আর্থিক বৎসরে ইহা আরম্ভ করিবার জন্য আইনসভায় ভোট পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য পরিকল্পনাটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতেছে :—

(১) ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মায় সিঙ্কোনা আবাদ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ঐ আবাদের কতকাংশ বাংলাকে দেওয়ার জন্য স্থির করিয়াছে; সুতরাং বাংলাতেই সিঙ্কোনার আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

(২) সিঙ্কোনা আবাদের উপযোগী নূতন জমির সন্ধান না মিলায় এবং মনসং বাগিচায় সিঙ্কোনা গাছে রোগ ধরায় অদূর ভবিষ্যতে সিঙ্কোনার ছালের অভাব ঘটিবে বলিয়া বাংলা সরকারের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

জনসাধারণ বহুদিন যাবৎ কুইনাইনের অভাবের কথা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অধিকতর পরিমাণে কুইনাইন সরবরাহ সমস্যা অনেকাংশে পূরণ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রেসিডেন্সী জেলে কুইনাইন বিক্রির যে ব্যবস্থা আছে সিঙ্কোনা বিভাগ উহা রদ করিয়া কলিকাতার নিজস্ব বিতরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুপারিশ করিয়াছে। প্রেসিডেন্সী জেল হইতে বিতরণ করার চেয়ে ইহাতে কুইনাইন বিতরণের সুবন্দোবস্তই হইবে।

জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের কুইনাইনের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সঙ্ঘের দ্বারা জনসাধারণের অভাব মিটাইবার পর এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্য কোনও অঞ্চলে কুইনাইন সরবরাহ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই অসুবিধার কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী সিঙ্কোনা বিভাগটী ঢালিয়া সাজিবার জন্য একটী পরিকল্পনা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। নয়া পরিকল্পনা অনুসারে কুইনাইন প্রস্তুত ও বিতরণের সহিত সিঙ্কোনা আবাদের কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া এক একটী বিভাগের ভার এক একজন বিশেষজ্ঞের হাতে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন ফ্যাক্টরীতে আধুনিক ধরণের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি বসাইয়া হাইড্রো কুইনাইন, কুইনাইন বাই-হাইড্রোক্লোরাইড প্রস্তুত করিয়া এজেণ্টের দ্বারা ঐ সমস্ত বিক্রয়ের জন্যও একটী পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই উহার কাজ আরম্ভ হইবে।

মনসিং সিঙ্কোনা বাগিচায় মজুরদের খেলার ময়দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছিল, চলতি আর্থিক বৎসরে তাহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সিঙ্কোনা বাগিচার মজুরদিগকে নগর জীবন হইতে বহু দূরে থাকিতে হয়। [illegible] উদ্যান হইলে তাহাদের সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ হইবে।

দার্জ্জিলিং প্ল্যাণ্টার্স' এসোসিয়েশন তাহাদের পরিত্যক্ত জমিতে সিঙ্কোনা আবাদের প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করা হইয়াছে। সুতরাং সিঙ্কোনার আবাদে এখন বেসরকারী পুঁজিও নিয়োগ করা হইবে।

বন বিভাগের নীতি

দিল্লী সহরে ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে বন বিভাগটীর সংস্কারের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী চিন্তা করিতেছেন। এজন্য বর্ত্তমান ভারতীয় ফরেষ্ট সার্ভিস ও বেঙ্গল ফরেষ্ট সার্ভিসের পরিবর্ত্তে একটি প্রাদেশিক সার্ভিস পত্তন করা হইবে। বর্ত্তমানে এই নূতন সার্ভিসের নিয়ম-কানুন তৈরী করা হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গের বনগুলি ক্রমশঃ উজাড় হইয়া যাইতেছে। ফলে জমি, কৃষি ও নদ-নদীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং হইতেছে। মোটের উপর পল্লী অঞ্চলের উন্নতির পক্ষে ইহা বিষম বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইজন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদিগকে লইয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটি এই অনর্থের মূল সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবে।

গবর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলকে বন্যা ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও গোটা প্রদেশের অধিবাসীদের জ্বালানী কাঠ ও তক্তা সরবরাহের সুবিধার জন্য যতদূর সম্ভব সরকারী বেসরকারী মূল্যবান জঙ্গলগুলি সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে মালিকদের

ঈদ উপলক্ষে
বিপুল সমাবেশ

আপনারা জানেন কি?

মেসার্স হাজি ইয়ার মোহাম্মদজান ডল্লার

ব্রাঞ্চ :— ৫৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড সুলতান বিল্ডিংএ খোলা হইয়াছে।

এখানে সকল রকমের অতি সুলভ মূল্যে নানা ফেসানের সাড়ী বানারসী; সিল্ক; পুতের থান ও কাশি সিল্ক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দোকানে পদধূলি দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন; বাজার অপেক্ষা সুলভ কিনা। এই আমাদের আন্তরিক অনুরোধ।

বিনীত—
ম্যানেজার

মওলানা মুহাম্মদ আক্‌হারউদ্দীন এম-এ সঙ্কলিত

কোরআনের আলো

ইহাতে ছুরা ইউছুফ, মরিয়ম, ত্বহা, ইয়াছিন, রহমান, মোল্‌ক প্রভৃতি দশটি সুপ্রসিদ্ধ ছুরার ও আমপারার সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ আছে। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলি ছুরার বৃহৎ অংশের সরল ও সঠিক অনুবাদ আছে। বস্তুতঃ ইহাই কোরআন শরীফের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুলভ চয়নিকা। মুক্তার মত ছাপা প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপটসহ মনোরম বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

হাদীছের আলো
বা
হাদীছশরীফের বঙ্গানুবাদ

ইহাতে ছেহাছেত্তা ও মিশকাত প্রভৃতি হাদীছ শরীফ হইতে বাছাই করিয়া করিয়া এক হাজার পচিশটী ছহী হাদীছের সরল বাংলায় অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া ইহাতে হাদীছ রচয়িতা এমাম ও মুহাদ্দেছদের জীবন চরিত আছে। ৩০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। পুস্তক দুইখানি বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রগুলি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

ইছলামের বিশেষত্ব

ইহাতে কোরআন ও হাদিছশরীফ দ্বারা ইছলামের সৌন্দর্য্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে অমুছলমান মনীষিদের বাণীগুলিও উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। হিন্দু ও মুছলমান প্রত্যেকেই ইহা পাঠে বিশেষরূপে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। ৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য চারি আনা মাত্র। একত্রে উক্ত তিন খানি পুস্তক তারকা চিহ্নিত * স্থান হইতে লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

প্রাপ্তিস্থান :—

* এ, কে, শামছুদ্দীন, পোঃ বাউফল, বরিশাল।	প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৫, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

অনুরোধে এবং তাহাদের সহিত চুক্তি করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি বেসরকারী জঙ্গলের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়া জেলা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলায় বর্ত্তমানে কিরূপ বনজঙ্গল আছে এবং এই সমস্ত জেলায় নূতন করিয়া বনজঙ্গল পত্তনের সুবিধাই বা কিরূপ, সে সম্বন্ধে তদন্তপূর্ব্বক রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য বেঙ্গল ফরেষ্ট সার্ভিসের একজন অফিসারকে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টটি এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে।

বর্ত্তমানে জীব জানোয়ারের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। সেজন্য বন্য জীবজন্তু রক্ষার সমস্যাটীও মন্ত্রীমণ্ডলীর নজরে পড়িয়াছে। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য জন্তু ও পাখী ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়াছে। শীঘ্রই যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে আরও কতকগুলি মূল্যবান সুন্দর পাখী ও জন্তু বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট অল্পদিন হইল গণ্ডার রক্ষা বিলটী ব্যবস্থা পরিষদে পাস করাইয়া লইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট সংশোধিত বন্য পাখী ও বন্য জন্তু রক্ষা বিলটীর নূতন সংশোধনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। শিকারযোগ্য প্রাণীদের জন্য কতকগুলি আশ্রয়স্থল এবং এই সমস্ত আশ্রয়স্থল পরিচালনার জন্য একটী বিশেষ বিভাগ পত্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। এই আশ্রয়স্থলগুলি তৈয়ারী হইলে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বন্য জন্তু রক্ষা পাইবে [illegible] ও বন্য অবস্থায় এই সমস্ত [illegible] শিক্ষা ও আমোদ [illegible]

খাসমহালের প্রজাদের অভিযোগের প্রতিকার

চট্টগ্রাম জেলায় সরকারী জঙ্গলের ধারে ধারে যে সমস্ত খাসমহালের প্রজা বসবাস করিতেছে, তাহারা কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতেছেন। কক্সবাজার অঞ্চলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি ইতিপূর্ব্বে মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

(১) মূল সংরক্ষিত জঙ্গল হইতে দূরবর্ত্তী এবং চারিদিকে আবাদী জমির মাঝখানে অবস্থিত ছোট ছোট জঙ্গলগুলি সাফ করিয়া ঐগুলি গো-চারণের জমিতে পরিণত করার জন্য খাসমহালের হাতে দেওয়া;

(২) যাহারা গো-মহিষ চরাইবার পাশ লওয়ার জন্য দরখাস্ত করে তাহাদিগকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহেরও পাস দান প্রথার বিলোপ সাধন; এবং

(৩) গ্রাম্য সতর্কীকরন কমিটী করিয়া লোকজনকে বন-আইন মান্য করা সম্বন্ধে উপদেশ দান ইত্যাদি।

খাসমহালের প্রজা ও গ্রামবাসীদিগকে আরও কতকগুলি সুবিধা দান সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন।

সরকারী বিভাগগুলিতে বাংলার কাঠ অধিক পরিমাণে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বন বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি সুন্দরবন, ঢাকা-ময়মনসিংহ বন বিভাগ এবং মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম জঙ্গল পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলা পরিভ্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কৃষি-নীতির পরিবর্ত্তন

কৃষকের ও মজুরের উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন যে, কৃষির উন্নতি ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ব্যতিরেকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি সম্ভব নয়। তাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর মাননীয় কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব নবাব খাজে হবিবুল্লাহ বাহাদুর আপন বিভাগের জন্য একটী বিস্তৃত পরিকল্পনা ও নীতি স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে নিম্নলিখিত দফাগুলির উপর সরকারী কৃষি বিভাগের বিশেষ নজর থাকিবে :—

(ক) চাষীরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করিতেছে তাহার গুণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা :

(খ) নূতন ও দামী ফসল এবং মূল্যবান খাদ্য শস্যাদির প্রবর্ত্তন ; এবং

(গ) চাষীরা যাহাতে উচিৎ মূল্য পাইয়া (ক) ও (খ) দফায় উল্লিখিত ব্যবস্থাদি কাজে পরিণত করিতে পারে, সেজন্য সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করা।

কৃষি বিভাগের পরিকল্পনায় যে সমস্ত কাজ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে; নিম্নলিখিত কতকগুলি বড় বড় ভাগে ঐগুলি বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(১) কৃষি বিষয়ক শিক্ষা, (২) পশুপালন (৩) পরীক্ষাদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া (৪) পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার, (৫) বিক্রয়ের ব্যবস্থা (৬) সরকারী সাহায্য দান, (৭) কৃষি গবেষণা, (৮) [illegible] কাজের [illegible] উপরোক্ত [illegible] কিরূপ [illegible] হইয়াছে, নিম্নে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল :—

কৃষি-শিক্ষা

কৃষি বিষয়ক শিক্ষা পরিকল্পনা দুইভাগে বিভক্ত, যথা :—(ক) মাধ্যমিক কৃষি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ও উহার উন্নতি সাধন।

বর্ত্তমানে ঢাকার কৃষি বিদ্যালয়টীই বাংলার একমাত্র কৃষি শিক্ষার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় হইতে প্রধানতঃ ডেমনষ্ট্রেটর শ্রেণীর লোক তৈরী হয়। স্কুলটীর শিক্ষাদান প্রণালী আরও উন্নত করিয়া এই ধরণের আরও কয়েকটী স্কুল পত্তনের কথা স্থির হইয়াছে। এই জন্য ঢাকা কৃষি স্কুলের সাবর্ডিনেট এগ্রিকালচারেল সার্ভিসের দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইজন শিক্ষকের স্থলে উক্ত সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর দুইজন শিক্ষক নিয়োগের কথা স্থির হইয়াছে এবং চুচুড়ার ভূতনাথ এগ্রিকালচারেল স্কুলটী ঢাকা স্কুলের মতো একটী সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে।

(খ) বঙ্গদেশে উচ্চতর কৃষি-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

বাংলায় এ বিষয় যথেষ্ট অভাব আছে। বাংলায় কৃষি উন্নতির জন্য উচ্চতর কৃষি-শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন ত আছেই, তাহা ছাড়া কৃষি বিভাগের বড় বড় চাকুরীর জন্যও যোগ্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাব আছে, বর্ত্তমানে অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোক আমদানী করিয়া অভাব পূরণ করা হইতেছে বটে, কিন্তু বাংলার শস্য, আবহাওয়া, জমি জমা প্রভৃতির সহিত এই সমস্ত কর্ম্মচারীর আদৌ পরিচয় না থাকায় ফল নিতান্ত

"ওয়েষ্ট এণ্ড" এর নূতন এলার্ম-টাইমপিস্ "ইণ্ড" এর ডিজাইন খুব পরিস্কার ও মনোরম, দেখিতে দামী ঘড়ির মত এবং ইহার কলকব্জা খুব মজবুত। ইহাকে দীর্ঘকালস্থায়ী ও সঠিকসময়রক্ষক করেই তৈরী-করা হ'য়েছে। ইহার এলার্ম ক্রমাগত বা সময় সময় বাজিতে থাকে। "ইণ্ড" ঘড়ি কিনুন, এই মূল্যে ইহা অত্যন্ত লাভজনক।

সাবধান—নকল খাঁটি "ইণ্ড" ঘড়ির এলার্মের ডায়েলের উপর ওয়েষ্ট এণ্ড কোং এর পুরানাম অঙ্কিত দেখিবেন।

"ইণ্ড"এরএলার্ম ক্রমাগত ও সময় সময় বাজে
গ্যারাণ্টিক ডায়েল ৭৲; রেডিয়ম ৮৲
চাহিলেই বিনামূল্যে ক্যাটেলগ পাঠান হয়।

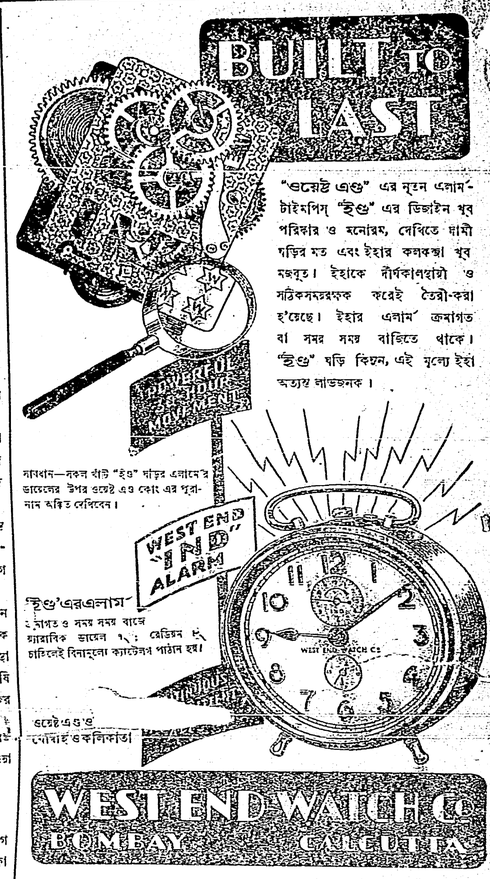

ওয়েষ্টএণ্ড
বোম্বাই ও কলিকাতা

—বঙ্গানুবাদ—

দিওয়ান্-এ-জেব্-উন্-নেসা

বাঙ্গালীকে এই অননুভূত রস পরিবেশন করেছেন, বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিভাদীপ্ত উদীয়মান
কবি ফজলুর রহমান।

এ কাব্যখানির প্রতি কার কি অভিমত পড়ুন :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—···বঙ্গানুবাদ সুন্দর হয়েছে। পড়ে সুখী হলেম······

আনন্দবাজার—···সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত সম্রাট-কন্যার প্রণয়বেদনার অশ্রুসিক্ত সঙ্গীত বিংশ শতাব্দীর বর্ণেও মধুবর্ষণ করিবে···

মোহাম্মদী—অনুবাদিত জিনিষটুকু মনোরম হইয়াছে—ইহাতে রসঘন কবিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন কোন স্থানে এত সুন্দর হইয়াছে যে, কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিলেই হয়······

প্রাপ্তিস্থান :—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী,
৮৬এ, লোয়ার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।
ও অন্যান্য পুস্তকালয়

...বজনকই হইতেছে। রাজসাহী বসন্তকুমার ইনষ্টিটিউট ১৯৩৬-৩৭ সনে এবং মন্ত্রিসভা গঠনের পর দৌলতপুর এগ্রিকালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। এই দুইটী বিদ্যালয় বাংলার অভাব সামান্য মাত্রাতেই পূরণ করিতে পারিতেছে। প্রাদেশিক এগ্রিকালচারাল সার্ভিস ও প্রথম শ্রেণীর সাবর্ডিনেট সার্ভিসের উপযোগী লোকজন যাহাতে তৈরী করা যায়, সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট একটী উচ্চাঙ্গের কৃষি শিক্ষালয় স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের পর এই পরিকল্পনার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষি শিক্ষালয়ের ডেয়ারী বিভাগের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সনের বাজেটে ডেয়ারী বিভাগের কাজ আরম্ভ এবং শিক্ষালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য খরচের বরাদ্দ হইয়াছে।

গৃহপালিত পশুর উন্নতি বিধান

একটী পৃথক পশু-পালন বিভাগ খোলার কথাও স্থির হইয়াছে। পশু-পালন বিশেষজ্ঞের অধীন পশুচিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন অফিসারকে লইয়া এই উপবিভাগটী গঠন করা হইবে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন এবং সদস্যদের মধ্যে কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর ও পশুচিকিৎসার পরামর্শদাতাও থাকিবেন। নূতন পশু-পালন উপবিভাগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা চলিবে:—

(১) বর্ত্তমানে যে সমস্ত ... কাজ হইতেছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে যে সমস্ত কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে ঐ সমস্ত কাজের বিস্তৃতি সাধন। পল্লী সংগঠনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ দান করিয়াছেন, তাহা হইতে এই সমস্ত কাজের সমস্ত বা আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রথম দফা অর্থ সাহায্য নিঃশেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা যে সমস্ত কাজ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা মাত্র তিন বৎসর ধরিয়া চলিতে পারে। সেইজন্য এই সমস্ত পরিকল্পনার কাজ পরিচালন এবং অস্থায়ী পদগুলির স্থায়িত্ব বিধান সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। মোটের উপর ১৯৪০ সনের শীতকালের পূর্ব্বেই পশু-পালন বিভাগের জন্য একদল স্থায়ী কর্ম্মচারী গঠিত হইয়া উঠিবে। গত বৎসর দুইটী পশু-পালন অফিসারের পদ স্থায়ী করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে দশ জন সহকারী পশু-পালন অফিসারের পদ স্থায়ী করা হইবে। শেষ পর্য্যন্ত দুইটী জেলার জন্য একজন পশু-পালন অফিসার এবং প্রত্যেক জেলায় একজন এসিষ্ট্যাণ্ট পশু-পালন অফিসার নিয়োগ করা হইবে।

(২) পশু-পালন পরিকল্পনার কাজ বাড়িয়া গেলে বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য একজন এসিষ্ট্যাণ্ট পশু-পালন বিশেষজ্ঞ ও তিন জন রেঞ্জ অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব উপাপিত হইয়াছে। বাজেটে একজন এসিষ্ট্যাণ্ট পশু-পালন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। উন্নত ধরণের গরু ও বাছুর পালন এবং অতিরিক্ত ষাঁড়গুলির মুষ্কচ্ছেদনের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা বেতনে ৭৮ জন ষ্টকম্যান নিয়োগ। বাজেটে ২০ জন ষ্টকম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উন্নত ধরণের কৃষিশিক্ষা দান

ডেমনষ্ট্রেশন।—এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাজ করা হইবে।

(১) ডেমনষ্ট্রেটরদের সংখ্যা বৃদ্ধি।—প্রত্যেক থানায় একজন ডেমনষ্ট্রেটর নিয়োগ করা মন্ত্রীমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। এজন্য প্রত্যেক বৎসর দশজন হিসাবে ইহাদের সংখ্যা বাড়ানো হইবে। বর্ত্তমান বৎসরেও দশজন অতিরিক্ত ডেমনেষ্ট্রটর নিয়োগ করা হইয়াছে।

(২) প্রত্যেক জেলায় এক একটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন।—মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ২৪ পরগণা ও যশোহর জেলায় এখনও পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয় নাই। এই পাঁচটী জেলাতেও ক্রমে ক্রমে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইবে। বাজেটে মেদিনীপুর জেলায় এইরূপ একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৩) জিলা কৃষি অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি।—কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন এবং পরীক্ষামূলক কার্য্যাদি পরিচালনের জন্য হাওড়া, মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জিলায় জিলা অফিসারের জন্য তিনটী অতিরিক্ত পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। হাওড়ায় জিলা কৃষি অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা ক... হইয়াছে।

(৪) চাষীদের ক্ষেত পরীক্ষা কার্য্যের ব্যবস্থা:—চাষীদের ক্ষেত পরীক্ষার কাজ চালাইবার জন্য ... ৯,০০০৲ ... ইন্সপেক্টরদের ... টাকেক্টা পূরণ হইবে। ... বাড়ানো ... হইয়াছে।

(৫) ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা:—পল্লী সংগঠনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের দেওয়া প্রথম কিস্তি হইতে কয়েকটী ইউনিয়ন বোর্ডে যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহাতে বেশ ফল হইয়াছে। এই সমস্ত কৃষিক্ষেত্র বা ফার্ম্মের ৯৬টার কাজ পুনরায় আরম্ভ করিয়া আরও তিন বৎসর ঐগুলিকে চালানো হইবে। আশা করা যায় যে, এই ব্যবস্থার ফলে ঐগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। এই ফার্ম্মগুলি বীজ সরবরাহ ও পরীক্ষা পরিচালনের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইবে। এইসমস্ত কাজের জন্য টাকাকড়ির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার কার্য্য:—সরকারী কৃষি বিভাগে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইনি সরকারী কৃষি বিভাগ ও প্রকৃত চাষীদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নানারূপ প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন এবং বর্ত্তমানে জিলা কৃষি অফিসারগণ ও পরীক্ষকগণ একা একা যে সমস্ত কাজ করিতেছেন তাহার মধ্যে একটা যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টা করিবেন। এইজন্য বাজেটে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিক্রয়ের ব্যবস্থা।—কৃষকগণ যাহাতে কৃষি সংস্কারের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারে, সেজন্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করার দরকার। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়েও চিন্তা করিতেছেন। আপাততঃ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট দরযুক্ত পাটের বাজার, পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ তৈয়ারীর সুব্যবস্থা এবং ডিম বাছাই কেন্দ্র স্থাপন

BURN'S
VITRI-CHLORINATOR
বার্ণের ভিট্রী-ক্লোরিনেটর

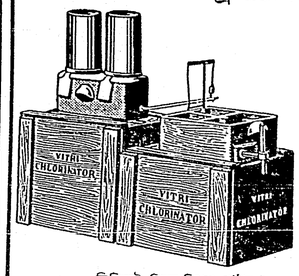

সস্তায় ও অতি সহজ উপায়ে জল পরিশুদ্ধি করিবার যন্ত্রের অভাব পূরণ করিয়াছে।

ভিট্রী-ক্লোরিনেটর অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী—ইহাতে কোন ধাতব পদার্থের অংশ নাই; সুতরাং মরচে ধরিয়া অব্যবহার্য্য হইতে পারে না। ইহা পানীয় জল পরিস্কার ও পরিশুদ্ধি করিয়া সরবরাহ করার জন্য অথবা সেপ্টিক্ ট্যাঙ্ক এফ্লুয়েণ্ট এবং বয়লার প্রভৃতির জলের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

লিখিলেই বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়

১২ মিশন রো
কলিকাতা

BURN & Co. Ltd.

কারখানা—রাণীগঞ্জ
এবং জব্বলপুর

১৭৮১ সনে স্থাপিত

B P—1

মওলানা মুহাম্মদ ... প্রকাশে

মুক্তা ঝরা হাস
সত্যই সম্ভবপর

যদি দাঁত গুণে নিখুত সাদা ধবধবে হয়। পরিস্কার সচ্ছল সুন্দর দাঁত যেমন স্বাস্থ্য সুন্দর ও ভাল বাসা লাভের একমাত্র উৎস তেমনি অপরিকার ও খারাপ দাঁত স্বাস্থ্য সুন্দর ও ভাল বাসার এক ভীষণ শত্রু। আজই আপনার দাঁত খুলি স্ক্রেপ করে এর মিমাংসা করুন। ডাঃ আমেদ দাঁত স্ক্রেপিং-এ, বিনা যন্ত্রনায় দাঁত তোলা, পাথর সোনা ও রূপার দাঁত তৈরীতে বিশেষ পারদর্শী, অথচ কম খরচে ভাল কাজ করেন। ছাত্র ও মেয়েদেরকে কনসেসন দিয়ে থাকেন। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ এ, আমেদ, ডেণ্টালসার্জ্জন
২৫, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
রিপন কলেজের বিপরীত দিক।

স্বদেশী সিল্কের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

ঈদ উপলক্ষে অভিনব আয়োজন

ব্রাঞ্চঃ—
টাওয়ার ব্লক
কলেজ ষ্ট্রীট
মার্কেট।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

করা হইবে। এজন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে খরচের বরাদ্দ করা হইয়াছে। যথাসময়ে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়েরও সুব্যবস্থা করা হইবে।

সরকারী সাহায্য দান।—চাষীদিগকে নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সাহায্য করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে:—

(ক) নূতন ফসল উৎপাদনের পরীক্ষার জন্য মনোনীত কতকগুলি চাষীকে অর্থ সাহায্য।

(খ) যেখানে কৃষি বিভাগের অধীন বীজ-ভাণ্ডার নাই সেইখানে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বীজ ভাণ্ডারের ব্যবস্থা।

(গ) উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্য ও গো-মহিষের মালিকদিগকে পুরস্কার প্রদান।

উপরের লিখিত দফাগুলির জন্য বাজেটে অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কৃষি-গবেষণা

বাংলার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত পাঁচটি পরিকল্পনার প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে:—

(১) মটর, পশুখাদ্য, কার্পাস, তৈল বীজ, সর্ষপ, চীনাবাদাম ইত্যাদি কতকগুলি প্রয়োজনীয় শস্য সম্বন্ধে গবেষণার জন্য দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্টের (অর্থনৈতিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ) অধীনে অতিরিক্ত কয়েকজন কর্ম্মচারী নিয়োগ।

(২) মাঝামাঝি ও গভীর জলের ধান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ইকনমিক বোটানিষ্টের অধীনে অতিরিক্ত কয়েকজন কর্ম্মচারী নিয়োগ। এই শ্রেণীর ধান উৎপাদন সার্থক করিতে পারিলে ... অশেষ আর্থিক উপকার হইবে ...

... অতিরিক্ত ...

... দিয়া যথেষ্ট আর্থিক সুবিধার সম্ভাবনা আছে।

(৪) কৃষি রাসায়নিকের অধীনে একজন পদার্থবিদ্যাবিদ সহকারী নিয়োগ। ইনি শস্যের উন্নতিবিধান ও রক্ষা করা সম্বন্ধে কৃষি রাসায়নিককে সাহায্য করিবেন।

৫। কৃষি বিভাগের সংখ্যা-তালিকা ঘটিত রেকর্ড সমূহের সংস্কার এবং সরকারী পরীক্ষা ও গবেষণাসমূহের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ সেকসনের প্রতিষ্ঠা।

গত বৎসর ২০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ঢাকা ফার্ম্মের অতিরিক্ত লেবরেটরী গৃহের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্টের অধীনে কয়েকজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য এবারকার বাজেটে ব্যবস্থা করা হইয়াছে (উপরের ১নং দফা দ্রষ্টব্য)।

অবসর সময়ে কাজের সংস্থান—অনেক সময় কাজ না থাকার জন্য চাষীদিগকে আলস্যে দিন যাপন করিতে হয়। এই সময় তাহারা যাহাতে কিছু কাজ করিয়া নিজেদের আর্থিক উন্নতি করিতে পারে তাহার উপায় ঠিক করার জন্য সরকারী কৃষিবিভাগ চিন্তা করিতেছে। হাঁস মুর্গী পালন ও ফলের চাষ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে শাক-সবজীর চাষ ও ছাগল-পালন সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যতালিকা অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে যে যে পরিকল্পনার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ স্থির হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহা প্রকাশ করা হইল:—

পরিকল্পনার নাম	মোট ব্যয় এককালীন টাকা	মোট ব্যয় পৌনঃপৌনিক টাকা	১৯৩৮-৩৯ সনের ব্যয় এককালীন টাকা	১৯৩৮-৩৯ সনের ব্যয় পৌনঃপৌনিক টাকা
১। কৃষি শিক্ষা—				
(ক) প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র কৃষি সার্ভিসের শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য ছয়জন কৃষি-বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটকে কৃষিবিষয়ক ট্রেনিং দান	৭,৯০০	...	৩,৬২০	...
(খ) নয়াদিল্লী ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউটে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদিগকে বৃত্তি দান	৩,৬০০	...	৬০০	...
(গ) বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা	...	৩,৬০০	...	৩,৬০০
(ঘ) ঢাকা ফার্ম্মে ডেয়ারী বিভাগ স্থাপন ...	৮,৩২১	৪,২২৬	৮,৩২১	১,৩২৪
২। পশু পালনের সুব্যবস্থা—				
(ক) পশু পালনের সুব্যবস্থার জন্য কয়েকজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ	...	১৮,৩৭২	...	৮,১০৪
৩। ডেমনষ্ট্রেশন (পরীক্ষাকার্য্য)—				
(ক) কৃষি বিভাগে পরীক্ষা পরিচালনার অর্থ-সাহায্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা	২,২৬৬	...	২,২৬৬	...
(খ) মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য একজন স্পেশাল অফিসার ও একজন পিওন নিয়োগের পরিকল্পনা।	২,২৬৬	...	২,২৬৬	...
(গ) দশজন অতিরিক্ত ডেমনষ্ট্রেটার নিয়োগ	...	৫,২৮০	...	২,৫৬০
(ঘ) হাওড়া জেলার জন্য জেলা কৃষি-অফিসার নিয়োগ।	...	৩,৪৪৪	...	১,৭৪৪
(ঙ) কৃষি ফার্ম্মে কেরাণী নিয়োগ ...	...	৮,০৬৪	...	৩,০৬০
(চ) ময়নাগুড়ি ফার্ম্মের অসুস্থ কর্ম্মচারী ও মজুরদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের ভাতা বাবদ ব্যয়	...	১২০	...	১১০
(ছ) কালিম্পং-দার্জ্জিলিং ইম্‌প্রুভমেণ্ট ফাণ্ড ফলের বাগান সুপরিচা... কৃষি-বিভাগের হাতে ... দেওয়ার কা...	৩৫০	৫৭৮	৩৫০	৮০৫
...	...,৫৫০	...		
চাষীদিগকে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা				
(ক) ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা	৩২,৮৫২	...	১৬,৪১৬	...
৪। পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার—				
(ক) কৃষিবিভাগের জন্য প্রচার অফিসার নিয়োগ	১,৬০০	৭,৩২৪	১,৬০০	৪,৮৯০
(খ) পাট আবাদ হ্রাসের জন্য প্রচারকার্য্য...	৫০,০০০	...	৫০,০০০	...
(গ) কৃষি-বোর্ড ও তুলা সাব-কমিটির বেসরকারী সদস্যদের রাহা খরচ বাবদ অতিরিক্ত সাহায্য	...	৩,৫০০	...	২,৩৩৪
৫। মার্কেটিং—				
(ক) পাট আবাদের পরিমাণ স্থির করার জন্য ব্যয়	১,০০,০০০	...	১,০০,০০০	...
(খ) নির্দ্দিষ্ট দরযুক্ত পাটের বাজার সৃষ্টি ...	২৫,০০০	...	২৫,০০০	...
(গ) ডিম বাছাই কেন্দ্র স্থাপন ...	৯,১০০	...	৬,০০০	...
৬। সরকারী সাহায্য—				
(ক) বাংলার কৃষি-গবেষণা সম্বন্ধে অধ্যাপক পি, সি, মহলানবিশের সংখ্যা-তালিকা-ঘটিত গবেষণায় সাহায্য দান	২,০০০	...	২,০০০	...
(খ) কৃষি-উন্নতির জন্য বিশ্বভারতীতে দান ...	৯,০০০	...	৩,০০০	...
(গ) প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রদান ...	...	৩,৫০০	...	৩,৫০০
(ঘ) যে সমস্ত স্থানে গবর্ণমেণ্ট বীজ-ভাণ্ডার স্থাপন করেন নাই, সেই সমস্ত স্থানে বীজ-ভাণ্ডার গঠনে সাহায্য দান	...	২,৬০০	...	২,৬০০
(ঙ) মনোনীত কৃষকদিগকে অর্থ সাহায্য দান।	...	২০০০	...	২০০০
৭। কৃষি গবেষণা—				
(১) বাংলায় দ্বিতীয় ইকনমিক বোটানিষ্টের গবেষণার সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা	...	৫,৬৫২	...	২,৭২০
মোট ...	২,৫৩,৫১৯	৮৯,৬৭০	২১২০/১২৩	৫১,২৮৬
৫০—সিভিল ওয়ার্কস (নূতন কাজ) (কৃষি বিভাগ)				
১। কৃষি-শিক্ষা— ঢাকা এগ্রিকালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট ...	৪,৭১,০০০	...	[illegible]	...
২। ডেমনষ্ট্রেসন— মেদিনীপুরে জিলা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন	২,১০,০০০	...	১,৮[illegible]	...
মোট	৬৯,০০০	...	৬৯,০০০	...

মাছ চাষের উন্নতি বিধান

ব্যয় সঙ্কোচ নীতি গ্রহণের ফলে ১৯২৩ সনে বাংলার ফিশারী অর্থাৎ মাছ চাষ বিভাগটী উঠাইয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট মাছ চাষের পুনরায় বন্দোবস্ত করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই বিভাগটী পুনরায় খুলিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট একজন মাছ চাষ-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়াছেন। ইনি নদীর মোহনাগুলিতে এবং দেশের মধ্যে মাছের অবস্থা কিরূপ সে সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সরকারী মাছ চাষ বিভাগ কোন্ পথে চলিবে এবং বাংলার মাছ চাষের উন্নতি বা কেমন করিয়া হইবে, সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা স্থির করিবেন।

সরকারী শিল্প-নীতি

বর্ত্তমানে সরকারী শিল্প-বিভাগটী নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং বিভাগটী বাংলার নানাপ্রকার শিল্প, বিশেষতঃ ছোট ছোট শিল্প ও কুটীর শিল্পের উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে শিল্প বিভাগের কাজ বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ মন্ত্রীমণ্ডলী এককালীন ৯২,৮৩১৲ টাকা এবং পৌনঃপৌনিক অর্থাৎ বাৎসরিক ৪১,৯৬৯ টাকা ব্যয়ের কতগুলি নূতন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। নিম্নে বড় বড় কয়েকটি পরিকল্পনার পরিচয় দেওয়া হইল।—

	টাকা
১। রেশমী সূতা গুটানো শিল্পের উন্নতি বিধান...	...১২,৭৬৭
২। রেশমী সূতা গুটাইবার উন্নততর পদ্ধতি প্রদর্শনের দুইটী ডেমনষ্ট্রেসন দল স্থাপন...	...২,১১২
৩। কাঁচা রেশমের জন্য নির্দ্দিষ্ট বায়ু ও তাপযুক্ত গৃহ তৈরী	...১৪,২৩৫
৪। শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট বয়ন বিদ্যালয়ের লেবরেটরীর যন্ত্রপাতির জন্য ব্যয়	...২৩,৭৮১
৫। শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট—বয়ন বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত সাজ সজ্জা ও আসবাবপত্রের জন্য ব্যয়	...৫,৬৯০
৬। বগুড়ায় একটী মোটর মিকানিক ক্লাস স্থাপন...	...১,৪৬৬

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণের পর সরকারী শিল্পবিভাগের জন্য বিস্তৃত নীতি ও পরিকল্পনা স্থির করা সম্বন্ধে যথেষ্ট সময় ব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। এই নীতি ও পরিকল্পনার সাহায্যে তিনি বাংলার সমস্ত শিল্পের সমান তালে উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন! যতদূর সম্ভব যাহাতে বাংলার সমস্ত বড় বড় শিল্পের উন্নতি হয়, একটা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে অন্যান্য শিল্পগুলিও সেই অনুপাতে উন্নত হইয়া দেশব্যাপী একটা শিল্প-উন্নতির আবহাওয়া গড়িয়া উঠে, সেই দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই পরিকল্পনা সরকারী মঞ্জুরীলাভ করিয়াছে ও পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী শিল্পবিভাগের কাজ যে পথে অগ্রসর হইবে, নিম্নে কয়েকটী বড় বড় বিভাগে ভাগ করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া হইল:—

(১) বাংলার শিল্প তদন্ত।

(২) দেশের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থানীয় শিল্পসমূহের খোঁজ-খবরসহ শিল্পবিষয়ক তথ্য-সংগ্রহ এবং সমস্ত তথ্য ও খোঁজ খবর লইবার বর্ত্তমান পদ্ধতির উন্নতি সাধন।

উন্নত প্রণালীতে শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণ এবং ঐ সমস্ত জিনিষ বাজারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা ও শিল্পে অর্থ সাহায্য দান।

(৪) নিয়মিতভাবে গবেষণা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) প্রদর্শনী মেলা প্রভৃতিতে ডেমনষ্ট্রেসন ও প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা।

(৬) যে সমস্ত শিল্পে লাভের আশা আছে এবং যাহার জন্য মাল-মশলা ও লোকজন সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে সেই ধর- ণের নূতন নূতন শিল্পে উৎসাহ দান।

(৭) প্রচলিত ছোট ছোট শিল্প ও কুটীর শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা।

(৮) টেকনিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষার উন্নতি সাধন।

(৯) সরকারী ষ্টোর-ক্রয় নীতিতে সাহায্য করিবার জন্য একটী প্রাদেশিক সমিতি সৃজন।

উপরে যে কার্য্যতালিকার আভাষ দেওয়া হইল, সেই তালিকা অনুসারে কতক গুলি পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলি কাজে পরিণত করার জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছে। নিম্নে পরিকল্পনা গুলির পরিচয় দেওয়া হইল :—

পরিকল্পনার নাম	মোট খরচ। এককালীন	মোট খরচ। পৌনঃ পৌনিক।	১৯৩৮-৩৯ সনের খরচ। এককালীন	১৯৩৮-৩৯ সনের খরচ। পৌনঃ পৌনিক।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। শিল্পের উন্নতি—				
(ক) শিল্প জরিপ— (১) বাংলায় শিল্প-জরিপের পরিকল্পনা	১,৫০০	৩২,৫০০	১,২০০	১৮,৫০০
(খ) শিল্প-বাণিজ্যের তথ্য সংগ্রহ— (১) শিল্পবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য শিল্প বিভাগের অধীনে একটি উপবিভাগ স্থাপন।	১০,৮৬০	...	৩৬২০	...
(গ) শিল্প-গবেষণা ও শিল্প-শিক্ষা—				
(১) বৈজ্ঞানিক পরামর্শ কাউন্সিল স্থাপনের পরিকল্পনা।	...	৩২,০০০	...	৫,০০০
(২) শিল্প গবেষণা লেবরেটরীতে বার্ণিশ এনামেল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার পরিকল্পনা।	৯,০০০	৪,৯৮০	৯,০০০	৩,৩২০
(ঘ) প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতির সাহায্যে ডেমনষ্ট্রেশন ও প্রচারের ব্যবস্থা—				
(১) ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ও শিল্প মিউজিয়ামের পরিকল্পনা।	১,৫০,০০০	...	৭৫,০০০	...
(২) বাংলাদেশের ও বাংলার বাহিরের প্রদর্শনীসমূহে আরও বেশী যোগদানের ব্যবস্থা।	...	[illegible]	...	১১,০০০
(৩) বাংলায় রেশমী সূতা গুটানোর উন্নততর প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য আরও চারটি ডেমনষ্ট্রেটার দল নিয়োগ।	১৯,০৫১	...	৬,৬৭৯	
(৪) নারিকেলের দড়ি ও মাদুর বয়ন সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত চারটি দলের পুনরায় নিয়োগ।	১১,৭২০	১৯,৫০৩	১১,৭২০	১৩,০০০
(ঙ) ষ্টোর ক্রয়— সরকারী বিভাগগুলি ষ্টোর অর্থাৎ জিনিষ-পত্র ক্রয়ের জন্য এক প্রাদেশিক সমিতি স্থাপন।	১,০০০	৩৬,০০০	১,০০০	১৭,০০০
(চ) সার্টারির উন্নতি সাধন— বগুড়া সার্টারির জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ।	...	১৮০	...	১৯৩
২। টেকনিক্যাল ও শিল্প শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা—				
(ক) প্রচলিত সরকারী শিক্ষালয়গুলির উন্নতি ও বিস্তার সাধন—				
(১) আটটি স্থায়ী ভ্রাম্যমান বয়ন-বিদ্যালয়ের সংস্কার।	৮,২৮৮	৭,৭২৮	৮,২৮৮	৫,১৫২
(২) পাবনা ইনিষ্টিটিউট-সমন্বিত টেকনিক্যাল স্কুল গৃহের সংস্কার।	৩,০৯২	...	৩,০৯২	...
(৩) বেঙ্গল ট্যানিং-ইনষ্টিটিউটের সংস্কার।	২৩,৩৮৪	৯,১৬২	২৩,৩৮৪	১,২৩০
(৪) শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রটির সংস্কার।	১৩,৮৬০	৬,২০০	১৩,৮৬০	৪,১২৮
(৫) শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের বস্ত্ররঞ্জন গৃহের বিস্তার-সাধন।	৫৯,০০০	৫৭,০০	৫৯,০০০	৩,৮০০
(৬) শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের রঞ্জন বিভাগে গবেষণার ব্যবস্থা	১,৫০০	২,০০০	১,৫০০	১,১১১
(৭) শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-চালিত পাট বয়ন যন্ত্র স্থাপন।	৩৭,০০০	১২,৩০০	৩৭,০০০	৮,২০০
(৮) বহরমপুর রেশম বিদ্যালয়ের সংস্কার।	৪৬,৫০০	২১,৫০০	৪৬,৫০০	১৪,৫০০
(৯) ঢাকা বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য জমি সংগ্রহ।	২,৯৫০	...	২,৯৫০	...
(খ) নূতন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা—				
(১) বগুড়া ও ত্রিপুরা জেলায় দুইটি ভ্রাম্যমান বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন।	৩,০৭২	৫,৭১২	৩,০৭২	৩,৮০৮
(২) একটি আদর্শ চট বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন।	১,৯২২	২,৮৫৬	১,৯২২	১,৯০৪
(গ) সরকারী সাহায্য দ্বারা টেকনিক্যাল ও শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—				
(১) টেকনিক্যাল ও শিল্প বিদ্যালয়গুলিতে অধিকতর সরকারী সাহায্য দান।	১০,০০০	...	১০,০০০	...
(ঘ) বাংলার বাহিরে বিশেষ ট্রেনিং-এর সুবিধা দান— ধানবাদ ভারতীয় খনি বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি।	...	৪,০৮০	...	২,৭৬০
মোট	৪,১৩,৭১২	২,১৯,৬০২	৩,১৮,৯০০	১,১৪,৯৭৮

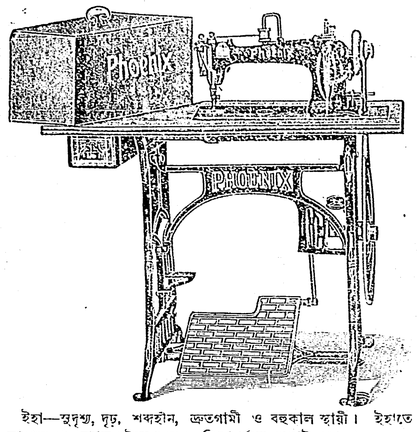

ফিনিক্স সেলাই কল

ইহা—সুদৃশ্য, দৃঢ়, শব্দহীন, দ্রুতগামী ও বহুকাল স্থায়ী। ইহাতে একাধারে পুরু বনাত হইতে সূক্ষ্ম মসলিন পর্য্যন্ত সেলাই করা যায়।

ইহা বাজারে প্রায় ৬০ বৎসর হইল অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত চলিয়া আসিতেছে।

ক্রয় করিবার পূর্ব্বে কলের উপর ইংরাজীতে "PHOENIX" লেখ দেখিয়া লইবেন কারণ ইহার নকল বাহির হইয়াছে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠাইয়া থাকি।

সোল এজেন্টস্ :—দত্ত চৌধুরী এণ্ড কোং
১৭৩।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...মুহাম্মদ ... আলেন

শয্যাদ্রব্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ

আমরা আধুনিক রুচিসম্মত সকল প্রকার ডিজাইনের গদি, তোষক, লেপ, মশারী, বালিশ, বালিশের ওয়াড়; প্রভৃতি শয্যা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকি। অর্ডার পাঠাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অর্ডার সরবরাহ করিয়া থাকি, আমাদের রেডিমেড্ মশারী ঠিক অর্ডারী মশারীর মত তৈয়ারী থাকে; কারণ প্রত্যেক মশারীর চালে ফিতা, কোণে কুঁচি উপরে আধারেও ডবল সেলাই আছে। আমরা বিদেশ হইতে র‍্যাগ, কম্বল, টেবিল ক্লথ, সতরঞ্চি, ন্যাপকিন, অয়েল ক্লথ, রবার ক্লথ, নেট, লিলেন, টিকিন, আমদানী করিয়া থাকি। আধুনিক রুচিসম্মত বিবাহের বিছানা তৈয়ারী করাই আমাদের বিশেষত্ব। আমরা মাল-পত্র পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকি। ভ্রমণোপযোগী বিছানা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত পাঠাইয়া থাকি, মালের সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে মাল ভিঃ পিঃতে পাঠাই, পরীক্ষা প্রার্থনীয়

এস, এম, হানিফ ব্রাদার

কলিকাতার আদি পাইকারী ও খুচরা শয্যাদ্রব্য বিক্রেতা

১৬৮-১৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (চাঁদনী) কলিকাতা

ফোন কলিঃ ৪১৬৪

গ্রাম্য পুলিশের উন্নতিসাধন

বাংলার সর্ব্বত্র চৌকীদারী প্রথার কাজ-কর্ম কিরূপ চলিতেছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী তদন্তকমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। মোট ১১ জন সদস্য ...কমিটীটী গঠিত হইয়াছে, ইহাদের ...রী সদস্যের সংখ্যা ১৪ জন। ...রিপোর্ট দাখিল করিবার ...উপর আদেশ জারি করা হই-...। কমিটীর চেষ্টা চরিত্রের ফলে এই ...পর সর্ব্বত্র চৌকীদারী প্রথার যথেষ্ট ...হইবে, পল্লী অঞ্চলের পুলিসের ...দূর হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

মুছলমান ও তফশীলভুক্ত জাতিদের বিশেষ সুবিধা দান

মুছলিম ও তফশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহের অন্তর্গত লোকজনের শিক্ষা লাভের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ, টেকনিক্যাল ও ডাক্তারী শিক্ষায় এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য কতকগুলি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এজন্য বাজেটে মুছলমান ছাত্রদের জন্য ৫০০০০৲ টাকা এবং তফশীলভুক্ত ছাত্রদের জন্য ৩০০০০৲ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মুছলমান ও তফশীলভুক্ত ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আরও ৮০০০৲ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালিকাদের জন্য কতকগুলি বিশেষ বৃত্তির সৃষ্ট... ...য়াছে।

বহু ... ...রী চাকুরিতে যথেষ্ট ... কার্য্যের ক্ষতি না করিয়া ৭৩৭৫ পদ... সরকারী চাকুরিগুলিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ করিয়া এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রীমণ্ডলী মাত্র অল্পদিন হইল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যে তাঁহারা বহুদিনের অভিযোগ গুলি অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। এ বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমালোচনার আঘাত সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত সম্প্রদায় নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন ভোগ ও শিক্ষালাভে বঞ্চিত থাকার দরুণ এতদিন পশ্চাতেই পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া অন্যান্য অগ্রগামী সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করিয়া তোলার প্রয়োজন। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা গণই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলার পক্ষে এই ধরণের নীতি-রই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, ১৯৩৭ সাল বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে, গঠনমূলক কার্য্যের দিকে বাঙ্গলার যুবক শক্তি মনোনিবেশ করিয়াছে। শাসন কার্য্যের গুরু দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় আমলাতন্ত্রের চর্ম্মবরবাদ নয়, জনগণের প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া তাঁরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই দেশের কল্যাণ তাঁদের কাম্য, দেশের কল্যাণ সাধন করা তাঁদের কর্ত্তব্যও।

নয়া-শাসনতন্ত্রাধীনে মন্ত্রীবর্গের হাতে যে টুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহার সবটুকুই প্রয়োগ করার সুযোগ যদি মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেওয়া হইত তাহা হইলে দেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হইত। কিন্তু একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনর্থক জিদের বশবর্ত্তী হইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর গঠনমূলক কার্য্যে বাধা দিতে বদ্ধ পরিকর. তাহার উপর বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী বলিয়া কথিত সংবাদপত্রগুলি তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া দেশের ধ্বংসমূলক কার্য্যে উৎসাহ প্রদানে সতত ব্যস্ত। ইহার ফলে বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ইচ্ছামত জন কল্যাণকর কার্য্যসমূহ ভালভাবে সমাধা করিতে পারিতেছেন না। তাঁরা যদি বিরোধী দলের সহায়তা ও সহানুভূতি পাইতেন তাহা হইলে দেশ আজ অনেকটা উন্নতির পথে আগাইয়া যাইত, একথা না বলিলেও চলে।

জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া যাঁরা আইন-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জনগণের কল্যাণ সাধনই তাঁদেরই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সেই কর্ত্তব্য ভুলিয়া যদি গণ-প্রতিনিধিগণ তাঁদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মত ও পথের অনুসরণ করেন আইনসভার মধ্যে এবং তাহার দ্বারা যদি নির্ব্বাচন কেন্দ্রের কোন উপকার সাধিত না হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতাই করা হয়। একথা জনসাধারণের প্রত্যেকটী প্রতিনিধি যদি মনে রাখিয়া কার্য্য করে... ...হইলে দেশের সত্যকার ক...

... আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী দুইটী প্রগতিশীল দলের সদস্যগণকে লইয়া গঠিত। একটী নিখিল-বঙ্গ কৃষকপ্রজাদল এবং অপরটি মোছলেম লীগ। উভয় দলেরই লক্ষ্য —দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। কাজেই উভয় দলের সমবায়ে যে কোয়ালিশন মন্ত্রীদল গঠিত হইয়াছে, তাহাদেরই হাতে দেশের কল্যাণ নিহিত আছে। তবে কোন একটী দলের একক চেষ্টায় যে কার্য্য সম্ভবপর, অপর দলগুলির সহযোগিতায় তাহা অল্প সময়ের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে সাধিত হওয়া সম্ভব। দেশের সকল শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের মঙ্গল সাধিত হউক, জনসাধারণ ইহাই চায়। আমাদের কামনা, বিরুদ্ধবাদীদের সুবুদ্ধির উদয় হউক, তাঁদের শক্তি গণকল্যাণে নিয়োজিত হোক।

বাংলার ১৯৩৮ সনের ইতিহাস বহু দিন বাঙ্গালী দুঃখ ও বেদনার সাথে স্মরণ করিবে। এই সনে প্রবল বন্যায় বাংলার বহু পল্লীঅঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্যক নরনারী অন্নহীন, বস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে। বন্যা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি বাংলার পল্লীকে আক্রমণ করিয়াছে। বাংলার ইতিহাসে বন্যা ও প্লাবনের ধ্বংসলীলা নূতন নয়—ইহাকে বাংলার একটা সাম্বাৎসরিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এবৎসর বন্যার আক্রমণে সারা বাংলা ব্যাপিয়া যেরূপ চাঞ্চল্য ও আন্দোলন দেখা দিয়াছে, তাহা বাংলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। ইহার কারণ অনেক। বর্ত্তমান বাংলা সরকারের নিকট দেশবাসীর দাবী আজ যতটুকু সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছে; পূর্ব্বে কখনও তাহা হয় নাই। বাংলার এ গবর্ণমেণ্ট জাতীয় গবর্ণমেণ্ট—সুতরাং দেশবাসীর দাবী দাওয়াও অনেক। তাই আর্ত্ত, বিপন্ন দেশবাসী এ বৎসর গবর্ণমেণ্টের যতটুকু মুখাপেক্ষী হইয়া সাহায্যের আন্দোলন করিয়াছে পূর্ব্বে কখনও করে নাই। পূর্ব্বে দেশবাসীর সাথে সরকারের দড়ির বন্ধন ...ত ছিল অনেকখানি কিন্তু আজ ...র্ণমেণ্টের সাথে দেশবাসীর যে বন্ধন ...হা দড়ির নয় নাড়ীর।

...্যাপীড়িত বাংলার সেবাকার্য্য

...ংলা সরকার দেশের দুঃস্থ, বেদনার্ত্ত ও বন্যাপীড়িত দেশবাসীর সাহায্য ব্যাপারে যথেষ্ট সাড়া দিয়াছেন। হয়ত অনেক ... ...ার সম্পন্ন করিয়া বন্যার ... ও বিপুলতার জন্য তাহাদের ...ী ও সাহায্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইয়াছে কিন্তু বাংলার গবর্ণমেণ্ট কোথাও স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা যে দেশ ও দশের—এবারের বন্যা ও প্লাবনের পরীক্ষার ভিতর এ কথাটা তাঁহারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বাংলার জেলাসমূহ হইতে বিশেষ করিয়া ১৬টি জেলা হইতে বন্যাপীড়িত অধিবাসীদের দুঃখ দুরবস্থার কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই যে সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও সত্য, সরকারী কর্তৃপক্ষ এসব মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদও করিয়াছেন।

সেবাকার্য্যের জন্য বাংলার সরকার যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সেবায় কোথাও শৈথিল্য প্রদর্শিত হয় নাই। নিয়মিতভ ও শৃঙ্খলার সাথে যাহাতে কার্য্য হয়, যাহাতে প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তি সাহায্যলাভ হইতে বঞ্চিত না হয় তাহার জন্য সেবাকার্য্যে রত ব্যক্তিদিগকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ এবিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ ও আইনসভার বহু সদস্য ব্যক্তিগতভাবে বন্যাপীড়িত অনেক অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় সুচারুরূপেই সেবা কার্য্য চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা নিম্নে (১) খুলনা, (২) নোয়াখালী, (৩) বগুড়া, (৪) বাখরগঞ্জ (৫) যশোহর (৬) ফরিদপুর (৭) নদীয়া ও (৮) পাবনা জেলায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবাকার্য্যের একটি অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম :—

নদীয়া

নদীয়া জেলার প্রায় অর্দ্ধেক অঞ্চল বন্যার ফলে জলে ডুবিয়া যায়। শত করা ৫০ ভাগ ফসল বিনষ্ট হইয়া যায়। জেলার প্রায় এক চতুর্থাংশ নরনারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মাত্র ১২টি প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গবাদি পশু তেমন মারা যায় নাই।

বাংলা সরকার বন্যার সংবাদ পাওয়া মাত্র যথাসম্ভব সেবা কার্য্যের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করেন ... বন্যা পীড়িত অঞ্চলে রিলিফ ... এজন্য রিলিফ কমি... ৭০০০৲ হাজার টাকা সাহায্য ক... করেন। বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জ... বোর্ড ১০০০৲ টাকা মহকুমা ম্যা... হস্তে অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত ... মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ... বিবেচনাধীন ফাণ্ড হইতে আরও ২০০৲ ... দান করেন। পূর্ব্বোক্তভাবে ১০৩টি কেন্দ্রে কা... আরম্ভ হয়। সমগ্র জেলায় সাহায্য... ৩০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। এ পর্য্যন্ত আর্থিক সাহায্য ১৫০০০ টাকা প্রদত্ত হয়। বন্যার্ত্ত কৃষকদিগকে কৃষি-ঋণস্বরূপ এ পর্য্যন্ত ৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বন্যাবসানের পর নদীয়া জেলার কোন স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত কোন মহামারীর সংবাদ আসে নাই।

৭০ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত

অক্ষয় কুমার লাহা

৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

RADIUM

ইমারতের
মটর গাড়ীর
সিনেমার
কারখানর

"রেডিয়াম" মার্কা
চিরস্থায়ী
...-কলে...

ফোন
কালিঃ ২৭০...

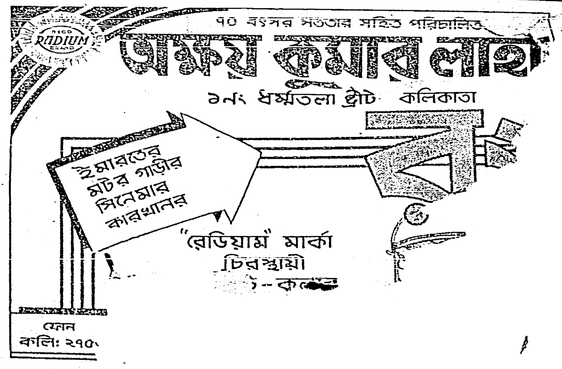

ফরিদপুর

এবারকার বন্যায় ফরিদপুর যথেষ্ট পরিমানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমগ্র জেলার মধ্যে ৬৪০ বর্গমাইল স্থান প্লাবনের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কৃষকদের আউশ ধান্য ১২ বার আনা পরিমাণ, আমন ধান্য আটআনা পরিমাণ ও পাট ৬ আনা পরিমাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্য কোনরূপ প্রানহানি বা মহামারীর কোন সংবাদ আসে নাই। ফরিদপুরে বন্যার্ত্তদের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী সবিস্তার বাংলার সংবাদপত্রে ও সরকারী সংবাদের মারফত কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হয়। সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সার্কেল অফিসারগণ বন্যা পীড়িত অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করেন। জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলের ৬৪টি সেবা-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যাহাতে একটী বন্যা পীড়িত অধিবাসী সাহায্য ও সেবার অভাবে বা অনশনে প্রাণত্যাগ না করে এই সঙ্কল্প লইয়া তাঁহারা কার্য্য করিয়া অগ্রসর হন।

মালদহ

বন্যার ফলে মালদহ জেলার ৭০০ বর্গ-মাইল স্থান জলমগ্ন হয়। মালদহ জেলার ১০টি থানার এই বন্যার প্রকোপ অনুভূত হইয়াছিল।

এ জেলায়ও কৃষকদের শস্যের দারুণ ক্ষতি হয়। বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের সমস্ত ভাবে ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত অঞ্চল সমূহে ... নরনারী বিপন্ন ... কোন ব্যক্তি ... কোন স্থান হইতে পশুর মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যায় ... প্লাবনের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে ... কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে ...র সেবা ও সাহায্যের আয়োজন ... জেল... এস, ডি, ও ...য়া ঘুরিয়া সমস্ত ... পরিদর্শন করেন ...রিয়া বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায় সে জন্য কর্ম্মপন্থা স্থির করেন। প্রথমে রিলিফ ফাণ্ড হইতে ...৫০০ টাকা দেওয়া হয় এবং ৫টি কর্ম্মকেন্দ্র নিয়মিতভাবে কাজ করিতে থাকে। এ ...ত্র সে সব অঞ্চলের জন্য ৩৫০০ টাকা ... করা হইয়াছে। বাংলা গভর্ণমেন্ট ...,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ... হস্তে বন্যা-পীড়িত অধিবাসী- ... অর্থ দানের ব্যবস্থা ... ইহা ছাড়া মাল- ... জেলার ধনাঢ্য ও ...ট আর্থিক সাহায্য চাহিয়া ...র করেন, তাহার ফলে ...হের সাথে সাড়া প্রদান ... ব্যক্তিদের ... করার ... ঋণ ...র্য্যের জন্য ...

কৃষকের ফসলের মধ্যে আউশ ধান শত করা ৭ ভাগ ধ্বংস হয়। ইহা ছাড়া পাট শতকরা ২৫ ভাগ বুনা আমন শতকরা ৭ভাগ রোয়া আমন শতকরা ৫০ ভাগ্য ফল ও তরী তরকারীর মধ্যে কাঁঠাল কলা ও শাকশব্জী প্রভৃতি শতকরা ৭০ ভাগ বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত শুপারী গাছের চারা শতকরা ২৫ ভাগ, জলাশয়ে রক্ষিত মাছের শতকরা ৫ ভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ও সার্কেল অফিসার সর্ব্বত্র আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। ১২টি সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়। একজন সরকারী কর্ম্মচারী, ১২ জন জেলাবোর্ড কর্ম্মচারী জেলার সমস্ত বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। যাহাতে কলেরার আক্র-মণ দ্বারা অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রতিষেধক ঔষধ ও টীকার ব্যবস্থা করেন।

বগুড়া

বগুড়া জেলায় বন্যার আক্রমণে ৩৫০ বর্গ মাইল জলনিমগ্ন হয়। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের ১২ আনা আউস ধান্য ও ৮ আনা পাট ধ্বংস হইয়া যায়। অন্যান্য কোন প্রকার সম্পত্তির ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় ...। এই বন্যায় এ জেলায় ২৯২, ৪২০ ...ন ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। কোন ... হানি হয় নাই। সর্ব্বত্র গবাদির খাদ্যাভাব ও দেখা দেয়। জেলার এস, ডি, ও, সার্কেল অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী বন্যার্ত্তদের সেবায় যথা সময়ে আত্মনিয়োগ করেন। সমগ্র ... অঞ্চলকে ১২... সমিতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর-কারী ফাণ্ডের ৬৪টাকা ১২আনা ৩পাই, জেলা বোর্ডের ৫৩৬ টাকা ও বেসরকারী সাহায্য দাতাদের প্রদত্ত ১৮৭৮ টাকা ১আনা ৯পাই বিতরণ করিয়াছেন।

কৃষিঋণ বাবত গভর্ণমেন্ট ১,০৫,০০০, টাকা ও অতিরিক্ত ঋণ ১,০০,০০০, টাকা প্রদান করিয়াছেন। জেলা বোর্ড কলেরার সংক্রমকতা নিবারণকল্পে ৬০জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ

বন্যার ফলে বাখরগঞ্জ জেলার ৩৯০ বর্গমাইল জল নিমগ্ন হয়। কোন প্রাণ হানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কোন গবাদি পশুরও জীবন বিনষ্ট হয় নাই, বন্যা ও প্লাবনের সংবাদ পাওয়া মাত্রই রিলিফ কমিটি কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়। প্রথমত কতিপয় স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে কার্য্য আরম্ভ করা হয়? খাদ্য দ্রব্য, আর্থিক সাহায্য ও যথোপযুক্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

যশোহর

যশোহর জেলার ১৫৫৬ বর্গমাইল স্থান জলে ডুবিয়া যায়। আউস, আমন ও পাট ফসলের অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী বিনষ্ট হয়। সর্ব্বত্র অর্থ সাহায্য ও চাউল বিতরণের জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মহামারীর প্রাদুর্ভাব বন্ধ করার জন্য ৬ জন ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়। ৪০টী কেন্দ্র হইতে কুইনাইন বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী

লোক বিপন্ন হইয়া পড়ে। গবর্ণমেন্ট হইতে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের যথোপযুক্ত সাহায্য ও সেবা দানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দুঃস্থ জনসাধা-রণের সাহায্যকল্পে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন।

পাবনা

পাবনা জেলার ১৭টি থানা বন্যাক্রান্ত হয়। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ১৬৬২ বর্গ মাইল। জেলার প্রায় ১৩৩৫১০৫ জন নরনারী বন্যার ফলে বিপন্ন হইয়া পড়ে। জেলার পাট ফসলের দারুণ ক্ষতি হয়। প্রায় ১১ আনা অংশ পাট নষ্ট হইয়া যায়। জেলার আউস ধান্য ১৩ আনা, আমন ধান্য ৪ আনা পরিমান বিনষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যাভাবের দরুণ শত করা ৭০ জন কৃষক ও শ্রমিক বিপন্ন হইয়া পড়ে। জেলার চর অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বহু বাড়ী ঘর ভাসিয়া যায়।

প্রথম হইতেই জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ও এস,ডি, ও, বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সার্কেল অফিসারদের নিকট হইতে কৃষিঋণ সাহায্য ও অন্যান্য সেবাকার্য্য সংক্রান্ত বিবরণ চাহিয়া পাঠান। উক্ত ১৭টি থানা ২১টী ভাগে বিভক্ত করিয়া সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ২১টি কেন্দ্রকে আবার ৫৯টীউপকেন্দ্রে বিভক্তকরা হয়। তারপর আবার ৫৯ উপকেন্দ্রকে ৩১০টি সেবাকেন্দ্রে ভাগ করিয়া সাহায্য দানের কার্য্য চলে। সরকারী সাহায্য নিম্নরূপ স্থচীতে প্রদত্ত হয়। কৃষিঋণ—৫৮৫,০০০ টাকা, অর্থসাহায্য—৭৫,০০০টাকা, পরীক্ষামূলক কার্য্যের জন্য —৫০,০০০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত বহু বেসরকারী সঙ্ঘ ও সমিতি প্রদত্ত টাকাও সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হয়।

পাবনাতে ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দেয় ... নিবারণের জন্যও যথো- ... দান করা হয়।

খুলনা

এবার খুলনা জেলায়ও বন্যার প্রবল প্রকোপ দেখা যায়। সদর, বাগেরহাট সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানের শস্যাদি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় ২০৫৮৩১ জন নরনারী এই প্রবল বন্যায় বিপন্ন হইয়া পড়ে। তবে অনশনে কোন লোক প্রাণত্যাগ করে নাই। সাতক্ষীরা মহকুমার কলারোয়া থানার কোমরপুর গ্রামের এক বৃদ্ধা তাহার ঘরে মাটির দেওয়াল ধসিয়া পড়ায় মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বন্যার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রান্ত অঞ্চল সম... ...র্শন করিতে বাহির হন। জে... জন্য ১২টি কেন্দ্র ... এ জেলার বন্যাপীড়িতদের ... টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গত ১৫ই ... বর পর্য্যন্ত ১৮,৬১৪ টাকা ব্যয়িত ... দানভাণ্ডার হইতে উক্ত তা... ৭,৫০৭ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ... জন্য কৃষিঋণ বাবত বাংলা সরকার ১,৫০,০০ টাকা দান করিয়াছেন। সে অর্থ যথানিয়মে ব্যয়ের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেলাবোর্ড সেবা সমিতির হস্তে ১৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাহায্যের তালিকা :—

বিগত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সরকারের তরফ হইতে কৃষি-ঋণ ও এককালীন সাহায্যরূপে যে বিরাট অর্থরাশি বন্যার্ত্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব বিভিন্ন জেলা হিসাবে নিম্নরূপ :—

জেলা—কৃষিঋণ—এককালীন সাহায্য

জেলা	কৃষিঋণ টাকা	এককালীন সাহায্য টাকা
১। ২৪-পরগণা	৬২,০০০	৭,০০০
২। যশোহর	৩,২০,০০০	৩৫,০০০
৩। খুলনা	২,১৬,০০০	৩২,৯০০
৪। নদীয়া	১,৭০,০০০	১৭,০০০
৫। মুর্শিদাবাদ	৬,৫৫,০০০	৬৪,৫০০
৬। ঢাকা	১,১৬,০০০	২৯,০০০
৭। ফরিদপুর	৪,৮০,০০০	৪০,০০০
৮। ময়মনসিংহ	১,৫৮,৬[illegible]	[illegible],০০০
৯। বাখরগঞ্জ	৬০	[illegible],০০০
১০। [illegible]		১১,০৫০
[illegible]		[illegible]
১২। পাবনা	৫,৮৫,০০০	৬৫,০০০
১৩। বগুড়া	২,০২,০০০	২,০০০
১৪। দিনাজপুর	৪৬,০০০	৩,০০০
১৫। মালদহ	২,৪৬,০০০	৫১,০০০
১৬। বর্দ্ধমান	১৫,২৬৬	...
১৭। হুগলী	৩,০০০	...
	৩৭, ৯০,৯১৬	৩,৭১,০০০

পবিত্র ঈদ উৎসবে

পবিত্র ও বিশুদ্ধ

[illegible]

নারিকেল তৈল

ব্যবহার করিবেন

বিহার মিসেলনী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

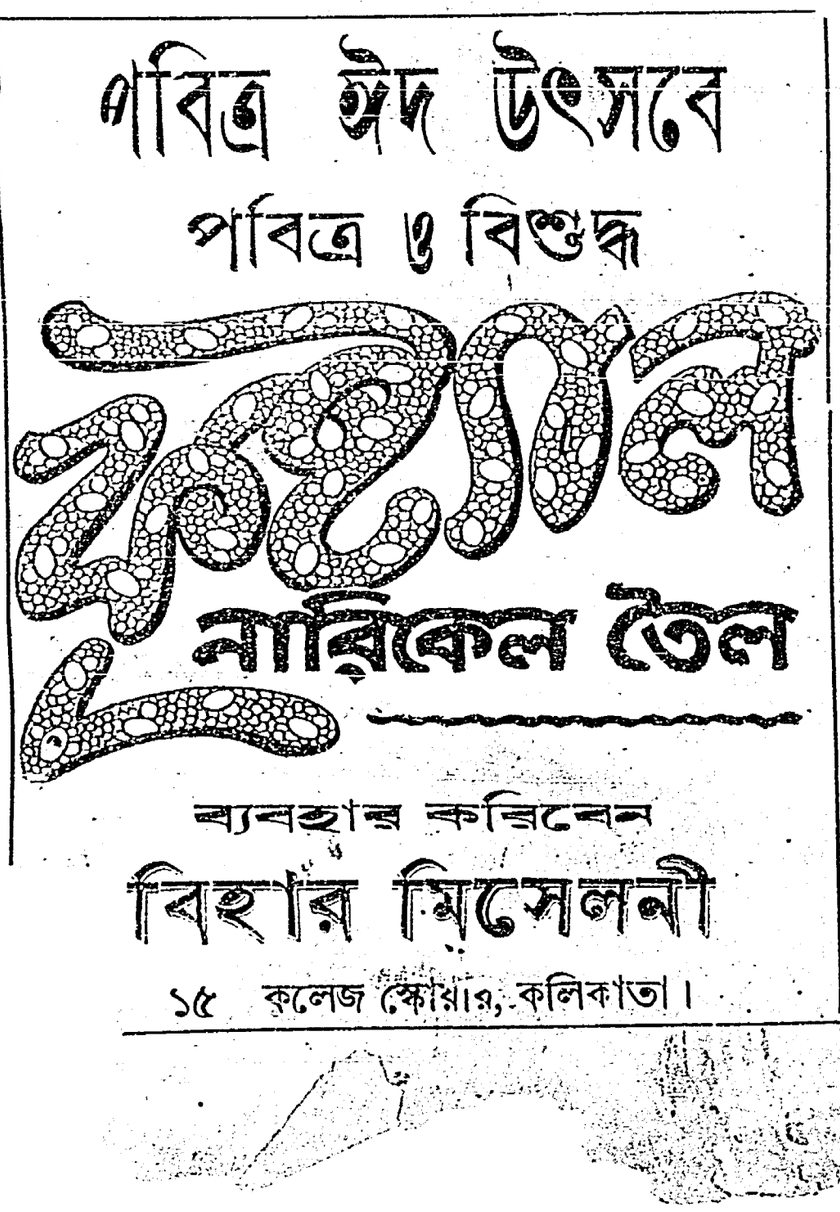

...দের চন্দ্র

[শাহাদাৎ হোসেন]

তীয়ার চাঁদ বহিয়া এনেছে দ্বারে
-আমদেদ মণি-মঞ্জুষা-ভারে।
ওরোজ আজি জাগ্রত মুসলীম.
আর কুর্ণিশ চলে হরদম তসলীম।
-গোলাব সুর্মা-মেশ্‌ক, খোশ্‌বুর মাতামাতি
া-রঙিন লেবাসে যুটাছে রঙিলা জরীন ভাতি।
-ভরা শরবৎ পিয়ে মশ্‌গুল খোশ্‌দিল।
করি ময়দানে চলে, ফুরসুৎ নাহি তিল।
স খুলে গেছে মুখে গমগীন নহে আর
সালাম।। হেলালে শওয়াল সালাম হাজারো বার।

* *

শীর সওদা—এ তোমার অবদান
াছে নব জীবনের ভরা বান।
লু-বুক ছাপি জাগিয়াছে প্রাণ-ধারা
টে উদ্দাম বন্ধ-বাঁধনহারা।
থা কাতারে কাতার দাঁড়ায়ে মুসলমান
ঠ হাঁকিছে এমাম আল্‌বেদা রমজান।
ব মন্ত্র বিভাসে হেথায় আগম-গান—
মার, হে যুগের নব-জাগ্রত মেহমান।
্যাগের সাধনে ব্রতের উদ্‌যাপন
-রস-ধারে জেগেছে সঞ্জীবন।
মুছে গেছে মিলন-তীর্থে আজি।
কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাতারে দাঁড়ায় সাজি।
এতিম-কাঙ্গাল, সবে এক—একাকার।
কোলাকুলি আজ—সাম্যের দরবার।
তুর্ক-ইরাণ বেলুচি সে আফগান
...ম-শাম, কোথা মহাচীন কোথায় হিন্দুস্তান।
ভেদ নাই কোথা, সব একাকার, তোমার কিরণ-তলে
নব-ইসলাম নূরানীর ভাতি নয়নে বয়ানে জ্বলে।
তুমি আনিয়াছ বরষের পরে খুশীর এ-পয়গাম
সারা জাহানের উম্মতে-নবী-মিলনের আঞ্জাম।
তাই—দারাজ দস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া দুনিয়ার মুসলিম
ওগো মিলনের মহাদূত তোমা জানাইছে তসলীম।

...দ এল ধরা ...রে

[সুফিয়া এন. হোসেন]

কত সে তিমির পাথার পারায়ে ঈদ এল ধরা দ্বারে
বরিয়া লইল তারে
কোটি কণ্ঠের সালাতের ধ্বনি। ভুবন ব্যাপিয়া চলে
ঈদ-উৎসব। এই ধরণীর মুক্ত আঙিনাতলে
—সকল মুসলমান,
আজিও দাঁড়ায়ে পাশাপাশি হয়ে ভুলিয়া বিভেদ-জ্ঞান।

কত শতাব্দী শেষ হয়ে গেছে, কত ভুলিয়াছে সবে,
ঈদের হেলাল ইসলামে আজও বহিয়া সগৌরবে,
হাসিছে গগন পারে
হেসেছিল সেই প্রথম যেমন, গহীন অন্ধকারে
সুপ্ত আছিল বিশ্ব-ভুবন—অজ্ঞান সে আঁধার
নাশিয়া আসিল মানবের তরে এ-আশীষ বিধাতার।
ঈদের হেলাল সুমধুর হাসি হাসিল আচম্বিত,
আরবের মরু-প্রান্তর হতে ভেসে-আসা সঙ্গীত—
সালাতের ধ্বনি। সিয়ামের দিন, তারপর অবশেষে,
সংযম-পুত দিনান্তে নভে খুশীতে হেলাল হেসে
বিলাইল ঘরে ঘরে
ঈদ-উলফেতর। সে আজিকে নহে কাহারও একার তরে।
আল্লা ও তার হাবিব রসুলে স্মরিয়া যে কেহ আসে
হোক সে নিঃস্ব পাপী-তাপী তবু শাহান শাহের পাশে,
দাঁড়াইতে অধিকার,

মুসলিম তার পরিচয়ে শুধু—এ বিধান বিধাতার।
কত ধর্ম্মের, কত সে জাতির কত ভেদাভেদ ভরা,
কত স্বার্থের সংঘাতে হল ম্লান, সুন্দর ধরা,
কত ধর্ম্মের নামে বাড়িয়াছে মানবের সংশয়
ইসলাম তার উদারতা দিয়ে করেছে সকল জয়।
এই সে ঈদের দিনে,
পরিচয় তার। সমান করিয়া বরিতেছে ধনী-দীনে।

ঈদ ও এরা

[আজিজুর রহমান]

আকাশের বা... ...ঙনে
দেখা দিলো এতটুকু চাঁদ,
ওরি লাগি কতো আঁখি
চেয়েছিল গভীর তৃষায়।
ভরে গেল অন্তর
ডুবে গেল সব অবসাদ,
বন্ধু সালাম নাও
রমজান এসেছে ধরায়।

* * *

মুখে মুখে হাসি ফোটে
হাসি ফোটে মানুষেরা হাসে,
সন্ধ্যা নামিয়া আসে
থেমে আসে ক্রমে কলরব,
দ্বিতীয়ার চাঁদ ডোবে
ডুবে যায় আঁধার আকাশে;

পৃথিবীর ঘরে ঘরে
জ্বলে দীপ চলে উৎসব।

* * *

সেবা প্রীতি যেন
...ণার মতো এলো নেমে,
... ঢাকা সব
... এরা আর নয় নয়—
... ভাই ভাই
...গছে স্বর্গীয় প্রেমে
... হ
... ...শয়।

*

এরা ... দেবত...
...রেছে ...

নিজেরা ভুলিয়া গেছে
ভুলে গেছে নিজেও মানুষ,
এদেরিত লালসায়
পঙ্কিল দূষিত বাতাস,
প্রত্যহ পৃথিবীতে
ভরে এরা তুলেছে কলুষ।

* *

গরীবের গ্রাস কেড়ে
রোজ এরা করে ইফ্‌তার,
প্রচ্ছদে মহা ঋষি
শিং ঢাকে চাপা দিয়ে টুপী
ধরণী জু... এরা
... চির রোজাদার।
... ঢাকে
...া বহুরূপী।

কুলীকে ধন্য করে
দয়া কোরে করে কোলাকুলি,
ভিক্ষুকে খেতে দেয়—
দাতা নাম হোয়ে যায় কেনা।
দেখে এতো অভিনয়
নীচের মানুষ যায় ভুলি—
দায় যেন শেষ করা
ঝেড়ে ফেলা গরজের দেনা!

* * *

তবুতো নয়ন ছেয়ে
নেমে আসে ঈদের স্বপন
ঠিক বা বেঠিক হোক্
ভালো আজ লাগে অভিনয়,
ধূলীর ধরায় যেন
আছে এরো আছে প্রয়োজন,
এরি মাঝে খুঁজে পাই
না পাওয়ার কিছু পরিচয়।

মোহাম্মদী

৩১শ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা,

২রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪২

২৪শে রমজান, ১৩৫৭

ঈদের মোনাজাত

[ফজলুর রহমান]

প্রভো ! কাতারে দাঁড়ায়ে
হাজারে হাজার মুস্‌লেমান্ !
বলো, কি সুরে বাজাবে
তাদের বুকের রবাব্ বীণ্ !
এলো তাদের নয়নে
আঁধার ছানিয়া খুশীর দিন,
পাবে তা'তে কি তোমার
দেখানো পথের খানিক চিন্ !

ছিলো বুকেতে তাদের
বিশ্ব বিজয়ী বিপুল বল,
ছিলো হাতেতে সবার
তেগ্ হাতিয়ার অচঞ্চল,
ছিলো কণ্ঠে সবার
অভয় বাণী সে সুর-উজ্জ্বল,
বলো, পাবে কি গো ফিরে
কাম্য তাদের সে-সম্বল

আজি তাদেরে ঘিরিয়া
তিমির রাত্রি ঝঞ্ঝাবাত,
ফিরে গোপন চরণে
নিঠুর মরণ তাদের সাথ,
কোথা মুক্তি তাদের ?
বন্ধন সদা হানে আঘাত !
বলো সে কোন্ সাহসে
ডাকিবে তোমারে বাড়ায়ে হাত !

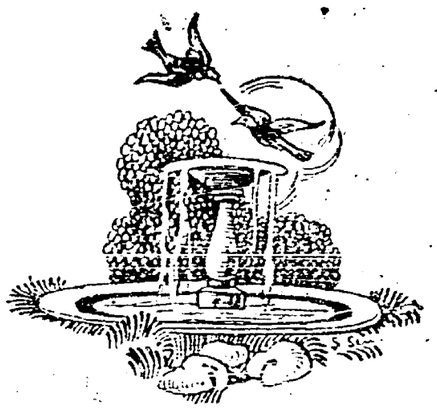

আজ চায়নাকো তা'রা
আরাম আয়েশ বা দৌলত্,
চাহে নতুন করিয়া
চরণ ফেলিতে তোমার পথ !
চাহে পীড়নে পীড়ন
হানিয়া চালাতে জয়ের রথ,
দাও আজিকে তাদের
বুকেতে কেবলি সে-হিম্মত !

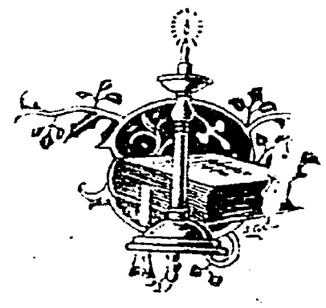

আজ নতুন করিয়া
আনিছে ঈমান তোমার 'পর !
প্রভো, নতুন নয়নে
দেখিছে তোমার কা'বার ঘর,
ভুলি' [illegible]ংসা ও দ্বেষ
বক্ষে ধরিছে আত্ম-পর,
দাও ডাকিতে তোমায়
শক্তি-দীপ্ত কণ্ঠস্বর !

প্রভো, মার্জ্জনা করো
তাদের সকল প্রাচীন পাপ,
[illegible] দাওগো ফেলিতে
কপালে দীনতা-মসির ছাপ !
দাও ভুলিতে তাদের
হারানো দিনের শোক ও তাপ
আজি ডাকিছে তোমায়
সজল কণ্ঠে বিশ্ব-না[illegible]